সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী

মহাভারত

কাশীরাম দাস-বিরচিত

আদিপর্ব্ব

মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই
সম্পাদিত

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্‌ এ, বি এল্‌, পি এইচ ডি
মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫

উপহার

পরমকল্যাণীয়

ডক্‌টর শ্রীমান্ বিমলাচরণ লাহাকে

এই গ্রন্থ আশীর্ব্বাদের সহিত

উপহার দিলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভূমিকা

ইংরাজী ১৮৮০-৮১ সালে আমি একবার শিঙ্গীগ্রাম দেখিতে গিয়াছিলাম। শিঙ্গীর পূব দিকের মাঠ পার হইয়া শিঙ্গীর পূর্ব্বসীমায় একটা বড় বটগাছের তলায় উপস্থিত হইলাম। ঐ বটগাছটি

শিঙ্গীগ্রাম

ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের স্থান। ক্ষেত্রপাল বড় জাগ্রত ঠাকুর; তাঁহাকে পূজা দিলে এবং ঐ বটগাছের তলার মাটি খাইলে বাঁঝা মেয়েদের ছেলে হয়। যাহাদের কেবল মেয়ে হইতেছে, তাহাদেরও ছেলে হয়। সুতরাং ক্ষেত্রপাল ঠাকুর এবং এই বটগাছের খাতির

ক্ষেত্রপাল ঠাকুর

সে দেশে খুব। গাছের তলায় অনেকক্ষণ বসিয়া ঘাম মরিলে আমরা পশ্চিম-মুখে গাঁয়ের ভিতর গেলাম। কিছু দূর গিয়া একটা তে-মাথায় পৌঁছিলাম। সেইখান হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণমুখো চলিয়া গিয়াছে। আমাদের ডান ধারে একটি ইটের রাশ;

কাশীরামের পাঠশালা

সেখানে কোন কালে একটি কোঠা বাড়ী ছিল, বোধ হয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। লোকে বলিল, এইখানে অনেক দিন আগে একখানি বড় চালাঘরে কাশীরাম দাস পাঠশালা করিতেন এবং এইখানে বসিয়াই তিনি মহাভারত লিখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রামের লোক এইখানে একখানি কোঠা ঘর তৈয়ার করিয়া দেয় এবং এইখানেই বারো-ইয়ারীর কাজ হইত।

দক্ষিণমুখো রাস্তা ধরিয়া একটু যাওয়ার পর একটা পূব-মুখো গলিতে ঢুকিলাম। একটু গেলেই একটি দো-মহল বাড়ী দেখাইয়া লোকে বলিল, "এই কাশীরামের ভিটা।" বাড়ী দোমহল বটে, তবে সবই চালা-ঘর। খড়ের এওয়াজী দেওয়া, মাটির পাঁচীলে

কাশীরামের ভিটা

ঘেরা। কাশীরামের প্রপৌত্র এই বাড়ী একঘর গন্ধবেণেকে বেচিয়া যান। যিনি কেনেন, তাঁহার প্রপৌত্র তখন বাড়ীর মালিক। কাশীরাম দাস কোন্ সময়ের লোক,

কাশীরামের কাল সম্বন্ধে গুজব

জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, দু'শ' বছরের লোক। তাহা হইলে তিনি আওরঙ্গজেব বাদশার সময়ের লোক। কাশীরামের প্রপৌত্র বাড়ী বেচিয়া কোথায় গেলেন জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, মেদিনীপুর অঞ্চলে গিয়াছিলেন।

আমরা সেই দক্ষিণমুখো রাস্তা ধরিয়া গাঁয়ের বাহিরে মাঠের মধ্যে খানিক দূর গিয়া একটা দীঘিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। দীঘির পাড় ক্ষইয়া গিয়াছে; দীঘিতে জলও বেশী নাই, ঘাটও নাই।

কেশের দীঘি

জল মাকড়া। নীচে ঘুটিং থাকিলে উপরের জল শাদা হয়, তাহাকে মাকড়া জল বলে। লোকে বলিল, "ইহার নাম কেশের দীঘি, এককালে কাশীরাম দাসের ছিল।" তাহা হইলে কাশীরামের পাঠশালা, কাশীরামের ভিটা এবং কাশীরামের দীঘি আজিও তাঁহার নাম শিঙ্গীতে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

নৈহাটী মিউনিসিপালিটীর এলেকায় ঐ সময় জগদ্দল নামে একখানি গ্রাম ছিল। এখন

সেখানে অনেকগুলি পাটের কল হইয়াছে; বাসিন্দা বড় একটা নাই। কিন্তু যখনকার কথা বলিতেছি, তখন গ্রাম ছিল, বাসিন্দা ছিল, একজন মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। তিনি গাঁয়ের বড়লোক; মস্ত বাড়ী, নাম পরাণচন্দ্র সেন, বয়সও ঢের হইয়াছে।• শিঙ্গী হইতে আসিয়া একদিন তাঁহার সঙ্গে বসিয়া কাশীরামের গল্প করিতেছি। তিনি বলিলেন যে, কাশীরামের সন্তান-সন্ততি এখন মেদিনীপুরে আছে, এ কথা সত্য। উহাদের একজন এখন আমার সুন্দরবনের আবাদে কাজ করে।

কাশীরামের বংশধর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিছু টাকাও তুলিয়াছিলেন। এবং শ্রীযুত বাবু তারকচন্দ্র রায়, কাটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এক লাখ ইটও পোড়ান হইয়াছিল; তাহার পাঁজাও আমি দেখিয়াছি। বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীনে এখন যাঁহারা দর-পত্তনীদার আছেন, তাঁহারা পাঠশালা ও দীঘির জমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন; দানপত্রের খসড়াও তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু এখন সব ইতাইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদে এখন আর সে কথা শোনা যায় না। সে খসড়া কোথায় গেল, তাহাও জানি না। কিন্তু কেশে-দীঘিটার একটা গতি হইয়াছে। দীঘি হইতে পাঁচ সাতখানা জমির পর ওকড়সা হাই স্কুল। তাঁহারা কেশের দীঘির ধারে ছেলেদের খেলার জায়গা করিয়াছেন এবং দীঘিটাও কাটাইবেন বলিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কাশীরামের স্মৃতি-রক্ষার উদ্যোগ

কাশীদাসের মহাভারত সে কালে আমরা সকলেই পড়িতাম। সে কালে সকলেই পড়িত, এখনকার ছেলেরা পড়ে না। ইহাদিগকে দ্রৌপদী যে পঞ্চ-পাণ্ডবের স্ত্রী ছিলেন, তাহার 'এলিউশন' লিখাইয়া দিতে হয়, তাহারা মুখস্থ করিয়া পাস করে। আমরা যাহা পড়িতাম, তাহা বটতলার ছাপা বইয়ে দাম লেখা থাকিত ৩৲ টাকা, কিন্তু ৶০ আনা হইতে ৷৹ শিকায় পাওয়া যাইত। বাঙ্গালা কাগজ তাহাও পাতলা; কিন্তু অক্ষর বেশ বড় বড় ছিল। খুব খেলো পিচ্‌বোর্ডের উপর মার্বেল কাগজ দিয়া তাহার মলাট হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন বড় বড় লোকে মহাভারতের সংস্করণ করিতেছেন। ভাল কাগজ, ভাল ছাপান, ভাল বাঁধাই, দু'চারখানা তে-রঙ্গা ছবিও থাকে। দামও তেমনই ৪৲ টাকা, ৫৲ টাকা, ৬৲ টাকা। কিন্তু মালে সেই বটতলা। কেহ বা দু'খানা পুথি মিলাইয়াছেন, কেহ বা একখানা মিলাইয়াছেন, কেহ বা একখানাও মিলান নাই।

কাশীরামের মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ

মহাভারতের যখন এই দশা, তখন সাহিত্য-পরিষদে গিয়া একদিন হঠাৎ শুনিলাম যে, সেখানে সন ৯৮৫ সালের একখানি পুথি আছে। সেখানি কাশীরামেরই আদিপর্ব্বের পুথি। সন ৯৮৫ সাল হইলে ইংরাজী ১৫৭৮ সাল হয়। মনে একটু খটকা বাধিল। কাশীরাম আওরঙ্গজেবের সময়ের লোক শুনিয়াছিলাম, এ যে আকবরের সময়ে গিয়া পড়ে; প্রায় ১০০ বছরের তফাত। বেশ করিয়া হাতের লেখা মিলাইলাম, অঙ্ক কয়টাও দেখিলাম; সে বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি মনে হইল না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে, কাশীরা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কাশীরামদাসের পুরাণ পুথি

যত পুরাণ শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আরও পুরাণ। পুথিখানি কাশীরামের হাতের লেখা নয়। সুতরাং পুথিতে যে তারিখ আছে, তাহা নকলের তারিখ, রচনার তারিখ নয়। তাহা হইলে

কাশীরামদাসের কালনির্ণয়

কাশীরাম আরও পুরাণ হইলেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এই যে ৯৮৫ সাল, ইহা আমাদের বাঙ্গালা সাল নহে, বিষ্ণুপুরের মল্লাব্দ। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ৬১৬ শকাব্দায় অর্থাৎ ৬৯৪ খৃঃ অঃ হইতে এক অব্দ চালাইয়া আসিতেছেন; মহাভারতের পুথির সন সেই মল্লাব্দ। কিন্তু ইহা মল্লাব্দ হওয়া অসম্ভব। কারণ, যেখানেই মল্লাব্দ আছে, সেখানেই "মল্লাব্দ" শব্দটি দেওয়া আছে। "সন ১৩৩৫ সাল" এ ভাবে দেওয়া নাই।

পুথিখানি পাইয়া ও পড়িয়া দেখিলাম যে, এখন যে সব আদিপর্ব্ব আছে, তাহা হইতে ইহা অনেক তফাৎ। সুতরাং পুথিখানি যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই ছাপাইয়া দিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের টাকা নাই। কলিকাতার লাহা-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা পুথি ছাপিবার সমস্ত খরচ দিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু বলিলেন, "আপনাকে পুথির সহিত কাপি মিলাইতে হইবে, শেষ প্রুফ দেখিতে হইবে ও ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে।" সাহিত্য-পরিষদের পরম উৎসাহী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাকী সমস্ত করিতে রাজী হইলেন। বিধাতা পণ্ডিত মহাশয়কে কি দিয়াই গড়িয়াছিলেন! ভূতের মত খাটিতে পণ্ডিত মহাশয় কখনও পিছপাও হন না এবং কাজে কোন দিন তাঁহার অমনোযোগ দেখি না।

বই ছাপা হইয়াছে; এখন বাহির হইবে। শুদ্ধ আদিপর্ব্বটি; মাঝে মাঝে পোকায় কাটা। তবে কাশীদাসের সময়কার পুথি বলিয়া লোকে ইহার আদর করিবেন, এই ভরসা।

'শ্লোকচ্ছন্দের" সংস্কৃত মহাভারত ও "গীতিচ্ছন্দের" বাঙ্গালা মহাভারত

ভূমিকা লিখিতে হইলে প্রথম বোধ হয়, সংস্কৃত মহাভারতের অর্থাৎ ব্যাসের "শ্লোকচ্ছন্দে" লেখা মহাভারতের কথা কিছু বলা দরকার। তারপর কাশীদাসের "গীতিচ্ছন্দে" লেখা মহাভারতের কথা বলা যাইবে। মহাভারত বলিয়া একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ আছে, ইহা সকলেই জানেন। উহাতে লক্ষ শ্লোক আছে অর্থাৎ ৩২ অক্ষরে শ্লোক ধরিলে উহার এক লক্ষ শ্লোক হয়। কিন্তু কবিতা গণিলে অত হয় না। মহাভারতেরই পর্ব্ব-সংগ্রহপর্ব্বে প্রতি পর্ব্বের কবিতা গণিয়া সবে মাত্র ৮৪৮৩৬টি কবিতা পাওয়া গিয়াছে।

মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা

মহাভারতের ভণিতা লইয়া, গদ্যভাগ লইয়া, বড় বড় কবিতায় ৩২ অক্ষরের বেশী যে অংশ থাকে, তাহা লইয়া, আমরা দেখিয়াছি যে, ৮৪৮৩৬টি কবিতায় এক লক্ষ শ্লোক হয়। এই যে এত বড় পুথি, ইহা কোথায় আরম্ভ হয় আর কোথায় শেষ হয়?

মহাভারতের আরম্ভ

মহাভারতের প্রথম অধ্যায়েই আছে যে, আরম্ভ সম্বন্ধে তিনটা মত। (১) কেহ কেহ বলেন, "নারায়ণং নমস্কৃত্য" থেকেই আরম্ভ। (২) কেহ কেহ বলেন, "না, আস্তীকের গল্প হইতেই ইহার আরম্ভ"। (৩) আবার কেহ কেহ বলেন, "তাও না; ব্যাসের মা সত্যবতী, তাঁহার আসল বাপ, উপরিচর বসু। তাঁহার গল্প হইতেই মহাভারতের আরম্ভ।" এই তিনটার কোনটাই ব্যাসের দ্বারা আরম্ভ হইতে পারে না। "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই শ্লোকে ব্যাসকে নমস্কার করা হইয়াছে। ব্যাস নিজেকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতে পারেন না।

আস্তীকের গল্পেও নয়। কারণ, সে ত জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের শেষে। সর্পযজ্ঞ মহাভারতের ঘটনার দুই পুরুষ পরের ব্যাপার। উপরিচর বসুর কথা দিয়াও আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না, কথাটা বড় নোংরা, বড় কলঙ্কের। এ কালের লোকে নিজের মা-বাপের কলঙ্ক দিয়া বই লিখিতে পারে না। সে কালের ঋষিরা বেহায়া ছিলেন, পারিলেও পারিতে পারেন।

মহাভারতের শেষ

মহাভারতের আরম্ভেরও যেমন ঠিক নাই, শেষেরও তেমন ঠিক নাই। আমরা জানি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির শরশয্যায় ভীষ্মের কাছে উপদেশ নেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, জ্যেঠা মহাশয়কে আশ্রমে বাস করান; যদুকুল ধ্বংসের সংবাদ শুনিয়া পাঁচ ভাই মহা-প্রস্থান করেন, যুধিষ্ঠির একা স্বর্গে যান।

ভাগবতে মহাভারত-সমাপ্তি সম্বন্ধে উল্লেখ

কিন্তু ভাগবতের ১ম স্কন্ধে শুনিতে পাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে,—কত আগে, তাহা জানি না, কর্ণ ও শকুনি আসিয়া বিদুরকে বলে,—"তুমি আমাদের শত্রু; তুমি এখানে থাকিলে আমাদের ঘরের কথা ফাঁক করিয়া দিবে; তুমি চলিয়া যাও।" বিদুর বেচারী তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি যখন প্রভাসে, তখন খবর পাইলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছেন। কিছু দিন পরে তিনি দ্বারকায় গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে; সব অন্ধকার; যদুকুল নির্ম্মূল। সেখান থেকে গেলেন মথুরায়; সেখানে উদ্ধবের কাছে ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়া গঙ্গাতীরে মৈত্রেয়ের কাছে গেলেন। মৈত্রেয়ের কাছে কিছু ধর্ম্ম উপদেশ নিয়া, তাঁহার উপদেশে তিনি হস্তিনায় গেলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহার খুব অভ্যর্থনা করিল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়া বলিলেন,—"ও মনীষি, তুমি না ভীমকে বিষ খাওয়াইয়াছিলে? তুমি না তাকে জৌ-ঘরে পুড়াইয়া মারিয়াছিলে? এখন কেমন করিয়া তার অন্নদাস হইয়া আছ? তোমার একটু লজ্জা করে না?" এই সব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র সেই রাত্রেই পলাইয়া গেলেন। সকালবেলা যুধিষ্ঠির জ্যেঠাকে নমস্কার করিতে আসিয়া দেখেন যে, বাড়ী খালি। চার পাঁচ দিন কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। শেষে নারদ আসিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমার জ্যেঠা হরিদ্বার গিয়াছেন; দুই তিন দিনের মধ্যে দেহত্যাগ করিবেন।" এই গল্পে অশ্বমেধও নাই, আশ্রমবাসও নাই। তাহার পরই যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন।

পাণ্ডবদের গল্পের এই দুই রকম শেষ। মহাভারত ব্যাসের লেখা। ভাগবত ব্যাসের ছেলে শুকের লেখা। এর কোন্‌টা ঠিক?

মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার, ৮৮০০ শ্লোকের মহাভারত

লোকে বলে, মহাভারত তিনবার লেখা হয়। একবার ৮৮০০ শ্লোকে; একবার ২৪০০০ শ্লোকে; আর একবার এক লাখ শ্লোকে। ৮৮০০ শ্লোকের কথা একেবারে মিছা। মহাভারতে আছে যে, ব্যাসের সঙ্গে গণেশের বন্দোবস্ত হয় যে, ব্যাস বলিয়া যাইবেন, আর গণেশ লিখিয়া যাইবেন। গণেশ বলিয়াছিলেন যে, ব্যাস থামিলেই তিনিও থামিয়া যাইবেন। ব্যাস বলিয়াছিলেন,—"তুমি কিন্তু না বুঝিয়া কিছু লিখিতে পারিবে না।" সেই জন্য ব্যাস ঘন ঘন একটি করিয়া শক্ত কবিতা বলিতেন। গণেশের বুঝিয়া লইতে দেরী হইত; আর এই অবসরে ব্যাস মনে মনে রচনা করিয়া লইতেন। এই কবিতাগুলির নাম

ব্যাস-কূট; মহাভারতে বলে, ব্যাসকূটের সংখ্যা ৮৮০০, আর তা' হওয়াই উচিত। কারণ, যদি দশটায় একটা করিয়াও ব্যাসকূট হয়, তাহা হইলেও তাহার সংখ্যা হইবে ৮৪৮৩। সেই জায়গায় না হয় ৮৮০০ই হইয়াছে। সুতরাং মহাভারতের শ্লোকের সংখ্যা যে এককালে ৮৮০০ ছিল, ইহা কোন কাজের কথা নয়। গল্প, গুজব, উপদেশ প্রভৃতি আলাত পালাত বাদ দিলে মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা ২৪০০০ হয় বটে; সেও হয় পাঞ্চালনগরে লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্য্যন্ত। বাকী ৭৬০০০ পরে জোড়া। পরে জোড়া বলিলাম; প্রক্ষিপ্ত বলিলাম না। প্রক্ষিপ্ত বলিলে একটু দোষের কথা হয়; যেন কেহ কোনও মতলব হাঁসিল করার জন্য কিছু ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু মহাভারতে তা হয় নাই। মহাভারত গোড়ায় ছিল একখানি মহাকাব্য—লক্ষ্যভেদ হইতে কুরুকুল-নাশ। তারপর সেখানিকে ইতিহাস করা হয়; কুরুবংশের ইতিহাস, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসনের ইতিহাস,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ব্যাস-কূট

২৪০০০ শ্লোকের মহাভারত পরবর্ত্তী-সংযোগ, প্রক্ষেপ নহে

মহাভারত—মহাকাব্য

মহাভারত—ইতিহাস

তারপর ইতিহাসের মানেটা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে ইতিহাসের মানে ছিল, কোন রাজারাজড়া বা বংশাবলী সম্বন্ধে সত্য ঘটনা পর পর লেখা। পরে যখন লোকের চোখ ফুটিতে লাগিল, তখন ইতিহাসে নানা জিনিষ জুটিতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ৪ শতকে কৌটিল্য বলিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস বলিতে ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সব বুঝায়। ইতিহাসের মানেও যত বিস্তার হইতে লাগিল, মহাভারতও ততই ফাঁপিতে লাগিল। শেষে মোক্ষশাস্ত্রও উহার মধ্যে আসিয়া গেল; ২৪০০০ ফুলিয়া এক লাখ হইল। অনেক আস্ত আস্ত বই আসিয়া মহাভারতে ঢুকিয়া পড়িতে লাগিল;—যেমন পতিব্রতোপাখ্যান, রামানুচরিত, নলোপাখ্যান, সনৎসুজাতীয়, ভগবদ্‌গীতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।*

ইতিহাস শব্দের অর্থ-বিস্তৃতি

কৌটিল্যের ইতিহাস-সংজ্ঞা

লক্ষ শ্লোকের মহাভারত

ভিন্ন ভিন্ন গল্প সংযোগ

কোন্ অধ্যায়টা গোড়ায় মহাভারতে ছিল এবং কোন্‌টা পরে জোড়া হইয়াছে, সে বিষয়ে ঠিক করার জন্য আমি সাতটা সূত্র তৈয়ারী করিয়াছি। বাঙ্গালা মহাভারতের ভূমিকায় তাহা দিবার দরকার নাই; এই জন্য দিলাম না।

আমরা যীশুখৃষ্টের পর চার বা পাঁচ শতকে তামার পাতার উপর লেখা দেখিতে পাই,—

* এইখানে বলিয়া রাখি, উপরে যে সংস্কৃত মহাভারতের কথা বলিলাম, তাহা আমরা কুম্ভকোণমের মহাভারতেই পাইয়াছি। পুণার বালসাহেব পন্থ প্রতিনিধি মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইয়া মহাভারত কমিটীর তত্ত্বাবধানে যে মহাভারত ছাপা হইতেছে এবং যাহার একখণ্ড মাত্র বাহির হইয়াছে, তাহা আমরা ব্যবহার করি নাই; কারণ, সে অতি অল্পমাত্র। অতি অল্পমাত্র হইলেও, ব্যবহার করিলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, উহাতে ব্যাসের নিকট ব্রহ্মার আগমন, গণেশকে লেখক ঠিক করা, ব্যাসকূটের সংখ্যা,—এ সব কিছুই নাই। সুতরাং ৮৮০০ শ্লোক যে এককালে মহাভারতের সংখ্যা ছিল, তাহা পূর্ব্বেই ভুয়া বলিয়াছি; এখন বলি যে, উহা আরও ভুয়া। পুণার মহাভারত ছাপিয়া বাহির হইলে এখনকার ছাপা মহাভারতগুলির অনেকাংশ বৃথা হইয়া যাইবে। কিন্তু সে মহাভারত বাহির হইতে এখনও বিলক্ষণ দেরী আছে। কারণ, কমিটী খুব ধীরে ধীরে কাজ চালাইতেছেন। এ সব কাজ ধীরে হওয়াই অবশ্য ভাল।

মহাভারতের নাম "শতসাহস্রী সংহিতা"। ইহাতে মনে হয় যে, খৃঃ পঞ্চম শতকেরও অনেক আগে মহাভারত লক্ষ শ্লোকে দাঁড়াইয়াছে। অশোক রাজা ব্রাহ্মণদের উপর খুব বেশী অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণরা শূদ্র ও বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া খৃঃ পূঃ ২ শতক হইতে খৃঃ ২ শতক পর্য্যন্ত, চারি শত বৎসর জোরে রাজত্ব করেন। শুঙ্গ, কাণ্ব ও শাতকর্ণীরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা, পাছে শূদ্রেরা আবার প্রবল হইয়া উঠে, এই ভয়ে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির পুনঃ পুনঃ সংস্কার করেন। স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগকে দলে টানিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে দিয়া লোকশিক্ষার উপায় করিয়া দেন। সেই সময়ে মহাভারতখানি এখনকার মত অবস্থায় দাঁড়ায়; অর্থাৎ উহার এক লাখ শ্লোক হয়।

খৃঃ পূঃ ২০০ হইতে খৃঃ ২০০ শতকের মধ্যে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত লিখিত

অনেকে বলেন যে, বেদব্যাস আগে-আঠারখানি পুরাণ লিখিয়া, পরে মহাভারত রচনা করেন। আবার অনেকে বলেন যে, আগে মহাভারত লিখিয়া পরে পুরাণ লেখেন। দু'টি কথার একটিও সত্য নহে। বেদব্যাস একা সব পুরাণ লেখেন নাই। বিষ্ণুপুরাণ লেখেন তাঁর বাবা; ভাগবতপুরাণ লেখেন তাঁর ছেলে। গরুড়পুরাণ লেখেন গরুড়; তিনি পুরাণসংহিতাকর্ত্তা হইবেন, এই বর পান। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন, চারিটি দীর্ঘজীবী পক্ষী,—ইঁহারা 'সংকুল'-যুদ্ধের সময় কুরুক্ষেত্রেই জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যে ভগদত্তের হাতীর গলার ঘণ্টায় ডিমগুলি চাপা পড়ে, তাই ইঁহারা বাঁচিয়া যান। বামনপুরাণে ব্যাসের নামও নাই। এইরূপ অনেক পুরাণই ব্যাসের নয়। বেশী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসের অনেক পরে পুরাণগুলি লেখা হয় এবং সেগুলিরও অনেকবার সংস্কার হয়। কিন্তু অনেক পুরাণের জিনিষ মহাভারতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আর খৃঃ ২ শতক হইতে কাশীরামের সময় পর্য্যন্ত পুরাণের গল্প ও মহাভারতের গল্প জড়াপট্টি হইয়া গিয়াছে। কাশীরাম যে সামনে কোন সংস্কৃত মহাভারত রাখিয়া তর্জ্জমা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তিনি পাঁচ জনের কাছে মহাভারতের গল্প শুনিয়া লিখিয়াছেন। সেইরূপ তর্জ্জমাই সে কালে হইত। বরং বোধ হয়, কাশীরাম কয়েকখানি বাঙ্গালা মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াই আপনার মহাভারত লিখিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই যে, তিনি গোড়ায়ই লিখিয়াছেন,—

মহাভারতের ও আঠারখানি পুরাণের রচয়িতা একজন লোক নহেন

পুরাণগুলি ব্যাসের পরে লেখা

মহাভারতের গল্পের সঙ্গে পুরাণের গল্পের মিশাল

কাশীরামের আগে বাঙ্গালা মহাভারতের তর্জ্জমা

> "প্রণমোহ পুস্তক ভারথ নামধর।
> জার নাম করিলে নিষ্পাপ হয় নর॥
> পরাশরসুতমুখে হইল সম্ভব।
> অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ॥
> গীত অর্থে কৈল তাহা সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
> কেশব রচিল তাহে বিবিধ আখ্যান॥
> হরি সে উদ্ভব—সেই প্রচণ্ড তপনে।
> ভারথ পঙ্কজ ফুটে জাহার বদনে॥

সুবুদ্ধি সুজন লোক হৈআ ষট্‌পদী।
ভারথপঙ্কজমধু পিয় নিরবধি॥"

ইহার অর্থ এই যে, সুগন্ধি নামে একজন লোক "গীত অর্থে" অর্থাৎ বাঙ্গালা ছড়ায় মহাভারত নির্ম্মাণ করিল। কেশব নামে আর একজন লোক তাহাতে বিবিধ আখ্যান জুটাইয়া দিল। তাহার পর হরি নামে আর একজন হইলেন, তিনি প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায়; তাঁহার মুখে ভারত-পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিনি মহাভারতের গল্প ও অন্যান্য গল্প একত্র লইয়া মহাভারতখানিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কাশীরাম দাস এই সকল বই ধরিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন। কাশীরামের পূর্ব্বে আরও অনেকবার মহাভারতের তর্জ্জমা হইয়াছিল।

একজন বই লেখেন, আর একজন তাহাতে আখ্যান যোগান, এ ব্যাপার আমাদের দেশে অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণে লবকুশ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন,—"মহর্ষি বাল্মীকি আপনার চরিত লিখিয়াছেন আর ভার্গব ইহাতে ১০০ আখ্যান লাগাইয়াছেন।" আসল মহাভারত ত ২৪০০০; কিন্তু আখ্যান, উপাখ্যান লইয়া ১০০০০০ হইয়াছে। সেইরূপ এখানেও সুগন্ধির মহাভারতে কেশব আখ্যান দিয়া দিলেন; আর দুইএ মিলাইয়া হরি ফুটাইয়া তুলিলেন। সেই দেখিয়া কাশীরাম দাস মহাভারত লিখিলেন। যত দূর দেখা যায়, কাশীরাম অথবা হরি, বাঙ্গালা দেশে চলিত মহাভারত আশ্রয় করিয়াছিলেন।

একের লেখা পুথিতে অন্য কর্ত্তৃক আখ্যান যোগান

মহাভারত ষাট লাখ শ্লোকে লেখা হয়। ত্রিশ লাখ দেবতাদের কাছে চলিয়া যায়; সেখানে নারদ তাঁহাদিগকে শোনান। পনের লাখ পিতৃলোকে চলিয়া যায়; সেখানে অসিত ও দেবল তাঁহাদিগকে শোনান। চৌদ্দ লাখ যক্ষরক্ষদের কাছে চলিয়া যায়; সেখানে শুক তাহাদিগকে শোনান। বাকী এক লাখ পৃথিবীতে থাকে; বৈশম্পায়ন তাহা জন্মেজয় রাজাকে শোনান। এ কথা মূল সংস্কৃত মহাভারতে আছে; কাশীরামও ঠিক ঠিক তাহা লিখিয়াছেন। মহাভারতের ভার ওজনে চার বেদের চেয়ে বেশী হইয়াছিল, সে কথাও দুই জায়গায়ই আছে।

ষাট লাখ শ্লোকের আদি মহাভারত

এ সম্বন্ধে মূল সংস্কৃতে ও কাশীদাসের মহাভারতে উল্লেখ

আমাদের দেশের লোকের সংস্কার, মূল মহাভারতে আঠারটি পর্ব্ব আছে। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে বলিতেছে যে, এই আঠার পর্ব্ব ছাড়া, বেদব্যাস মহাভারত ও হরিবংশকে এক শ' ছোট ছোট পর্ব্বে ভাগ করিয়াছেন;—হরিবংশে দু'টি এবং মহাভারতে আটানব্বইটি। প্রথম ছোট পর্ব্বটির নাম অনুক্রমণিকাপর্ব্ব; দ্বিতীয়টির নাম পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব। এই দুইটি পর্ব্ব পড়িলে মনে হয় যে, মহাভারত অন্ততঃ পাঁচ বার সংস্কার করা হইয়াছে। প্রথম সংস্কারের সূচীপত্র,—

পাঁচ বার মহাভারতের সংস্কার

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী॥

প্রথম সংস্কার

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

এই সংস্কারের বই কত বড় ছিল, জানি না। মোটামুটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবটাই ছিল; আর বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় সংস্করণের সূচীপত্র,—

দ্বিতীয় সংস্কার

পাণ্ডুর্জ্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা বিক্রমণেন চ।
অরণ্যে মৃগয়াশীলো ন্যবসৎ স্বজনস্তথা॥ ১ম পর্ব্ব, ১ম অধ্যায়, ১৩০ শ্লোক।

এই শ্লোক হইতে ১ম পঃ, ১ম অঃ, ৩০১ শ্লোক পর্য্যন্ত ২য় সংস্করণের সূচী। ইহারই মধ্যে—

"যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং
বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।
কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্ব্বরাজ্ঞাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥"

প্রভৃতি ৫৭টি (পুণা-মহাভারত মতে) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের কবিতা আছে। তাহাতে বোধ হয়, এই সূচীর মহাভারত লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত। তৃতীয় সংস্করণের

তৃতীয় সংস্কার

সূচী,—১ম পঃ, ১ম অঃ, ১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ১ম পঃ, ১ম অঃ, ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত। ইহাতে এই কয়টি ছোট বড় পর্ব্ব আছে;—সংগ্রহ, পৌলোম, আস্তীক, সম্ভব, সভা, আরণ্য, বিরাট্, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, স্ত্রী, ঐষিক, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস এবং মৌষল। বোধ হয়, এই সংস্করণেই ২৪০০০ শ্লোক ছিল এবং প্রায় ১৫০ শ্লোকে তাহার সূচীপত্র ছিল।

চতুর্থ সংস্কার

চতুর্থ সংস্করণে ব্যাসদেব মহাভারতকে ৯৮টি পর্ব্বে ভাগ করেন। সেই সব পর্ব্ব ছোট। তাহাতে লক্ষ শ্লোকই ছিল কি না, ঠিক জানা যায় না।

পঞ্চম সংস্কার

পঞ্চম সংস্করণের সূচীপত্রে ১৮টি বড় পর্ব্বের কথা আছে; সেগুলিতে কত অধ্যায় এবং কত শ্লোক, তাহাও লেখা আছে। শ্লোকের সংখ্যা ৮৪৫৩৬ অর্থাৎ ৩২ অক্ষর শ্লোকের ১০০০০০।

মূল মহাভারতে আদিপর্ব্বে উনিশটি ছোট পর্ব্ব আছে

আমরা কাশীরামের আদিপর্ব্ব মাত্র পাইয়াছি এবং তাহাই ছাপাইতেছি। সুতরাং আদিপর্ব্ব লইয়াই আমাদের কথা। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এই কয়টি ছোট পর্ব্ব আছে,—

১। অনুক্রমণিকা

১। অনুক্রমণিকা-পর্ব্ব,—ইহাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্কারের সূচীপত্র দেওয়া আছে। এবং লেখা আছে যে, বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার কাছে আসেন এবং গণেশকে লেখক ঠিক করিতে বলেন। এই পর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ আছে।

২। পর্ব্বসংগ্রহ-পর্ব্ব,—এই পর্ব্বের প্রথমেই স্যমন্তপঞ্চকের পাঁচটি হ্রদের কথা আছে। ।রাম এই পাঁচটি হ্রদ ক্ষত্রিয়দের রক্তে পূর্ণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন এবং বর পাইয়াছিলেন যে, এই জায়গা একটি তীর্থস্থান হইবে। এই স্যমন্তপঞ্চকেই দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয় এবং আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য মারা যায়।" কত ।দাতিক, কত অশ্বারোহী, কত হস্তী ও কত রথী হইলে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহার হিসাব এই ।র্ব্বে আছে। এই পর্ব্বেই ১০০ ছোট ও ১৮ বড় পর্ব্বের সূচী দেওয়া আছে।

২। পর্ব্বসংগ্রহ

৩। পৌষ্য-পর্ব্ব,—পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেজয় কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁর এক ভাই ।না অপরাধে একটা কুকুর মারে। সেই রাগে তাহার মা সরমা আসিয়া শাপ দেয় যে, তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে। জন্মেজয় হস্তিনাপুরে ফিরিয়া সোমশ্রবা নামে এক ঋষিকে পুরোহিত ঠিক করেন এবং তক্ষশিলায় গিয়া সেই দেশটি ।ল করেন। এইখানে আয়োদধৌম্য ও তাঁহার তিন শিষ্যের গল্প আছে। তাহারা অনেক ষ্টে গুরুর মন জোগাইয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তৃতীয় শিষ্য বৈদ—জন্মেজয় ও পৌষ্য, এই দুই জার উপাধ্যায় হন। তাঁহার এক শিষ্য উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে গুরুপত্নী বলেন, ।ীষ্যরাজার রাণীর কাণের কুণ্ডল আনিয়া দাও। উতঙ্ক কুণ্ডল আনিবার সময় তক্ষক তাহা চুরী করে। ।ই জন্য সর্পজাতির উপর উতঙ্কের রাগ হয়। তিনি সর্পবধের জন্য জন্মেজয়কে উত্তেজিত করেন।

৪। পৌলোম-পর্ব্ব,—ভৃগু প্রজাপতির বংশে রুরু নামে এক ঋষি জন্মেন। তিনি মেনকার য়ে প্রমদ্বরাকে বিবাহ করিতে চান। বিবাহের সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে সাপের কামড়ে প্রমদ্বরা মারা যান। অনেক কষ্টে রুরু যমের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া, নিজের অর্দ্ধেক আয়ু দিয়া তাঁহাকে বাঁচান ও বিবাহ করেন। কিন্তু সাপের উপর হার বড় রাগ হয় এবং ক্রমাগত সাপ মারিতে থাকেন। তিনি একদিন এক ঢোঁড়া সাপের উপর ঠি উচাইয়াছেন, এমন সময় সে বলিল,—"বাপু, আমি ত নামেমাত্র সাপ, আমাকে মার কেন? মার কামড়ে কেহ মরে না।" রুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বাবার কাছে আসিয়া জন্মেজয়ের যজ্ঞের কথা শুনিলেন।

। পৌলোম

৫। আস্তীক-পর্ব্ব,—যাযাবরবংশে জরৎকারু নামে এক ঋষি বিবাহ না করিয়া ঘুরিয়া ।ান। তিনি একদিন দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা একটা বেণার মূল ধরিয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে ঝুলিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন যে, "বাপু, তুমি যদি বিবাহ না কর, তবে আমরা এই কূয়ায় পড়িয়া যাইব।" তিনি বলিলেন,—"যদি কেহ ।য়া বিবাহ দেয়, এবং যদি আমার নামের মেয়ে পাই, তবেই বিবাহ করিব।" নাগরাজ বাসুকির ।কারু নামে এক ভগ্নী ছিল; তিনি উপযাচক হইয়া ঋষির সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দিলেন। ।কারুর একটি ছেলে হইল; ছেলের নাম আস্তীক। জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া ।ীক সেখানে গিয়া জুটিলেন। সেখানে গিয়া যজ্ঞের খুব প্রশংসা করিলেন। এমন সময়ে ঋষিরা ।কর নামে আহুতি দিলেন। ইন্দ্র এত দিন তক্ষককে রক্ষা করিতেছিলেন, আর পারিলেন না।

আস্তীক

তক্ষক আগুনে আসিয়া পড়ে, এমন সময় আস্তীক চেঁচাইয়া বলিলেন,—"মামা, থাম।" তক্ষক আর পড়িল না। আস্তীক জন্মেজয়ের কাছে বর চাহিলেন,—"তোমার যজ্ঞ বন্ধ হউক।" জন্মেজয় আগেই বর দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, "না" বলিতে পারিলেন না। সোমশ্রবারও প্রতিজ্ঞা ছিল যে, ব্রাহ্মণ কিছু চাহিলে "না" বলিবেন না। এইরূপে আস্তীক মামার বংশ রক্ষা করিয়া দিলেন। এই জন্য আস্তীকের নাম করিলে সাপের ভয় থাকে না।

৬ অংশাবতরণ-পর্ব্ব,—সর্পযজ্ঞে ব্যাস আসিয়াছিলেন। জন্মেজয় তাঁহার কাছে মহাভারত শুনিতে চাহিলে তিনি বৈশম্পায়নকে শুনাইতে বলিলেন; বৈশম্পায়ন শুনাইতে লাগিলেন। প্রথমেই পুরুবংশবর্ণন; তারপর উপরিচর রাজার কথা। শ্যেন পক্ষী তাঁহার বীর্য্য লইয়া ঋতুমতী স্ত্রীকে দিতে যাইতেছিল। আর একটা শ্যেনের সঙ্গে ঝগড়া হইলে সেটা নদীতে পড়িয়া যায়। মাছে সেটা খায়; মাছের পেটে একটি মেয়ে হয়। মেয়ের নাম মৎস্যগন্ধা। কৈবর্ত্তদের রাজা তাহাকে পালন করেন। একদিন মৎস্যগন্ধা খেয়া দিতেছেন, এমন সময়ে পরাশর মুনি খেয়া নৌকায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; তিনি কুয়াসার সৃষ্টি করিলেন; মাঝ নদীতে একটা দ্বীপ হইল; সেখানে পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে তৎক্ষণাৎ ব্যাসদেবের জন্ম হইল। ব্যাস জন্মমাত্রই তপস্যা করিতে গেলেন। মাকে বলিয়া গেলেন,—"তোমার দরকার হইলেই ডাকিও, আমি আসিব।"

৬। অংশাবতরণ

পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে পুত্র জন্মাইতে লাগিলেন। বহুকাল বেশ চলিল; পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার পরই দেবতারা স্বর্গ হইতে দৈত্যদের তাড়াইয়া দিলেন। তাহারাও পৃথিবীতে আসিয়া ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। পৃথিবী তাহাদের অত্যাচারে ভারী হইয়া উঠিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের অংশে অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে বলিলেন।. ইহারই নাম অংশাবতরণ।

৭। সম্ভব-পর্ব্ব,—ইহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতিবংশ, ঋষিবংশ বর্ণন করিয়াই একেবারে দ্বাপরের শেষে উপস্থিত। তখন জরাসন্ধ, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তী, বলভদ্র, দ্রৌপদী, ইঁহাদের উৎপত্তি। ইহার পর কুরুবংশে যযাতির উপাখ্যান খুব দীর্ঘ—৬৯ অধ্যায় হইতে ৮৭ পর্য্যন্ত। তাহার পর পুরুবংশ ও শকুন্তলার উপাখ্যান, ৮৮ অধ্যায় হইতে ১০১ অধ্যায় পর্য্যন্ত। তাহার পর ভরতের বংশ, প্রতীপ, গঙ্গা, শান্তনু, ভীষ্ম, আট জন বসু, ইঁহাদের কথা। মৎস্যগন্ধার সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ; চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম ও মৃত্যু। বিচিত্রবীর্য্যের দুই রাণী অম্বিকা অম্বালিকা; ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং তাহার দাসীর বিদুরের উৎপত্তির কথা। পাণ্ডুর অভিষেক, দিগ্‌বিজয়, বিবাহ ও মৃত্যু। পাণ্ডুর মৃত্যুর পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন, তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষা; ভীম ও দুর্য্যোধনে শত্রুতা, প্রমাণকোটি ভীমকে বিষ খাওয়ান, অর্জ্জুন ও কর্ণের পরীক্ষা; দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া - অর্থাৎ দ্রুপদের রাজ্যের অর্দ্ধেক জিতিয়া দেওয়া, দ্রোণকে অহিচ্ছত্রে রাজা করিয়া দেওয়া ইত্যাদির বর্ণনা। যুধিষ্ঠির যুবরা

৭। সম্ভব

হইলেন বটে, কিন্তু যখন প্রজারা তাঁহাকে সম্রাট্ করিতে বলিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন চালাকি করিয়া উঁহাদের বারণাবতে পাঠাইয়া দিলেন।

৮। জতুগৃহ-পর্ব্ব,—যুধিষ্ঠিরেরা বারণাবতে যাবার আগেই দুর্য্যোধন পুরোচনকে পাঠাইয়া দিয়া ধুনা, শণ, গালা, তেল, ঘি, এই সব দিয়া একখানি ঘর তৈয়ারী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা

৮। জতুগৃহ

গিয়াই ব্যাপারটা বুঝিয়া, ঘরের ভিতর দিয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটাইলেন, তারপর খুব ধূম করিয়া একটা ভোজ দিলেন। শেষে অনেক রাত্রে পুরোচনের ঘরের দুয়ারে শিকল তুলিয়া দিয়া, ঘরে আগুন দিয়া, সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করিলেন। ঘাটে নৌকা ঠিক ছিল। গঙ্গা পার হইয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া সকলে পিপাসায় কাতর হইলেন; ভীম অনেক দূর হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের খাইতে দিলেন।

৯। হিড়িম্ববধ-পর্ব্ব,—গঙ্গাপারের বনটা হিড়িম্ব রাক্ষসের। মানুষ আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহার জিভে জল আসিল। সে ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য তার ভগ্নী হিড়িম্বাকে পাঠাইয়া

৯। হিড়িম্ববধ

দিল। তখন ভীম জল লইয়া গিয়া দেখিলেন যে, মা ও ভাইয়েরা বেশ ঘুমাইয়া আছে। হিড়িম্বা ভীমকে দেখিয়া একেবারে পাগল হইয়া উঠিল; সে ভীমের স্ত্রী হইবে। কুন্তী জাগিয়া জল খাইয়া বলিলেন,—"ক্ষতি কি?" ভীম তাহাকে সঙ্গে করিয়া বনের ভিতর চলিয়া গেলেন। হিড়িম্ব ভগ্নীর দেরী দেখিয়া সেখানে উপস্থিত। ভীমে হিড়িম্বে ভয়ানক লড়াই হইল; হিড়িম্ব ভীমের হাতে মারা পড়িল। ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিবাহ হইল; সে দিন কত শ্বাশুড়ীর খুব সেবা করিল; তাঁহাদের ঘর-দুয়ার তৈয়ার করিয়া দিল। তাহার একটী ছেলে হইল; তাহার নাম হইল ঘটোৎকচ। এই সময়ে বেদব্যাস একদিন শালিহোত্র সরোবরের পাড়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আরও মাসখানেক এখানে থাক; মাসখানেক পরে আসিয়া তোমাদের একটা ব্যবস্থা করিব।

১০। বকবধ-পর্ব্ব,—এক মাস পরে ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে একচক্রা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গেলেন; সেখানে তাঁহাদের আশ্রয় মিলিল। ঘটোৎকচ ও তাহার মা, স্মরণ করিলেই আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল। কিছু দিন এমনই যায়; এমন সময় একদিন ব্রাহ্মণের

১০। বকবধ

বাড়ী কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। কুন্তী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এটা বক নামে এক রাক্ষসের দেশ। তাহার সঙ্গে লোকে বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, তাহার খাওয়ার জন্য এক গাড়ী খাবার এবং একটী করিয়া লোক সিধা যাইবে। আজ এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পালা পড়িয়াছে, তাই কান্নাকাটি। কুন্তী বলিলেন,—"এত দিন তোমার বাড়ীতে আছি; তোমার একটা উপকার করিব না? আজ তোমাদের কাহারও যাইতে হইবে না; আমার মেজ ছেলে যাইবে।" ভীমও রাজী। খাবারের গাড়ীর সঙ্গে ভীম গেলেন। গাড়ীখানি খালি গিয়া বকের কাছে পৌঁছিল। বক চটিয়া আগুন হইয়া ভীমকে তাড়া করিলে দুই জনে লড়াই বাধিল; বক মরিয়া গেল। বককে মারিয়া ফেলায় গাঁয়ের মধ্যে ভীমের ভারী খাতির হইল।

১১। চৈত্ররথ-পর্ব্ব,—একচক্রায় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পাণ্ডবেরা থাকিতে থাকিতে আর এক

ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া অতিথি হইল। সে খবর দিল যে, দ্রুপদ রাজার বাড়ীতে তাঁহার মেয়ের স্বয়ম্বর হইতেছে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণের সহিত দ্রুপদের বাল্যসখিত্ব,

১১। চৈত্ররথ

তারপর কলহ, দ্রোণের অপমান, দ্রোণের হস্তিনাপুরে গমন, সেখানে রাজপুত্রদের শিক্ষা দেওয়া, শেষটায় শিষ্যদিগকে দিয়া দ্রুপদের রাজ্য ভাগ করিয়া লওয়া—সবই গল্প করিল। শেষে রাজা, যাজ ও উপযাজ নামে তুই ঋষির কাছে গিয়া যজ্ঞ করিয়া দ্রোণবধের জন্য পুত্রলাভ হইবে, এই বর পাইয়াছেন; সে গল্পও করিল। দ্রুপদের ইচ্ছা ছিল যে, অর্জ্জুনকে কন্যাদান করেন; কিন্তু তাহারা ত সকলে জৌঘরে পুড়িয়া মরিয়াছে। সেই জন্য স্বয়ম্বর ঠিক করিয়াছেন, তাহাও বলিল। পাণ্ডবেরা দ্রুপদের নগরে যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে ব্যাসের সঙ্গে দেখা। তিনিও খুব উৎসাহ দিলেন। তুপর রাতে পাণ্ডবেরা গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অর্জ্জুন একটা মশাল জ্বালিয়া আগে আগে যাইতে লাগিলেন। একজন গন্ধর্ব্বদের রাজা সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন; পাণ্ডবদের জলে নামিতে দেখিয়া তিনি ভারী চটিয়া গেলেন। গন্ধর্ব্বের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইলেন, তাঁহাদের সঙ্গে চিরমিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—"তোমরা একজন ভাল পুরোহিত কাড়।" এইখানে সূর্য্যের কন্যা তপতীর সঙ্গে সম্বরণের বিবাহের গল্প হইল এবং বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের ঝগড়ার গল্পও হইল। বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি কল্মাষপাদ রাজাকে শাপ দিলেন, "তুমি রাক্ষস হও।" তিনি রাক্ষস হইয়াই কিন্তু প্রথম বশিষ্ঠের ছেলেগুলিকে খাইয়া ফেলিলেন। বশিষ্ঠ মনের কষ্টে আত্মহত্যা করিতে গেলেন, কিন্তু আত্মহত্যা করা হইল না। ঘরে আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ গর্ভবতী। তিনি পুত্রবধূকে লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছেন, এমন সময়ে কল্মাষপাদ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। বশিষ্ঠ তাঁহার শাপ-মোচন করিয়া দিলেন। এইরূপ ঔর্ব্বেরও গল্প হইল। পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বের কথায় দেবলের ছোট ভাই ধৌম্যকে তাঁহাদের পুরোহিত ঠিক করিলেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে আগ্নেয়াস্ত্র দিলেন। গন্ধর্ব্বও প্রতিদানে তাঁহাকে চাক্ষুষী বিদ্যা দিলেন এবং তাঁর কতকগুলি ভাল ঘোড়া আছে, কাজের সময় তাহা লইতে অনুরোধ করিলেন।

১২। স্বয়ম্বর-পর্ব্ব,—স্বয়ম্বর-সভায় পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গিয়া বসিলেন। নানা দেশের রাজারা আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও আসিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের চিনিতে পারিয়া ইশারায় দাদাকে দেখাইয়া দিলেন। বলরামও ইঙ্গিতে বলিলেন,—"এখন কোন কথা নয়।" কোন রাজাই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলেন না। তখন দ্রুপদ বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ হও, ক্ষত্রিয় হও, বৈশ্য হও অথবা

১২। স্বয়ম্বর

শূদ্রই হও, যে লক্ষ্যভেদ করিবে, সেই আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে।" ব্রাহ্মণে লক্ষ্যভেদ করিয়াছে শুনিয়া একটা গোলমাল হইল। রাজারা সকলে মিলিয়া দ্রুপদকে আক্রমণ করিলেন। তখন ভীমার্জ্জুন তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; রাজারা কিছুই করিতে পারিলেন না। দ্রৌপদীকে লইয়া তাঁহারা কুমারের ঘরে কুন্তীর কাছে গেলেন। যুধিষ্ঠির আসিয়া বলিলেন,—"মা, আজ ভিক্ষা মিলিয়াছে ভাল।" কুন্তী বলিলেন,—"যা পাইয়াছ, পাঁচ ভাই ভাগ করিয়া খাও।" এইরূপে দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী হইল। এই

সম্বন্ধে নানারকম গল্প আছে। যুধিষ্ঠির যখন কুন্তীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন কুমারের ঘরে লুকাইয়া সব শুনিতেছিলেন।

১৩। বৈবাহিক-পর্ব্ব,—ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া দ্রুপদকে সব কথা বলিলে তিনি ভারী খুশী হইয়া কুন্তী ও তাঁহার পাঁচ ছেলেকে এবং দ্রৌপদীকে বাড়ী লইয়া আসিলেন। এইবার প্রকাশ পাইল যে, পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছে আর দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছে। দ্রুপদ নানারূপে তাঁহাদের পরীক্ষা করিয়া লইলেন; কিন্তু এক কন্যা পাঁচ ভাইকে দিতে রাজী হইলেন না। তখন ব্যাস আসিয়া অনেক নজীর, অনেক যুক্তি দিয়া তাঁহাকে রাজী করাইলেন। বলিলেন যে, জটিলা নামে গৌতমী সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বলিলেন যে, মারিষা দশজন প্রচেতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি নালায়নীর গল্পও বলিলেন। নালায়নী আপনার স্বামী বৃদ্ধ মৌদ্‌গল্যের খুব সেবা করিয়া, তাঁহার কাছে বর চাহেন,—"তুমি পাঁচ রূপে আমার সঙ্গে বিহার কর।" সেই নালায়নীই দ্রৌপদী। ইতিহাস হইতেও ব্যাস অনেক উদাহরণ দিলেন। নিতম্ভ রাজার পাঁচটি ছেলে ছিল। শিবির মেয়ে ভৌমাশ্বী স্বয়ম্বরে পাঁচটিকেই বরণ করেন। এইরূপে ক্রমে দ্রুপদের মত করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হইল। কৃষ্ণ অনেক যৌতুক পাঠাইয়াছিলেন, সেগুলি গ্রহণ করা হইল।

১৩। বৈবাহিক

১৪। বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভ-পর্ব্ব,—কথাটার প্রচার হইলে হস্তিনাপুরে বড় গোল বাধিল। শকুনি বলিল,—"উহাদের মারিয়া ফেল।" সোমদত্ত বলিলেন,—"না"। রাজ্যের লোক ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি দ্রুপদের নগর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে গিয়া হারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে দূত পাঠাইলেন। বিদুর গিয়া কৃষ্ণ ও দ্রুপদের নিকট সব কথা বলিলেন। তাঁহারাও পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় যাইবার অনুমতি দিলেন। পাণ্ডবেরা আসিলে সকলে সাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিল। খাণ্ডবপ্রস্থে তাঁহাদের অর্দ্ধেক রাজ্য দেওয়া হইল; তাঁহারা সেখানে গিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করিলেন। একদিন নারদ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"সুন্দ ও উপসুন্দ দুই ভাইয়ে কত ভাব ছিল; এক তিলোত্তমার জন্য দুইটাই মরিয়া গেল। তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের এক স্ত্রী; যদি ঝগড়া হয়, তবে সকলেই মারা যাইবে। আমি বলি, তোমরা এক এক ভাই এক এক বৎসর দ্রৌপদীর সঙ্গে থাক। সেই সময়ে যদি অন্য কোন ভাই সেখানে যাও, তবে ১২ বছর বনবাস করিতে হইবে।"

১৪। বিদুরাগমন

১৫। অর্জ্জুন-বনবাস-পর্ব্ব,—এই সব নিয়ম হইলে পর এক দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল যে, চোরে তার গরু লইয়া যাইতেছে। রাজা না দেখিলে কে দেখিবে? কথাটা অর্জ্জুনের কাণে গেল। অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে, দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠির সেখানে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাঁহাকে বনবাসে যাইতে হইল।

১৫। অর্জ্জুনের বনবাস

তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভিক্ষু, ইহাদের সহিত নানা তীর্থে ঘুরিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, এমন সময়ে কৌরব্য নামে পন্নগের মেয়ে উলুপী তাঁহাকে নাগলোকে লইয়া

গেল। সেখানে গিয়া বলিল,—"আমাকে বিবাহ কর।" অর্জ্জুন বলিলেন,—"আমি বনবাসী ও ব্রহ্মচারী, কেমন করিয়া বিবাহ করিব?" সে যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেল। অর্জ্জুনের একটি ছেলেও হইল। ছেলের নাম ইরাবান্। উলুপী শেষে অর্জ্জুনকে যেখান হইতে লইয়াছিল, সেখানে রাখিয়া গেল; আর তাঁহাকে বর দিল যে, তিনি জলেও অজেয় হইবেন। অর্জ্জুন আবার তীর্থযাত্রা করিলেন। এবার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মহেন্দ্রপর্ব্বত, গোদাবরী পার হইয়া কাবেরী-সাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া মণলূড় নামক স্থানের রাজা চিত্রবাহনকে দেখিতে গেলেন। গিয়া বলিলেন,—"তোমার মেয়ে চিত্রাঙ্গদাকে আমি বিবাহ করিতে চাই।" রাজা বলিলেন,—"বিবাহ দিতে পারি; কিন্তু উহার যে ছেলে হইবে, সে আমার পুত্রিকাপুত্র হইবে।" অর্জ্জুন সেই সর্ত্তেই বিবাহ করিলেন। তাহার পর দক্ষিণ-সমুদ্রে আসিয়া দেখিলেন যে, পাঁচটি তীর্থ সেখানে আছে, কিন্তু কেহ স্নান করে না। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন? লোকে বলিল,—"হাঙ্গরের ভয়ে।" অর্জ্জুন তখন হাঙ্গরগুলি মারিয়া তীর্থগুলির উদ্ধার করিলেন। সেই পাঁচটি তীর্থের নাম,—(১) অগস্ত্য, (২) সৌভদ্র, (৩) পৌলোম, (৪) কারন্ধম, (৫) ভরদ্বাজ তীর্থ। ঘুরিতে ঘুরিতে অর্জ্জুন প্রভাসে গেলেন। সে জায়গাটা যদুবংশীয়দের অধিকারে। সেখানে গিয়া তিনি সুভদ্রাহরণ মনঃস্থ করিলেন; কৃষ্ণ তাঁহার যোগাড়ে হইলেন।

১৬। সুভদ্রাহরণ-পর্ব্ব,—কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়া প্রভাস ও রৈবতক হইতে দ্বারকা গেলেন। সেখানে বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, সন্ন্যাসীটিকে কোথায় রাখা যায়?" দাদা বলিলেন, "সুভদ্রার বাগানে। এমন সাধু সন্ন্যাসীর ত সেখানেই থাকা উচিত, সুভদ্রা ইঁহার বেশ সেবা করিতে পারিবে।" অর্জ্জুন সেখানেই থাকেন, সুভদ্রা সেবা করেন। ক্রমে দুই জনেই দুই জনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এমন সময় অন্তর্দ্বীপে খুব বড় একটা মেলা হয়। সব যাদবেরাই সেখানে চলিয়া গেল। কেবল যাহাদের না থাকিলেই নয়, তাহারা গেল না। অর্জ্জুন আর সুভদ্রাও গেলেন না। মেলাও অনেক দিন ধরিয়া হয়, চৌত্রিশ দিন এই ফাঁকে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা বলিলেন,—"আমি বেশ রথ চালাইতে পারি; আমিই চালাইয়া লইয়া যাইব।" তিনি কৃষ্ণের রথ, কৃষ্ণের চারিটি ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণদের দান করিলেন; সখীদের কাছে বিদায় লইলেন; অর্জ্জুনের যতিবেশ ছাড়াইয়া বীরবেশ পরাইয়া দিলেন এবং রৈবতকের গেট দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। রৈবতকে বিপ্রসু তাঁহাদের আটকাইয়া ফেলিল। তাহাকে মারিয়া ধরিয়া অর্জ্জুন বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে খাণ্ডবপ্রস্থের দিকে রথ হাঁকাইয়া দিলেন।

১৬। সুভদ্রাহরণ

১৭। হরণাহরণ-পর্ব্ব,—"অর্জ্জুন আমাদের অপমান করিল" বলিয়া যাদবেরা বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে মানা করিলেন, কিন্তু বড়ই রাগ করিলেন। কৃষ্ণ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। তখন অর্জ্জুনকে ফেরানর চেষ্টা হইল; কিন্তু অর্জ্জুন তখন অনেকটা আগাইয়া গিয়াছেন।

১৭। হরণাহরণ

শেষে সকলে মিলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া মহাধূমধামের সঙ্গে অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিলেন। শশুরবাড়ী হইতে অর্জ্জুন অনেক জিনিষ পাইলেন। যুধিষ্ঠিরও যাদবদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা হিসাবে অনেক উপহার দিলেন। সবাই চলিয়া গেলেন; কেবল কৃষ্ণ রহিলেন। একটা কথা বলিয়া রাখি। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে কিছু দূরে অর্জ্জুনের একখানা গ্রাম ছিল। সেখানে আসিয়া তিনি সুভদ্রাকে বলিলেন,—"দেখ, দ্রৌপদীর সঙ্গে তোমার প্রথম দর্শনটা শুভ হওয়া দরকার। তুমি এই গাঁয়ের গয়লানীদের সঙ্গে গিয়া তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা কর।" সুভদ্রা গেলেন। প্রথমেই কুন্তীর সঙ্গে দেখা করিলেন; পিসি-মা ত! তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া দ্রৌপদীর কাছে গিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার দাসী এসেছি, দিদি!" দ্রৌপদী তাঁহাকে খুব আদর করিলেন। বছরখানেক পরে সুভদ্রার একটি ছেলে হইল। তারপর বছর বছর দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর পাঁচটি ছেলে হইল।

১৮। খাণ্ডবদাহ-পর্ব্ব,—অর্জ্জুনকে ডাকিয়া কৃষ্ণ একদিন বলিলেন,—"ভাই, সহর আর ভাল লাগে না; চল, বন থেকে একবার ঘুরিয়া আসি।" বলিয়া, তাঁহারা খাণ্ডববনে গেলেন। সেখানে সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া যমুনার তীরে একখানা বড় পাথরের উপর দুই জনে বসিলেন। ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"শ্বেতকি নামে রাজা ১২ বছর অনবরত একধারায় আমাকে ঘি খাওয়ান। ঋত্বিক্‌রা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে মহাদেব নিজে পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে যজ্ঞ করান। ফলে আমার মন্দাগ্নি হইয়াছে। আমি ঔষধের জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি আমাকে খাণ্ডববন খাইতে বলেন। কিন্তু যখনই খাইতে আসি, তখনই ইন্দ্র আমাকে বাধা দেয়; কেন না, এখানে তার বন্ধু তক্ষক বাস করে। আজ তোমরা এখানে আসিয়াছ, আমার একটা গতি করিয়া যাও।" অর্জ্জুন বলিলেন যে, তাঁহার তেমন ভাল অস্ত্রশস্ত্র নাই। অগ্নি তখন তাঁকে কপিধ্বজ রথ দিলেন, গাণ্ডীব ধনুক দিলেন, অক্ষয় তূণ দিলেন। কৃষ্ণের ত অস্ত্রের কথাই নাই; এক সুদর্শনই তাঁর যথেষ্ট! তাঁহারা রথে চড়িয়া, বনের চারি ধারে ঘুরিয়া বাণ ছুঁড়িতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রথমে খুব বৃষ্টি করিলেন; কৃষ্ণার্জ্জুন তাহা উড়াইয়া দিলেন। শেষে পাথরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কৃষ্ণার্জ্জুনের বাণে তাহা গুঁড়া হইয়া গেল। শেষে পাহাড় লইয়া আসিলেন, তাহাও গুঁড়া হইয়া গেল। তক্ষক তখন বনে ছিলেন না; তিনি কুরুক্ষেত্রে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেন বনে ছিল। ছেলেটিকে বাঁচাইতে গিয়া স্ত্রী কাটা পড়িলেন; ছেলেটি পালাইয়া গেল। নমুচির ভাই ময় দানবও ঐ বনে ছিল। সেও রক্ষা পাইল। আর মন্দপাল ঋষির ঔরসে একটি পাখীর চারিটি ডিম হয়। সেই ডিম ফুটিয়া চারিটি বাচ্চা হয়। সেই চারিটি বাচ্চাও রক্ষা পাইয়াছিল।

১৮। খাণ্ডবদাহ

১৯। ময়দর্শন-পর্ব্ব,—এই পর্ব্বে মন্দপাল ঋষির ও তাঁহার চারিটি ডিমের কথাই আছে। শেষে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং ময়, এই তিনজনে যমুনার তীরে আসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। এইখানে আদিপর্ব্ব শেষ হইয়াছে।

১৯। ময়দর্শন

বাঙ্গালা মহাভারতে ১০০টি ছোট পর্ব্বের নাম নাই; কেবল ১৮টি বড় পর্ব্বেরই নাম আছে।

মূলের আদিপর্ব্বের সহিত কাশীরামদাসের আদিপর্ব্বের তুলনা

বাঙ্গালা মহাভারতে অনুক্রমণিকা ও পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব একেবারে নাই। কাশীদাসের এই মহাভারত গণেশবন্দনায় আরম্ভ হইয়াছে; তাহার পরে ব্যাসবন্দনা। তারপর মহাভারতের প্রশংসা।

এইটুকু ভূমিকা করিয়াই নৈমিষারণ্যে শৌনকের যজ্ঞে সূতের আসার কথা। তিনি প্রথমেই ভৃগুবংশের কথা তুলিলেন। ভৃগুবংশে রুরু নামে এক ঋষি প্রমদ্বরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (মূল মহাভারতে বিবাহের আগেই সাপে কামড়ায়)। কিন্তু সে স্ত্রী সাপের কামড়ে মরে। রুরু আপনার অর্দ্ধেক আয়ু দিয়া তাঁহাকে বাঁচান। কিন্তু সাপের উপর চটিয়া গিয়া সাপ দেখিলেই তিনি মারিতেন। তাহার পর গল্পটী মূলমহাভারতের গল্পের সঙ্গে ঠিক মেলে। রুরু তাঁহার বাবা প্রমতির কাছে সর্পযজ্ঞের ব্যাপার শোনেন। এইখানে জরৎকারুর গল্প ও আস্তীকের জন্মের কথা আছে। সর্পদের মা কদ্রু শাপ দিয়াছিলেন যে, জন্মেজয়ের যজ্ঞে সব সাপ মারা যাইবে। সেই জন্য জন্মেজয়ের যজ্ঞ বন্ধ করিতে পারে, এমন একজন ব্রাহ্মণ চাই; এবং সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আত্মীয় হওয়া চাই। এই মতলবে বাসুকি জরৎকারু মুনিকে ভগ্নী দান করেন। (মূল মহাভারত বলেন, জরৎকারুর জন্ম হয় যাযাবর ব্রাহ্মণের বংশে। ব্রাহ্মণদের গোত্রপ্রবরের তালিকায় যে সকল গোত্রের নাম আছে, তাহাতে যাযাবর নাই। তথাপি যাযাবরবংশ সুপরিচিত। জরৎকারু ও তাঁহার ছেলে আস্তীক এই বংশের লোক। আর কর্পূরমঞ্জরী. কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থের কর্ত্তা রাজশেখরও যাযাবরবংশের লোক বলিয়া বিখ্যাত। বাঙ্গালা মহাভারতে কিন্তু যাযাবরবংশ না বলিয়া যযাতিবংশ বলা হইয়াছে। জরৎকারুর পিতৃগণ বলিতেছেন,—"যযাতির বংশে আমা সভার উৎপতি।" (১৩১) মূলে এই জায়গায় যাযাবর আছে। বাঙ্গালা মহাভারতে অন্যত্র ব্রহ্মা দেবগণকে বলিতেছেন,—"জার বংশে হব জরৎকারুর নন্দন। (৮১৯) এখানে 'জার' বোধ হয়, যাযাবরেরই অপভ্রংশ।) এই প্রসঙ্গে দুই মহাভারতেই কদ্রু বিনতার গল্প, গরুড়োৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন ইত্যাদি অনেক কথা একই। শুধু

বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া শিবের চাঞ্চল্য এবং হরিহর-মিলন প্রসঙ্গটি কাশীদাসে বেশী

বাঙ্গালা মহাভারতে শিব বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন এবং শিব বারবার বিষ্ণুকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে উভয়ে আলিঙ্গনে হরিহর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন,—এইটুকু বেশী আছে।

জন্মেজয় যে সর্পযজ্ঞ করেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ তক্ষকের কামড়ে মরিবেন, এইরূপ ব্রহ্মশাপ ছিল। এই কথা প্রচার হইলে কাশ্যপ নামে একজন বিষচিকিৎসক তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে আসিতেছিলেন। পথে অনেক টাকাকড়ি দিয়া তক্ষক তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। এই জন্যই তক্ষকের উপর জন্মেজয়ের রাগ; এবং সেই রাগ সকল সাপের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

মূল মহাভারতে আছে যে, উতঙ্ক ঋষি গুরুদক্ষিণার জন্য পৌষ্য রাজার মহিষীর কাণের কুণ্ডল লইয়া আসেন। পথে তক্ষক তাহা চুরি করে। উতঙ্ক অনেক কষ্টে কুণ্ডল ফিরাইয়া পান; কিন্তু তক্ষকের উপর বড়ই চটেন এবং জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞে উত্তেজিত করেন। মূল মহাভারতে এই গল্পটী গোড়ায়ই আছে; কাশীদাসে অনেক পরে, কিন্তু সর্পযজ্ঞের আগেই আছে।

মূল মহাভারতে আছে যে, 'কর্ম্মান্তরে' অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে ব্রাহ্মণেরা বেদাশ্রিত থা বলিতেন আর ব্যাস মহাভারতের গল্প বলিতেন। কিন্তু জন্মেজয় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ হইল, তখন ব্যাস বৈশম্পায়নকে ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু কাশীদাস বলেন, ঋষিদের নিষেধ না শুনিয়া জন্মেজয় 'কলিতে' অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অশ্বকে বলি দিলে যখন ঘোড়াটা মরিয়া গেল, তখন উহার কটা অণ্ড লাফাইতে লাগিল। তাই দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণের ছেলে হাততালি দিয়া হাসিতে াগিল। জন্মেজয় তাহাকে বারবার মানা করিলেও সে থামিল না। কাছেই খাঁড়া ছিল; জন্মেজয় তাহার মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মবধ হইল। সব লোক চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার রাজ্যের সীমা ছাড়িয়া গেলেন। যে যাহা দান পাইয়াছিল, ফলিয়া দিল। রাজা ভাবিতে ভাবিতে রোগা ও দুর্ব্বল হইয়া গেলেন। এমন সময়ে বেদব্যাস কদিন তাঁহার সভায় আসিয়া বলিলেন, "তুমি ভাবিও না। একখানি কাল চাঁদোয়া টানাও। তার ীচে বসিয়া মহাভারত শুন। বৈশম্পায়ন তোমাকে মহাভারত শুনাইবেন। যখন দেখিবে যে, শুনিতে শুনিতে কাল চাঁদোয়া শাদা হইয়াছে, তখনই বুঝিবে, তোমার পাপও গিয়াছে।"

হাভারত প্রথম কেন লা হয়, সে সম্বন্ধে ল মহাভারতের বর্ণনা

কাশীদাসের বর্ণনা

এখানে এক কথা বলা যাইতে পারে যে, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ-ঘটিত যত কথা, সব হাভারতের ভূমিকা মাত্র। কেন এবং কোথায় মহাভারত প্রথম পড়া হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ;— ইহা ভিতরের কথা নহে। কোথায় মহাভারত প্রথম পড়া হয়, সে বিষয়ে কাশীদাস কিছু বলেন নাই। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে পাই যে, জন্মেজয় তক্ষশিলা জয় করেন; সেখানেই তিনি সর্পযজ্ঞ করেন এবং সেইখানেই মহাভারত পাঠ হয়। বৈশম্পায়ন ব্যাসের শিষ্য; তিনি জন্মেজয়কে মহাভারত শুনাইয়াছেন। কথাটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু যাঁহারা ব্যাসকে অমর বলিয়া না মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যাসদেব যে তখনও বাঁচিয়া ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের পিতামহ; যুধিষ্ঠির ১০৮½ বছর বাঁচিয়া ছিলেন (সম্ভবপর্ব্ব, ১৩৪ অধ্যায়, ১-৮ শ্লোক), তাহার পর পরীক্ষিৎ ৩৬ বছর রাজত্ব করেন। তাহার আরও অন্ততঃ ১৫ বছর পরে জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করেন। ব্যাসের বয়স তখন অন্ততঃ ২০০ বৎসর হওয়ার কথা।

মূলে আছে যে, তক্ষশিলায় প্রথম মহাভারত শুনান হয়: কাশীদাস এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই

এই যে অনুক্রমণিকা, পর্ব্বসংগ্রহ এবং সর্পযজ্ঞঘটিত তিনটা পর্ব্ব এবং অংশাবতরণপর্ব্ব, ইহা কি বৈশম্পায়নের হইতে পারে? জন্মেজয় ত তাঁহাকে নিজের অধিকারের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কুরুপাণ্ডবদের ভেদের ইতিহাস। সুতরাং সম্ভবপর্ব্ব হইতেই বোধ হয় তাঁহার রচনা আরম্ভ।

অনুক্রমণিকা, পর্ব্বসংগ্রহ, পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক এবং অংশাবতরণ, এই ছয়টি পর্ব্ব বৈশম্পায়নের নয়

মহাভারতের সম্বন্ধে এই কয়টি মন্তব্য লিখিয়া, আবার আমরা কাশীদাসী ও মূল মহাভারতের তুলনা আরম্ভ করি।

অংশাবতরণপর্ব্ব কাশীদাস সবই লিখিয়াছেন, খুব সংক্ষেপে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহা

খুব পরিষ্কার। কে কোথায় জন্মিয়াছিলেন, তাহা তিনি যত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, মূলে ততটা স্পষ্ট হয় নাই। দুই জায়গায়ই, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে ব্রাহ্মণদের ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীদের ছেলে পেলে হয় এবং দিন কত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বেশ ভাব থাকে এবং পৃথিবীর খুব সমৃদ্ধি হয় ;—এ কথা লেখা আছে। শেষে দেবতাদের কাছে হারিয়া গিয়া অসুররা পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, সে কথাও লেখা আছে। তবে পুরুবংশবর্ণন নামে মূল মহাভারতে গদ্যে লেখা একটি অধ্যায় আছে, সেটি কাশীদাসে ঠিক নাই। মূলে আগে যযাতির পরে শকুন্তলার গল্প ; কিন্তু কাশীদাসে ঠিক উল্টা। সম্ভবপর্ব্বের কথা দুই জায়গায় প্রায় এক। তবে কাশীদাসে একটু সংক্ষেপ। জতুগৃহপর্ব্বের কথাও দুই মহাভারতে এক। হিড়িম্ববধ ও বকবধপর্ব্বও দুই বইয়ে প্রায় সমান।

সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে দুর্য্যোধনের দ্বারকায় আসা, সুভদ্রা-হরণে সত্যভামার ষড়্‌যন্ত্র, শাম্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের মেয়ে লক্ষ্মণাকে চুরি এবং পারিজাত হরণের গল্প মূল মহাভারতে নাই

বাকী ছয়টি পর্ব্ব অর্থাৎ বিদুরাগমন, অর্জ্জুনবনবাস, সুভদ্রাহরণ, হরণাহরণ, খাণ্ডবদাহ এবং ময়দর্শনপর্ব্বে দুই বইয়ে বিশেষ কোন তফাৎ নাই ; দুই জায়গায় প্রায় একই কথা। তবে সুভদ্রাহরণ ব্যাপারে মূল মহাভারতে সত্যভামার কোন হাত নাই ; কিন্তু কাশীরাম তাঁহার বইয়ে এই বৌদিদিটিকেই সকল ষড়্‌যন্ত্রের গোড়ায় বসাইয়া দিয়াছেন। বলরামের নিমন্ত্রণে দুর্য্যোধন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে দ্বারকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, এ কথাও সংস্কৃত মহাভারতে নাই। আবার দুর্য্যোধনের মেয়ে লক্ষ্মণাকে যে শাম্ব হরণ করিয়াছিলেন, সে কথাও নাই। কৃষ্ণ সত্যভামা যে স্বর্গে পারিজাত ফুল হরণ করিতে গিয়াছিলেন, সে কথাও নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব গীতে অর্থাৎ ছড়া-কাটানয়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সংস্কৃত মহাভারত এককালে মহাকাব্য ধরণের ছিল। শেষে উহা ইতিহাস হয় ; ইতিহাসের মানে যত বাড়িয়া উঠে, বইও ততই ফাঁপিয়া উঠে। বাঙ্গালায় কিন্তু সে ভাবে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় নাই। বাঙ্গালায় প্রথম সাহিত্য, যেখানেই যাও, দেখিবে—গীতি। বৌদ্ধগান ও দোঁহায় দেখাইয়াছি যে, হাজার বছর আগে বাঙ্গালায় কত গীতি ছিল। গীতি শব্দে গানও হইতে পারে, ছড়া কাটানও হইতে পারে। শেষ অর্থেই গীতি শব্দ বেশী ব্যবহার হইত। আমরা বলি, "ধান ভান্‌তে শিবের গীত," রাঢ়ে বলে, "ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত।" আরও অনেক গীতের কথা শুনা যায়। ময়নামতীর গান, গোপীচাঁদের গান

পুরাণ বাঙ্গালায় অনেক কাব্য পালাধরণে লেখা

এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গান,—এগুলিও বোধ হয় গীত। কাশীরাম দাস "গীতচ্ছন্দেই" মহাভারত লিখিয়াছেন। তিনি দুই জায়গায় বলিয়াছেন "গীতছন্দে" ও "গীতঅর্থে"। গীত মানে ছড়া কাটান। ছড়া কাটাইতে গেলেই তার পালা হয়। বাঙ্গালার পুরাণ ও "মঙ্গল"গুলি সবই পালাধরণে লেখা। কাশীদাসের এই মহাভারতখানিও পালার আকারে লেখা। যেখান হইতে বৈশম্পায়নের মুখে জন্মেজয় মহাভারত শুনিতে আরম্ভ করিলেন, সেইখান হইতেই পালা এইরূপে আরম্ভ হইতে লাগিল,—

৩১ এর পালা,—"জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমন রহস্য নাহি শুনি কোন কালে ॥

তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
তবে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
একে একে সকল কহিব তব স্থান॥"

ঐ পালার শেষে আছে,—"আদিপর্ব্ব ভারথ রচিল মুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥"

৩২এর পালা,—"জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমন রহস্য নাহি স্তুনি কোন কালে॥
তোমার মুখের ভাষ অমৃতসমান।
কহিয়া আমার তরে জন্মাইলে জ্ঞান॥
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ মুনিবরে।
বড়ই রহস্য কথা স্তুনিব সাদরে॥
বৈশম্পায়ন বলে স্তুন নৃপমণি।
একমনে স্তুন তুমি ব্যাসের কাহিনী॥"

ঐ পালার শেষে আছে,—"আদিপর্ব্বে স্তুন দেবযানী উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে স্তুন পুণ্যবান॥"

৪৭এর পালা,—"জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাহি স্তুনি কোন কালে॥
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বড়ই অমৃত কথা স্তুনিব সাদরে॥
মুনি বলে অবধানে স্তুনহ রাজন।
কহিএ তোমারে আমি ব্যাসের বচন॥"

শেষ,—"আদিপর্ব্ব ভারথ ব্যাসের বিরচিত।
পরম পবিত্র কথা শ্রবণে অমৃত॥
আউ যশ পুণ্য বাড়ে জাহার শ্রবণে।
কাশীরাম দাস বলে স্তুনে সর্ব্বজনে॥"

এখন যে সকল মহাভারতের পুথি পাওয়া যায়, অথবা ছাপা বই দেখা যায়, তাহাতে পালার গোড়ায় ও শেষে এত কথা নাই এবং এমন একভাবের কথা নাই; প্রায়ই সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। তাহারা পালাগুলিকে অধ্যায় করিয়া তুলিয়াছে এবং অধ্যায়গুলিকে "সংবাদ" আকারে দাঁড় করাইয়াছে।

এই পুথির ভাষা

১। এই পুথিখানির ভাষা একটু পুরাণ এবং একটুখানি বেশী রাঢ়দেশী। এখন আমরা বাঙ্গালায় কর্ত্তায় 'এ' বিভক্তি বড় একটা ব্যবহার করি না। তবে যেখানে স্বভাব বুঝায়, সেখানে দু'একটা ব্যবহার করি; যেমন,—"ছাগলে কি না খায়; পাগলে কি না

বলে।" কিন্তু এই পুথির ভাষায় কর্ত্তায় 'এ' বিভক্তি খুব বেশী। যথা—"রচিলেন ব্যাসে "(৩৬), "শৌনকাদি মুনিগণে" (৩৭), "সভে দিলেন আসন" (৪০), "সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে" (৪১), "জেই তৃণ ধরি আছ তোমরা সর্ব্বজনে" (১২৮), "গীতছন্দে তাহা রচিল কাশীদাসে।" (১৬৩), "তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণে" (৮৯২), "আমা হইতেধিক প্রিয়ে নাঞি কোন জনে" (৬৭৯৫), "কেন বিবাহের হেলা কৈলে ভগবানে" (৭০১৪) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাশীরাম কর্ত্তায় ছাড়া আরও এমন অনেক জায়গায় 'এ' বিভক্তি লাগাইয়াছেন, যাহা এখন একেবারে অচল। যেমন,—

"জয় বিশ্বেশ্বর মোর বিঘ্ন হর
হরিরসামৃত পানে।"
"বহু দিনে পার্থ এথা করিল গমনে।" (৬৫৫৪)
"কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে অভিমানে।" (৬৮২১)
"নিশ্চয় করিব ত্যাগ কহিল বচনে। (৯৭০)

২। আকারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন,—করিআ, দাণ্ডাইআ, ছিণ্ডিআ, লুকাইআ, স্মোঙরিআ, ইত্যাদি। অনেক জায়গায় ঞাকারান্ত। যেমন,—সুনিঞা, জিনিঞা, জানিঞা, আনিঞা, লঞা, টানিঞা ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে "য়্যা" বা "অ্যা" দিয়া হইয়াছে। যেমন,—আস্যা, হয়্যা, লয়্যা, পাঠায়্যা, পায়্যা, পায়া, হল্যা, খায়্যা, পলাইয়্যা, ফেলায়্যা ইত্যাদি। 'য়্যার' এইরূপ প্রয়োগ রাঢ়ের বিশেষত্ব।

৩। ক্রিয়ায় পুরুষ ও বচনে গোলমাল। যেমন,—"তুমি ধর্ম্মপত্নী হয়" (৪২৪৭), "না জীব কুমার" (৪২৪৮), "তোমা বিনে হব মোর সজীব মরণে" (৪২৪৯), "অপযশ হব" (৪২৫০), "এই শিশু নহিব পালন" (৪২৫৬), "পিণ্ডদান জাব আর হৈল কুলক্ষয়"(৪২৭১), "এই পাপে মোর শাপে হয় (= হও) নিশাচর" (৪৬৫৪), "পূর্ব্বে আমি ক্রোধেতে করিল অঙ্গীকার" (৪৭৫৩), "দিল তোরে শাপ আমি" (৪৮৩০), "কার শক্তি দিতে পারি (= পারে) ভদ্রা অর্জ্জুনেরে" (৭০৪৪), "কুন্তী বলে বিবর্ত্তিয়া খায় (= খাও) পঞ্চ ভ্রাতা (৫৭২১), "এক পারিজাত বৃক্ষ না দেই (= দেয়) আমারে" (৬৭৬৩) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৪। অনেক জায়গায় অ স্থানে আ হইয়াছে। যথা,— আপার, আন্তর, অনুপাম, আর্জ্জিত, আবান্তর, আক্ষম, দিগান্তরে, উপাম, আনল, আন্নর্ব, আতুল ইত্যাদি।

৫। করিল স্থানে কৈল, মরিল স্থানে মৈল, বলিল স্থানে বৈল, হইল স্থানে হৈল, হল্য, হৈল্যা, আইস স্থানে আস্য, পাইল স্থানে পাল্য, রাখিল অর্থে থুল্য, শুইল স্থানে সুতিল, জানিও স্থানে জাস্থ, বাঁচিল স্থানে জিল, এবং হইবে না, হইল না স্থানে নহিব, নইব, নহিল, নইল, নঞিল প্রভৃতি শব্দ রাঢ় প্রদেশে ব্যবহৃত হয়।

৬। হোকু = হউক (৭৩,৩৩৭,৩৪৭), বিনু = বিনা (৪১৯৬), জাকু = যাউক, (৪৬৩১), থাকু = থাউক (৪৮৪৭), পুনু = পুনঃ (৪৮০৪), লভু = লভুক (৫২৭৪), নহু = না হউক (৫০৯০), আছুক = থাকুক (৪৯৮৬),

লকু = লউক (৫৬৭৭), খণ্ডু = খণ্ডুক (৫৮৭৫), লেকু = লউক (৬০৮২), কহু = কহুক (৬১৬৮), করাকু = করাউক (৬১৭০) এবং পড়ু (৬৮১৩) প্রভৃতি শব্দ এখন অপ্রচলিত।

৭। বিভক্তিগুলির ব্যবহারে গোলমাল দেখা যায়। আমাকে অর্থে মোহে, মোতে (৫২৬), মোহরে (৫০৪৫), ওথারে = ওথায় (৪১১০), ভিক্ষারে = ভিক্ষায় ৪২৩৪), কোথাএ উত্তম বৃকোদরে (বৃকোদরের ?) (৪৩১০), ভয়ার্ত্তকে ভয় দূর করে জেই জনে (৪৩৩০), ব্রাহ্মণেতে ডাকিল তুরিতে (৪৩৭২), প্রাপ্তি হয় মোরে (= মোর), ভজিব তাহাতে (কর্ম্ম), পশ্চিমেরে গেল (৫৫৮৪), মোরে দোষ খণ্ড (= মোর) (৫৮২৯), তথাকে পাঠাই (৬১৭০), তাত = তাকে, শীঘ্রগতি তাত আনিবে মোর পাশ। (৬০৩৬), বারণাবতেরে পাঠাইলে (৬২০০), এথাকে আনহ (৬২৫৪) ইত্যাদি প্রয়োগের কিছু কিছু রাঢ়দেশে এখনও চলে।

৮। একবচন ও বহুবচন। একবচনান্ত শব্দের পরে 'সব', 'সভ', 'সভা' প্রভৃতি শব্দ অথবা সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনান্ত পদ হইত। অনেক জায়গায় আবার বাক্যের অর্থসঙ্গতি অনুসারে বচন ঠিক করিতে হয়। যথা,—তুমি সভে (৫৩৯৮), তারা সব, আমি সব (৩৯২০), আমি জত দেবগণে ১৩৮২), কন্যা একখানি, (২৯৫২), কন্যা একগুটি (২৯৬০), পঞ্চ ভাই বিনা অপরাধী (৩৯১৫), তোমা সভা (৪১০১), এ সভা (৪১০৫), তুমি পঞ্চ ভাই (৪৮৪৮), তা সভা (৫১১৫), আমি পঞ্চ জনে (৫৮৯৬) ইত্যাদি।

৯। বাক্যের আদিতে সমূহ বুঝাইতে "ইত্যাদি" শব্দের ব্যবহার,—

"গীতছন্দে তাহা বিরচিল কাশীদাসে।
ইত্যাদি লোকেতে জেন সুনে অনায়াসে॥"

এবং "সুনিয়া বলেন তবে ইন্দ্রের কোঙর।
ইত্যাদি নারীর মায়া নাঞি বুঝে নর॥"

১০। বাঙ্গালায় এখন যেখানে 'নাহিক' ব্যবহার করা হয়, কাশীরাম সেখানে 'নাহিখ' ব্যবহার করিয়াছেন। (১৩২,২১৫,৪৩৫১, নাঞিখ -- ৬০৬১,৬০৪৩,৬৭৩৬,৬৯১০,৬৯৪৩,৭০৪১)।

১১। শব্দের মধ্যের 'ত'কে কাশীরাম অনেক জায়গায় 'থ' করিয়াছেন। 'মহাভারত' ত সব জায়গায়ই 'মহাভারথ' হইয়াছে। ইহা ছাড়া, করিতাম = করিথো, করিথুঁ, কত দিন = কথোদিন (২৬৮৭,২৭০৫), ইহাতে = ইথে, আনিতে = আনিথে (৩০৯১), খাইথ, রাখিথ (৪২২৭), মরিথ (৪৯৪০), থাকিথ, করিথুঁ (৬৫৬৪), কাটিথুঁ (৬৯৬৭), তাহাতে = তাথে (৬৯৩৮), ইত্যাদি।

১২। 'প্রায়' এবং তাহার অপভ্রংশ 'পারা' 'যেন' এই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা,—

"গাভীদুগ্ধ পুন তুমি কর প্রায় পান।" ১০৪০
"কন্যা দেখি দ্বিজ পারা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল পারা বুঝি অনুমান॥" ৫২১৯
"নাঞি জানি মুখমধ্যে নাঞি পারা দন্ত'॥ ৪০৭

১৩। হ = ও। তত্রাপিহ (৬৬৭,৪৩৫৪), এহ (২৭৪২), সেহ (৪৩৭১,৫০৬৪,৫০১৯), আপুনিহ (৫৪৪৫), আমিহ (৫২৫৫), তাহাতেহ (৫৬৩২), তোমাকেহ (৫৬২৩) ইত্যাদি।

১৪। অধিক অর্থে 'ধিক',—একখানিধিক, নরপতিধিক (২৯৬৪,২৯৬৫), বৃহস্পতিধিক (৫৬৫৯), আমা হইতেধিক (৬৭৯৫)।

১৫। 'ঐ দেখ' এই অর্থে 'হোর দেখ' (৫৬২৪, ৫৬২৭, ৫৬১৯), হের দেখ (৪৬৫, ৬২৬), দেখ হোরো (৫২৭৭), হোর (৫৬১৪) রাঢ়ে ব্যবহৃত পুরাণ শব্দ।

১৬। অণিজন্ত ক্রিয়াকে জায়গায় জায়গায় ণিজন্ত ক্রিয়ার মত ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন,—

"বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে।" ৩১২

"গদার বাড়িতে তার লোটাও শরীর॥" ৪০৭৬

"বাহির করিল ধন জে ছিল পুতিয়া॥" ৪৩৭১

"নানা রত্নে সাজি দিল জেখানে জে সাজে।" ৪৯০৬

১৭। বর্ত্তমান কালে মধ্যম পুরুষের একবচনে ক্রিয়ায় 'সি' বিভক্তি। যেমন,—কান্দসি (৫৬৬৮), নারসি (৬ ২৭), নিন্দসি (৬৫৩২), চাহসি (৬৭২৮), জাসি (৬৮৮৯), জাহসি (৬৮৯১), বলাসি (৬৯৩০), করিসি (৬৯৩১)।

১৮। অতীত কালে উত্তমপুরুষের একবচনে লাঙ, লুঙ, লু, নু বিভক্তি পুরাণ এবং খাঁটি রাঢ়ী প্রয়োগ। যথা,—কৈলু (৬৪৬০), কৈনু (৬৪৬১), ছিলাঙ (২৪৯৪), গেলাঙ (২৪৯৫), পালিলাঙ (২৫৫০), হইলাঙ (২৭৯৭), হলাঙ (২৮০১), জানিলু (৬৮৩২), লইলু, চিনিলু (৬৮৩৪), বুঝিলু (৬৮৮৯), করিলু (৬৯৮১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯। প্রবেসোঁ (২৭৬৪) = প্রবেশ করি, দেখোঁ (৯৪,৬৮২১), থাকোঁ (২৯৬০), ইছোঁ (৩৬৯২), করোঁ (৪১৭৮), নহোঁ (৪০১৩) প্রভৃতি উত্তম পুরুষ একবচনের বর্ত্তমানে প্রয়োগ খুব পুরাণ।

২০। ক্রিয়ার জীবেক, নইবেক, বলেক ইত্যাদি রূপ রাঢ়ের প্রাদেশিক।

২১। পক্ষ = পক্ষী (৫১৯,৫৫৪২), সিদ্ধ = সিদ্ধি (সিদ্ধমূলি ২৮৯), বুদ্ধ = বুদ্ধি (৪৩১৪) প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য ইকার লোপও এই ভাষা যে পুরাণ, তাহা দেখাইয়া দেয়।

২২। কয়েকটি শব্দে 'ৎ-স' 'চ্ছ' এবং 'চ্ছ' 'ৎ-স' হইয়াছে। যেমন,—অপছর, অপছরি, উচ্ছব, কুচ্ছিত, বচ্ছ, বচ্ছর, মচ্ছ; এবং ইৎসা, আঁৎসাদন ইত্যাদি।

২৩। কাশীদাস অনেক সময়ে এমনভাবে পদযোজনা করিয়া বাক্য বা বাক্যাংশ রচনা করিয়াছেন যে, আমরা এখন তাহার অর্থ বুঝি না অথবা তিনি যে অর্থে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ বুঝি। যথা,—

১। "সখারে দংশিল আমি হাস্যের কারণে॥" ১০৪

অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে সখাকে দংশন করিলাম।

২। "অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি থাক পিছে।" ১৮৪

অর্থাৎ পাছে আমার মত অকালে ভাঙ্গিয়া ফেল।

৩।　　“আসিবার অকারণ না হোকু আমার॥” ৩৪৭

অর্থাৎ　আমার আসা ব্যর্থ হইবে না।

“জাহে জর্ম্ম কাটে কর্ম্ম গঙ্গা ত্রিপথগা॥ ৩৯১

অর্থাৎ　যাহা হইতে জন্মিয়া ত্রিপথগা গঙ্গা কর্ম্মফল হইতে মুক্তি দেন।

৫।　　“হেন কালে সূর্য্যে বৈল দেব নারায়ণ।” ৫২৩

সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্য দেব নারায়ণকে বলিল।

৬　　“অম্বর জিনিঞা জে ভারথ নাম কাখে।” ১৩৩১

যাঁহার (দেহ) অম্বর অর্থাৎ আকাশের রঙের মত; অথবা যাঁহার দেহ গগনস্পর্শী, এবং যাহার কক্ষে মহাভারত।

৭।　　“বাসুকি বলিল মোরে নাঞি শুচে মনে॥” ৮০৮

মোরে নাঞি শুচে মনে = আমার মনে নেয় না।

৮।　　“হেন মতে বহু দিন গেল বহুদূর॥” ১৮৫৭

অর্থাৎ　অনেক কাল কাটিয়া গেল।

৯।　　“দেখিলে শুনিলে জত কহিবে নিশ্চল॥” ২৭৫৫

কহিবে নিশ্চল = সব ঠিক ঠিক বলিবে।

১০।　　“পিতামাতা ক্রোড়ে ক্রীড়া করে দুই জন॥” ২৮৪৪

অর্থাৎ　পিতামাতা দুই জনের কোলে উঠিয়া খেলা করে।

১১।　　“সুনে কি না সুনে কুন্তী নহে ধর্ম্মনারী।” ৩০:৯

ধর্ম্মনারীর মানে এখানে ধর্ম্মপত্নী হওয়া অসম্ভব। নহে ধর্ম্মনারী মানে (ইহা = সপত্নীকে অনুগ্রহ) নারীর ধর্ম্ম নয়।

১২।　　“জাতিএ ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।

বিশেষে আমার সখা চিত্তে উপরোধ॥” ৩৭২০

উপরোধ এখানে স্নেহ অথবা মমতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩।　　“স্তম্ভেতে করিআ বন্ধ পুরাইবে ঘৃতে।” ৩৯০১

অর্থাৎ　স্তম্ভগুলি ঘি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবে।

১৪।　　“যক্ষ রক্ষ সুরাসুর পুরিল শরীর।” ৪১৯৯

ইহা কি অর্থে ব্যবহৃত? শরীর যক্ষোরক্ষঃসুরাসুর-লোক ব্যাপ্ত হইল? অথবা যক্ষ, রক্ষ, সুর অথবা অসুরের স্থায় শক্তিশালী হইল?

১৫।　　“দৈবে সহমৃতা হব তোমার মরণে।” ৪২৫৫

এবং

“দৈবে পিতা অবশ্য আমারে দিবে দান।” ৪২৭১

দৈব মানে এখানে ‘শাস্ত্রের বিধানমত’ বলিয়া মনে হয়।

১৬। "তোমা বিনে হব মোর সজীব মরণে ॥" ৪২৪৯

আমরা এখন এই অর্থে জীয়ন্তে মরণ বলিয়া থাকি।

১৭। "যজ্ঞ আরম্ভিল তবে প্রসূতকুমার।" ৪৪০৯

প্রসূতকুমার = কুমারের প্রসূত = জন্মের জন্য।

১৮। "না চাহি দ্রুপদ নৃপে হেন অনোচিত।
ক্ষেত্রি হৈআ পালাইল রণে হৈয়্যা ভীত ॥" ৫৬০১

না চাহি = যোগ্য নয়। নৃপে = নৃপের।

১৯। 'পাণ্ডবের বহু দিন হয়্যাছে হাইবাস।
চিরদিন নাই বন্ধুজনের সন্তাষ ॥ ৬২৭৫

হাইরাস = উৎকট অভিলাষ।

২০। "তত্রাপি পাণ্ডব অংশ তোমার সহিত।
জিহ্বাতে অন্তরবার্ত্তা হৈতেছে বিদিত ॥"

তোমার সহিত পাণ্ডব অংশ = তুমি পাণ্ডবদের সহিত যুক্ত, এইরূপ অর্থ হইবে।

এই রকম দুর্ব্বোধ অপ্রচলিত বাক্য বা বাক্যাংশ এই পুথিতে অনেক পাওয়া যায়।

এই পুথিতে পুরাণ এবং অপ্রচলিত শব্দ অনেক। প্রাদেশিক শব্দের সংখ্যাও কম নয় অনেক শব্দ এখনকার বানানের সহিত মিলে না। কতকগুলি আবার বাঙ্গালায় না চলিলে হিন্দীতে ও উড়িয়ায় এখনও চলিতেছে। এই রকম শব্দ আমরা যতগুলি পাইয়াছি, তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা দিলাম। শব্দের পাশের সংখ্যায় কবিতা বুঝিতে হইবে। এক শব্দ বহুবা ব্যবহার হইলেও আমরা সুবিধার জন্য দুই একবারের বেশী দিলাম না। যেগুলি একেবারে অপ্রচলিত সেগুলি যতবার পাইয়াছি, উল্লেখ করিয়াছি; আর উহারই মধ্যে যেগুলি একটু প্রচলিত, সেগুলি মাত্র একবার উল্লেখ করিয়াছি।

অ

শব্দ	সংখ্যা
অকুমারী = কুমারী	২৩৩১
অখলে = অকপটভাবে	৬২৩৭
অতিত = অতিথি	৪২৯৫
অনুব্রত = অনবরত	২৫৬,২৫৮
অনোচিত = অনুচিত	৭৭
অপছর, অপছরি = অপ্সরা	৬০৭৭
অপসর = অবসর	৫৯৮১
অপিজ্ঞা = অবজ্ঞা	৯৯২,১০২৩
অবষশ = অপযশ	২৬৬২
অবিবাহী = অবিবাহিত	২৬৫৭, ৬৯৭৪
অবিভাত = অবিবাহিত	৫৭৬৪,৬৯৭
অভরণ = আভরণ	২৭৭
অর্ন্ন = অন্ন	২৬৪

আ

শব্দ	সংখ্যা
আই = দিদিমা, আজিমা	২৭৫
আউ = আয়ু	৮
আউদড় = আলুলায়িত	৫৫৮
আকুসি = আকর্ষণ করিয়া	১২১
আগলি = অগ্রণী	৬৮৪

ায়াত্য = আয়ত্ত ৬৫৫৮
াৎসাদন = আচ্ছাদন ৩৭০৫

ই

= এ ২৩৮,২৫২
ইৎসা = ইচ্ছা ৫৮২৫
ইথি = ইহা, ইহাতে ৫০৯৭
ইবে = এবে, এখন ৪৩৬৮

উ

উআ = অন্বেষণ করিয়া ৪০২
উচ্ছব = উৎসব
উপগার = উপকার ১১২৫
উরাত = উরু ৬০৫৭
উলি = অবতরণ করিয়া ৬৭৯৬
উহ = উনি, ও ৫২৪৮

এ

এমতে = এইরূপে
এহা = ইহা

ও

ওদর = উদর ১০৪৬

ক

কচ্ছব = কচ্ছপ ৫৫৩৮
কড়িআলি = লাগাম ৫৩৪
কথি = কি, কোথায়
= কনিষ্ঠ ২৪১৭
= কোন্দল ৪৮০
= মূলে আছে নিষাদী ৩৯৮২
= কুহিতে ৩০০২
আছাড়িআ = আছড়াইয়া ৩৭৬৯,৫৫০৭
কুচ্ছিত = কুৎসিত ২৬১৩
মণ্ডল = কমণ্ডলু ৫৫৯৯
= কিরূপে
হো = কেহ ৩৯৫৩

৪

কোঙর, কুঙর = কুমার, পুত্র ২৪০৯
কোপল = মূল ১২৭৩

খ

খণ্ড = ধূর্ত্ত, শঠ ১৯৯৬
খুলিল = খুঁড়িল ৩৯৬০
খোদাইল = খোঁড়াইল ৬৩০৩

গ

গদ = রোগ, তাহা হইতে ঔষধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ৮৮১
গোড়াইল = অনুসরণ করিল ২৩০৮
গোহারি = দোহাই, নিবেদন ১৩৭৮

ঘ

ঘারিল = জর্জ্জরিত করিল

ঙ

ঙুচ = উচ্চ ৪৮৮৯

চিরদিন = বহুদিন ৪৪৩৬,৬২৭২
চির্ণ = চিহ্ন ৫৭১

ছাওাল = ছেলে ৮৫৪,২০৩৬

জ

জথি = জে, জাহা, জাহাতে
জর্ম্ম = জন্ম ৩৯১,১৩৮৯
জিল = বাঁচিল ১১৫৫
জীএ = বাঁচে ৪০৫৪
জেন = যেরূপে ২৭৪৪
জেমতে = যেরূপে
জোতিষ = জ্যোতিষ ৬২৯৭

ড

ডাকাচুরি = ডাকাতি ৪৫৪৮

ত

তৎকালে = এখনই ৬২১৮
তথি = সে, তাহা, তাহাতে

বেউশ্যা = বেশ্যা ৩০০৩

বেহার = বিহার, ক্রীড়া ৫৫১

ভ

ভখিআ = খাইয়া ২৯৮১

ভারিজা = ভার্য্যা ২০৫৫

ভুঞ্জিবা = ভোগ করিতে ৫৮২২

ম

মকুট = মুকুট

মচ্ছ = মৎস্য

মন পাতিয়ান = মন-ভুলান, মনের প্রত্যয়জনক ৬৫৪১

মাঝা = মাজা, কোমর ৩০৩৯

মুঞি = আমি ৬৮২১

মেদনি = মেদিনী ৪৮৮৪

মেলানি = বিদায়। বিদায় অশুভ-সূচক বলিয়া মেলানি ব্যবহৃত হইত। ৩৯১২

মোহর, মোহোর = আমার ৯৬৯,৩৭৬১

মৌষধি = মহৌষধ ১৯৪

য

যুগতি = যুক্তি

যুবা ভগ্নী = যুবতী ভগ্নী ৪১৩২

র

রহায় = থামায় ৬৮৮৮

রাউত = রাজপুত্র, সৈনিক ৬২৯৪

ল

লহিএ = লইয়া, জন্য ৬৪১৫

লুকি = লুক্কায়িত ৪৯৭

লুনী = নবনীত, ননী ৬৬৬৯

লেহ্ = লও ৩৯৫৫

শ

শিশুনি = শিশু স্ত্রী ২৬৫৩

স

সম্বল = সম্বরণ কর ৪২৬৯,৫৬৪৯

সমোচিত = সমুচিত ৫:২১

সম্বায় = সম্মতি ৩৭৮০,৬১০৭

সলুঙ্গ = শরু দিক্ ৩৭৭৮

সাম্ভাল্য = প্রবেশ করিল ৬৯৪

সুতিল = শুইল ১০৬৭,১০৬৯,১৭৯১

সুলঙ্গ = সুড়ঙ্গ ৩৭৭৭

সুস্থ = শুষ্ক ৩৫৫

স্থকিত = স্থগিতবৃত্তি ৪৪৯৩

স্মোঙরণ = স্মরণ ৫৭৩৭

স্বয়ংজাত = ঔরস ৪২৫১

স্বামিবধি = স্বামিহন্ত্রী ৩০৮৯

হ

হাইবাস = উৎকট অভিলাষ ১৫৭৪,৬২৭৫

হাপুতি = পুত্রহীনা ৫৭৫৫

হুনহ = আহুতি দাও। হোম করা অর্থে তন্ত্রে হুন ধাতু খুব বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই প্রথম দেখা গেল ১২১০

হোর = মনোযোগ আকর্ষণার্থ অব্যয় শব্দ।

হোর দেখ = ঐ দেখ।

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ছাপা শেষ হইয়া গেল। এখন ইহার ভালমন্দ পাঠকবর্গের হাতে। কাশীদাসের অদৃষ্ট খোলে ও সেই সঙ্গে আমারও অদৃষ্ট খোলে, তবে ইহার আদর হইবে। আর যদি না হয়, তবে জানিব, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। তবে শেষকালে আমার একটা কর্ত্তব্য আছে;—কৃতজ্ঞতা স্বীকার। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহার নিকট আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব; কারণ, তিনি ইহার ছাপার সমস্ত খরচ দিয়াছেন। পরিষদের যেমন অর্থাভাব, তাহাতে তিনি অকাতরে টাকা না দিলে এই কাজ হইয়া উঠিত না। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের কাছে নানাপ্রকার সাহায্যের জন্য আমি চিরদিন ঋণী থাকিব। তিনি এই কাজটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম এবং কষ্টকে কষ্টজ্ঞান করেন নাই। তাঁহার নিজের খাটুনি ত যথেষ্ট আছেই; তাহার উপর এই মহাভারতের খাটুনিতে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নহিলে বইখানি আরও দুই তিন মাস আগে বাহির হইতে পারিত।

আমি আর একজনের কাছে খুব ঋণী। তিনি আমার গণেশ। তিনি এই গ্রীষ্মের সময় উদয়াস্ত পনের ষোল দিন না খাটিলে আমার ভূমিকাও হইত না এবং সেই সঙ্গে কাশীরামের ভাষার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার তুলনাও হইত না। ইনি শ্রীমান্ কালীপদ সেন এম-এ। ইনি এবার বাঙ্গালায় এম-এ দিয়া সকলের উপর হইয়াছেন ও অনেকগুলি সোনার মেডেল পাইয়াছেন। ইহাঁর পিতা একজন সুদক্ষ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। আপন কাজে কালীপদর অভিনিবেশ অতীব প্রশংসনীয়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রীসীতারাম নমো গণেশায়

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীব্যাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে ॥

[১]

বিঘ্ন বিনাশন গৌরীর নন্দন
বন্দো দেব গণরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে সভার প্রথমে
ধাতা জারে আগে পূজে ॥ ১

খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ
বন্দো দেব লম্বোদর।
চন্দনে চর্চ্চিত সৌরভে উন্মত
ব্যালোল গণ্ডে ভ্রমর ॥ ২

হৃদে বিভূষিত বৈরীর শোণিত
পরিধান দ্বীপিছাল।
ভুজ করিকর সরোরুহ কর[১]
পাশাঙ্কুশ জপমাল ॥ ৩

বাহন ইন্দুর দেখিতে সুন্দর
অজানুলম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড খণ্ডন মকুট মণ্ডন
তিলক তিমিরনাশা ॥ ৪

নানা পরিচ্ছদ[২] কঙ্কণ অঙ্গদ
নপুর কিঙ্কিণি বাজে। ৫
অতি জিতেন্দ্রিয়[৩] যোগিগণপ্রিয়
যোগেন্দ্রযোগীর মাঝে[৪] ॥ ৫

জাহার চরণ করিয়া সেবন
রচিল বিবিধ গাথা।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ[৫]
লিখিতে হইল খ্যাতা[৬] ॥ ৬

জয় বিশ্বেশ্বর মোর বিঘ্ন হর
হরিরসামৃত পানে।
তব পদাম্বুজ কৃষ্ণদাসানুজ
কাশীদাস ধ্যায় ধ্যানে[৭] ॥ ৭

১। পুথিতে—করঙ্কহ সর। ২। পরিচ্ছন্দ—পুথি। ৩। জোতিন্দিয়—পুথি। ৪। ইহার পর ৪ অঙ্ক আছে। ৫। করি চেষ্ট—পুথি। ৬। এখানে ৫ অঙ্ক আছে। ৭। এখানে ৪+৪ আছে।

[২]

বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক।
সুত শুক পরাশর জাহার জনক ॥ ৮
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ সুবুদ্ধি সুধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কমল শরীর ॥ ৯
কনকপিঙ্গলবর্ণ জটাভার শির।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্রচীর ॥ ১০
নয়নযুগল দিব্য [১] যুগল মিহির।
পদযুগে নতমান সুর ইন্দ্রশির ॥ ১১
ভারথ ভাগবত আদি জতেক পুরাণ।
জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ ॥ ১২
নমস্তে কবির ইন্দু চরণপঙ্কজে।
পরম সানন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥ * ॥ ১৩

[৩]

বেদ[১] রামায়ণ পুরাণ ভাগবতে।
এ আদি জতেক শাস্ত্র আছএ জগতে ॥ ১৪
সকল বিচার করি বুঝ পুন পুন।
আদি অন্ত[২] মধ্যে হরিগুণ গান ॥ ১৫
সর্ব্বনামবীজ হরিনাম দু অক্ষর।
আদি অন্ত নাঞি জার বেদে অগোচর ॥ ১৬
প্রণমোহ পুস্তক ভারথ নামধর।
জার নাম করিলে নিস্পাপ হয় নর ॥ ১৭
পরাশরসুতমুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্যদুর্লভ ॥ ১৮
গীত অর্থে কৈল তাহা সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশব রচিল তাহে বিবিধ আখ্যান ॥ ১৯
হরি সে উদ্ভব—সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারথ পঙ্কজ ফুটে জাহার বদনে ॥ ২০
সুবুদ্ধি সুজন লোক হৈআ ষট্‌পদী।
ভারথ-পঙ্কজ-মধু পিয় নিরবধি ॥ ২১
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ জত হএত বিনাশ ॥ ২২
ষষ্টি লক্ষ গ্রন্থ[৩] ব্যাস ভারথ রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তাহা দেবলোকে লইল ॥ ২৩
সুরলোকে পড়িল[৪] নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিল শ্রবণ ॥ ২৪
পঞ্চ লক্ষ শ্লোক তাহা পিতৃগণে সুনে।
দেবল অসিত তথা করিল পঠনে ॥ ২৫
শুক পঠে সুনেন জতেক যক্ষ রক্ষ।
মহাভারথের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ ॥ ২৬
এক লক্ষ শ্লোক প্রচারিল মর্ত্তপুরে।
সংসারনরক হইতে উদ্ধারিতে নরে ॥ ২৭
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় সুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে ॥ [২ক] ২৮
চারি বেদ সভ শাস্ত্র এক ভিতে কৈল।
ভারথ পুরাণ বেদ তুলাতে তুলিল ॥ ২৯
ভার থের অধিক তেঞি হইল ভারথ।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ জাহাতে সম্মত ॥ ৩০
সুরাসুর নাগ জত ই তিন ভুবন।
সংসারের মধ্যে জত হইল পুণ্য জন ॥ ৩১
সভার চরিত্র এই ভারথ ভিতর।
জাহার শ্রবণে নিস্পাপ হয় নর ॥ ৩২
সর্ব্বশাস্ত্রগণমধ্যে প্রধান গণন।
দেবগণমধ্যে জেন দেব নারায়ণ ॥ ৩৩
নদ নদীগণ জেন গ্রাসিল সাগরে।
সকল পুরাণকথা ভারথ ভিতরে ॥ ৩৪
অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল ভারথ গ্রন্থ অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ৩৫
শ্লোকছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।
গীতছন্দে কহি তাহা সুন অনায়াসে ॥ ৩৬

১। দেব—পুথি। ২। অনন্ত—পুথি। 'অনন্ত' জায়গায় 'অন্ত' করিলে আবার চরণে দুই অক্ষর কম হয়। ৩। পুথি যারা নকল করে, তাদের কাছে 'গ্রন্থ' শব্দের অর্থ 'শ্লোক' অর্থাৎ বত্রিশ অক্ষর। অনেক পুথির শেষে গ্রন্থসংখ্যায় ৫০০০, ৬০০০ ইত্যাদি লেখা থাকে। ৪। পসিল—পুথি।

শৌনকাদি মুনিগণে নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ ৩৭
লোমহর্ষণপুত্র সৌতি নামধর।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপর ॥ ৩৮
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে ॥ ৩৯
মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন ॥ ৪০
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনি[১]গণে।
তব তাত সূত ছিলা বহু শাস্ত্রজ্ঞানে ॥ ৪১
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করিল শ্রবণ॥ ৪২
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিল তেকারণে।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণে ॥ ৪৩
ভৃগুবংশ উৎপত্তি হইল কেমতে।
বিস্তার করিআ কহ আমার অগ্রেতে ॥ ৪৪
সৌতি বলে অবধানে সুন মুনিগণ।
কহিব [২] বিচিত্র কথা ব্যাসের বচন ॥ ৪৫
ব্রহ্মার নন্দন হইল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাহার গৃহিণী ॥ ৪৬
গর্ভবতী পুলোমা রাখিআ নিজ ঘরে।
ভৃগু মহামুনি গেলা স্নান করিবারে ॥ ৪৭
হেন বেলা পুলোমা অসুর[২] ভয়ঙ্করে।
ভৃগুর গৃহিণী দেখে একা শূন্য ঘরে ॥ ৪৮
কামেতে পীড়িত চিত্ত অন্য নাঞি ভায়।
কন্যা দিল ফল মূল কিছুই না খায় ॥ ৪৯
বলে ধরি নিব হেন বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জলন্ত আগুনে ॥ ৫০
অগ্নিহোত্র চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর সব জানহ বৃত্তান্ত ॥ ৫১

ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
মোরে বিভা না দিলেক দিলেক ভৃগুরে ॥ ৫২
মিথ্যাবাদী ভৃগু মুনি[৩] না কৈল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার ॥ ৫৩
মিথ্যা না কহিয় তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা [হয়] কাহার গৃহিণী ॥ ৫৪
দানবের বোল সুনি অগ্নি হৈল্যা ভীত।
কেমতে কহিব মিথ্যা হইআ চিন্তিত ॥ ৫৫
সত্য কহিলে লইয়া জাইব দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব ॥ ৫৬
পূর্ব্বেতে এহার বাপ বরিলেক তোরে।
বিধিমতে বেদমতে তোরে নাঞি বরে ॥ ৫৭
ইহার জনক দিল আমার গোচর।
বিধিমতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর ॥ ৫৮
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল্য ভৃগুর গৃহিণী।
সুনিঞা দানব হইল জলন্ত আগুনি ॥ ৫৯
বলে ধরি কন্যা লয়্যা করিল গমন।
ভএ বিলাপিআ কন্যা করেন রোদন ॥ ৬০
কান্দএ পুলোমা বহু বিলাপ করিআ। [৩ক]
চ্যবন জন্মিলা ক্রোধে গর্ব্ভেতে থাকিয়া ॥ ৬১
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
ভস্মরাশি করিলেক দানবশরীর ॥ ৬২
হেন কালে তথায় আইলা পদ্মযোনি।
ক্রন্দন নিবর্ত্ত কৈল কহি প্রিয়বাণী ॥ ৬৩
পুনর্ব্বার ক্রন্দনেতে বহে অশ্রুজল।
খরতর স্রোত[৪] বহে নদী ভয়ঙ্কর ॥ ৬৪
দেখিআ বিস্ময়চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার দিল বলি মধুবতী নদী ॥ ৬৫
বধূকে রাখিয়া ঘরে গেলা প্রজাপতি।
পুত্র কোলে করিআ আছেন দুখমতি ॥ ৬৬

১। পুথিতে—দেব। ২। পুথিতে—অধিক। ৩। পুথিতে—দুসি। ৪। পুথিতে—ক্ষোভ।

হেন কালে স্নান করি আইল্যা ভৃগু মুনি।
জিজ্ঞাসিল চিত্ত তোর বিবশতা কেনি ॥ ৬৭
স্বামীরে দেখিআ কন্যা বিরস বদন।
কহিলেন দানবের জত বিবরণ ॥ ৬৮
তোমার তনয় এই কৈল্য প্রতিকার।
দানব মারিআ মোরে করিল উদ্ধার ॥ ৬৯
এত সুনি ভৃগু তারে পুন জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দানব ধরিআ তোরে নিল ॥ ৭০
কন্যা বলে আচম্বিতে আইল দুষ্টমতি।
মোর অগ্রে জিজ্ঞাসিল দুষ্ট [অগ্নি][১] প্রতি ॥ ৭১
জলোম্ভববোলে মোরে নিলেক দুর্জ্জন।
সুনি ক্রোধে ভৃগু মুনি হইলা অচেতন ॥ ৭২
আজি হৈতে সর্ব্বভক্ষ্য হোকু হুতাশন।
কুপিল অনল সুনি ভৃগুর বচন ॥ ৭৩
কোন দোষ কৈল মুনি শাপ দিলে মোরে।
জাহা জানি সত্য বোল বৈল দানবেরে ॥ ৭৪
জানিঞা সুনিঞা মিথ্যা বলে জেই জন।
ইহকাল নষ্ট অন্তে নরকে গমন ॥ ৭৫
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে।
জানিঞা আমারে শাপ দিলে বিনা দোষে ॥ ৭৬
মোর মুখে তৃপ্ত হয় দেব পিতৃগণ।
অনোচিতে শাপ মোরে দিলে অকারণ ॥ ৭৭
এত বলি জলোম্ভব দেবগণে লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া ॥ [৩] ৭৮
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুখ না ভাবিহ মনে।
সকল হইব শুদ্ধ তোমা পরশনে ॥ ৭৯
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তোষ হইআ।
পুনরপি ত্রিজগতে ব্যাপিল আসিয়া ॥ ৮০
সৌতি বলে অবধানে সুন মুনিগণ।
হেন কালে ভৃগুপুত্র হইল চ্যবন ॥ ৮১
প্রমতি নামেতে হইল চ্যবনতনয়।
তাহার নন্দন হৈলা রুরু মহাশয় ॥ ৮২
প্রমদ্বরা[২] ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
তার গর্ভে জন্ম হইল মেনকা অপ্ছরী ॥ ৮৩
কথো কালে মৈল কন্যা[৩] সর্পের দংশনে।
দেখি শোকাকুল হইল জত বন্ধুজনে ॥ ৮৪
ভার্য্যার মরণশোকে প্রমতিনন্দন।
একাকী অরণ্যমধ্যে করেন ক্রন্দন ॥ ৮৫
মুনির ক্রন্দনধ্বনি সুনি দেবগণ।
দেবগণ বলে রুরু কান্দ কি কারণ ॥ ৮৬
মরিল তোমার ভার্য্যা আউর বিহনে।
মরিলে না জিএ সুন প্রমতিনন্দনে ॥ ৮৭
এহার উপায় আর নাহি ত্রিজগতে।
আছএ উপায় এক কহিব তোমাতে ॥ ৮৮
আপন অর্দ্ধেক আউ জদি দেহ তারে।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিল তোমারে ॥ ৮৯
অর্দ্ধ আউ দিব বলি কৈল অঙ্গীকার।
জিউক আমার ভার্য্যা কর প্রতিকার ॥ ৯০
এত সুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া।
যমের সদনে গেলা বিমানে চড়িয়া ॥ ৯১
যমের সদনে দূত কহে বিবরণ।
অর্দ্ধ আউ স্ত্রীকে দিল প্রমতিনন্দন ॥ ৯২
ধর্ম্ম বৈল জিউ তবে তোমার গৃহিণী।
শীঘ্রগতি নিজালয় চল দ্বিজমণি ॥ ৯৩
ধর্ম্মবাক্যে প্রমদ্বরা জীবন পাইল।
দেখিআ প্রমতিপুত্র আনন্দিত হৈল্য ॥ ৯৪
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ জত দেখিব নয়নে ॥ ৯৫
হাথে দণ্ড ফিরে মুনি সর্প অন্বেষণে। [৪ক]
মারিল অনেক সর্প না জায় গণনে ॥ ৯৬

১। পুথিতে—সেই দুষ্ট। ২। পুথিতে—প্রমদ্ববা ; সংস্কৃতে—প্রমদ্বরা। ৩। মেনকা জে—পুথি।

এক দিন ফেরে মুনি অরণ্য ভিতর।
দেখিল ডুণ্ডুভ সর্প অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৯৭
সর্প দেখি দণ্ড লয়্যা জায় মারিবারে।
দেখিয়া বলেন সর্প ডাকি উচ্চস্বরে ॥ ৯৮
কি দোষ করিল আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জনেরে মারিবে কি কারণে ॥ ৯৯
মুনি বলে দোষ তোর না করি বিচার।
সর্প পাইলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥ ১০০
ডুণ্ডুভ বলেন আমি নামমাত্র সাপ।
অহিংসক হিংসিলে জে হয় মহাপাপ ॥ ১০১
এতেক স্তুনিঞা রুরু ভাবে মনে মনে।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কোন মহাজনে ॥১০২
সর্প বলে পূর্ব্বে ছিলু মুনির কুমার।
বিচিত্র নামেতে সখা আছিল আমার ॥ ১০৩
তালপত্রের সর্প এক করিঞা রচনে।
সখারে দংশিল আমি হাস্যের কারণে ॥ ১০৪
সর্প দেখি মোহ গেলা মুনির তনয়।
ক্রোধ হয়্যা শাপ মোরে দিলা অতিশয় ॥ ১০৫
হীনবীর্য্য সর্প হয়্যা থাকহ কাননে।
পুনরপি বলে মোরে করুণ বচনে ॥ ১০৬
অচিরে হইবে মুক্ত স্তুন প্রাণসখা।
রুরুর সহিত জত দিনে হব দেখা ॥ ১০৭
প্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম।
দ্বিজ হয়্যা কেন কর ক্ষেত্রিয়ের কর্ম্ম ॥ ১০৮
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে লোকের হিংসন।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ ॥ ১০৯
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালনে।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষা করিহ যতনে ॥ ১১০
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল্য।
দয়াতে সর্পের কুল ব্রাহ্মণ রাখিল ॥ ১১১
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারুসুত।
জাহার চরিত্রকথা শুনিতে অদ্ভুত ॥ ১১২
রুরু [কহে] কহ স্তুনি আস্তিক আখ্যানে।
কেমতে নাগের [৪] কুল হইল রক্ষণে ॥ ১১৩
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ মুনিবর মোরে খণ্ডুক বিস্ময় ॥ ১১৪
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
স্তুনিবারে চিত্ত জদি আছএ তোমার ॥ ১১৫
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিব সকল।
আজ্ঞা কর জাব আমি আপনার স্থল ॥ ১১৬
এত বলি দিব্যমুর্ত্তি হৈলা ততক্ষণে।
অন্তর্ধান হয়্যা মুনি গেলা নিজ স্থানে ॥ ১১৭
বিস্ময় হইঞা রুরু মনে ভাবে তাপ।
জন্মেজয়যজ্ঞকথা কহ মোরে বাপ ॥ ১১৮
প্রমতি বলেন আমি সব তাহা জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী ॥ ১১৯
মহাভারথের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ ইহা বৈ নাহি আর ॥ ১২০
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
পাইবে পরম প্রীত করহ শ্রবণে ॥*॥ ১২১

[৪]

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থানে।
প্রমতি বলেন স্তুন অদ্ভুত আখ্যানে ॥ ১২২
জাহার বংশেতে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরমযোগী ত্রিজগতে জানি ॥ ১২৩
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিঞা বুলে দেশ দেশান্তরে।
লাঙ্গট উন্মত্ত বেশ সদা অনাহারে ॥ ১২৪
এক দিন অরণ্যে ভ্রমেন তপোধন।
এক গোটা গর্ত্ত দেখি অদ্ভুত রচন ॥ ১২৫
তথি মধ্যে দেখেন মনুষ্য একজনে।
একে আর ধরিয়াছেন বেনামুলে ॥ ১২৬
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকার।
কি কারণে এত দুখ তোমা সভাকার ॥ ১২৭

জেই তৃণ ধর্‌যাছ তোমরা সর্ব্বজনে।
মুষিকে খুলিব মূল না দেখ নয়নে ॥ ১২৮
একগুটি মূল মাত্র ধরিয়াছ তৃণে।
এখনি ছিণ্ডিব ইহা ইন্দুরদংশনে ॥ ১২৯
তবে সে পড়িবে সভে গর্ত্তের ভিতরে।
ঐত স্থনি পিতৃলোক করিল উত্তরে ॥ ১৩০
যযাতির বংশে আ[৫ক]মা সভার উৎপতি।
নির্ব্বংশ হইল তেঞি হৈল্য হেন গতি ॥ ১৩১
ঋষি বলে কেহো বংশে নাহিখ তোমার।
বংশ জন্মাঞিআ করে সভার উদ্ধার ॥ ১৩২
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে এক জন।
মুর্খ দুরাচার সেই বংশে অভাজন ॥ ১৩৩
না করিল কোন কর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার সুন মহাজন ॥ ১৩৪
এত স্থনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি বলিল ডাকিয়া ॥ ১৩৫
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
জে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন ॥ ১৩৬
পিতৃলোক বলে তবে কর পাণিগ্রহণ।
সন্তুতি জন্মাইআ কর বংশের রক্ষণ ॥ ১৩৭
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপেতে তৎপর।
পুত্রবন্ত জেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর ॥ ১৩৮
মহাপুণ্য করি লোক না জায় যথায়।
পুত্রমস্ত লোক সব তথাকারে জায় ॥ ১৩৯
তে কারণে যত্নে বিভা কর মুনিবর।
পুত্রবন্ত এই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর ॥ ১৪০
যত্নে না করিব বিভা কৈল অঙ্গীকার।
পিতৃগণবোল স্থনি বলে জরৎকার ॥ ১৪১
মোর নামে হয় কন্যা যাচি দেয় কেহো।
তবে সে করিব বিভা কহিল নিশ্চয় ॥ ১৪২
তাহার গর্ব্বেতে জেই জন্মিব কুমার।
তোমা সভাকার সেই করিব উদ্ধার ॥ ১৪৩

এত স্থনি অন্তর্ধান হৈলা পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলেন বচন ॥ ১৪৪
বিভা করি জরৎকারু জন্মাহ সন্তুতি।
বংশ হইলে হইবেক সভাকার গতি ॥ [৫] ১৪
সেই বেনামূল সভে ছিলাঙ ধরিয়া।
তুমি আছ তেঞি মূল আছএ লাগিয়া ॥ ১৪৬
মুষিক খুলিতেছিল সেই মুসা নহে।
মুষিকরূপে আপনি ধর্ম্ম মহাশএ ॥ ১৪৭
এত স্থনি জরৎকারু করিল গমন।
বহু দেশ দেশান্তর করিল ভ্রমণ ॥ ১৪৮
পিতৃগণআজ্ঞা মুনি চিন্তে সর্ব্বক্ষণে।
যাচি কন্যা দিতে কেহো নহিল ভুবনে ॥ ১৪৯
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কার কন্যা আছে দেহ বলে তিন বার ॥ ১৫০
আছিল তথায় বাস্থকির অনুচর।
মুনির সম্বাদ গিয়া করিল গোচর ॥ ১৫১
এত স্থনি বাস্থকির আনন্দ আপার।
ভগ্নী সহ চলি গেলা যথা জরৎকার ॥ ১৫২
ফণিবর বলে মুনি কৈল নিবেদন।
আমার ভগিনী মুনি করহ গ্রহণ ॥ ১৫৩
মুনি বলে ভগ্নী তোর কোন নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাণ্ডিহ মোরে ॥ ১৫
মোর নামে হয় জদি ভগিনী তোমার।
তবে সে করিব বিভা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৫৫
বাস্থকি বলিল নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া নাম হৈআছে স্থন্দরী ॥ ১৫৬
যত্নেতে রাখিল মুনি তোমার কারণে।
তোমার আজ্ঞাতে এথায় আনিল এখনে ॥ ১৫
এত বলি কন্যা দিআ করিল গমন।
স্থনি নাগলোক হইলা হরষিতমন ॥ ১৫৮
মহাভারথের কথা স্থধা হৈতে স্থধা।
কর্ণপথে কর পান খণ্ডু ভবব্যথা ॥ ১৫৯

বহুত বিচিত্র কথা ব্যাসের চরিত্র।
অমর কিন্নর নর নাগের চরিত্র ॥ ১৬০
বিবিধ বিপদ খণ্ডে জাহার শ্রবণে।
আউবৃদ্ধি বংশবৃদ্ধি[৬ক] পাপ বিমোচনে ॥ ১৬১
স্ববাঞ্ছিত ফল পাবে ইথে নাহি আন।
হরিপদে মতি হয় জর্ম্মে দিব্যজ্ঞান ॥ ১৬২
গীতছন্দে তাহা বিরচিল কাশীদাসে।
ইত্যাদি লোকেতে জেন স্বনে অনায়াসে ॥*॥১৬৩

[৫]

মুনিগণ বলে কহ এহার কারণ।
ভগ্নীকে দিলেক নাগ কোন প্রয়োজন ॥ ১৬৪
মুনি বলে কি কারণে কন্যার উতপতি।
বিস্তার করিয়া কথা কহ দেখি সৌতি ॥ ১৬৫
সৌতি বলে অবধানে স্থন মুনিগণ।
বাস্থকি দিলেন ভগ্নী জাহার কারণ ॥ ১৬৬
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা স্থন্দরী।
স্বামী কশ্যপের দুহেঁ বহু সেবা করি ॥ ১৬৭
তুষ্ট হয়্যা বলে মুনি মাগ দুহেঁ বর।
হেন স্থনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর ॥ ১৬৮
সহস্রেক নাগ হব মোহর নন্দন।
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তপোধন ॥ ১৬৯
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের স্থানে।
দুই গুটি পুত্র মোরে দেহ তপোধনে ॥ ১৭০
কদ্রুপুত্রে বলাধিক হইব নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ ॥ ১৭১
মুনি-বরে দুই জনে হৈলা গর্ব্ভবতী।
দুহেঁ আশ্বাসিয়া বনে গেলা প্রজাপতি ॥ ১৭২
কথো দিনে দুই জনে প্রসব হইল।
সহস্রেক ডিম্ব কদ্রু দেবী প্রসবিল ॥ ১৭৩
সহস্র পুত্রের মাতা কদ্রু জে হইল।
দেখিয়া বিনতা মনে দুঃখিত হইল ॥ ১৭৪
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা স্থন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণভাণ্ডে ভরি ॥ ১৭৫
পঞ্চ শত বরিষে জন্মিল নাগগণ।
মুনি-বরে কদ্রু পাইল সহস্র নন্দন ॥ ১৭৬
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল। [৬]
এককালে দুই জনে প্রসব হইল ॥ ১৭৭
এত চিন্তি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল।
লোহিতবরণ পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥ ১৭৮
অঙ্গ বিহনে হইল পক্ষের আকার।
ক্রোধ হয়্যা জননীরে বলিল কুমার ॥ ১৭৯
পরপুত্র দেখি হিংসা ভাবিলে হৃদয়।
অকালে ভাঙ্গিলে মোরে পুচ্ছ নাহি হয় ॥ ১৮০
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলে তুমি।
তেকারণে জননি শাপিব তোরে আমি ॥ ১৮১
সতিনের পুত্র দেখি হিংসা কৈলে মনে।
চিরদিন সেবা তার কর দাসীপণে ॥ ১৮২
এই গর্ব্ভে আছে জেই পুরুষরতন।
তাহা হৈতে হইবেক তোমার মোচন ॥ ১৮৩
মহাবীর্য্যবন্ত পুত্র এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি থাক পাছে ॥ ১৮৪
আপনি হইব অঙ্গ সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে ॥ ১৮৫
হেন মতে কথো দিনে দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছেন এক স্থানে ॥ ১৮৬
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম স্থন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দে তার কলেবর ॥ ১৮৭
নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবনগমন ॥ ১৮৮
সমুদ্র মথনে সেই অশ্বের উৎপতি।
এত স্থনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি ॥ ১৮৯
সমুদ্র মথন হইল কিসের কারণ।
কহ স্থনি বিস্তারিআ সূতের নন্দন ॥ ১৯০

সৌতি বলে অবধানে স্তুন মুনিগণ।
জে হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র মথন ॥ ১৯১
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব বিশ্বেশ্বর।
দেবাসুরগণ লঞা মথহ সাগর ॥ ১৯২
অমৃত উৎপত্তি হব সমুদ্র মথনে।
দেবগণ অমর হইব স্থধা পানে ॥ ১৯৩
জতেক মৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে। [৭ক]
মন্দার লইয়া মথ ফেলিআ সাগরে ॥ ১৯৪
বিষ্ণুর পাইআ আজ্ঞা জত দেবগণ।
মন্দার পর্ব্বত যথা করিল গমন ॥ ১৯৫
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
উভে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন ॥ ১৯৬
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিআ নিবেদিল বিষ্ণুর চরণে ॥ ১৯৭
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর ॥ ১৯৮
দেবগণ সহ গেলা সমুদ্রের তীরে।
বরুণেরে বৈল তুমি ধরহ মন্দরে ॥ ১৯৯
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি বহিতে নারিব মহাভার ॥ ২০০
মন্দার ধরিতে এক আছএ উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতিমহাকায় ॥ ২০১
এত স্তুনি দেবগণ কূর্ম্মে স্তুতি কৈল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল ॥ ২০২
কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিরিবর করিআ স্থাপন।
বাসুকি সর্পের দড়ি কৈল নিয়োজন ॥ ২০৩
পশ্চাত দেবতা সমুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন ॥ ২০৪
গিরির ঘর্ষণে নাগ ছাড়এ নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে পূরিল আকাশ ॥ ২০৫
সেই ধূমে হইল জত মেঘের জনম।
বৃষ্টি[১] করি স্নরগণের খণ্ডাইল শ্রম ॥ ২০৬
ত্রিভুবন কম্প হইল সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে ॥ ২০৭
মন্দরের দোলনে বরুণ কম্পমান।
তোয়ের নিবাসী জত তেজিল পরাণ ॥ ২০৮
পর্ব্বতের বৃক্ষ জত বিষের ঘর্ষণে।
পর্ব্বতনিবাসী পুড়ে তাহার আগুনে ॥ ২০৯
দেখিআ হইল দয়া দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞাতে বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপরে ॥ ২১০
নিবর্ত্ত হইল অগ্নি জল বরিষণে। [৭]
ঔষধের বৃক্ষ জত হইল ঘরিষণে ॥ ২১১
তাহার জতেক [রস] সমুদ্রে পুরিল।
সেই জল পরশনে জলচর জিল ॥ ২১২
হেন মতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক করিল শ্রম অমৃত নহিল ॥ ২১৩
ব্রহ্মাকে কহিল গিআ জত দেবগণ।
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র মন্থন ॥ ২১৪
অমৃত নইল ইবে পরিশ্রম সার।
পুন মথিবার শক্তি নাহিখ আমার ॥ ২১৫
এত স্তুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র মন্থনে ॥ ২১৬
তোমা বিনু সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত স্তুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি ॥ ২১৭
সব দেবগণ জত বিষ্ণুতেজ পায়্যা।
পুনরপি সিন্ধু মন্থে একত্র হইআ ॥ ২১৮
হেন কালে দেবাসুর মন্থন করিতে।
দ্বিজরাজজনম হইলা আচম্বিতে ॥ ২১৯
স্তুধাংশু ষোড়শ কলা পূর্ণিমার সোম।
দুই লক্ষ যোজন উদয় হইল ব্যোম[২] ॥ ২২০

১। পিষ্টে—পুথি। ২। বটতলার ছাপায়—ব্যোম। পুথিতে এ জায়গা পড়া যায় না

?রশনে অখিল জীবের হইল তৃপ্ত।
পঞ্চ ক্রোশ ব্রহ্মাণ্ড উপর কৈল দীপ্ত ॥ ২২১
দেখিআ হরষ হইলা দেবাসুর নরে।
পুনরপি মন্থে সিন্ধু ধরিআ মন্দারে ॥ ২২২
তবেত জন্মিলা হস্তী নামে ঐরাবত।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত ॥ ২২৩
মদিরা জন্মিলা আর হয় উচ্চৈঃশ্রবা।
পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ সুরপুরশোভা ॥ ২২৪
তবেত জন্মিলা কন্যা অপূর্ব্ব রূপসী।
* * * হইলেন জেন মুখশশী ॥ ২২৫
অমৃত জন্মিল তবে দেখে দেবগন।
অসুর দেবতাগণ হরষিত মন ॥ ২২৬
অমৃতের কমণ্ডলু লয়্যা দেব রাখে[১]।
অন্তরীক্ষে দেখিলেন সুরাসুর লোকে ॥ ২২৭
রত্নগণ উপজিল দেখে দেবগণ। [৮ক]
আনন্দিতে পুন সিন্ধু করেন মন্থন ॥ ২২৮
মন্দরহিল্লোল হইল ক্ষীরোদের মাঝে।
না পারিল সহিতে বরুণ জলরাজে ॥ ২২৯
পাত্র মিত্রগণ লৈআ করিল বিচার।
কেমতে মন্থন হৈতে হইব নিস্তার ॥ ২৩০
মন্ত্রী বলে উপায় সুনহ মোর বাণী।
শরণ লইব চল যথা চক্রপাণি ॥ ২৩১
পদ্মবনে জেই কন্যা হইল উৎপতি।
তাহা দিআ পূজা কর দেব শ্রীপতি ॥ ২৩২
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
মুনিশাপে ভ্রষ্ট হআ জন্মিল আসিয়া ॥ ২৩৩
তাহার কারণে সিন্ধু হইল মন্থন।
নিবারিব লক্ষ্মীরে পাইলে নারায়ণ ॥ ২৩৪
সুনি শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না কৈল।
রত্ন মণি আনি চিত্র দোল বনাইল ॥ ২৩৫
আপনি লইল কান্ধে সপাত্র সহিত।
নারীগণ চামর ঢুলায় চতুর্ভিত ॥ ২৩৬
সহস্র ফণায় ছত্র বিষধর শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ ॥ ২৩৭
রূপেতে হইল আল ই তিন ভুবন।
মলিন হইল সূর্য্য আদি জ্যোতির্গণ ॥ ২৩৮
কমল জিনিআ অঙ্গরুচি-কোমলতা।
কমল বদন চক্ষু কমলের পাতা ॥ ২৩৯
দ্বিভুজে কনকদণ্ড গণ্ড চণ্ড দোলে।
মকর কমলে জেন যুগল কমলে ॥ ২৪০
যুগল কমল পদ কমল আসন।
বিদ্যুতবরণী নাসা রতন ভূষণ ॥ ২৪১
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সভাকার হইল উল্লাস ॥ ২৪২
জীব আত্মা বিহনেতে জেন মৃত তনু।
তদ্‌বত ত্রিলোক আছিল লক্ষ্মী বিনু ॥ ২৪৩
দেবকন্যা নাগকন্যা মানুষী অপ্‌ছরি।
হুলাহুলি শবদে পুরিল তিন পুরী ॥ ২৪৪
দুন্দুভিশবদে নৃত্য করে দিব্যাঙ্গনা। [৮]
ত্রিলোকেতে জয় জয় হইল ঘোষণা ॥ ২৪৫
ব্রহ্মা আদি দেবগণ অমরমণ্ডল।
করজোড়ে প্রণমিঞা পড়িল ভূতল ॥ ২৪৬
চতুর্দ্দিগে স্তুতি করে দেব ঋষিগণ।
উত্তরিলা সন্নিকটে যথা নারায়ণ ॥ ২৪৭
প্রণমিঞা বরুণ পড়িল কত দূরে।
আজ্ঞা পায়্যা উঠি দাণ্ডাইলা করজোড়ে ॥ ২৪৮
কৃতাঞ্জলি লম্বকায় গদ গদ ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ বিশেষে ॥ ২৪৯
তুমি শূন্য তুমি স্থল তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগদ্‌ব্যাপী ॥ ২৫০

১। প্রথম অক্ষরটি লোপ হইয়া গিয়াছে। 'রাখে'ও হইতে পারে, 'কাখে'ও হইতে পারে

স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর ॥ ২৫১
তোমার সৃজন দেব ই তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকল তোমার নিয়োজন ॥ ২৫২
ইন্দ্র স্বর্গ যমে দিলে সঞ্জীবনীপুর।
কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর ॥ ২৫৩
জলমধ্যে আমারে রহিতে দিলে স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করিএ বসতি ॥ ২৫৪
কোন দোষে দোষী আমি নহি পাদপদ্মে।
তবে কেন মুঞি নাথ পড়িনু প্রমাদে ॥ ২৫৫
দ্বিতীয় সুমেরু সম মন্দর পর্ব্বত।
মোর পুরমধ্যেতে ঘর্ষণ অনুব্রত ॥ ২৫৬
পঞ্চাশ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে বৈসে জার ॥ ২৫৭
অনুব্রত মোর স্থল মন্থে সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রিলোকের ঘর্ষণ বিশেষ ॥ ২৫৮
জীব জন্তু জলেতে আছিল জেই জন।
এক গোটি না রহিল লইআ জীবন ॥ ২৫৯
ভাঙ্গিআ আমার পুর কৈল লণ্ডভণ্ড।
না জানিনু কোন দোষে মোরে এত দণ্ড ॥[৯ক]২৬০
এত কাল বসতি করিল জলমাঝে।
ইবে সে রহিব কোথা কহ দেবরাজে ॥ ২৬১
এতেক স্তবন জদি করিল বরুণ।
চরণে ধরিআ বহু করিল করুণ ॥ ২৬২
আশ্বাসিআ বৈল হরি সুন জলেশ্বর।
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ডর ॥ ২৬৩
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজ স্থল।
তিন পুর তেজি প্রবেশিলা সিন্ধুজল ॥ ২৬৪
হতলক্ষ্মী হয়্যা কষ্ট হল্য সর্ব্বজনে।
সমুদ্র মন্থিলে সভে তথির কারণে ॥ ২৬৫
লক্ষ্মী জদি হইল তবে মন্থনে কি কাজ।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হল্য জলরাজ ॥ ২৬৬
এত বলি মন্থন করিল নিবারণ।
সুনি তুষ্ট বরুণ হইলা ততক্ষণ ॥ ২৬৭
সর্ব্বসার জেই মণি ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ ॥ ২৬৮
চন্দ্রসূর্য্য প্রভা জিনি জাহার কিরণ।
নারায়ণবক্ষে মণি হইল শোভন ॥ ২৬৯
লক্ষ্মী দিআ প্রণমিঞা গেলেন জলেশ।
মন্থন নিবারি চলিলা হৃষীকেশ ॥ ২৭০
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥ ২৭১
কাশীরাম দাস কহে রচিআ পয়ার।
অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার ॥*॥ ২৭২

[৬]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমত অপূর্ব্ব নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ২৭৩
তদন্তরে কহ কোন প্রসঙ্গ হইল।
সুনিতে তোমার ভাষ অমৃত সিঞ্চিল ॥ ২৭৪
মুনি বলে অবধানে সুন নৃপবর।
কহিব সকল কথা ব্যাসের উত্তর ॥ ২৭৫
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ [৯] ভুজঙ্গ কিন্নর।
সভে সিন্ধু মথিলেন না জানিল হর ॥ ২৭৬
দেখিআ নারদ মুনি হইলা চিন্তিত।
কৈলাসে শিবের পুরে হইলা উপনীত ॥ ২৭৭
প্রণমিল শিবদুর্গা দুহাঁর চরণ।
আশীষ করিয়া দেবী দিলেন আসন ॥ ২৭৮
নারদ বলেন আমি ছিলাঙ সুরপুরে।
সুনিল মন্থিল সিন্ধু জত সুরাসুরে ॥ ২৭৯
বিষ্ণু পাইলেন কৌস্তুভ মণি আদি।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা পাইল ঐরাবত হাথি ॥ ২৮০
নানা ধাতু মহৌষধি পাইল জত লোক।
এই হেতু হৃদয়ে বাড়িল বড় কোপ ॥ ২৮১

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে বৈসেন জত জনে।
সভে ভাগ পাইল কেবোল তোমা বিনে ॥ ২৮২
তে কারণে তত্ত্ব লইতে আইলাঙ এথা।
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥ ২৮৩
তোমারে না দিআ ভাগ সভে বাঁটি নিল।
এই হেতু মোর অঙ্গ অধৈর্য্য হইল ॥ ২৮৪
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
স্থনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন ॥ ২৮৫
দেখি কোপে কম্পিত দেবী অরুণ লোচন।
নারদে ভর্চ্ছিআ হরে বলেন বচন ॥ ২৮৬
কাহারে এতেক বাক্য বৈলে মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে জেন না দেই উত্তর ॥ ২৮৭
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা ভূষণ জাহার।
কৌস্তুভ আদি মণি রত্নে কি কাজ তাহার ॥২৮৮
কি কাজ চন্দনে জার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ তার ভক্ষ্য সিদ্ধমূলি ॥ ২৮৯
মাতঙ্গে কি কাজ জার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি কাজ জার ধুতুরা ভূষণ ॥ ২৯০
এ সব চিন্তিআ মোর অঙ্গ জর জর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥ ২৯১
ভবানী বলেন মুনি [১০ক] কি কহিব আর।
অবিরত ভূত প্রেত সঙ্গে চলে জার ॥ ২৯২
জানিঞা এহাঁরে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমি শরীর তেজিল ॥ ২৯৩
দেবীবাক্য স্থনি হাসি বলে ভগবান্।
জে কহিলে হৈমবতি কিছু নহে আন ॥ ২৯৪
বাহন ভূষণে মোর কোন প্রয়োজন।
আমি লই জাহা মনে না লয় অন্য জন ॥ ২৯৫
ভক্তিতে করিআ বশ মাগি লএ দাস।
অম্লান অম্বর[১] পাটাম্বর দিব্য বাস ॥ ২৯৬
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহো নাঞি নিল।
তেঞি মোর বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥ ২৯৭
অগোর চন্দন নিল ভূষণ কস্তূরি।
বিভূতি না লেই তেঞি বিভূষণ করি ॥ ২৯৮
মণিরত্নহার লেন মুকুতা প্রবাল।
কেহো নাঞি নিল তেঞি আছে হাড়মাল ॥২৯৯
বিল্বপত্র ধুতুরা ওকড়া হলকুসি।
কেহ নাহি লএ তেঞি অঙ্গে আমি ভূষি ॥৩০০
রথ গজ বাহন লইল পরিচ্ছদ।
কেহো নাঞি লএ তেঞি আছএ বলদ ॥৩০১
কহিলে জে দক্ষ মোরে জানি না পূজিল।
অজ্ঞানতিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল ॥ ৩০২
তেঞি মোরে না জানিঞা পূজা না করিল।
তার সমুচিত দণ্ড[২] সেই ক্ষণে পাইল ॥ ৩০৩
পশুর সদৃশ হইল ছাগলের মুণ্ড।
দানাগণ মল মুত্রে ভরিলেক কুণ্ড ॥ ৩০৪
[ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবি আছে কোন জন ॥৩০৫
দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্তি এ সব করণ ॥ ৩০৬
বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন জনে ॥ ৩০৭
সংসারেতে যে জন বিমুখ এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে ॥ ৩০৮
ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি যেমন দেবতাপূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত ॥] * ৩০৯
রত্নাকর মথিআ লইল রত্নগণ।
কেহো না পুছিল তোমা করিআ হেলন ॥ ৩১০
পার্ব্বতীর ক্রোধবাক্য স্থনিঞা শঙ্কর।
ক্রোধে আবেশ তনু কাঁপে থর থর ॥ ৩১১

১। পুথিতে আছে—আলূমাম্বর। বটতলার পুথিতে—অম্লান অম্বর পটাম্বর দিব্য বাস। পুথিতে পুরা লাইন এই—আলুমাম্বর পাটাম্বর ...ার দিব্য বাস। ২। পুথিতে—দক্ষ। * ব্র্যাকেটের মধ্যের অংশ পুথিতে নাই। বটতলার ছাপা বই হইতে লইলাম।

কাশীদাস কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিল নন্দিকে ॥*[১০]৩১২

[৭]

পার্ব্বতীর কটু ভাষ শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস
টানিঞা পরিল ব্যাঘ্রবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালে বান্ধিল বেড়ি
করে তুলি নিল মৃগবাস ॥ ৩১৩
কপালে কলঙ্কিকলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কুমকুম কঙ্কন।
ভালে বৃহদ্ভানু শশী বিবিধ প্রকারে ভূষি
ক্রোধে জেন প্রলয়কিরণ ॥ ৩১৪
জেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
ক্রীড়ে গঙ্গা মধ্যে জটাজূটে।
রতনবরণ আভা কোটি চন্দ্র মুখশোভা
ফণিমণি বিরাজে মুকুটে ॥ ৩১৫
গলে দিল হাড়মাল আঁটি বান্ধে ব্যাঘ্রছাল
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিল করে।
সাজিল শিবের সেনা যক্ষ রক্ষ অগণনা
প্রেত ভূত বহুত প্রচুরে ॥ ৩১৬
আগে ধায় জত সেনা কান্ধেতে ত্রিশূল বানা
মুখরব মহাকোলাহলে।
ডম্বুরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হইলা ত্রিলোকমণ্ডলে ॥ ৩১৭
বৃষভ সাজিয়া বেগে আনি নন্দি দিল আগে
নানা রত্নে ভূষিআ ভূষণ[১]।
ক্রোধে কম্পে ভূতনাথ জেন কদলীর পাত
বৃষপৃষ্ঠে করি আরোহণ ॥ ৩১৮
আগুদলে সেনাপতি মউর বাহনে গতি
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িআ মুসা করে ধরি পাশাঙ্কুশা
দক্ষিণভাগেতে ক্রোধমন ॥ ৩১৯
বামে নন্দি মহাকাল করে শূল শোভে ভাল
দিঘল দিঘল ফেলে পদ।
ক্ষেণেকে ক্ষীরোদকূলে উত্তরিলা সহ দলে
নাগলোক গণিল প্রমাদ ॥ ৩২০
ভারথ পুরাণ কথা ব্যাসের চরিত্র [১১ক] গাথা
সুন সভে পরম সাদরে।
কহে কাশীদাস দেবে শীঘ্রগতি চল সভে
প্রণমিল দেখিআ ঠাকুরে ॥*॥ ৩২১

[৮]

করজোড়ে দাণ্ডাইলা সব দেবগণ।
শিব বলে মন্থ সিন্ধু রহাইলে কেন ॥ ৩২২
ইন্দ্র বলেন মন্থন হইল অবশেষ।
নিবারিআ আপনি গেলেন হৃষীকেশ ॥ ৩২৩
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীএ ইন্দ্রের বাক্য কাঁপে কলেবর ॥ ৩২৪
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার
আমারে হেলন করি কর অহঙ্কার ॥ ৩২৫
রত্নাকর মন্থি রত্ন সভে নিলে বাঁটি।
কেহো মনে না করিলে আছএ ধূর্জ্জটি ॥ ৩২৬
জে করিলে তাহা কিছু না করিব মনে।
পুন মন্থিবারে বলি করহ হেলনে[২] ॥ ৩২৭
হতাদর করিলে সকল দেবগণে।
গঙ্গাধর বলি কেহো না করিলে মনে ॥ ৩২৮
এতেক বলিল জদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহো না করে অমর ॥ ৩২৯
নিশবদে রহিলেন দেবের সমাজ।
করজোড়ে বলেন কশ্যপ মুনিরাজ ॥ ৩৩০
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ সিন্ধু মন্থনবৃত্তান্ত ॥ ৩৩১
পারিজাতমাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
সেহ ত পুষ্পের মালা ইন্দ্রগলে দিল ॥ ৩৩২

১। পুথিতে "ভূষণে" আছে। একার থাকিলে ছন্দ হয় না।
২। পুথিতে "হেলন" আছে। তাহাতে ছন্দ থাকে না।

গজরাজ আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার গলের উপর ॥ ৩৩৩
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুযোনি নাঞি জানে মাল্যের মহত্ত্ব ॥ ৩৩৪
শূণ্ডে জড়াইআ মালা ফেলাল্য ভূতলে।
দেখিআ দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥৩৩৫
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিলে। [১১]
মোর দত্ত পুষ্পরাজ ছিণ্ডিআ ফেলিলে ॥ ৩৩৬
সম্পদে হইআ মত্ত গর্ব্ব কৈলে মোরে।
দিল শাপ হতলক্ষ্মী হোকু পুরন্দরে ॥ ৩৩৭
লক্ষ্মী বিনে নষ্ট হইল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিলা জলে ॥ ৩৩৮
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মন্থিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল্য ॥ ৩৩৯
এই হেতু ক্ষীরোদ মন্থেন পুরন্দর।
শেষ মন্থনের দড়ি সু[ন] এ উত্তর ॥ ৩৪০
অনেক উৎপাত হইল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিআ স্তব সভে কৈল গদাধরে ॥ ৩৪১
নিবারিআ মন্থন গেলেন নারায়ণ।
পুন তুমি আজ্ঞা কর করিতে মন্থন ॥ ৩৪২
বিষ্ণুতেজে বলবান্ আছিল অমর।
তবে বিষ্ণু বিনে তাহে শ্রম কলেবর ॥ ৩৪৩
দ্বিতীয় মন্থনদড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি দেখ বাসুকির ক্লেশ ॥ ৩৪৪
অঙ্গের জতেক হাড় সব হইল চুর।
সহস্র মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর ॥ ৩৪৫
বরুণের জত কষ্ট না হয় কথন।
আর আজ্ঞা নহে দেব মন্থন কারণ ॥ ৩৪৬
শিব বলেন মোর হেতু মন্থ একবার।
আসিবার অকারণ না হোকু আমার ॥ ৩৪৭

মহেশের বাক্যশক্তি কে লঙ্ঘিতে পারে।
পুনরপি মন্দর ধরিল সুরাসুরে ॥ ৩৪৮
শ্রমেতে অশক্তকলেবর সর্ব্বজনা।
ঘন শ্বাস বহে জেন আগুনের কণা ॥ ৩৪৯
অত্যন্ত ঘর্ষণে ক্লান্ত মন্দর পর্ব্বত।
তপ্ত হইল জেন দাবাগ্নির বত ॥ ৩৫০
ছিণ্ডি খণ্ড খণ্ড হইল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ সমুদ্র হইল সকল রুধির ॥ ৩৫১
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল। [১২ক]
সহস্র মুখের পথে গরল বহিল ॥ ৩৫২
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাসে অগ্নি মন্দর আনল ॥ ৩৫৩
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইআ এক হৈল্য।
সমুদ্র হইতে বিষ বাহির হইল ॥ ৩৫৪
প্রভাত হইতে জেন সূর্য্যতেজ বাড়ে।
দাবানল ধায়্যা জেন সুস্থ বন পুড়ে ॥ ৩৫৫
যুগান্তের কালে জেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক পৃথিবী সকল ॥ ৩৫৬
দহিল সভার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
পলাএ সহস্রচক্ষু কুবের বরুণে ॥ ৩৫৭
পবন শমন[১] অগ্নি পলাএ অরুণ।
সকল দেবতা কৃষ্ণে করেন করুণ ॥ ৩৫৮
অষ্ট বসু নব গ্রহ অশ্বিনীকুমার।
অসুর রাক্ষস সব জঁত ছিল আর ॥ ৩৫৯
পলাইআ গেল জত ত্রিলোকের জন।
বিস্ময় হইয়া চাহে শিবের বদন ॥ ৩৬০
দূরেতে থাকিআ দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ পার্ব্বতীর পতি ॥ ৩৬১
তোমা বিনে রক্ষে ইথে নাঞি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তব বিদ্যমান ॥ ৩৬২

১। পুথিতে—সমান।

রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সহে।
ক্ষেণেক্ বিলম্ব হইলে হইব প্রলএ ॥ ৩৬৩
দেবের বিষাদ দেখি করুণ বচন।
বিষেতে দহএ স্থষ্টি দেখ ত্রিলোচন ॥ ৩৬৪
মনেতে চিন্তিএ পূর্ব্বে কৈল অঙ্গীকার।
এবার জন্মিব জেই সেই ত আমার ॥ ৩৬৫
আপন আর্জ্জিত তাহে স্থষ্টি করে নাশ।
হৃদএ ভাবিআ আগু হল্যা কীর্ত্তিবাস ॥ [১২] ৩৬৬
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
অঞ্জলি করিআ বিষ করিল গণ্ডূষে ॥ ৩৬৭
দূরে থাকি স্থরাস্থর দেখেন কৌতুক।
করিল গরল পান একই চুমুক ॥ ৩৬৮
অঙ্গীকৃত পালিলেন ধর্ম্মের আচারে।
কণ্ঠেতে রাখিল বিষ না লইল উদরে ॥ ৩৬৯
নীলকণ্ঠ অদ্যাপি হইলা বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম হইতে লোকে হইল খ্যাত ॥ ৩৭০
আশ্চর্য্য দেখিয়া তবে জত দেবগণ।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা হরে করিলা স্তবন ॥ ৩৭১
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ধনেশ্বর।
ব্যোম সোম বাউ তুমি সূর্য্য বৈশ্বানর ॥ ৩৭২
তবে আনন্দিত হল্যা জত দেবগণ।
মন্দর লইতে সভে করিল যতন ॥ ৩৭৩
অমর তেত্তিশ কোটি অস্থর জতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক ॥ ৩৭৪
কার শক্তি তুলিতে নারিল গিরিবর।
তুলিআ লইল গিরি শেষ বিষধর ॥ ৩৭৫
যথাস্থানে মন্দর থুইল নঞা শেষ।
মন্থন নিবারি গেলা আপনার দেশ ॥ ৩৭৬
কাশীরাম দাস কহে করিআ বিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠের পদে রহু মতি ॥*॥ ৩৭৭

[৯]

মুনিগণ বলে স্থন সূতের নন্দন।
স্থনিল মন্থনকথা অমৃত কথন ॥ ৩৭৮
অমর অস্থর মেলি সমুদ্র মন্থিল।
দেবতা লইল জত রত্ন উপজিল ॥ ৩৭৯
রত্নের বিভাগ কিছু পাইল অস্থর।
কহ স্থনি সূতপুত্র বচন মধুর ॥ ৩৮০
সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া। [১৩ক]
দেবগণে হৈতে স্থধা লইল কাড়িআ ॥ ৩৮১
সভে পরিশ্রম কৈল ক্ষীরোদ মন্থনে।
জে কিছু পাইল নিল সব দেবগণে ॥ ৩৮২
ঐরাবত হস্তী নিল বাজি উচ্চৈঃশ্রবা।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শতচন্দ্রপ্রভা ॥ ৩৮৩
সকল লইল জেন পশুগণ ভাণ্ডি।
আমার বিভাগ পিছে হয় স্থধাহাণ্ডি ॥ ৩৮৪
এত বলি ডাকিআ বলিল ততক্ষণ।
দেব দৈত্য কলহ বাড়িল মহারণ ॥ ৩৮৫
মধ্যস্থ হইআ হর কলহ ভাঙ্গিল।
দেব দৈত্যগণ প্রতি ডাকিয়া বলিল ॥ ৩৮৬
অকারণে দ্বন্দ্ব সভে কর কি কারণ।
সভার আর্জ্জিত স্থধা লেহ সর্ব্বজন ॥ ৩৮৭
শিবের বচনে দ্বন্দ্ব নিবর্ত্ত হইল।
কে বাঁটিআ দিব স্থধা ডাকিআ বলিল ॥ ৩৮৮
হেন কালে নারায়ণ ধরিআ স্ত্রীবেশ।
মোহিনীর রূপ দেখি ভুলে সর্ব্বদেশ ॥ ৩৮৯
রূপেতে করিল আল চতুর্দ্দশ পুর।
মরালরঞ্জিত দুই চরণে নূপুর ॥ ৩৯০
কোকনদ জিনি পদ সমাস্তৃত যুগ।
জাহে জন্ম কাটে কর্ম্ম গঙ্গা ত্রিপথগ ॥ ৩৯১
জার গন্ধে মকরন্দে তেজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে ভৃক[১] ডাকে ধায় বায় মন্দ ॥ ৩

১। বোধ হয়, 'ভৃঙ্গ' হইবে।

দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী নিরমাণ।
আচম্বিত উপনীত সভা বিদ্যমান ॥ ৩৯৩
দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বগাত্র কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিন পুর ঢলিআ পড়িল ॥ ৩৯৪
সভে মূর্চ্ছাগত হল্যা দেখিআ মোহিনী।
কতক্ষণে চেতন পাইল শূলপাণি ॥ ৩৯৫
চেতন পাইআ হর একদৃষ্টে চায়।
দুই ভুজ প্রসারিআ ধরিবারে জায় ॥ ৩৯৬
কন্যা বলে যোগি তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাঞিঞা আসহ তোর না বুঝি চরিতি ॥ ৩৯৭
এত বলি নারায়ণ ধায় শীঘ্রগতি। [১৩]
পাছু পাছু ধাইআ চলিলা পশুপতি ॥ ৩৯৮
হর বলে হরিণাক্ষি মুহূর্ত্ত থাকহ।
দাণ্ডাইআ তুমি মোরে এক কথা কহ ॥ ৩৯৯
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী।
কোন হেতু আইলে এথা কহ সত্য বাণী ॥ ৪০০
ত্রিলোকের মধ্যে জত আছে রূপবতী।
তব পদনখ জিনি সভাকার গতি ॥ ৪০১
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা সতী ॥ ৪০২
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রিলোকবাসিনী।
সভে মোরে জানে আমি সভাকারে জানি॥৪০৩
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাঞি লাজ।
মোর পরিচয়েতে তোমার কোন কাজ ॥ ৪০৪
তৈল বিন্দু তোমার মাথায় জটাভার।
তাম্বূল বিহনে দন্ত ফটিক আকার ॥ ৪০৫
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্রছড়ি।
দীঘল করের নখ পাকা গোঁপ দাড়ি ॥ ৪০৬
অঙ্গের দুর্গন্ধিতে মুখেতে উঠে অস্ত।
নাঞি জানি মুখমধ্যে নাঞি পারা দন্ত ॥ ৪০৭
মোর অঙ্গগন্ধ দেখ ব্রহ্মাণ্ডপূজিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক দীপিত ॥ ৪০৮

কোন লাজে চাহ আরে করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি আস্য মোর পাশ ॥ ৪০৯
হর বলে হরিমধ্যা কেন কর তাপ।
মোর সহ কভু তোর নাহিক আলাপ ॥ ৪১০
ত্রিলোকের মধ্যেতে আছএ জত প্রাণী।
সভার ঈশ্বর আমি সুন গো মোহিনী ॥ ৪১১
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখেতে ছেদিল।
বহু কাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল ॥ ৪১২
তার সমুচিত ফল মিলাওল বিধি।
এত কালে পাইলাম তোমা হেন নিধি ॥[১৪ক]৪১৩
সকল সপিল আমি তোমার চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে॥ ৪১৪
হরবাক্য সুনি হাসি বলে হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যেতে কেন বাঞ্ছা কর শিব ॥ ৪১৫
সর্ব্বকার্য্য তেজিবারে পারে জেই জনে।
বৈভব বান্ধব তেজি মোরে একমনে ॥ ৪১৬
কায়মনবাক্যে আমা বিনে নাঞি জানে।
সে জনারে যাচি আমি দিএ আলিঙ্গনে ॥ ৪১৭
শিব বলেন কন্যা মোর সত্য অঙ্গীকার।
আজি হইতে তোমা বিনে না ভজিব আর ॥৪১৮
তেজিলাঙ সব কাম নারী পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পায় দেহ আলিঙ্গন ॥৪১৯
হরি বলে কত মোরে করহ ভণ্ডন।
কেমনে তেজিবে তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ ॥৪২০
এক ভার্য্যা রাখিআছ জটার ভিতর।
আর ভার্য্যা করিআছ অর্দ্ধ কলেবর ॥৪২১
স্বতন্তরা নহ তুমি স্ত্রীরঙ্গরূপধর।
কেমনে পাইবে তুমি মোর কলেবর ॥৪২২
হর বলে হরিমধ্যা কেন হেন কহ।
তেজহ কপট মোরে কর অনুগ্রহ ॥৪২৩
কি ছার সে নারী পুত্র নাম লেহ তার।
শত শত গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার ॥৪২৪

দাসী হয়্যা সেবিবেক আমি হব দাস।
কৃপা কর বরাননে পুর অভিলাষ ॥৪২৫
জদি তুমি নিশ্চয় না দিবে আলিঙ্গন।
তোমার উপর বধ দিব এই ক্ষণ ॥৪২৬
নেউটিআ মোর পানে চাহ হাস্যমুখে।
হের দেখ ত্রিশূল মারিএ আমি বুকে ॥৪২৭
এত বলি ত্রিশূল লহিল শিব হাথে।
পুনরপি হাসিআ বলেন জগন্নাথে ॥৪২৮
বুঝিলাঙ গঙ্গাধর তোমার গেয়ান।
কামে বশ হয়্যা চাহ তেজিতে পরাণ ॥৪২৯
ধৈর্য্য হও দেখ দেখি চিত্ত কর স্থির।
দিব আমি আলিঙ্গন না তেজ শরীর ॥[১৪]৪৩০
নাঞি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
আরত জনারে আমি না করিএ ভয় ॥৪৩১
জাহার জেমন কাম মাগে মোর স্থানে।
দিএ তারে অবশ্য না হয় কভু আনে ॥৪৩২
বিশেষ পূর্ব্বেতে হইতে মাগিআছ তুমি।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার কৈল আমি ॥ ৪৩৩
এত বলি আলিঙ্গন যাচে জগন্নাথ।
আস্য আস্য বলি বিস্তারিল দুই হাথ ॥৪৩৪
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল্য এক।
অর্দ্ধ শশিশুভ্র অভ্র হইল অর্দ্ধেক ॥ ৪৩৫
অর্দ্ধ জটাজূট অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীটী অর্দ্ধ ফণিদণ্ডধর ॥ ৪৩৬
কস্তূরিতিলক অঙ্গ অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধগলে হাড়মাল অর্দ্ধ বনমালা ॥৪৩৭
মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলিকুণ্ডল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল ॥ ৪৩৮
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্মকলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ কটি পীতাম্বর ॥ ৪৩৯
এক পাদ ফণী এক কনকনূপুর।
শঙ্খ চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডম্বুর ॥ ৪৪০
এক ভিতে দুর্গা এক ভিতে লক্ষ্মী সাজে।
কাশী শরণ মাগে চরণসরোজে ॥*॥ ৪৪১

[১০]

সৌতি বলে অবধানে সুন মুনিগণ।
কহিল অপূর্ব্ব হর হরির মিলন ॥ ৪৪২
দেবগণরক্ষা হেতু দেব ভগবান।
পুন সেই রূপে আইলা সভা বিদ্যমান ॥ ৪৪৩
তবে সুরাসুর সভে পাইআ চেতন।
কোথা কন্যা কোথা কন্যা করে অন্বেষণ ॥ ৪৪৪
হেন কালে সেই স্থানে আল্যা নারায়ণ।
ওই ওই বলিআ ধাইল সর্ব্বজন ॥ ৪৪৫
চতুর্দ্দিগ হইতে ধাইল সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িল সভে করি চারি পুর ॥ ৪৪৬
চিত্রের পুতলি প্রায় চাহে সর্ব্বজন।
কথোক্ষণে নারায়ণ বলিলা বচন ॥ ৪৪৭
এই ক্ষীরসিন্ধুমধ্যে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম অযোনি উৎপতি ॥ ৪৪৮
সহিতে নারিল অনুক্ষণ কলরব।
কোন্ হেতু কলরব কহ তুমি সব ॥ ৪৪৯
এত সুনি কহিতে লাগিলা স[১৫ক]র্ব্বজন।
অসুর অমর দ্বন্দ্ব অমৃত কারণ ॥ ৪৫০
ভাল হইল তোমা সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিআ দ্বন্দ্ব কর নিবারণ ॥ ৪৫১
বাঁটি দেহ সুধা দ্বন্দ্ব হোকু সমাধান।
তুমি জে করিবে তাহা না করিব আন ॥ ৪৫২
কন্যা বলে এত দ্বন্দ্বে আমার কি কাজ।
অবলা মধ্যস্থ হব সুরাসুর মাঝ ॥ ৪৫৩
আমার বিধান জদি নাঞি লয় মনে।
সভে ক্রোধ কৈলে আমি কি করি তখনে ॥৪৫৪
এত সুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
সত্য কৈল না লঙ্ঘিব তোমার বচন ॥ ৪৫৫

এতেক সভার সত্য স্তুনি দৃঢ়বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি ॥ ৪৫৬
তোমা সভাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা বিদ্যমান ॥ ৪৫৭
দুই পাঁতি হইয়া বৈসহ সর্ব্বজন।
এক ভিতে দৈত্য আর ভিতে দেবগণ ॥ ৪৫৮
মায়াধরবোলে মোহ হইল সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেন ততক্ষণ ॥ ৪৫৯
দুই পাঁতি বসিলেন লইয়া পাত্রাসন।
কাখে সুধাভাণ্ড হরি করে পরিসন ॥ ৪৬০
পুন বৈলা দেবতার হয় জ্যেষ্ঠ ভাগে।
দেবে সুধা পরসিতে যুক্তি হয় আগে ॥ ৪৬১
দৈত্যগণ বলিল তোমার জেই মতি।
স্তুনি ততক্ষণে বলে দেব লক্ষ্মীপতি ॥ ৪৬২
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাশন।
এ সব তেত্তিশ কোটি জত দেবগণ ॥ ৪৬৩
সভাকারে ক্রমে ক্রমে সুধা বাঁটি দিল।
অবশেষে জে ছিল আপনি পান কৈল ॥ ৪৬৪
হেন কালে ডাকিয়া বলিল রবি শশী।
হোর দেখ রাহু দৈত্য সুধা খাইল বসি ॥ ৪৬৫
স্তুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিল নারায়ণ।
দুইখান করিআ কাটিল তৎক্ষণ ॥ ৪৬৬
তত্রাপিহ না মরিল সুধা পান হেতু।
মুখ হইল রাহু কলেবর হইল কেতু ॥ ৪৬৭
দৈত্য মারি সুধা হরি হল্য অন্তর্ধান।
দেখি ক্রোধে দৈত্যগণ হৈলা কম্পমান ॥ ৪৬৮
মারহু অমরগণে বলিআ উঠিল।
প্রলয়কালেতে জেন সিন্ধু উথলিল ॥ ৪৬৯
নানা অস্ত্র দৈত্যগণ বরিষে প্রচুর। [১৫]
কে বর্ণিতে পারে জত হইল সুরাসুর ॥ ৪৭০
সুধাপানে বলবান্ জতেক অমর।
মন্থনেতে দৈত্যগণ শ্রমকলেবর ॥ ৪৭১

না পারিআ ভঙ্গ দিয়া গেল দৈত্যগণ।
আপন আলয়ে চলি গেলা দেবগণ ॥ ৪৭২
ভারথের পুণ্যকথা স্তুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ এহার সমান ॥ ৪৭৩
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
সর্ব্বপাপ বিমোচন ভারথ শ্রবণে ॥ * ॥ ৪৭৪

[১১]

শৌনকাদি মুনিগণ সৌতিরে পুছিল।
কদ্রু আর বিনতার কি প্রসঙ্গ হইল ॥ ৪৭৫
সৌতি বলে দুই জন দেখে তুরঙ্গম।
অতি সুলক্ষণ অশ্ব সুরমনোরম ॥ ৪৭৬
কদ্রু বলে বিনতা দেখহ অশ্ববর।
কোন রূপ ধরে ঘোড়া পরম সুন্দর ॥ ৪৭৭
বিনতা বলিল ঘোড়া শ্বেত বর্ণ ধরে।
তুমি কোন বর্ণ দেখ কহ দেখি মোরে ॥ ৪৭৮
কদ্রু বলে কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুই জনে বোলাবলি হইল বিস্তর ॥ ৪৭৯
কদ্রু বৈল বিনতা কন্দুল কি কারণ।
দুই জনে আইসহ করি কিছু পণ ॥ ৪৮০
দাসী হৈয়া খাটিবেক জেই জন হারে।
নির্ণয় করিআ দুহেঁ গেলা নিজ ঘরে ॥ ৪৮১
অস্ত গেলা দিননাথ দৃষ্টি নাঞি চলে।
কালি আসি তুরঙ্গ দেখিব প্রাতঃকালে ॥ ৪৮২
সহস্রেক পুত্রে কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত সব পুত্রে বসাইয়া ॥ ৪৮৩
পুত্র সব বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে ॥ ৪৮৪
কদ্রু বলে অশ্ব জদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ জেমনে হয় করহ প্রকার ॥ ৪৮৫
বিনতা সহিত আমি করিল জে পণ।
হারিলে হইব দাসী না জায় খণ্ডন ॥ ৪৮৬

এত সুনি নাগগণ বিরস বদন।
মাএর চরণে তবে কৈল নিবেদন ॥ ৪৮৭
জেমত জননী তুমি তেমত বিনতা।
কপটেতে দিব দুঃখ না সহে এ কথা ॥ ৪৮৮
সুনিঞা কুপিল কদ্রু কহে শাপবাণী।
জন্মেজয়যজ্ঞে ভস্ম হবে সব ফণী ॥ ৪৮৯
কদ্রু শাপ দিল তারে আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত জতেক দেবতা ॥ ৪৯০
বিষম জতেক ফণী লোকে হিংসা করে।
আনন্দে কুসুমবৃষ্টি কৈল পুরন্দরে ॥ ৪৯১
বিষের জ্বলনে লোক হএত বিনাশ। [১৬ক]
রক্ষা হেতু ব্রহ্মমন্ত্র করিল প্রকাশ ॥ ৪৯২
দিব্য মন্ত্র গারুড়ি দিলেন কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচরিল মর্ত্তপুরে ॥ ৪৯৩
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান্ ॥৵॥ ৪৯৪

[১২]

মাএর বচন সুনি নাগে লাগে ভয়।
শীঘ্রগতি গেলা উচ্চৈঃশ্রবা যথা হয় ॥ ৪৯৫
তুরঙ্গের পুচ্ছে নাগ কজ্জলবরণে।
ঢাকিল পুচ্ছের বর্ণ অনেক যতনে ॥ ৪৯৬
নিঃশ্বাসে কৃষ্ণাঙ্গ হৈল ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা।
লুকি হৈল পূর্ব্বের ধবল ইন্দুআভা ॥ ৪৯৭
দেখাঅ বিনতা কদ্রু উঠিআ প্রভাতে।
ক্রোধযুক্ত দুহে গেলা তুরঙ্গ দেখিতে ॥ ৪৯৮
পথে জাইতে দেখিল সমুদ্র দুই জনে।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগণে ॥ ৪৯৯
শতেক যোজন কেহো দ্বিশত যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ আদি জলজন্তুগণ ॥ ৫০০
হেন মতে কৌতুক দেখিল দুই জনে।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর আছএ সেখানে ॥ ৫০১
নিকটেতে গিআ রহে করে নিরীক্ষণে।
কৃষ্ণবর্ণ দেখি ঘোড়া অতি সুলক্ষণে ॥ ৫০২
দেখিআ বিনতা হৈলা বিষণ্নবদন।
ভাবি বুঝি অঙ্গীকার কৈল দাসীপণ ॥ ৫০৩
হেন মতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল ওথা ॥ ৫০৪
ডিম্ব ফাটি বাহির হইলা আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে কায়া লাগিল বাড়িতে ॥ ৫০৫
প্রাতঃ হৈতে জেন সূর্য্য ক্রমে তেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে জেন দশ দিগ বেড়ে ॥ ৫০৬
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিঃশ্বাসে উড়িআ জাত্য পর্ব্বতশিখর ॥ ৫০৭
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্র মুণ্ড গিয়া ছুঞিল গগন ॥ ৫০৮
যুগান্তের অগ্নি জেন দেখি সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পমান হইল গর্জ্জনে ॥ ৫০৯
অগ্নি হেন জানি সভে করি জোড় কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ॥ ৫১০
অগ্নি বৈল আমারে করহ স্তুতি কেনে।
আপনা সম্বর বলি বৈল দেবগণে ॥ ৫১১
অগ্নি বৈল আমি নই বিনতানন্দন।
সকল জনে[১৬]র হিত হিংসকহিংসন ॥ ৫১২
না করিহ ভয় কেহো আইস মোর সঙ্গে।
আনন্দিত হয়্যা সভে দেখহ বিহঙ্গে ॥ ৫১৩
এত সুনি দেবগণ অগ্নির বচন।
জোড়হাথ করি করে গরুড়ে স্তবন ॥ ৫১৪
ভীম রূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজরূপ বিনতাকোঙর ॥ ৫১৫
তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি।
তোমার গর্জ্জেতে হে কর্ণেতে লাগে তালি ॥ ৫
কশ্যপের পুত্র তুমি হয় দয়াবান।
নিজ রূপ সম্বরিআ কর পরিত্রাণ ॥ ৫১৭

দেবগণে স্তবে তুষ্ট হইলা খগেশ্বর।
আশ্বাসিআ সম্বরিল নিজ কলেবর ॥ ৫১৮
তবে পক্ষরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল লআ ॥ ৫১৯
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আৎসাদনে হৈল্য নিবারণ ॥ ৫২০
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন হেতু ত্রিভুবন দহেত তপন ॥ ৫২১
সৌতি বলে জেই কালে অমৃত বাঁটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল ॥ ৫২২
হেন কালে সূর্য্যে বৈল দেব নারায়ণ।
চক্রেতে অসুরমুণ্ড করিল ছেদন ॥ ৫২৩
সূর্য্যের হইল তাপ তথির কারণে।
সেই ক্রোধে গিলে রাহু পায় জেই দিনে ॥ ৫২৪
সূর্য্যের হইল ক্রোধ জত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিল আমি হিতের কারণে ॥ ৫২৫
সভে দেখি কৌতুক মোহে করি গ্রাস।
এই সৃষ্টি আমি সব করিব বিনাশ ॥ ৫২৬
আপনার তেজে পোড়াইব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ হইল তপন ॥ ৫২৭
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচরে।
ত্রিলোক দহিতে তেজ কৈল দিনকরে ॥ ৫২৮
ব্রহ্মা বলে ভয় না করিহ দেবগণ।
এহার উপায় এক করিব রচন ॥ ৫২৯
কশ্যপের পুত্র হব বিনতা উদরে।
রবিতেজ নিবারিব সেই মহাবীরে ॥ ৫৩০
কথো দিন কষ্ট করি থাক সর্ব্বজন।
এত বলি প্রবোধি পাঠাল্য দেবগণ ॥ ৫৩১
ভারথের পুণ্যকথা পুণ্যজন সুনে। [১৭ক]
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে ॥*॥ ৫৩২

[১৩]

অরুণে লইআ কান্দে বিনতানন্দন।
সূর্য্যরথে যন্তা করি করিলা স্থাপন ॥ ৫৩৩
সপ্ত অশ্বকড়িআলি ধরি বাম হাথে।
রহিলেন অরুণ সারথি হয়্যা রথে ॥ ৫৩৪
সূর্য্যরথে ভাএরে রাখিআ পক্ষরাজ।
জননীর ঠাঞি গেলা ক্ষীরসিন্ধু মাঝ ॥ ৫৩৫
দুস্থিত জননী দেখি মলিন বদন।
মাএর চরণ গিআ করিল বন্দন ॥ ৫৩৬
পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিআ গরুড়ে করিল আশীর্ব্বাদ ॥ ৫৩৭
হেন কালে কদ্রু ডাকি বিনতারে বৈল্য।
কান্ধে করি রম্যদ্বীপে মোরে লঅ্যা চল ॥ ৫৩৮
রম্যকদ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিত লইআ চল বিলম্ব না সয় ॥ ৫৩৯
কদ্রুরে করিল কান্দে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল কান্দে করি ॥ ৫৪০
নাগগণে কান্দে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্যমণ্ডলে উঠিল ॥ ৫৪১
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে জত নাগগণে।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরএ নন্দনে ॥ ৫৪২
পুড়ি মরে নাগগণ না দেখি উপায়।
আকুলেতে কদ্রু দেবী স্মরে দেবরায় ॥ ৫৪৩
ত্রিলোকের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি ॥ ৫৪৪
বহুবিধি স্তুতি কদ্রু কৈল্য পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল্য ডাকি সব জলধরে ॥ ৫৪৫
ততক্ষণে মেঘগণে ডাকিআ আকাশ।
জলবৃষ্টি করিআ পুরিল দিশ পাশ ॥ ৫৪৬
তবে খগপতি সব লৈআ নাগগণে।
রম্যকদ্বীপেতে বীর গেলা ততক্ষণে ॥ ৫৪৭

নাগের আলয় দ্বীপ বড় মনোরম।
কাঞ্চনমণ্ডিত গৃহ প্রবাল বিদ্রুম ॥ ৫৪৮
ফল ফুলে সুশোভন চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বাউ বহে অনুক্ষণ ॥ ৫৪৯
আপনার আলয়ে বসিলা নাগগণ।
গরুড় চাহিআ তবে বৈল্য ততক্ষণ ॥ ৫৫০
উড়িবার বড় শক্তি আছএ তোমার।
উড়িআ তোমার কান্দে করিব বেহার ॥ ৫৫১
আর দ্বীপ লৈয়া [১৭] মোরে চল খগেশ্বর।
সুনিআ গরুড় গেলা মাএর গোচর ॥ ৫৫২
গরুড় বলিল মাতা সুন বিবরণ।
পুনরপি কান্দে লইতে বলে নাগগণ ॥ ৫৫৩
প্রভু জেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কি হেতু এমন বোল বলে বারে বারে ॥ ৫৫৪
এক বার কান্দে লইল তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দেহে সহা নাঞি জায় ॥ ৫৫৫
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি দাসী তুমি হও দাসীর নন্দন ॥ ৫৫৬
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার হৈলে দাসী কিসের কারণ ॥ ৫৫৭
বিনতা বলিল পূর্ব্বে দেখি বর হয়।
হারিলাঙ আমি পণ কৈল জে নির্ণয় ॥ ৫৫৮
দাসীপণে সেই হইতে খাটি তারে আমি।
তেকারণে দাসীপুত্র হৈলে বাপু তুমি ॥ ৫৫৯
সুনিআ ত মহাক্রোধ হইল সুপর্ণ।
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ ॥ ৫৬০
মাএ এড়ি গেল সতমাএর নিকটে।
কদ্রুরে বিনয় বীর করে করপুটে ॥ ৫৬১
আজ্ঞা কৈলে জননি করিব নিবেদন।
কেমতে হইব মাতা দাসীত্ব মোচন ॥ ৫৬২
কদ্রু বলে মুক্ত জদি করিবে জননী।
আকাশের চন্দ্র তুমি মোরে দেহ আনি ॥ ৫৬৩

এত সুনি খগবর আনন্দ আপার।
মাএর নিকটে বীর গেল পুনর্ব্বার ॥ ৫৬৪
জে কহিল সতমাতা মাএরে কহিল।
না ভাবিহ তাপ দুঃখ অবসান হৈল্য ॥ ৫৬৫
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধাএ উদর জ্বলে দেহ কিছু খাইতে ॥ ৫৬৬
জননী বলিল জাহ সমুদ্রের তীরে।
খাও গিআ জত বৈসে নিষাদ নগরে ॥ ৫৬৭
কিন্তু এক তাহে [১৮ক] সুন দ্বিজগণ আছে।
বুঝিআ খাইবে বাপু দ্বিজ খাও পাছে ॥ ৫৬৮
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিল তোমারে।
ক্ষুধাএ আকুল হয়্যা খও পাছে তারে ॥ ৫৬৯
অগ্নি সূর্য্য বিষ হইতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে বাছা নাহিক নিস্তার ॥ ৫৭০
গরুড় বলিল জদি ঈদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন চির্ণ(হ্ন) ধরে দ্বিজ কেমন বরণ ॥ ৫৭১
গরুড়ে বলিল তুমি ক্ষুধাএ আকুল।
চিনিঞা খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল ॥ ৫৭২
খাইতে তোমার কণ্ঠ জ্বলিব জখন।
নিশ্চএ জানিবে বাপু সেই সে ব্রাহ্মণ ॥ ৫৭৩
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদে।
জাহ পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদে ॥ ৫৭৪
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্তি নহে কোন জন ॥
এত বলি খগবর মাগিল মেলানি।
মাএ প্রণমিঞা বীর উড়িল তখনি ॥ ৫৭৬
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের প্রায় জেন সিন্ধু উথলিল ॥ ৫৭৭
পাকসাটে পর্ব্বত উড়িআ জায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালি সুরাসুর নরে ॥ ৫৭৮
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিঃশ্বাস সহিত সভে মুখে প্রবেশিল ॥ ৫৭৯

আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে ॥ ৫৮০
গরুড় স্মরিল তবে মাএর বচন।
ডাকিআ বলিল শীঘ্র আস্যহ ব্রাহ্মণ ॥ ৫৮১
ব্রাহ্মণ বলিল বারি হইব কেমতে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তব উদরেতে ॥ ৫৮২
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যার বিহনে আমি না রাখিব প্রাণ ॥[১৮] ৫৮৩
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বশ নহে।
শীঘ্র বারি হয় অগ্নি যাবত না দহে ॥ ৫৮৪
ধরিআ ভার্য্যার হাথে আস্যহ বাহিরে।
এত সুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তিনীকরে ॥ ৫৮৫
লইআ আপন ভার্য্যা আইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িলা গরুড় মহাবীর ॥ ৫৮৬
হেন কালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিআ কুশল জিজ্ঞাসিল ॥ ৫৮৭
গরুড় বলিল তাত আছিএ কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাঞি মিলে ॥ ৫৮৮
মাতাবোলে খাইলাঙ নিষাদনগর।
না হইল তৃপ্তি কিছু পুড়িছে অন্তর ॥ ৫৮৯
সতমাতাবোলে জাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধাএ আকুল তনু কহিল তোমাতে ॥ ৫৯০
তুমি তাত দেহ কিছু মোরে খাইবারে।
[ভাল ভাবি দেহ গো উদর যেন পুরে ॥[১]] ৫৯১
কশ্যপ বলিল তবে সুন খগেশ্বরে।
দেব নরে বিখ্যাত জে আছে সরোবরে ॥ ৫৯২
গজ কূর্ম্মে দুই জনে তথা যুদ্ধ করে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু সুন খগেশ্বরে ॥ ৫৯৩
বিশ্বাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী দুই মুনির কোঙর ॥ ৫৯৪

শক্রগণ দুহাঁরে করাল্য ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দুহেঁ হৈল্যা বিসম্বাদ ॥ ৫৯৫
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ পৃথক্ তবে হৈল্য।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল ॥ ৫৯৬
শক্রগণ বলিল অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি থাক পাছে ॥ ৫৯৭
বিশ্বাবসু জ্যেষ্ঠ কহে বিভাগ ওহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব কর সহিত আমার ॥ ৫৯৮
দুহাঁকারে দুই মত কহে শক্রগণ। [১৯ক]
বহু দিন এই মত দ্বন্দ্ব দুই জন ॥ ৫৯৯
নিত্য আসি সুপ্রতীক মাগে তারে ধন।
ক্রোধে বিশ্বাবসু শাপ দিল ততক্ষণ ॥ ৬০০
জে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিল আনি।
না নিঞা কন্দুল কর পরবাক্য সুনি ॥ ৬০১
নিত্য আসি জঞ্জাল পাতিস মোর স্থানে।
দিব শাপ গজ হয়্যা থাক গিআ বনে ॥ ৬০২
সুপ্রতীক বলে মোরে ভাগ নাহি দিয়া।
মোরে শাপ দিস আর কিসের লাগিয়া ॥ ৬০৩
তুমিহ কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুই জনে দুই শাপ দিলেন দুহাঁরে ॥ ৬০৪
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেলা জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈল হেন ফলে ॥ ৬০৫
পরবোলে ভাই সঙ্গে করে বিসম্বাদ।
তিন ক্লেশ জন্মে তার হয়ত প্রমাদ ॥ ৬০৬
সেইত কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
দশ যোজন জুড়িআ তাহার কলেবর ॥ ৬০৭
তাহার দ্বিগুণ হয় তাহার[২] শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সেই সরোবরতীর ॥ ৬০৮
সেই গজ কূর্ম্ম গিআ করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হোকু জিন দেবগণ ॥ ৬০৯

১। এই ছত্র পুথিতে নাই। ছাপা বই হইতে লইলাম

২। 'তাহার' অর্থ 'হস্তীর'।

ত্রিভুবনে পরাজিত কর মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাখুন তোমার শরীর ॥ ৬১০
কশ্যপের আজ্ঞা পায়্যা গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেলা যথা সরোবর ॥ ৬১১
অন্তরীক্ষে হৈতে দেখি বিনতাকোঙর।
বন হইতে বাহির হইল গজবর ॥ ৬১২
সরোবরতীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধে কূর্ম্ম বাহির হইলা ততক্ষণ ॥ ৬১৩
দুই জনে মহা[১৯]যুদ্ধ কহনে না জায়।
অন্তরীক্ষ হৈতে তাহা দেখে খগরায় ॥ ৬১৪
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম এক নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেলা তপোলোকে ॥ ৬১৫
কোথায় খাইব বসি ভাবে মনে মন।
নানা জাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন ॥ ৬১৬
রোহিপাত নামে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিঞা গরুড় ডাকি বলিল সত্বর ॥ ৬১৭
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হয়্যা ইথে বসি করহ আহার ॥ ৬১৮
বৃক্ষের বচন সুনি বিনতানন্দন।
ডালেতে বসিল গিআ করিতে ভক্ষণ ॥ ৬১৯
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্ল মুনিগণ তথা তপ করে ॥ ৬২০
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণে।
দেখিআ জন্মিল ক্রোধ বিনতানন্দনে ॥ ৬২১
ভূমেতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গুণি ॥ ৬২২
ঠোটেতে ধরিল ডাল গজ কূর্ম্ম নখে[১]।
উড়িআ উড়িআ বুলে উপায় না দেখে ॥ ৬২৩
বহু দিন গরুড় উড়েন হেন মতে।
কশ্যপ দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বতে ॥ ৬২৪

গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীত।
বালখিল্ল মুনিগণ হয়্যাছে লম্বিত ॥ ৬২৫
কশ্যপ বলিল পুত্র কৈলে কোন কাজ।
হোর দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ ॥ ৬২৬
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে জতক্ষণ ॥ ৬২৭
তবেত কশ্যপ মুনি করি জোড় কর।
মুনিগণ প্রতি স্তুতি করিল বিস্তর ॥ ৬২৮
এই গরুড় হয় সভাকার হিত।
তেকারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত ॥ ৬২৯
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হৈল্য মুনিগণ।
হিমালয় গিরি সভে করিল [২০ক] গমন ॥ ৬৩০
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথায় ফেলিব ডাল আজ্ঞা কর মোরে ॥ ৬৩১
কশ্যপ বলেন জাহ কিম্পুরুষগিরি।
জীব জন্তু আছে সেই পর্ব্বত উপরি ॥ ৬৩২
কশ্যপের আজ্ঞা পায়্যা বীর খগেশ্বর।
ফেলিলেক ডাল নিঞা পর্ব্বত উপর ॥ ৬৩৩
গজ কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিআ।
অমৃত আনিতে জান তৃপ্তমন হয়্যা ॥ ৬৩৪
মহাতেজে গগনে উঠিলা মহাবল।
পাকসাটে উড়ি বুলে পর্ব্বত সকল ॥ ৬৩৫
দিনকর আচ্ছাদিল হল্য অন্ধকার।
অমরনগরে হৈল্য উৎপাত আপার ॥ ৬৩৬
উল্কাপাত সনির্ঘাত হয় ঘনে ঘন।
ঘোর বাউ মেঘে রক্ত করে বরিষণ ॥ ৬৩৭
এত দেখি ইন্দ্র বৃহস্পতিরে পুছিল।
এতেক অরিষ্ট কেন স্বর্গেতে হইল ॥ ৬৩৮
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্বপাপে।
আইসে গরুড় বীর অতুল প্রতাপে ॥ ৬৩৯

১। পুথিতে—মুখে।

চন্দ্রের কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য নিবেক চন্দ্র জিনি সর্ব্বজন ॥ ৬৪০
এত সুনি ক্রোধ হৈল্য দেব পুরন্দরে।
ততক্ষণে আজ্ঞা তবে দিল অনুচরে ॥ ৬৪১
পাইআ ইন্দ্রের আজ্ঞা জত দেবগণ।
সসজ্জ হইল তবে করিবারে রণ ॥ ৬৪২
মুনিগণ বৈইল সুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ ॥ ৬৪৩
কশ্যপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে।
তার পুত্র পক্ষ হইল কিসের কারণে ॥ ৬৪৪
কামরূপী বিহঙ্গম মহাবলধর।
কি হেতু এহার কহ সব আবান্তর ॥ ৬৪৫
সৌতি বলে এই কথা কহিতে বিস্তার।
সঙ্ক্ষেপে কহিব কিছু সুনো সারোদ্ধার ॥ ৬৪৬
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরা[২০]ম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ ৬৪৭

[১৪]

পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি মহাযজ্ঞ করে।
ইন্দ্র আদি জত দেব হয়্যা অনুচরে ॥ ৬৪৮
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে গেলা দেবগণ।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বাউ আদি জত জন ॥ ৬৫৯
ভাঙ্গিআ লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা লইল পুরন্দর ॥ ৬৫০
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আইল সুরমণি[১]।
পথেতে দেখিল জত বালখিল্ল মুনি ॥ ৬৫১
পলাশের পুত্রমুটি মাথার উপরে।
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সভে জায় বরাবরে ॥ ৬৫২
কথো দূরে জাইতে পথে গোক্ষুর দেখিআ।
পার হৈতে না পারি রহিল্যা দাণ্ডাইআ ॥ ৬৫৩
এত দেখি হাসিতে লাগিলা দেবরাজ।
দেখিআ হইলা ক্রোধ মুনির সমাজ ॥ ৬৫৪
উপহাস করিল করিআ অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিনে মত্ত দুরাচার ॥ ৬৫৫
বালখিল্ল মুনিগণ এতেক ভাবিলা।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিলা ॥ ৬৫৬
ইন্দ্র হইতে শত গুণে বলিষ্ঠ হইব।
কামরূপী মহাকায় ত্রিলোক জিনিব ॥ ৬৫৭
হেন মতে যজ্ঞ করে জত মুনিগণ।
সুনিঞা কশ্যপে ইন্দ্র কৈল নিবেদন ॥ ৬৫৮
মুনিগণ চাহি তবে বলিলা বচন।
আচম্বিতে দেখি কেন যজ্ঞপ্রয়োজন ॥ ৬৫৯
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মাকে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল ॥ ৬৬০
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন ॥ ৬৬১
ব্রহ্মার বচন রাখ আমার পিরিত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ জে হয় উচিত ॥ ৬৬২
বালখিল্ল বৈল বহু কষ্টে যজ্ঞ কৈল্য।
রাখিলে[২১ক]তোমার বোল সর্ব্ব ব্যর্থ হল্য ॥৬৬৩
কশ্যপ বলিল ব্যর্থ হবে কি কারণে।
পক্ষইন্দ্র হউক জিনুক ত্রিভুবনে ॥ ৬৬৪
মুনিগণে সম্বরিয়া বৈল্য পুরন্দরে।
উপহাস পাছে আর কর ব্রাহ্মণেরে ॥ ৬৬৫
ব্রাহ্মণে দেখিলে না করিহ অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে নাহি কাহার নিস্তার ॥ ৬৬৬
এত বলি দেবরাজ করিল মেলানি।
বিনতারে বলিল কশ্যপ মহামুনি ॥ ৬৬৭
সফল করিলে ব্রত সুন গুণবতি।
তোমার গর্ব্ভেতে হব খগেন্দ্র উৎপতি ॥ ৬৬৮

১। পুথিতে—আল তরমণি।

এত সুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেন মতে পক্ষ হৈল কশ্যপকোঙর ॥ ৬৬৯
তবেত গরুড় বীর গেলা দেবালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সভে হৈল ভয় ॥ ৬৭০
জে দেবের হাথে ছিল জেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিগে লাগিল করিতে বরিষণ ॥ ৬৭১
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষুণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর ॥ ৬৭২
প্রলয়ের মেঘে জেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ ॥ ৬৭৩
কামরূপী পক্ষরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর ॥ ৬৭৪
জ্বলন্ত অনলে জেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
গরুড়ের তেজ বাড়ে জত অস্ত্র পড়ে ॥ ৬৭৫
মেঘের শবদ জিনি গরুড়গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন ॥ ৬৭৬
ইন্দ্র আদি দেবগণ সভাই অবোধ।
না জানিঞা মোর সঙ্গে বাড়ায় বিরোধ ॥ ৬৭৭
ক্ষণেকে মারিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
সাধিব আপন কাজ কি ফল বিরোষে ॥ ৬৭৮
এত চিন্তি ততক্ষণে বিনতানন্দন।
পাকসাটে ধুলাময় ভরিল গগন ॥ ৬৭৯
অনিমিখ[২১]নয়ন জতেক দেবগণ।
ধুলাএ পুরিল ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন ॥ ৬৮০
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্নে কৈল।
গরুড়ের পাকসাটে সকলি ভাঙ্গিল ॥ ৬৮১
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধুলা উড়াইআ তুমি ফেলায় সত্বর ॥ ৬৮২
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধুলা উড়াল্য পবন।
পুন আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন ॥ ৬৮৩
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিআ রুষিল বীর বিনতানন্দন ॥ ৬৮৪

পাকসাট মারি কারে বিদারিল নখে।
ঠোটেতে চিরিআ পাড়ে জে পড়ে সমুখে ॥ ৬৮৫
রক্তেতে জর্জ্জর হল্য সভার শরীর।
মস্তক ভাঙ্গিল কারু বুক হইল চির ॥ ৬৮৬
পাকসাটে উড়িআ পড়িল চারি দিগে।
দক্ষিণে পলায় রুদ্র ইন্দ্র পূর্ব্বভাগে ॥ ৬৮৭
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনীকুমার গেলা পলায়্যা উত্তরে ॥ ৬৮৮
পুন পুন আসি যুদ্ধ করে দেবগণ।
প্রাণপণ করে সভে চন্দ্রের কারণ ॥ ৬৮৯
কামরূপী বিহঙ্গমা বলে মহাবল।
অতিক্রোধে হইল জেন জ্বলন্ত অনল ॥ ৬৯০
প্রলয়ের কালে জেন দহে সর্ব্বজন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিলা সর্ব্বজন ॥ ৬৯১
দেবতা তেত্তিস কোটি জিনিঞা সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিলা নিমিষ ভিতরে ॥ ৬৯২
চন্দ্রের নিকটে গিআ দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি আছে জ্বলন্ত অনল ॥ ৬৯৩
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগেশ্বর।
সুবর্ণের অঙ্গ হয়্যা সান্তাল্য ভিতর ॥ ৬৯৪
অগ্নি পার হয়্যা বীর দেখে নিশাকর।
তীক্ষ্ণ খুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর ॥ ৬৯৫
মক্ষিকা পড়িলে তাহে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখেন বিদ্যমান ॥ ৬৯৬
ছুঁচোর প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্রমাঝে।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হল্য পক্ষরাজে ॥ ৬৯৭
চক্র পার হৈআ দেখে বিনতানন্দন। [২২ক
দুই ভয়ঙ্কর সর্প চক্রের রক্ষণ ॥ ৬৯৮
দৃষ্টিমাত্র ভস্ম করে সেই দুই ফণী।
দেখিআ চিন্তিত চিত্তে হল্যা খগমণি ॥ ৬৯৯
অতিক্রোধে পাকসাট গরুড় মারিল।
পাখের ধুলায় ফণিনয়ন পুরিল ॥ ৭০০

ধুলায় পুরিল চক্ষু হইল্য অধোমুখে।
ফণিমুণ্ডে চড়ে বীর পরম কৌতুকে ॥ ৭০১
চন্দ্রমা ধরিল বীর বিনতানন্দন।
অমৃত করিল পান আনন্দিত মন ॥ ৭০২
কাটিআ লইল চন্দ্র পাখের ভিতরে।
অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে ॥ ৭০৩
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দনে।
সেই রূপ হএ বীর জাহা ইচ্ছে মনে ॥ ৭০৪
চক্র অগ্নি লজ্ঘিআ আইসে খগবর।
এত সব কৌতুক দেখিল চক্রধর ॥ ৭০৫
অন্তরীক্ষে উঠে যথা বিনতানন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল্য না জায় লিখন ॥ ৭০৬
চতুর্ভুজ চারি অস্ত্র যুঝে নারায়ণ।
পাকসাটে গরুড় করিল নিবারণ ॥ ৭০৭
ঠোটেতে কামড় মারে মারে পাকসাট।
গোবিন্দের হৃদএ বাজএ চটচাট ॥ ৭০৮
অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না জায়।
তুষ্ট হৈআ গরুড়ে বলিল দেবরায় ॥ ৭০৯
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হইলাঙ খেচর।
মনোনীত বর মাগ দিব আমি বর ॥ ৭১০
গরুড় বলিল জদি তুমি দিবে বর।
তোমা হৈতে উচ্চতে বসিব নিরন্তর ॥ ৭১১
অজয় অমর হব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু বৈল জাহা ইচ্ছ দিলাম তোমারে ॥ ৭১২
বর পায়্যা হৃষ্টচিত্ত বীর খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর ॥ ৭১৩
গোবিন্দ বলিল জদি তুমি দিবে বর।
আমার বাহন তুমি হঅ খগেশ্বর ॥ [২২]৭১৪
গরুড় বলিল মোর সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চএ বাহন আমি হইলাঙ তোমার ॥ ৭১৫
উচ্চ স্থল দেহ মোরে তুমি দিলে বর।
বিষ্ণু বৈল রহ সঙ্গে রথের উপর ॥ ৭১৬
এই মত দুহাঁকারে দুহেঁ বর দিআ।
তথা হৈতে চলে বীর চন্দ্রেরে লইয়্যা ॥ ৭১৭
পবন অধিক বীর গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্র সুরলোকে গেলা মহামতি ॥ ৭১৮
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড় উপর ॥ ৭১৯
হাসিআ গরুড় বলে সুন দেবরাজ।
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হইলে পাবে বড় লাজ ॥ ৭২০
মুনির অস্থির অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হৈল্যে মোর কি করিতে পারে ॥ ৭২১
তথাপি মুনির বাক্য করিব পালন।
এক গুটি পাখা দিব তোমার কারণ ॥ ৭২২
এত বলি এক পাখা ঠোটে উপাড়িআ।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাহে দিল ফেলাইয়া ॥ ৭২৩
দেখিআ বিস্মিত হৈল দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বৈল্য সুন দেব খগেশ্বর ॥ ৭২৪
তোমার চরিত্র দেখিলাঙ বিপরীত।
সখা হইবারে ইচ্ছি তোমার সহিত ॥ ৭২৫
গরুড় বলিল ইচ্ছা জদি বৈলে তুমি।
আজি হৈতে সখা তব হইলাঙ আমি ॥ ৭২৬
ইন্দ্র বৈল সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না জায় কহন ॥ ৭২৭
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখি তিন লোক ডরি ॥ ৭২৮
ইন্দ্রের বিক্রম দেখি বলে পক্ষরাজ।
আপনি আপনা গুণ কহিবারে লাজ ॥ ৭২৯
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে জুয়ায়।
আমার বলের কথা সুন দেবরায় ॥ ৭৩০
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পাখে করি।
আর পাখে তোমা সঙ্গে অমরনগরী ॥ ৭৩১
দুই পাখে লইআ উড়িব বাউভরে। [২৩ক]
শ্রম নহিবেক মোর সহস্র বৎসরে ॥ ৭৩২

সুনিঞা হইলা স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে সত্য জত কহ খগেশ্বর ॥ ৭৩৩
জতেক কহিলে সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা করি জে তোমারে ॥ ৭৩৪
চন্দ্র লইআ জাহ তুমি কিসের কারণ।
এই শশধর হয় সভার জীবন ॥ ৭৩৫
গরুড় বলিল মাতা আছে দাসীপণে।
চন্দ্র লইআ গেলে হব তাহার মোচনে ॥ ৭৩৬
চন্দ্র লইতে বলিল জতেক নাগগণ।
এই হেতু চন্দ্র লই সহস্রলোচন ॥ ৭৩৭
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তি না আইসে।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে নাশে ॥ ৭৩৮
তোমার হইলে শত্রু হইল আমার।
শত্রুকে অমৃত দিবে কেমন বিচার ॥ ৭৩৯
হেন জনে চন্দ্র দিবে কিসের কারণ।
উপায় করিয়া মাএ করিব মোচন ॥ ৭৪০
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইআ চন্দ্রে করহ মোচন ॥ ৭৪১
গরুড় বলিল সখা না আইসে বিচার।
তব বাক্য রহে হয় মাএর উদ্ধার ॥ ৭৪২
সর্পগণ চন্দ্র পায় চন্দ্র মুক্ত হয়।
বুঝিআ এমন যুক্তি কর মহাশয় ॥ ৭৪৩
মায়াবলে থাক তুমি আমার সঙ্গতি।
জেখানে লইআ আমি থুব নিশাপতি ॥ ৭৪৪
তথা রঅ্যা চন্দ্র লৈআ করিবে গমন।
সুনি দেবরাজ হৈল আনন্দিতমন ॥ ৭৪৫
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হৈলাঙ তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা আছে জদি মাগ মোর স্থানে ॥ ৭৪৬
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রিলোক ভিতর ॥ [২৩]৭৪৭
তথাপি তোমার বোল করিব পালন।
বর দেহ ফণী মোর হউক ভক্ষণ ॥ ৭৪৮
কৃত্যা করি দুষ্টগণ মাএ দুখ দিল।
দিল বর[১] * * * বলি দেবরাজ বৈল ॥ ৭৪৯
বর পাইআ তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিলা পুরন্দর ॥ ৭৫০
পথে জাইতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসিল ক্ষেণে ক্ষেণে।
এখনেহ দৃঢ় করি বলহ বচনে ॥ ৭৫১
যথায় রাখিবে চন্দ্র লইব কি আমি।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব পাছে পুন কর তুমি ॥ ৭৫২
হাসিআ গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তত্রাপিহ চিত্তে ইন্দ্রের নাহিক প্রত্যয় ॥ ৭৫৩
তথা হইতে চলে বীর তারা জেন খসে।
নাগলোকে গেলা বীর চক্ষুর নিমিষে ॥ ৭৫৪
ডাক দিআ আনিল জতেক নাগগণ।
হের চন্দ্র আনিলাঙ দেখ সর্ব্বজন ॥ ৭৫৫
দাসীত্ব মোচন কর আমার জননী।
এত সুনি আনন্দিত হৈলা সব ফণী ॥ ৭৫৬
ফণিগণ বলিল নাহিক আর দায়।
দাসীত্ব মোচন করিলাঙ পুত্র মায় ॥ ৭৫৭
এত সুনি আনন্দিত বিনতানন্দন।
নাগগণ চাহি তবে বলিল বচন ॥ ৭৫৮
স্নান করি শুচি হৈআ আইস সর্ব্বজন।
আনন্দিত হৈআ সুধা করহ ভক্ষণ ॥ ৭৫৯
এই দেখ চন্দ্র রাখি কুশের উপরে।
পুরন্দরে আখি ঠার দিলেক আন্তরে ॥ ৭৬০
গরুড়ের বোলে সভে করে স্নান দান।
এথা ইন্দ্র লৈআ চন্দ্র হৈলা অন্তর্ধান ॥ ৭৬১
শুচি হৈআ আইল জতেক নাগগণ।
চন্দ্র না দেখিআ হৈল বিস্মিত বদন ॥ ৭৬২

১। ইহার পর পোকায় কাটিয়াছে ; পড়া গেল না। ছাপার পাঠ একেবারে

জানিল হরিআ চন্দ্র দেবরাজ নিল।
সভে মেলি সেই কুশে চাটিতে লাগিল ॥ ৭৬৩
তীক্ষ্ণ ধারে সভাকার জিহ্বা হৈল চির।
সেই হতে দুই জিভ হইল ফণীর ॥[২৪ক]৭৬৪
পবিত্র হইল কুশ চন্দ্র পরশনে।
সকল বিফল কর্ম্ম কুশের বিহনে ॥ ৭৬৫
গরুড়বিক্রম আর চন্দ্রের হরণ।
এ সব রহস্যকথা সুনে জেই জন ॥ ৭৬৬
পুত্রার্থী লভএ পুত্র ধনার্থিক ধন।
তাহাকে প্রসন্ন হয় বিনতানন্দন ॥ ৭৬৭
আদিপর্ব্ব ভারথ গরুড়যশকথা।
কাশীরাম দেব কহে পাঁচালির গাথা ॥ * ॥৭৬৮

[১৫]

শৌনকাদি বলে সুন সূতের নন্দন।
সুনিল গরুড়কথা অদ্ভুত কথন ॥ ৭৬৯
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন কর্ম্ম করিল কি নাম সভাকার ॥ ৭৭০
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী জত জন ॥ ৭৭১
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গ আখি ॥ ৭৭২
বামন কালিয় একা পুনু ধনঞ্জয়।
পদ্মাক্ষি সুনীল নীল পনস অজয় ॥ ৭৭৩
অসিবর্ণ শঙ্খচূড় আদ্রক উগ্রহ।
সুহকপিত কদ্রু বেবিমন পিতক ॥ ৭৭৪
নহুষ নিসুচ ধৃতরাষ্ট্র অতিভাম।
এই মত নাগ সব কত নিব নাম ॥ ৭৭৫
সভা হইতে জ্যেষ্ঠ ভাই শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর ॥ ৭৭৬

ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মাএর শাপ ভাবি হৃদি মাঝ ॥ ৭৭৭
তেজিআ সকল গেলা তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি সব ভ্রমএ সংসারে ॥ ৭৭৮
হিমালয় আশ্রয় করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর ॥ ৭৭৯
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল্যা প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলেন তপ কেন কর ফণিপতি ॥ [২৪] ৭৮০
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি লহ মোর স্থানে।
করজোড়ে শেষ তবে কৈলা নিবেদনে ॥ ৭৮১
আমি কি কহিব তোমাএ সকলি গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর ॥ ৭৮২
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সঙ্গে কন্দুল করএ অনুক্ষণ ॥ ৭৮৩
বলেতে সামর্থ্যে কেহো সম নহে তার।
নিষেধ না সুনে মোরে করে অহঙ্কার ॥ ৭৮৪
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন।
অহঙ্কারে কুমতি জতেক ভ্রাতৃগণ ॥ ৭৮৫
তেকারণে তা সভার সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ছাড়িব আমি তপস্যা করিয়া ॥ ৭৮৬
পুন জেন সংসর্গ না হয় নাগগণে।
মরিব তপস্যা করি তথির কারণে ॥ ৭৮৭
ব্রহ্মা বলে শেষ দুঃখ না ভাবিহ মনে।
দুষ্টের সংসর্গ আমার হইব মোচনে ॥ ৭৮৮
ধর্ম্মে মতি হোকু তোমার বলে মহাবল।
আপন তেজেতে ধর পৃথিবীমণ্ডল ॥ ৭৮৯
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্র করাইল ॥ ৭৯০
ব্রহ্মার আজ্ঞাএ ক্ষিতি দিলেন ঈশ্বর[১]।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর ॥ ৭৯১

১। পুথিতে—'বিষর'।

তুষ্ট হয়্যা ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
দেবলোক নাগলোক সভে করে পূজা ॥ ৭৯২
হেন মতে শেষ সব তেজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিলা তিহোঁ ব্রহ্মার চরণে ॥ ৭৯৩
শেষ জদি গেলা তবে বাসুকি চিন্তিত।
মাএর শাপেতে হয়্যা অত্যন্ত দুস্খিত ॥ ৭৯৪
সব ভ্রাতৃগণ মেলি করিল যুগতি।
মাএর শাপেতে নাঞি দেখিএ নিষ্কৃতি ॥ ৭৯৫
জনকের শাপেতে আছএ প্রতিকার।
জননীর শাপে ভাই নাহিক নিস্তার ॥[২৫ক]৭৯৬
ক্রোধ করি জননী জখন শাপ দিল।
পিতা পিতামহ সব স্বীকার করিল ॥ ৭৯৭
জন্মেজয়যজ্ঞে হব সভার সংঘার।
এখনি তাহার ভাই কর প্রতিকার ॥ ৭৯৮
এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয়যজ্ঞে আমি ভিক্ষা মাগি লব ॥ ৭৯৯
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হয়্যা।
করিতে না দিব যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥ ৮০০
আর নাগ বলে সেই কোন চিত্র কথা।
কেমনে হইব যজ্ঞ খাব যজ্ঞহোতা ॥ ৮০১
নইলে খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিআ।
দ্বিজ বিনে যজ্ঞ হব কেমন করিআ ॥ ৮০২
আর নাগ বলে ভাই এ নহে বিচার।
ব্রাহ্মণ হিংসনে ভাই নাহিক নিস্তার ॥ ৮০৩
আপদ পড়িলে লোক বিপ্রে দান করে।
বিপ্র তুষ্ট হইলে ভাই সর্ব্ব রিষ্ট হরে ॥ ৮০৪
নতুবা সকল লোক একত্র হইয়া।
যজ্ঞের রচনস্থান রহিব বেড়িয়া ॥ ৮০৫
জাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিব রাজা যজ্ঞ নিবারণ ॥ ৮০৬
নতুবা রাজার জলক্রীড়ার সময়।
ধরিআ রাখিব লয়্যা আপন আলয় ॥ ৮০৭
এতেক বলিল জদি সর্ব্বনাগগণে।
বাসুকি বলিল মোরে নাঞি শুচে মনে ॥ ৮০৮
আমা সভা মারিবারে জে শক্তি ধরিব।
কাহার পরাণে ভাই তাহারে হিংসিব ॥ ৮০৯
মাএর বচন কভু নহেত লঙ্ঘন।
জত যুক্তি কৈলে সভে সব অকারণ ॥ ৮১০
হেন কালে তৃণাবর্ত্ত নামে নাগ বলে।
কিছু নহে জত ভাই বিচার করিলে ॥ ৮১১
মাএর বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইব যজ্ঞ না হয় খণ্ডন ॥ ৮১২
পাণ্ডুবংশে [২৫] জন্মেজয় হইল উৎপতি।
তার যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি ॥ ৮১৩
আছএ উপায় এক সুন সর্ব্বজন।
অবধানে সুন পূর্ব্বব্রহ্মার বচন ॥ ৮১৪
পুত্রগণে জননী জখনি শাপ দিল।
দেবতাগণ তখনি ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসিল ॥ ৮১৫
আর কোন জন হেন আছে কি ভুবনে।
হেন শাপ দেই জেবা আপন নন্দনে ॥ ৮১৬
ব্রহ্মা বৈল্য মাতৃশাপ পুত্রকে না বাধে।
সভে মেলি স্বীকার করিল নাগবোধে ॥ ৮১৭
ধর্ম্ম অনুগত তাহে জেই নাগ হব।
জন্মেজয়যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাব ॥ ৮১৮
আছএ উপায় তার সুন দেবগণ।
জার বংশে হব জরৎকারুর নন্দন ॥ ৮১৯
জরৎকারিকন্যাগর্ব্ভে হইব কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিব নিস্তার ॥ ৮২০
এই ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল সব দেবগণে।
এ সকল কথা আমি সুনিল শ্রবণে ॥ ৮২১
আর জত প্রকার করিহ ভাইগণে।
না হইব সাধ্য কিছু সব অকারণে ॥ ৮২২
সেই জরৎকারি এই ভগিনী কুমার।
জরৎকারির বিভা দিলে সভার নিস্তার ॥ ৮২৩

এই যুক্তি করে তার এক নাগবর।
সাধু সাধু বলি সভে করিল উত্তর ॥ ৮২৪
তবে কথো দিনে দেব সমুদ্র মন্থিল।
মন্দার মন্থন দড়ি বাসুকি হইল ॥ ৮২৫
তুষ্ট হয়্যা দেবগণ ব্রহ্মারে কহিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু মন্থন হইল ॥ ৮২৬
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে জেন ডর ॥ ৮২৭
ব্রহ্মা বৈল জরৎকারি ভগিনী তোমার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার ॥ ৮২৮
বাসুকি সুনিঞা হৈল আনন্দিত মন।
জরৎকারু স্থানে চর কৈল নিয়োজন ॥[২৬ক]৮২৯
চরগণে বলিল থাকিবে অলক্ষিতে।
জরৎকারু বৈলে আসি কহিবে তুরিতে ॥ ৮৩০
সৌতি বলে জাহা জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী তথির কারণ ॥ ৮৩১
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
একমনে সুনিলে তরিএ ভববারি ॥ ৮৩২
এহার শ্রবণে জত সুখ লভে নর।
এহা বৈ সুখ নাঞি ত্রিলোক ভিতর ॥ ৮৩৩
কাশীরাম দাসের সদাই এই মনে।
অনুবধি বাঞ্ছিহ এই ভারথ শ্রবণে ॥*॥৮৩৪

[১৬]

সৌতি বলে এইরূপে গেল বহু কাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরিক্ষিৎ মহীপাল ॥ ৮৩৫
মহাপুণ্যবান্ রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্যশিখান সকল অস্ত্র ধীর ॥ ৮৩৬
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রীত বড় ভ্রমে অবিরত ॥ ৮৩৭
দৈবে একদিনে রাজা বিন্ধিআ হরিণে।
পলাএ হরিণ পাছু ধাইল রাজনে ॥ ৮৩৮
পরিক্ষিৎবাণে জিএ কাহার পরাণে।
হরিণী পলায়্যা জায় দৈব নিবন্ধনে ॥ ৮৩৯
বহু দূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
না দেখিল গেল মৃগ অরণ্য ভিতর ॥ ৮৪০
তৃষ্ণাএ আকুল বড় হইল রাজনে।
গাভীর শবদ সুনি গহন কাননে ॥ ৮৪১
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসি আছে এক মুনি দেখিল রাজন ॥ ৮৪২
আমি পরিক্ষিৎ বলি বলিল ডাকিয়া।
দেখিলে কি মৃগ গেল এই পথ দিয়া ॥ ৮৪৩
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাঞি জানে।
উত্তর না পায়্যা রাজার ক্রোধ হল্য মনে ॥ ৮৪৪
এই রাজ্যে রাজা আমি দ্বিতীয়ে অতিথ।
মনেতে জানিল এহার অতি নষ্ট চিত ॥ ৮৪৫
এত ভাবি নৃপতি হইলা ক্রোধমন।
মৃত সর্প সেইখানে দেখিল রাজন ॥ [২৬]৮৪৬
ধনুহুলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনাকে গেল ॥ ৮৪৭
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কুশ নামে সঙ্গসখা বলিল তাহারে ॥ ৮৪৮
কিবা গর্ব্ব কর আপনাকে জানাঞিআ।
তোর বাপে রাজদণ্ড ঘরে দেখ গিয়া ॥ ৮৪৯
এত সুনি গেলা শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলাএ দেখিল বেড়ি আছে মৃত সাপ ॥ ৮৫০
ক্রোধ কৈল্য শৃঙ্গী জেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেক শাপ হাথে করি জল ॥ ৮৫১
আজি হৈতে সপ্ত দিনে পরিক্ষিৎ নৃপে।
তক্ষক দংশিবে তারে মোর এই শাপে ॥ ৮৫২
পুত্রের সুনিঞা শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌন ভাঙ্গি দ্বিজবর করেন বিলাপ ॥ ৮৫৩
ছাওাল অজ্ঞান তুমি কৈলে কোন কর্ম্ম।
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট হয় প্রবর্ত্তে অধর্ম্ম ॥ ৮৫৪

রাজারে দিবারে শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হয় ॥ ৮৫৫
রাজা[র] আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ হই[তে] বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যগণ ॥ ৮৫৬
দুষ্ট দুরাচার[১] হয় রাজার বিহনে।
রাজ্যরক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে ॥ ৮৫৭
দশ শ্রোত্রি সম রাজা বেদে হেন বলে।
হেন রাজায় শাপ দিলে ধর্ম্ম নষ্ট কৈলে ॥ ৮৫৮
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরিক্ষিত।
পিতামহ সম রাজা ধর্ম্ম সুচরিত ॥ ৮৫৯
ব্রাহ্মণ বলিআ মোরে রাজা নাহি জানে।
ক্ষুধাএ আইল রাজা আমার সদনে ॥ ৮৬০
না করিলে গৃহধর্ম্ম দিলে আর শাপ।
ক্ষমা কর পুত্র তারে খণ্ডাহ সন্তাপ ॥ ৮৬১
এত সুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
বলিল বচন পিতা নারি খণ্ডাবারে ॥ ৮৬২
সহজ বচন মোর না হয় খণ্ডনে।
ক্রোধে শাপ দিল ইহা খণ্ডিব কেমনে ॥[২৭ক]৮৬৩
এত সুনি মুনিবর হইলা চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল শাপ না হয় খণ্ডিত ॥ ৮৬৪
গোরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিআ।
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিআ ॥ ৮৬৫
আজ্ঞা পায়্যা গেলা শীঘ্র হস্তিনানগর।
প্রবেশ করিল যথা আছে নৃপবর ॥ ৮৬৬
ব্রাহ্মণ দেখিআ রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
কোথা হইতে আইলে বলি রাজা জিজ্ঞাসিল ॥৮৬৭
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা সুন সাবধানে।
মৃগয়া করিতে তুমি গিয়াছিলে বনে ॥ ৮৬৮
জেই দ্বিজের গলে তুমি দিলে মৃত সাপ।
বালক তাহার শিশু ক্রোধে দিল শাপ ॥ ৮৬৯
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে।
তেকারণে মোরে পাঠাইল তব স্থানে ॥ ৮৭০
নানামত ভ বাক্য পুত্রেরে কহিল।
কদাচিত শাপান্ত না করিতে পারিল ॥ ৮৭১
সপ্ত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন।
জানিআ উপায় শীঘ্র করহ রাজন ॥ ৮৭২
বজ্রাঘাত ব্রাহ্মণের সুনিআ বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলএ রাজন ॥ ৮৭৩
কোন কর্ম্ম কৈল আমি দুষ্ট দুরাচার।
ব্রাহ্মণে হিংসিল এত না কৈলা বিচার ॥ ৮৭৪
আপন মরণ রাজা নাঞি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণেরে তাপ দিল নিন্দএ আপনে ॥ ৮৭৫
ধন্য সে শমীক মুনি এখনে জানিল।
সে দণ্ড করিল মোরে কিছু না বলিল ॥ ৮৭৬
মুনিরাজে জানাইহ আমার বিনয়।
দৈবে জাহা করে তাহা খণ্ডন না হয় ॥ ৮৭৭
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিল মেলানি।
মন্ত্রণা করিল জত মন্ত্রিগণ আনি ॥ ৮৭৮
তক্ষক দংশিব সপ্ত দিবস ভিতর।
করিব উপায় তার কিবা তারে ডর ॥ ৮৭৯
উচ্চ এ[ক] স্তম্ভে মঞ্চ [২৭] করিল রচন।
চতুর্দ্দিগে জাগিআ রহিল গুণী জন ॥ ৮৮০
সর্পের জতেক গদ আছএ সংসারে।
চতুর্দ্দিগে রাখিলেন যোজন বিস্তারে ॥ ৮৮১
বেদবাদী বিপ্র জত বাক্যসিদ্ধি জার।
শত শত চতুর্দ্দিগে রাখিল রাজার ॥ ৮৮২
তাহে বসি দান ধ্যান করে নরবর।
হরিগুণ সুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর ॥ ৮৮৩
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥৮৮৪

১। পুথিতে—'দুত্যাচার' আছে।

[১৭]

সৌতি বলে অবধানে সুন মুনিগণ।
এমত উপায় বহু করিল রাজন ॥ ৮৮৫
কশ্যপ নামেতে দ্বিজ সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিব সর্প লোকমুখে সুনি ॥ ৮৮৬
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর।
তুরিত চলিলা দ্বিজ হস্তিনা নগর ॥ ৮৮৭
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বটবৃক্ষতলে দেখা হইল কশ্যপে ॥ ৮৮৮
তক্ষক বলিল দ্বিজ আল্যে কোথা হত্যে।
কোথাকারে জাহ বড় গমন তুরিতে ॥ ৮৮৯
কশ্যপ বলিল পরিক্ষিত নরবর।
আজি তারে দংশিব তক্ষক বিষধর ॥ ৮৯০
তেকারণে জাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে রক্ষা আমি করিব রাজনে ॥ ৮৯১
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণে।
আছএ কাহার রক্ষা তক্ষক দংশনে ॥ ৮৯২
সুনিআ তক্ষক ক্রোধ হল্যা অতিশয়।
আমিত তক্ষক বলি দিল পরিচয় ॥ ৮৯৩
রাখিতে পারহ জদি আমার দংশনে।
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণে ॥ ৮৯৪
কশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ আপন গোচর ॥ ৮৯৫
এতেক কশ্যপবোল তক্ষক সুনিঞা।
দংশিলেক তরুবরে জায় ভস্ম হয়্যা ॥ [২৮ক]৮৯৬
লাফ দিল্যা ভস্মমুঠি কশ্যপ ধরিল।
দেখ মোর মন্ত্রবল তক্ষকে বলিল ॥ ৮৯৭
মন্ত্র পড়ি ভস্মমুঠি গর্ত্তেতে ফেলিল।
দৃষ্টমাত্র সেইখানে অঙ্কুর হইল ॥ ৮৯৮
দুই পত্র লৈআ হইল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা পত্র পূর্ব্বে জেন আছিল সুন্দর ॥ ৮৯৯
দেখিআ তক্ষক হইল বিস্ময়বদন।
কশ্যপে চাহিআ বলে বিনয়বচন ॥ ৯০০
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী ॥ ৯০১
রাখিতে আছএ শক্তি দেখিএ তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলে প্রতিকার ॥ ৯০২
তোমা হইতে রক্ষা পাব আছএ শকতি।
রাখিতে পারিবে পরিক্ষিত নরপতি ॥ ৯০৩
আপনে জানহ তুমি ব্রাহ্মণের বিষ।
জেই বিষে ভয় করেন প্রভু জগদীশ ॥ ৯০৪
পদাঘাত খাইআ করিলা কৃতাঞ্জলি।
স্তবন করিল পাছে দেন গালাগালি ॥ ৯০৫
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী দ্বিজবর।
বিপ্রের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর ॥ ৯০৬
আর জত পৃথিবীতে অমর নাগলোকে।
হেন জন নাঞি ডরে বিপ্রের গালিকে ॥ ৯০৭
ব্রহ্মশাপ বিরোধ করিতে জদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন ॥ ৯০৮
যশ লভিবারে জদি জাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥ ৯০৯
ধন ইৎসা করি জদি জাহ তথাকারে।
আমি দিব জাহা নাঞি রাজার ভণ্ডারে ॥ ৯১০
এতেক বচন জদি তক্ষক বলিল।
সুনিঞা কশ্যপ মুনি হৃদয়ে ভাবিল ॥ ৯১১
ভাল বলে ফণিবর লএ মোর মন।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে নাহিক প্রয়োজন ॥[২৮]৯১২
নিশ্চয় জানিল আউ নাহিক রাজার।
চিন্তিআ তক্ষকবাক্য করিল স্বীকার ॥ ৯১৩
তক্ষকে বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে কেন জাব আর পাই জদি ধন ॥ ৯১৪
জাইথাঙ ধন ধর্ম্ম যশের কারণ।
ব্রহ্মশাপ বিরোধ হইল ভয় মন ॥ ৯১৫

জদি তুমি দেহ ধন জাইব ফিরিআ।
এত সুনি ফণিমণি দিলেন কাড়িয়া ॥ ৯১৬
জাহার পরশে হয় লোহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হয়্যা বাহুড়িল দ্ররিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৯১৭
বাহুড়িআ দ্বিজ গেল চিন্তে ফণিবর।
ঘত্নে আছে নৃপতির সুনিল উত্তর ॥ ৯১৮
কেহো বলে নৃপবরে বিপ্রে শাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি প্রবেশ হইল ॥ ৯১৯
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায় ॥ ৯২০
কাহার নাহিক শক্তি জাইতে তথায়।
কেমত করিআ আমি দংশিব রাজায় ॥ ৯২১
নানা পদ মহৌষধি আছে চারি ভিতে।
গুণী জন শূন্যপথ রুন্ধিল মন্ত্রেতে ॥ ৯২২
অন্য অন্য এই কথা কহে সর্ব্বজন।
শুনিঞা চিন্তিল মনে কদ্রুর নন্দন ॥ ৯২৩
সহচর প্রতি এহি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোরা হয় সর্ব্বজন ॥ ৯২৪
কেবোল নাহিক জাত্যে ব্রাহ্মণেরে মানা।
ব্রাহ্মণের বেশ তোরা হয় সর্ব্বজনা ॥ ৯২৫
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিব রাজারে।
শীঘ্র না জাইবে সভে জাবে ধীরে ধীরে ॥ ৯২৬
এই ফলগুটি লয়্যা দিব রাজকরে।
লখিতে না পারে জেন রাজ অনুচরে ॥ ৯২৭
এত বলি ফলমধ্যে করিল আশ্রয়।
সুনিআ সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয় ॥ [২৯ক]৯২৮
সেই ফল নানা পুষ্প হস্তেতে করিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথাকে চলিল ॥ ৯২৯
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে।
অকালে বদরিফল দেখি নৃপবরে ॥ ৯৩০
রাজা বলে মন্ত্রিগণ দেখ বিদ্যমানে।
এমত বদরি নাঞি দেখি কোনখানে ॥ ৯৩১

এত বলি সেই ফল নখে বিদারিল।
কেশের সমান পোকা তাহাতে দেখিল ॥ ৯৩২
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার লোহিত বরণ।
ক্ষুদ্র এক পোকা তাহে দেখিল রাজন ॥ ৯৩৩
তাহা দেখি নৃপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপ বেক্ত আজি হইল সপ্ত দিনে ॥ ৯৩৪
মুহূর্ত্তেক অস্ত জাইতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ বেক্ত হৈল্য অদ্ভুত কাহিনী ॥ ৯৩৫
এই হেতু শঙ্কা বড় হৈছে মোর মন।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণবাক্য হইল খণ্ডন ॥ ৯৩৬
এই পোকা তক্ষক হউক এই ক্ষণে।
দংশুক আমারে রহু বিপ্রের বচনে ॥ ৯৩৭
এতেক বলিআ পোকা মস্তকে রাখিল।
সুনিঞা সকল মন্ত্রী হউক বলিল ॥ ৯৩৮
এই কথা মন্ত্রিগণ করেন বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার ॥ ৯৩৯
প্রলয়ের মেঘ জেন করিল গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পালাল্য মন্ত্রিগণ ॥ ৯৪০
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সভে পাইল ডর।
লেঙ্গুড়েতে জড়াইল রাজকলেবর ॥ ৯৪১
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার ॥ ৯৪২
নৃপতিকে দংশিআ চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্ত তনু আভা পদ্ম দেখে সর্ব্বলোকে ॥ ৯৪৩
রাজা সহ মঞ্চ জ্বলে বিষের আগুনে।
কান্দে মন্ত্রিগণ সহ রাজার মরণে ॥ ৯৪৪
অন্তঃপুরে সুনিআ কান্দএ সর্ব্বজনে। [২৯]
প্রেতকর্ম্ম রাজার করিল ততক্ষণে ॥ ৯৪৫
অগ্নিহোত্র মত তনু করিল দাহনে।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল জেই রাজার লক্ষণে ॥ ৯৪৬
পাত্র মিত্র সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তার পুত্র জন্মেজয় হইল সেই রাজা ॥ ৯৪৭

বয়েসে বালক শিশু মহাবুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত ॥ ৯৪৮
রাজার দেখিআ গুণ জত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজার কন্যা তারে করিল বরণ ॥ ৯৪৯
বপুষ্টমা নাম কাশীরাজার নন্দিনী।
নানা রত্নে ভূষিয়া দিলেন নৃপমণি ॥ ৯৫০
বিভা করি জন্মেজয় আইলা গৃহে লআ।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হয়্যা ॥ ৯৫১
এক পত্নী বিনা রাজার আর নাহি মনে।
উর্ব্বশী সহিত জেন বুধের নন্দনে ॥ ৯৫২
নাগের চরিত্র আর কশ্যপের কর্ম্ম।
পরিক্ষিতের স্বর্গবাস জন্মেজয়ের কর্ম্ম ॥ ৯৫৩
এ সব রহস্যকথা সুনে জেই জন।
বংশবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি হরিপদে মন ॥ ৯৫৪
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস।
নাগ হইতে কভু তার না হয় বিনাশ ॥ ৯৫৫
আদিপর্ব্ব ভারথ অমৃতের কথা।
কাশীরাম দাস কহে অমৃতের গাথা ॥ * ॥ ৯৫৬

[১৮]

শৌনকাদি মুনি বলে সুন সূতসুত।
কহিলে অদ্ভুত কথা শ্রবণে অমৃত ॥ ৯৫৭
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ দেখি আস্তিক কিরূপে জন্ম হইল ॥ [৩০ক]৯৫৮
সৌতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিআ।
পূর্ব্বমত বুলে মুনি একাকী হইয়া ॥ ৯৫৯
জরৎকারি ভগ্নীকে বাসুকি জিজ্ঞাসিল।
কহ ভগ্নি মুনি সহ কি কথা হৈল ॥ ৯৬০
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার ॥ ৯৬১
জরৎকারি বলে আমি মুনি নাত্রি দেখি।
কোথা জাএ কোথা থাকে বঞ্চিএ একাকী ॥ ৯৬২

এত সুনি বাসুকির বিস্ময় বদন।
কথো দিনে মুনির পাইল দরশন ॥ ৯৬৩
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান।
তোমারে আপন ভগ্নী কৈল আমি দান ॥ ৯৬৪
যত্নেতে রাখিয়াছিলাঙ তোমার কারণ।
বিভা কৈলে করে তার রক্ষণ পোষণ ॥ ৯৬৫
মুনি বলে মোর চিত্ত বিবাহে না ছিল।
পিতৃগণদুঃখ দেখি বিভা আমি কৈল ॥ ৯৬৬
গৃহবাস করিতে নাহিক মোর মন।
শরীরে না সহে মোর কাহার বচন ॥ ৯৬৭
তোর ভগ্নী সত্য করুক তোহোর গোচরে।
কদাচিত কোন বোল না বলিব মোরে ॥ ৯৬৮
কিছু বৈলে ত্যাগিব মোহোর সত্যবাণী।
বাসুকি বলিল সত্য জাহা বৈলে তুমি ॥ ৯৬৯
মোর ভগ্নী অপ্রিয় কহিব জেই দিনে।
নিশ্চয় করিবে ত্যাগ কহিল বচনে ॥ ৯৭০
তবেত্ত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহ দিল মুনিবর স্থান ॥ ৯৭১
জরৎকারি সহ মুনি করিল পয়ান।
কথো দিনে নাগিনী করিল ঋতুস্নান ॥ [৩০] ৯৭২
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশিকলা বাড়ে জেন দিবসে দিবসে ॥ ৯৭৩
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনিমন।
করজোড়ে সম্মুখে থাকেন অনুক্ষণ ॥ ৯৭৪
জখন জে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্র সেই কর্ম্ম করএ নাগিনী ॥ ৯৭৫
হেন মতে বহু সেবা করে অনুদিনে।
দৈবে একদিন দেখ দিবা অবসানে ॥ ৯৭৬
নিদ্রা জায় মুনি কন্যার উরে শির দিআ।
শয়ন করিল মুনি অচেতন হয়্যা ॥ ৯৭৭
নিদ্রা জায় মুনি হৈল সন্ধ্যার সময়।
দেখিআ্যা নাগিনী হৈল মনে বড় ভয় ॥ ৯৭৮

অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা গেল বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিব জাগিয়া ॥ ৯৭৯
নিদ্রাভঙ্গ হইলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গুণি ॥ ৯৮০
জে হোক সে হোক ত্যাগুক মুনিরাজ।
সন্ধ্যাধর্ম্ম না রাখিলে হইব অকাজ ॥ ৯৮১
অবহেলে জেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাঞি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জর্ম্মে তাহার শরীরে ॥ ৯৮২
এত বলি জরৎকারি বলিল ডাকিয়া।
উঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা জায় বয়্যা ॥ ৯৮৩
নিদ্রাভঙ্গ হৈল্য মুনি উঠে মহাকোপে।
লোহিত নয়ন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥ ৯৮৪
অমান্য করিলে মোরে করি অহঙ্কার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর ॥ ৯৮৫
জরৎকারি বলে প্রভু নাহি মোর দোষ।
না বুঝিআ কেন মোরে কর অভিরোষ ॥ ৯৮৬
সন্ধ্যা বৈয়া জায় প্রভু সূর্য্য হৈল অস্ত। [৩১ক]
সন্ধ্যাহীনে জত দোষ জানহ সমস্ত ॥ ৯৮৭
তেকারণে নিদ্রাভঙ্গ করিল তোমার।
তবে ক্রোধ কর দোষ না দেখ আমার ॥ ৯৮৮
মুনি বলে নাগিনি বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে সন্ধ্যা জাব বয়্যা ॥ ৯৮৯
আরে সন্ধ্যা তোহোর এ কেমন বিচার।
মোরে না বলিআ জাহ এত অহঙ্কার ॥ ৯৯০
সন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
এই আমি আছিএ তোমার অনুরোধ ॥ ৯৯১
মুনি বলে নাগিনি সুনিলি নিজ কানে।
অপিজ্ঞা করিলি মোরে বুঝিল ধারণে ॥ ৯৯২
নিশ্চএ তেজিল তোরে এই জাই বন।
পুনরপি না দেখিব তোহোর বদন ॥ ৯৯৩
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিঞা সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরণেতে ধরি ॥ ৯৯৪
না জানিঞা মুনিরাজ কৈল্য অপরাধ।
একবার ক্ষমা করি করহ প্রসাদ ॥ ৯৯৫
ভাই সব সুনি মোর হইব নৈরাশ।
তোমারে দিলেক ভাই বড় করি আশ ॥ ৯৯৬
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণের বড় আছে ভয়।
তোমাকে আমাকে দিআ খণ্ডিল সংশয় ॥ ৯৯৭
তোমার ঔরসে জেই হইব নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা হব মোর ভ্রাতৃগণ ॥ ৯৯৮
নাঞি হৈতে বংশ তুমি গেলেত ছাড়িআ।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিআ ॥ ৯৯৯
নিশ্চএ ছাড়িআ জদি তুমি জাবে মোরে।
শরীর ছাড়িব মুঞি তোমার গোচরে ॥ ১০০০
এত সুনি সদয় হইলা মুনিবর।
আশ্বাসিআ কন্যার উদরে দিল কর ॥ ১০০১
অস্তি অস্তি বলিআ বুলাল্য পেটে হাত।
এই গর্ব্ভে আছে পুত্র নাগকুলনাথ ॥ [৩১] ১০০
এই গর্ব্ভে আছে জেই পুরুষরতন।
তোর কুল মোর কুল করিব রক্ষণ ॥ ১০০৩
চিন্তা ছাড়ি জাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে জেন দুস্খী নহে ॥ ১০০৪
বলিল বচন মোর কভু মিথ্যা নয়।
তেজিল তোমারে আমি কহিল নিশ্চয় ॥ ১০০৫
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম গদাধর দাসাগ্রজ ॥*॥ ১০০৬

[১৯]

তেজি জরৎকারি পাশ মুনি গেলা বনবা
নাগিনী রাখিআ একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে করাঘাত হানে বুকে
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী ॥ ১০০৭
ক্রন্দন করএ স্বসা মুখেতে না সরে ভাষ
দেখিআ বাসুকি চমকিত।

আশ্বাসিআ নাগরাজ ভগ্নীরে জিজ্ঞাসে কাজ
কান্দ কেন হইআ দুঃখিত ॥ ১০০৮
ভ্রাতার বচন স্থনি কহে গদ গদ
আপনার জত বিবরণ।
অবধান কর ভাই কিছু মোর দোষ নাঞি
মুনিরাজ ছাড় গেলা বন ॥ ১০০৯
নির্ঘাত সদৃশ বাণী ভগ্নীর মুখেতে শুনি
নাগ হৈলা বিস্ময়বদন।
পূর্ব্বেতে মাএর শাপে সদাই পরাণ কাঁপে
অতি জিজ্ঞাসিএ তে কারণ ॥ ১০১০
কহ সত্য ভগ্নি মোরে জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে
আপনি জানহ সব কথা।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে বড় ভয় ছিল মনে
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥ ১০১১
মুনিবীর্য্যে তোর গর্ভে জেই জন পুত্র হবে
নাগকুল করিবেক ত্রাণ।
তাহার কারণ তোরে চিরদিন রাখি ঘরে
জরৎকারে কৈল আমি দান ॥ ১০১২
আমারে উচিত নয় জিজ্ঞাসিএ প্রাণভয়
কহ সত্য প্রাণের ভগিনি। [৩২ক]
হয়্যাছে কি গর্ব্ভ তোর লজ্জা তেজি অগ্রে মোর
কহ গো কুশলবার্ত্তা স্থনি ॥ ১০১৩
ভ্রাতার বচন স্থনি সলজ্জিত স্থবদনী
কহিতে লাগিলা অধোমুখে।
জতেক কহিলে তুমি সব তত্ত্ব জানি আমি
তেকারণে কহিনু মুনিকে ॥ ১০১৪
মুনি জবে গেলা ছাড়ি চরণযুগলে পড়ি
বংশ হেতু কৈল নিবেদন।
সদয় হইআ মুনি অস্তি অস্তি বৈল বাণী
এই গর্ব্ভে হইব নন্দন ॥ ১০১৫
তোহ্মার জতেক ভ্রাতৃ মোহোর জতেক পিতৃ
দুই কুল করিব উদ্ধার।

এতেক বলিয়া মোরে গেলা মুনি দেশান্তরে
নিবারিআ ক্রন্দন আমার ॥ ১০১৬
তেজ ভাই মনস্তাপে নিস্তার হইল ইবে
কভু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
জরৎকারি জত বৈল জেন স্থধাবৃষ্টি হইল
আনন্দিতে নাচে জত ফণী ॥ ১০১৭
উলসিতে নাগরাজা ভগ্নীর করিল পূজা
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার বহু ভক্ষ্য উপহার
সেবাতে সেবকি নিয়োজিত ॥ ১০১৮
তবে ভুজঙ্গমপতি পুছে জরৎকারি প্রতি
কহ ভগ্নি এহার কারণ।
সত্য কহ শশিমুখি কি দোষ তোমার দেখি
মুনিরাজ ছাড়ি গেলা বন ॥ ১০১৯
আমি তাহা ভালে জানি বড় উগ্র সেই মুনি
বিনি দোষে তেজিআছে তোমা।
তত্রাপি কি দিআ দোষ করিলেক অতিরোষ
একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা ॥ ১০২০
জরৎকারি বলে ভাই অবধানে স্থন কই
আজিকার দিবা অবসানে।
শির দিআ মোর উরে নিদ্রা গেল মুনিবরে
অস্ত গেলা গগনে তপনে ॥ ১০২১
সন্ধ্যাচ্যুত হয় মুনি [৩২] মনে বড় ভয় গুণি
জাগাইলে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যাহীনে জেই দ্বিজ মন্ত্রে জেন হীনবীর্য্য
তেকারণে জাগাইল তারে ॥ ১০২২
জাগি ক্রোধে রক্তমুখে দেখিআ বদন কাপে
বলে মোরে অপিজ্ঞা করিলি।
আমি সন্ধ্যা না করিতে সন্ধ্যা জাব কেন মতে
সন্ধ্যারে ডাকিল হেন বলি ॥ ১০২৩
মুনির চরিত্র স্থনি বিস্ময় হইলা ফণী
ভগ্নীরে তুষিলা মৃদু ভাষে।

ভাল হৈল্য গেল মুনি দুস্খ না ভাবিয় ভগ্নি
থাক গৃহে পরম সন্তোষে ॥ ১০২৪
সহস্রেক সহোদর আর জত অনুচর
সহস্রেক বধূ সমুদিত।
সেবিব তোমার পায় সভার ঈশ্বরী প্রায়
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত ॥ ১০২৫
এত বলি ফণিবর ডাকি সব সহোদর
নিয়োজন করিল সেবনে।
হেন মতে জরৎকারি সব দুস্খ পরিহরি
রহিলেন ভ্রাতার সদনে ॥ ১০২৬
গর্ব্ভ বাঢ়ে অহর্নিশি শুক্ল পক্ষ জেন শশী
প্রসবিলা সময় সংযোগে।
পরম সুন্দর বালা জেন পূর্ণ শশিকলা
দেখি আনন্দিত সব নাগে ॥ ১০২৭
রূপে গুণে অনুপাম আস্তিক থুইল নাম
গর্ব্ভকালে কহি গেলা পিতা।
বাল্যকাল হইতে সুত সাধিক[১] গুণের যুত
বেদবিদ্যাগুণে অনুরতা ॥ ১০২৮
আস্তিকের জন্মকথা অপূর্ব্ব ভারথগাথা
সুনিলে অধর্ম্ম জায় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ * ॥ ১০২৯

[২০]

সৌতি বলে অপূর্ব্ব সুনহ মুনিগণ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা ব্যাসের বচন ॥ ১০৩০
অবন্তী নগরে ঋষি নাম সন্দীপন। [৩৩ক]
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥ ১০৩১
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল নিয়োজন।
গুরুআজ্ঞা পায়্যা গাভী করএ রক্ষণ ॥ ১০৩২
কথো দিনে বৈল মুনি কহ দ্বিজবর।
বড় পুষ্ট দেখিএ তোমার কলেবর ॥ ১০৩৩
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্য বাণী।
সুনিঞা কহেন শিষ্য জোড় করি পাণি ॥ ১০৩
গাভী দোহনান্তে পিএ জত বৎসগণ।
পশ্চাৎ খাইএ আমি করিআ দোহন ॥ ১০৩৫
গুরু বৈল এত দিনে বৃত্তান্ত পাইল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল ॥ ১০৩৬
আর তুমি কভু না করিহ হেন কাজ।
গাভী দুহি খাও দ্বিজ মুখে নাঞি লাজ ॥ ১০৩
গুরুআজ্ঞা পায়্যা দ্বিজ গেলা গাভী লৈয়া।
কথো দিনে পুন তারে পুছিল দেখিআ ॥ ১০৩৮
উচিত কহিতে দ্বিজ না হইয় রুষ্ট।
পুনর্ব্বার তোমারে দেখিএ হৃষ্টপুষ্ট ॥ ১০৩৯
গাভীদুগ্ধ পুন তুমি কর প্রায় পান।
শিষ্য বলে গোসাঞি করহ অবধান ॥ ১০৪০
জেই দিন হৈতে তুমি কৈলে নিবারণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর ভরণ ॥ ১০৪১
গুরু বলে ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
ইবে ভিক্ষা করি সব দিবে আনি মোরে ॥ ১০
এত সুনি গাভী লয়্যা গেলা দ্বিজবর।
পুন জিজ্ঞাসিল কথো দিবস অন্তর ॥ ১০৪৩
কহ দ্বিজ বড় পুষ্ট দেখি সব কায়।
কি খায়্যা হয়্যাছ পুষ্ট কহিবে আমায় ॥ ১০৪৪
দ্বিজ বলে গাভী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষকেরে কিছু দিআ জাইএ নগর ॥ ১০৪৫
দিবসের জত ভিক্ষা দিয়্যা তব গৃহে।
সন্ধ্যাতে মাগিএ ভিক্ষা ওদর ভরিএ ॥ ১০৪৬
হাসিআ বলিল দ্বিজ এ কোন বিচার। [৩৩]
কি কারণে রাত্রে ভিক্ষা কর আপনার ॥ ১০৪৭

১। পুথিতে—সার্দ্ধিক।

রাত্রি দিবা জত পায় আনি দিবে মোরে।
এত বলি গাভী লয়্যা গেলা অন্যন্তরে ॥ ১০৪৮
ক্ষুধায় আকুল হয়্যা ফিরে বনে বন।
অর্কের কোমল পত্র করেন ভক্ষণ ॥ ১০৪৯
নয়ানেতে অন্ধ হইল শীর্ণ হইল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥ ১০৫০
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক কূপমধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥ ১০৫১
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল জত গোধনের পাল ॥ ১০৫২
শিষ্য না দেখিআ দ্বিজ দুস্থিত অন্তরে।
অন্বেষণে গেলা দ্বিজ অরণ্য ভিতরে ॥ ১০৫৩
কোথা গেলে উদ্দালক ডাকে মুনিবর।
উদ্দালক বলে আছি কূপের ভিতর ॥ ১০৫৪
গুরু বলে কূপে তুমি পড়িলে কেমতে।
উদ্দালক বলে চক্ষে না পাই দেখিতে ॥ ১০৫৫
অর্কপত্র খাইআ নঙান অন্ধ হল্য।
সুনিঞা আশ্চর্য্য গুরু উপদেশ কৈল্য ॥ ১০৫৬
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই জন।
শীঘ্রগতি তার তরে করহ স্মরণ ॥ ১০৫৭
এত সুনি দ্বিজবর বহু স্তব কৈল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল ॥ ১০৫৮
কূপে হৈতে উঠিআ ধরিল গুরুপদ।
সন্তোষ হইআ গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ ১০৫৯
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র জানহ সকলে।
জাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম মঙ্গলে ॥ ১০৬০
আজ্ঞা প্যাইআ্যা গেলা দ্বিজ আনন্দিত মনে।
ষট্ শাস্ত্র জ্ঞাত হল্যা মুনির কল্যাণে ॥ ১০৬১
তবেত দ্বিতীয় শিষ্য [৩৪ক] নামে শান্তিপন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ ॥ ১০৬২
ধান্যক্ষেত্রে জল সব জাইছে বহিআ।
যত্নপূর্ব্বকে জল বান্ধি রাখ গিআ ॥ ১০৬৩
আজ্ঞা পাআ্যা শান্তিপন করিল গমন।
ক্ষেত্র বান্ধিবারে বহু করিল যতন ॥ ১০৬৪
দণ্ডেতে খুলিয়া মাটি বান্ধে লয়্যা ফেলে।
রহিতে না পারে মাটি অতিবেগে চলে ॥ ১০৬৫
পুনঃ পুনঃ শান্তিপন করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্রজল করিতে বন্ধন ॥ ১০৬৬
জল বহি জায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনে সুতিল দ্বিজ বান্ধের উপরে ॥ ১০৬৭
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
নাঞি আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি ॥ ১০৬৮
ক্ষেত্রমধ্যে গিআ ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে সুতি আছি বান্ধের উপর ॥ ১০৬৯
বহু যত্ন কৈল জল নহিল বন্ধন।
আপনি সুতিল বান্ধে জলের রক্ষণ ॥ ১০৭০
সুনিঞা বলিল গুরু আইসহ উঠিআ।
শীঘ্র আসি গুরুপাদ প্রণমিল গিয়া ॥ ১০৭১
আশীর্ব্বাদ কৈল গুরু করিআ কল্যাণ।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র হোক তব জ্ঞান ॥ ১০৭২
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া দ্বিজ গেলা নিজ ঘর ॥ ১০৭৩
পুণ্যকথা ভারথের সুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে ন্যাহি সুখ এহার সমান ॥ ১০৭৪
কাশীরাম দাস কহে রচিআ পয়ার।
অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার ॥ * ॥ ১০৭৫

[২১]

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরুস্থানে।
কথো দিনে গেলা মুনি যজ্ঞনিমন্ত্রণে ॥ ১০৭৬
উতঙ্কে বলিল দ্বিজ থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নহে জেন থাকিহ সত্বরে ॥ ১০৭৭
এত বলি গেলা গুরু যজ্ঞের সদনে।
কথো দিনে গুরুপত্নী[৩৪]কৈল ঋতুস্নানে ॥ ১০৭৮

উতঙ্কে ডাকিআ তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমা সমর্পিআ গৃহ গুরু তব গেল ॥ ১০৭৯
কোন দ্রব্য নষ্ট জেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ ॥ ১০৮০
কি করিব কি হইব এহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায় ॥ ১০৮১
ঋতুরক্ষা কর্ম্ম না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার ॥ ১০৮২
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইলা কথো দিবস আন্তর ॥ ১০৮৩
উতঙ্কে ব্রাহ্মণী তাপ হৃদয়েতে জাগে।
একান্তে কহিল দেবী ব্রাহ্মণের আগে ॥ ১০৮৪
যখন উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা যাচিব।
মোর স্থানে পাঠাইবে মুঞি মাগি নিব ॥ ১০৮৫
তবে জানিলেন দ্বিজ এ সব কারণ।
তুষ্ট হৈআ উতঙ্কেরে বৈল্য ততক্ষণ ॥ ১০৮৬
জাঅ দ্বিজ ষড়শাস্ত্রে হয় তুমি জ্ঞাত।
স্নুনিঞা উতঙ্ক কহে করি জোড় হাথ ॥ ১০৮৭
আজ্ঞা কর গোসাঞি দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বৈল আমি তোমায় কিছু না মাগিব ॥ ১০৮৮
জদি বা দেহ গুরুপত্নী জাহা মাগে।
এত স্নুনি গেলা দ্বিজ গুরুপত্নী আগে ॥ ১০৮৯
স্নুনি উতঙ্ক কহে করি জোড় হাথ।
নিবেদন করি আমি তোমার সাক্ষাত ॥ ১০৯০
দক্ষিণা মাগহ বলে করি জোড়পাণি।
অন্তরে চিন্তিআ তবে বলএ ব্রাহ্মণী ॥ ১০৯১
পৌষ্য নৃপতির ভার্য্যাশ্রবণকুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তবে দক্ষিণা সকল ॥ ১০৯২
সপ্ত দিন ভিত্তরে আনিআ দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিল তোমারে ॥ ১০৯৩
এত স্নুনি উতঙ্ক গুরুরে নিবেদিল।
নির্ব্বিঘ্নে আইস বলি গুরু আজ্ঞা দিল ॥ ১০৯৪

গুরু প্রণমিঞা তবে উতঙ্ক চলিল।
কথো[৩৫ক]দূরে পথে এক বৃষভ দেখিল ॥ ১০
পুরীষ ত্যজিআ বৃষ আছে দাণ্ডাইয়া।
উতঙ্কে দেখিআ বৃষ বলিল ডাকিয়া ॥ ১০৯৬
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইব তোমার শ্রেয় করহ ভক্ষণ ॥ ১০৯৭
উতঙ্ক বলিল [হেন] নহে কদাচন।
অসন্মার্গ পথে শ্রেয় নাঞি প্রয়োজন ॥ ১০৯৮
বৃষ বৈল অসন্মার্গ নহে দ্বিজবর।
গুরুআজ্ঞা আছে তোরে খাইতে গোবর ॥ ১০
গুরুআজ্ঞা স্নুনি দ্বিজ খাইল সত্বর।
তথা হৈতে চলি গেলা পৌষ্যনৃপঘর ॥ ১১০০
মাগিল কুণ্ডলযুগ্ম নৃপতির স্থানে।
নৃপ পাঠাইল দ্বিজ রাণীর সদনে ॥ ১১০১
কর্ণ হইতে কুণ্ডল কাটিআ দিল রাণী।
পাইআ কুণ্ডল চলি গেলা দ্বিজমণি ॥ ১১০২
জেই ক্ষণে কুণ্ডল পাইল্য দ্বিজবর।
সেই ক্ষণে তক্ষক গোড়াই বিষধর ॥ ১১০৩
পরশ করিতে দ্বিজ নাহিক শকতি।
পিছে পিছে থাকে হইআ সন্ন্যাসিমুরতি ॥ ১১০
কথো পথে উতঙ্ক দেখিল সরোবর।
স্নানেতে নাম্বিলা বস্ত্র থুইআ উপর ॥ ১১০৫
বসন ভিতরে মুনি কুণ্ডল থুইল্য।
ছিদ্র পায়্যা তক্ষক কুণ্ডল হরি নিল ॥ ১১০৬
উতঙ্ক দেখএ থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈআ পসিল বিবরে ॥ ১১০৭
স্নান তেজি দ্বিজবর ধায় মুক্তচুলি।
বিবরের দ্বারে দেখে না পৈশে অঙ্গুলি ॥ ১১০
এ সকল বৃত্তান্ত জানিআ পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর ॥ ১১০৯
পাতাল প্রবেশ তবে উতঙ্ক করিল।
লিখনে না জাঅ তথা জতেক দেখিল ॥ ১১১০

অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসী গেল কোথাকারে ॥ ১১১১
হেন কালে অশ্বরূপী বলে বৈশ্বানর। [৩৫]
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ আমার বাক্য ধাব ॥ ১১১২
গুরুশ্রেষ্ঠ করি মোরে করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হব মোর গুহে করহ বাতাস ॥ ১১১৩
গুরুনাম সুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইআ তার গুহে ফুঁক দিল ॥ ১১১৪
গুহে ফুঁক দিতে ধূম্র বারি হৈল মুখে।
ধূম্রময় সকল পুরিল নাগলোকে ॥ ১১১৫
প্রলয়ের প্রায় হইল ঘোর অন্ধকার।
বিস্ময় পাইআ নাগ করিল বিচার ॥ ১১১৬
[বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ[১] ।]
কি হেতু হইল ধুম্র জিজ্ঞাসে কারণ ॥ ১১১৭
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিঞা বহু করিল ভর্জ্জন ॥ ১১১৮
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হোক সুখী।
এত বলি পরিতোষ করিল বাসুকি ॥ ১১১৯
কুণ্ডল পাইআ দ্বিজ গেলা অশ্বস্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লয়্যা থুইল ব্রাহ্মণে ॥ ১১২০
সপ্ত দিন পূর্ণ হইল গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী আছে জল করি হাথে ॥ ১১২১
মুখেতে নির্গত হৈতেছিল শাপবাণী।
হেন কালে উপনীত হইলা দ্বিজমণি ॥ ১১২২
কুণ্ডল পাইআ হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল ॥ ১১২৩
গুরু বৈল্য জেই বৃষ দিলেক গোবর।
বৃষ নহে অমৃত দিলেক পুরন্দর ॥ ১১২৪
সন্ন্যাসীর বেশে জেই নিলেক কুণ্ডল।
তক্ষক বিবরদ্বারে গেল রসাতল ॥ ১১২৫
অশ্বরূপী জেই তোমা কৈল উপগার।
অশ্ব নহে অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার ॥ ১১২৬
এত সুনি উতঙ্ক মনেতে হইল তাপ।
বিনা দোষে দুঃখ মোরে দিল দুষ্ট সাপ ॥ ১১২৭
তার সমুচিত ফল দিব আমি তারে।
এত বলি বিদায় মাগিল গুরুদ্বারে ॥ ১১২৮
গুরু প্রদক্ষিণ করি [৩৬ক] করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মণ ॥ ১১২৯
ব্রাহ্মণ দেখিঅ্যা রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবরে কেন আগমন ॥ ১১৩০
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না সাধিলে নহে পুত্রধর্ম্ম ॥ ১১৩১
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার ॥ ১১৩২
তাহার উচিত রাজা করিতে জুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায় ॥ ১১৩৩
উতঙ্কবচন সুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল হইআ বিস্ময় ॥ ১১৩৪
কহ সত্য মন্ত্রিগণ এহার কারণ।
তক্ষকদংশনে প্রায় পিতার মরণ ॥ ১১৩৫
ব্রহ্মশাপে মৈল পিতা সভে ইহা জানি।
তক্ষক এমত কৈল কভু নাঞি সুনি ॥ ১১৩৬
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন।
জন্মেজয় মহারাজা করেন শ্রবণ ॥ ১১৩৭
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ১১৩৮

[২২]

মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডুর সমান ॥ ১১৩৯

১। বন্ধনীর অংশ ছাপা পুথি হইতে নেওয়া।

মৃগয়া করিআ রাজা সদা ভ্রমে বনে।
এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটনে ॥ ১১৪০
বিন্ধিআ হরিণ রাজা পাছু পাছু ধায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ দেখিল তথায় ॥ ১১৪১
ক্ষুধাএ আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।
মৌনে ছিল দ্বিজ কিছু না কৈল রাজারে ॥ ১১৪২
ক্রোধে রাজা মৃত সর্প জড়াইল গলে।
কিছু না বলিল মুনি আইলা রাজা ঘরে ॥ ১১৪৩
শৃঙ্গী নামধারী পুত্র দিল শাপবাণী।
সপ্তম দিবসে তোরে দংশিবেক ফণী ॥ ১১৪৪
পুত্র শাপ দিল পিতা হইল দুস্খিত।
রাজারে কহিতে দূত পাঠাল্য তুরিত ॥ ১১৪৫
বার্ত্তা পায়্যা করি[৩৬]লাঙ অনেক উপায়।
সপ্তম দিবস কথা কহি স্তুন রায় ॥ ১১৪৬
কশ্যপ নামেতে দ্বিজ সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিব সর্প লোকমুখে স্তুনি ॥ ১১৪৭
রাখিতে আসিতেছিল হস্তিনা নগর।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধর ॥ ১১৪৮
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিল দুই জনে।
ভস্ম হয়্যা গেল বৃক্ষ তক্ষকদংশনে ॥ ১১৪৯
পুনরপি কশ্যপ রাখিল মন্ত্রবলে।
তে কারণে ধন তারে ফণিবর দিলে ॥ ১১৫০
ধন পায়্যা বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কপটে তক্ষক আসি করিল দংশন ॥ ১১৫১
এত স্তুনি নৃপতি পুছিল আর বার।
সত্য কহ এহার করিব প্রতিকার ॥ ১১৫২
কশ্যপ তক্ষক পথে হল্য দরশন।
এ সকল বার্ত্তা ত কহিল কোন জন ॥ ১১৫৩
মুনি বলে জেই বৃক্ষ তক্ষক দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে একজন ছিল ॥ ১১৫৪
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম হয়্যা গেল।
পুনরপি বৃক্ষের সহিত সেই জিল ॥ ১১৫৫
দেখিল স্তুনিল সব কহিল নগরে।
এত স্তুনি নৃপতি কচালে করে করে ॥ ১১৫৬
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি করএ ক্রন্দন।
গদ গদ ভাষে রাজা বলএ বচন ॥ ১১৫৭
আশ্চর্য্য স্তুনিল জত কশ্যপের কথা।
মন্ত্রবলে রাখিতে পারিথ মোর পিতা ॥ ১১৫৮
দারুণ তক্ষক নাগ তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী ইবে সে জানিল ॥ ১১৫৯
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কশ্যপে ফিরাল্য সেই কিসের কারণ ॥ ১১৬০
ধন দিআ করে লোক পরউবগার।
ধন দিআ মোর বাপে করিল সংহার ॥ ১১৬১
ক্ষেণেক থাকিআ রাজা কহে মন্ত্রিগণে।
সত্য কহিল জত উতঙ্ক ব্রাহ্মণে ॥ ১১৬২
উতঙ্কের প্রীত আর রাখি পিতৃধর্ম্ম। [৩৭ক]
ধ্বংসিব সর্পের কুল মোহর স্বধর্ম্ম ॥ ১১৬৩
এতেক বলিআ রাজা আনি পুরোহিত।
আর জত দ্বিজগণ সব সমুদিত ॥ ১১৬৪
সভারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন।
মোর পিতৃবৈরী হয় জত সর্পগণ ॥ ১১৬৫
সর্প বিনাশিতে যুক্তি আছে কি তোমার।
সবংশ সহিত নাগ করিব সংহার ॥ ১১৬৬
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনে নাঞি শক্তি আনের করিতে ॥ ১১
এত স্তুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ ॥ ১১৬৮
সর্পযজ্ঞে জেই দ্রব্য কৈল মুনিগণে।
দেশ দেশান্তর হৈতে আনিল যতনে ॥ ১১৬৯
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধানে।
শিল্পকার যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণে ॥ ১১৭০
মহাভারথের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয় অবিরত ॥*॥ ১১৭১

[২৩]

ঘৃত ধান্য যব বস্ত্র কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল যজ্ঞ হেতু জত দ্বিজ ঋষি ॥ ১১৭২
হোতা সপ্তভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচারী ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর ॥ ১১৭৩
বশিষ্ঠ নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক সৌভরি আদি মদ্‌গুল্য দেবল ॥ ১১৭৪
দ্বিজগণ বেদমন্ত্রে জ্বালিল আগুনি।
লইআ নাগের নাম আরম্ভিলা মুনি ॥ ১১৭৫
পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
মন্ত্রবলে আসি সব পুড়ি ভস্ম হয় ॥ ১১৭৬
হাহাকার শব্দ হল্য নাগের নগরে।
প্রলয়সমুদ্র শব্দ ডাকে উচ্চস্বরে ॥ [৩৭] ১১৭৭
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে।
নানা বর্ণের সর্প পুড়ে কুণ্ডের ভিতরে ॥ ১১৭৮
দুর্গন্ধি হইল জত পূরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিআ সব হৈল চমৎকার ॥ ১১৭৯
জখন প্রতিজ্ঞা কৈল রাজা জন্মেজয়।
ইন্দ্র স্থানে তক্ষক শরণ লইল ভয় ॥ ১১৮০
কহিল বৃত্তান্ত জত যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয় যজ্ঞ করে সর্পের নিধন ॥ ১১৮১
প্রাণভয়ে শরণ লইনু সুরেশ্বর।
সুনিঞা নির্ভয় তারে কৈল পুরন্দর ॥ ১১৮২
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এথাএ নাগের কুল উচ্ছন্ন হইল ॥ ১১৮৩
যজ্ঞে ভস্ম হৈল জত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ ॥ ১১৮৪
ভয়েতে কম্পিত তনু মূর্চ্ছা ঘনে ঘন।
শীঘ্রগতি ভগ্নীরে করিল নিবেদন ॥ ১১৮৫
দেখ ভগ্নি হল্য জত নাগের সংহার।
নিশ্চএ নিকট মৃত্যু দেখিএ আমার ॥ ১১৮৬
ভ্রাতার আকুল দেখি কান্দএ নাগিনী।
পুত্রেরে আনিঞা কহে সকরুণ বাণী ॥ ১১৮৭
মোর ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
মহাপ্রলয়েতে প্রাণ রাখ সভাকার ॥ ১১৮৮
আস্তিক বলিল মাতা কান্দ কি কারণে।
জে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব এখনে ॥ ১১৮৯
জরৎকারি বলে যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্রবলে সকল ভুজঙ্গ হল্য ক্ষয় ॥ ১১৯০
মজিল মাতুলবংশ করহ উদ্ধার।
তোমা বিনে রাখে হেন নাঞি দেখি আর ॥ ১১৯১
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ ॥ ১১৯২
মাতুল নির্ভয় করি চলিলা তুরিত।
জন্মেজয়যজ্ঞস্থানে হল্যা উপনীত ॥ ১১৯৩
পসিতে না দিল দ্বারী রাখিল দুয়ারে। [৩৮ক]
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্পে ওষ্ঠাধরে ॥ ১১৯৪
ব্রাহ্মণ হেলন করে দুষ্ট দুরাচার।
নাঞি জান এই হেতু হইবে সংহার ॥ ১১৯৫
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান।
ধরিআ মুনির পাএ করিল প্রণাম ॥ ১১৯৬
তথা হত্যে গেলা মুনি যথা যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল্য কম্পমান ॥ ১১৯৭
জত সভাদ্বিজগণ করিল বন্দন।
নৃপতিরে কৈল তবে আশীষবচন ॥ ১১৯৮
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥ ১১৯৯
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
ভবসিন্ধু হবে পার করহ শ্রবণে ॥ * ॥ ১২০০

[২৪]

বেদধ্বনি স্বস্তি স্বস্তি উপনীত হৈল্যা অস্তি
জন্মেজয়ে করিল কল্যাণ।

ধন্য জত চন্দ্রবংশ . হেন পুত্র অবতংস
ক্ষেত্রিমধ্যে না দেখিএ আন ॥ ১২০১
দেখিল সুনিল জত যজ্ঞ হইল শত শত
কাহে দিব এহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম কুবের বরুণ সোম
আর জত না জায় গণনা ॥ ১২০২
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি বাসুদেব মহামতি
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুত্ত নৃপ বিখ্যাত এ সব নৃপ
দিলীপ সগর দাশরথি ॥ ১২০৩
পুত্র পৌত্র ব্যাস ঋষি জাহার সভায় বসি
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইআ জায় বৈশ্বানর হবি খায়
শিখাগণে প্রদক্ষিণ হৈআ ॥ ১২০৪
ধন্য ধন্য জন্মেজয় নাহি হব নাহি হয়
তুলনা করিতে ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্মে জেন যুধিষ্ঠির ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর
কীর্ত্তে ভগীরথ সমতুলে ॥ ১২০৫
আস্তিকবচন সুনি জন্মেজয় নৃপমণি
মন্ত্রিগণে বলিল বচন। [৩৮]
বালক দ্বিজের সুত কথা কহে বৃদ্ধ মত.
জত জত পূর্ব্ব পুরাতন ॥ ১২০৬
জাহা মাগে দিব আমি গোধন কাঞ্চন ভূমি
দ্বিজবরে পুরাইব আশে।
মাগ শিশু জেই মনে মনোনীত মোর স্থানে
এত বলি করিল আশ্বাসে ॥ ১২০৭
এত সুনি হোতাগণে বলিল রাজার স্থানে
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাঞি করি তক্ষক জে পিতৃবৈরী
যাবত অনলে ভস্ম নয় ॥ ১২০৮
সুনি রাজা বলে দ্বিজে রাখিআছ কোন কাজে
অদ্যাপিহ তক্ষক দারুণে।
দ্বিজ বলে নৃপমণি তক্ষক প্রমাদ গু
দেবরাজে লইল শরণে ॥ ১২০৯
সুনিঞা নৃপতি কোপে দশনে অধর চা
বলিল জতেক বিপ্রগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর বৈরী তাহার সহিত ক
তক্ষকে হুনহ হুতাশনে ॥ ১২১০
নৃপতির আজ্ঞা পায়া স্রুক্‌দণ্ড হাথে লয়্যা
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে রথে চড়ি দেবরা
দেবগণ সংহতি চলিল ॥ ১২১১
অপ্সরী অপ্সরযুত বাদ্য গীতে হয়্যা
মন্ত্রপাশে হইআ বন্ধন।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের
কাশীরামদাস বিরচন ॥ * ॥ ১২১২

[২৫]

শূন্যমণ্ডলে সুনি নৃত্যগীতনাদ।
জত কুরু হোতাগণ গুণিল প্রমাদ ॥ ১২১৩
নৃপতির ক্রোধবাক্যে কৈল্য কোন কাজ।
সর্ব্বনাশ হইব মরিলে দেবরাজ ॥ ১২১৪
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্র ছাড়ি তক্ষকে আকুসি আর বার ॥ ১২১৫
তক্ষক নাগেরে ইন্দ্র উত্তরীতে ভরি।
শরণরক্ষণ হেতু আছে কান্ধে করি ॥ ১২১৬
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিআ যতন।
ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল উত্তরীবন্ধন ॥ ১২১৭
আইসে তক্ষক [৩৯ক] [নাগ] করিআ গর্জ্জন।
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিআ ক্রন্দন ॥ ১২১৮
ঘূর্ণ্যময় বাউ জেন ফিরএ আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আস্যে ॥ ১২১৯
মাতুল অগ্নিতে পুড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তিক বলিল ॥ ১২২০

ন্যতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
কম্পিত তনু ব্রহ্মমন্ত্রবলে ॥ ১২২১
স্তিক বলিলা রাজা হৈল্যা কৃপাবান।
জ্ঞা কৈলে নৃপতি মাগিএ আমি দান ॥ ১২২২
জা বলে দ্বিজশিশু বৈসহ সভায়।
মাগিবে দ্বিজ আমি দিবত তোমায় ॥ ১২২৩
পূর্ণা দিব পিতৃবৈরী দুরাচার।
মাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমার ॥ ১২২৪
স্তিক বলিল জদি তক্ষকে পড়াবে।
তুমি মোর তরে কোন দান দিবে ॥ ১২২৫
স্তিকের বাক্য সুনি রাজা চমৎকার।
বলে জাহা চাহ দিব আমি আর ॥ ১২২৬
স্তিক বলিল দেখি ভুজঙ্গ সকল।
হারে মারিলে জত করিলে বিফল ॥ ১২২৭
হার নিধন হেতু না হয়্য বাধক।
ন্য জাহা ইচ্ছা তাহা মাগহ বালক ॥ ১২২৮
স্তিক বলিল রাজা তুমি সুপণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব অন্যে না হয় উচিত ॥ ১২২৯
াউশেষ যমে নিল তোমার জনকে।
ারণে অপরাধী করহ তক্ষকে ॥ ১২৩০
ংখ্য ভুজঙ্গগণে করিলে সংহার।
হিংসক জনে হিংসা না কর বিচার ॥ ১২৩১
ায় ইন্দ্রের সভা দেখিএ তোমার।
ধ না করে কেহো জীবের সংহার ॥ ১২৩২
স্তিক বলিল জদি এতেক বচন।
ারে বলিল তবে জত সভাজন ॥ ১২৩৩
াপনি বলিলা ব্যাস ডাকিআ রাজারে।
হ্মণেরে প্রবোধ করহ নরবরে ॥ ১২৩৪
র্ত্তি করহ যজ্ঞ সভে বৈল্য ডাকি।
হ্মণবালকে রাজা না কর অসুখী ॥ [৩৯] ১২৩৫
র্ত্তি নিবর্ত্ত বলি হৈল্য ঘোর ধ্বনি।
মেধ করিল যজ্ঞে নৃপতি আপুনি ॥ ১২৩৬
সর্পযজ্ঞ নরপতি কৈল্য নিবারণ।
আস্তিকের পূজা কৈল্য দিআ বহু ধন ॥ ১২৩৭
নানা ধনে তুষিল জতেক দ্বিজগণ।
নিজ নিজ দেশে সব করিল গমন ॥ ১২৩৮
আস্তিকে বলিল রাজা করিআ মেলানি।
অশ্বমেধকালেতে আসিবে দ্বিজমণি ॥ ১২৩৯
তবেত আস্তিক গেলা আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোচর ॥ ১২৪০
সুনিঞা বাসুকি নাগ হল্যা আনন্দিত।
নাগলোকে উৎসব হইল অপ্রমিত ॥ ১২৪১
পুনর্জ্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর মাগ তোমার মনেতে জেই লয় ॥ ১২৪২
আস্তিক বলিল জদি দিবে সভে বর।
এই বর মাগি তোমা সভার গোচর ॥ ১২৪৩
প্রাতে সন্ধ্যাকালে জেই মোর নাম লব।
নাগগণ হইতে তার সংশয় নইব ॥ ১২৪৪
আমার চরিত্র জেই করিব শ্রবণে।
নাগ হৈতে কভু ভয় নহিব সে জনে ॥ ১২৪৫
এই নিয়ম জেই করিব লঙ্ঘন।
সত্য কর তবে তার নিশ্চয় মরণ ॥ ১২৪৬
ফাটিব তাহার মুণ্ড শিরীষের ফল।
আস্তিকের বাক্য জে করিব অনাদর ॥ ১২৪৭
দিল বরদান বলি বলে নাগগণে।
নিকটে না জাব কেহো তোমার স্মরণে ॥ ১২৪৮
আদিপর্ব্ব ভারথ বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম বিরচিলা সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ১২৪৯

[২৬]

সৌতি বলে তবে পরিক্ষিতের নন্দন।
ডাকিআ আনিল জত পাত্র মিত্রগণ ॥ ১২৫০
সভারে বলএ রাজা করিআ বিলাপ।
না হইল দুর মোর হৃদয়ের তাপ ॥ ১২৫১

আপনার চিত্তে আমি করিল বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহো নাহি আর ॥ ১২৫২
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতবিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ দিলেক নির্ঘাত ॥[৪০ক] ১২৫৩
শাপিল শাপিল পরিক্ষিত নরবর।
রাখিলে রাখিত দুষ্ট তক্ষক পামর ॥ ১২৫৪
মোর রাজ্যে বসি মোরে এত অহঙ্কার।
দ্বিজের দুর্ব্বৃত্ত অঙ্গে ধর্ম্ম নহে আর ॥ ১২৫৫
ক্রোধে বলে অঙ্গ মোর হৈতেছে দাহন।
হেন মনে লএ সব মারিএ ব্রাহ্মণ ॥ ১২৫৬
পূর্ব্বে জেন কার্ত্তবীর্য্য দ্বিজ কৈল ধ্বংস।
ওদর চিরিআ মারিলেক ভৃগুবংশ ॥ ১২৫৭
এই মত দ্বিজ সব করিব সংহার।
জে হোক সে হোক মোর সুদৃঢ় বিচার ॥ ১২৫৮
নৃপতির বাক্য সুনি সভে স্তব্ধ হল্য।
জত পাত্র মিত্রগণ উত্তর না দিল ॥ ১২৫৯
রাজা বলে কেহো কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রী বলে অবধানে সুন নৃপবর ॥ ১২৬০
বিষম বুঝিআ বাক্য মুখে নাঞি আসে।
কোন জন দিব যুক্তি দ্বিজের বিনাশে ॥ ১২৬১
কহিল কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন ॥ ১২৬২
সেহ ভৃগুবংশে জন্ম রাম ভগ্‌বান।
ক্ষেত্রির শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান ॥ ১২৬৩
ক্ষেত্রি বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ ঔরসে পুন হইল সঞ্চার ॥ ১২৬৪
এক যুক্তি চিত্তে আইসে সুন নৃপমণি।
উপায় করিআ দ্বিজবীজ কর হানি ॥ ১২৬৫
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনে কর্ম্মের হইব অঙ্গভঙ্গ ॥ ১২৬৬
কর্ম্ম বিনা দ্বিজের হইব হীন বীজ।
পশ্চাৎ করিব দণ্ড আনি সব দ্বিজ ॥ ১২৬৭

রাজা বলে ভাল যুক্তি দিলে মন্ত্রিগণ।
ততক্ষণে ডাকিআ আনিল কোড়াগণ ॥ ১২৬৮
আজ্ঞা দিল কোড়াগণে চতুর্দ্দিগে জাহ।
পৃথিবীর জত কুশ খুলিআ ফেলাহ ॥ ১২৬৯
মন্ত্রিগণে বলে রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ বলিব সংসার ॥ [৪০] ১২৭০
না খুলিতে মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় সব আনি দেহ রায় ॥ ১২৭১
এই সব দ্রব্য ঢালি দিব কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা জায়্যা খাইব কোপলে ॥ ১২৭২
কোপল খাইলে কুশ সকল মরিব।
কার্য্য সিদ্ধ হৈব হিংসা কেহো না জানিব ॥ ১২৭৩
সুনিঞা নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারি দিগে চলিল জতেক দূতগণ ॥ ১২৭৪
রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল জত অনুচরে।
মরিল সকল কুশ দেশ দেশান্তরে ॥ ১২৭৫
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥ * ॥ ১২৭৬

[২৭]

কুশ নাশে এক দ্বিজ হৈলা চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি দ্বিজ করেন বিচার ॥ ১২৭৭
এত সব কারণ সুনিল ব্যাস মুনি।
নৃপতিরে বুঝাবারে আইল আপনি ॥ ১২৭৮
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিআ বহু করিলেন পূজা ॥ ১২৭৯
কল্যাণ করিআ মুনি বসিলা আসনে।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিলা মধুর বচনে ॥ ১২৮০
বদরিকাশ্রমেতে সুনিল সমাচার।
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কেমত বিচার ॥ ১২৮১
সর্ব্ব জ্ঞাত তুমি রাজা পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তাল্যে মন ॥ ১২৮২

[২৮]

ার ক্রোধে হৈল্য দেখ যদুকুল ধ্বংস।
ার ক্রোধে হইলা নষ্ট সগরের বংশ ॥ ১২৮৩
ার ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
ার ক্রোধে লবণ হইল জলনিধি ॥ ১২৮৪
ার ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
ার ক্রোধে ইন্দ্রঅঙ্গে হইল বহু চক্ষ ॥ ১২৮৫
তব পিতামহ বৃদ্ধপিতামহগণ।
ারে সেবি বিজই হইলা ত্রিভুবন ॥ ১২৮৬
হেন জন সহ হিংসা কর কি কারণ।
সুনিঞা বলিল রাজা নিজ নিবেদন ॥ [8১ক] ১২৮৭
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈলে আসি ॥ ১২৮৮
এই হেতু ক্রোধ অঙ্গে হইল আমার।
নিজদুস্খ নিবেদিল চরণে তোমার ॥ ১২৮৯
ব্যাস মুনি বলে ধৈর্য্য হয় নরপতি।
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট করে বিনাশে ভূপতি ॥ ১২৯০
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণে।
ভাবি কর্ম্ম খণ্ডন না হয় কদাচনে ॥ ১২৯১
তোমার পিতার জন্ম হইল জখন।
সুনিঞা কহিল জত শাস্ত্রবিজ্ঞ জন ॥ ১২৯২
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত।
ভুজঙ্গদংশনে মৃত্যু করিল নির্ণীত ॥ ১২৯৩
আমার বচনে জদি না পাত্যায় মন।
পিতার জতেক পত্র করহ পঠন ॥ ১২৯৪
কে খণ্ডিতে পারে রাজা দৈবের নিবন্ধ।
অকারণে না বুঝিয়া বিপ্র সহ দ্বন্দ্ব ॥ ১২৯৫
ব্যাসের মুখেতে হেন সুনিঞা বচন।
বি জানি কুশহিংসা কৈল নিবারণ ॥ ১২৯৬
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা কর পান ॥ * ॥ ১২৯৭

রাজা বলে অকারণে কৈল আমি এত।
কোটি কোটি সর্পহিংসা কৈল অবিরত ॥ ১২৯৮
এ পাপে নরক হৈতে নাহিখ নিস্তার।
কহ তুমি এহাতে কেমতে হব পার ॥ ১২৯৯
জ্ঞাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হৈলা বিমোচন ॥ ১৩০০
আমিহ করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ।
সুনি নিষেধিল ব্যাস এ সব অশাস্ত্র ॥ ১৩০১
রাজা বলে মুনি কেন করিলে নিষেধ।
পিতৃপিতামহ মোর কৈল্য অশ্বমেধ ॥ ১৩০২
আক্ষম দেখিআ মোরে নিষেধিলে প্রায়।
সাক্ষাতে দেখিবে যজ্ঞ করিব হেলায় ॥ ১৩০৩
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
বাজিমেধ নাহি রাজা এ কলি যুগেতে ॥ ১৩০৪
মুনি বলে করহ জেমত মনে লয়। [8১]
কেমতে কহিব আমি বোধ নাঞি হয় ॥ ১৩০৫
এত বলি ব্যাসদেব হল্যা অন্তর্ধান।
নৃপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান ॥ ১৩০৬
যজ্ঞঅশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণে।
বহু দেশ দেশান্তর করএ ভ্রমণে ॥ ১৩০৭
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
জত রাজাগণে রণে জিনিঞা আনিল ॥ ১৩০৮
জত মুনি দ্বিজগণ ছিল স্থানে স্থানে।
নিমন্ত্রণ করিআ আনিল সভাজনে ॥ ১৩০৯
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্রপূর্ণিমাতে।
কাটিআ তুরঙ্গ রাজা হুনিল অগ্নিতে ॥ ১৩১০
দ্বিজগণবেদগানে পরশে গগন।
শূন্যমণ্ডলে থাকি দেখে দেবগণ ॥ ১৩১১
বাজিমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগমাঝ।
বেদনিন্দাভয়েতে কম্পিত দেবরাজ ॥ ১৩১২

কাটা অশ্বের জেবা আছিল বিশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে কৈল পরবেশ ॥ ১৩১৩
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের অণ্ড।
দেখিআ আশ্চর্য্য হৈল্য জত সভাখণ্ড ॥ ১৩১৪
রাণী সহ নৃপতি আছেন সভামাঝ।
নাচে অণ্ড সভাখণ্ড বড় পাল্য লাজ ॥ ১৩১৫
জতেক সভার লোক অধোমুখ হল্য।
ব্রাহ্মণকুমার এক হাসিতে লাগিল ॥ ১৩১৬
পুন পুন তালি মারে হাসে খল খল।
দেখিআ হইলা রাজা জ্বলন্ত অনল ॥ ১৩১৭
সমুখে আছিল জেই খড়্গ খরসান।
দ্বিজপুত্রে কাটিআ করিল দুইখান ॥ ১৩১৮
হাহাকার শব্দ হল্য যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিগে দ্বিজগণ পলাইআ জায় ॥ ১৩১৯
ব্রহ্মবধী এই পাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইব পাপ পরশে আপার ॥ ১৩২০
জত দূর পর্য্যন্ত এহার অধিকার।
তত দূর দ্বিজের বসতি নাহি আর ॥ ১৩২১
অশ্বমেধ যজ্ঞকালে বরিআ আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় ইবে সে জানিল ॥ ১৩২২
ফেলাহ এহার দ্রব্য জে আছে যথায়।
এত বলি সব ফেলি দ্বিজগণ জায় ॥ ১৩২৩
ব্রহ্মবধিবদন দেখিতে অনোচিত্। [৪২ক]
রাজাগণ নিজ দেশে চলিল তুরিত ॥ ১৩২৪
দ্বিজ ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র ছিল জত জন।
সভে গেলা একা মাত্র রহিলা রাজন ॥ ১৩২৫
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান্ ॥ * ॥ ১৩২৬

[২৯]

অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাশরসুত।
বর্ণনে না জায় জার গুণ অদভুত ॥ ১৩২৭
সত্যবতীহৃদয়নন্দন মুনি ব্যাস।
জার মুখচন্দ্র হত্যে ভুবন প্রকাশ ॥ ১৩২৮
জে মুখপঙ্কজে গলিত সুধাধার।
পানেতে তরিল প্রাণী এ ঘোর সংসার ॥ ১৩২৯
কনকপিঙ্গল জটাবিরাজিত শির।
কৃষ্ণসার শোভে জেন মেদুর মুদির[১] ॥ ১৩৩০
অম্বর জিনিঞা জে ভারথ নাম কাখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে ॥ ১৩৩১
জানিঞা রাজার কষ্ট সদয়হৃদয়।
উপনীত ব্যাসদেব যথা জন্মেজয় ॥ ১৩৩২
অধোমুখে আছে রাজা হয়্যা শীর্ণবেশ।
ব্যাস দেখি লজ্জাবান্ হইলা বিশেষ ॥ ১৩৩৩
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
অসত মার্গে গেলে রাজা হয় এই গতি ॥ ১৩৩৪
ব্যাসের বচনে রাজা পাইআ আশ্বাস।
চরণে ধরিআ কহে গদ গদ ভাষ ॥ ১৩৩৫
আমা হেন নিন্দিত প্রভু নাহিক সংসারে।
তোমার বচন না সুনিল অহঙ্কারে ॥ ১৩৩৬
তার সমোচিত দণ্ড নিকট পাইনু।
দুস্তর নরকসিন্ধুমধ্যেতে পড়িনু ॥ ১৩৩৭
কৃপা কর মুনিরাজ পড়হুঁ চরণে।
তোমা বিনে তারে মোরে নাহি হেন জনে ॥ ১৩৩৮
পাপী জানি কেহো মোর নিকট না আস্যে।
আপনি আইলে এথা মোর স্নেহরসে ॥ ১৩৩৯
আজ্ঞা [কর] মুনিরাজ কি করোঁ এখন।
পাপসিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ ॥ ১৩৪০
মুনি বলে চিত্তে খেদ তেজ নৃপবর।
হইবে নিষ্পাপ রাজা মোর বাক্য ধর ॥ ১৩৪১
ব্রহ্মবধপাপ আদি সব হব ক্ষয়।
আমার বচনে জদি করহ প্রত্যয় ॥ ১৩৪২

১। মুদির—মেঘ। মেদুর—চক্‌চকে কাল।

কৃষ্ণবর্ণ চান্দোয়া তুমি টানাবে উপরে।
তার তলে ভারথ সুনিবে নৃপবরে॥ [৪২] ১৩৪৩
পুণ্য ভারথের কথা কে বর্ণিতে পারে।
কৃষ্ণবর্ণ শুক্ল হব কহিল তোমারে॥ ১৩৪৪
ধরিআ মুনির পাএ করিআ বিনয়।
দয়াতে আমার তরে হইলে সদয়॥ ১৩৪৫
কৃপা জদি হইল করায় এই মত।
আপনি সুনায় মোরে শ্রীমহাভারথ॥ ১৩৪৬
ব্যাস বৈল্য ভারথের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার॥ ১৩৪৭
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারথে আমার সম বৈশম্পায়ন॥ ১৩৪৮
তিহোঁ সুনাইব মহাভারথ আখ্যান।
কহিল সকল কথা তব বিদ্যমান॥ ১৩৪৯
বৈশম্পায়নে মুনি করি সম্বিধান।
এত বলি মুনিরাজ হল্যা অন্তর্ধান॥ ১৩৫০
তবে জন্মেজয় রাজা ব্যাসের বিধানে।
কৃষ্ণবর্ণ চান্দোয়া খাটাল্য সেই ক্ষণে॥ ১৩৫১
তথি তলে বসি রাজা সহ মন্ত্রিগণ।
চারি জাতি নগরে শ্রেষ্ঠ জত জন॥ ১৩৫২
নানা রত্ন দিআ মুনিরাজে কৈল্য পূজা।
বিনয়বচনে জিজ্ঞাসিল মহারাজা॥ ১৩৫৩
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান॥ * ॥ ১৩৫৪

[৩০]

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল সব কথা বিনয় হইআ॥ ১৩৫৫
জগতে বিখ্যাত বৈশম্পায়ন জে মুনি।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব ভারথকাহিনী॥ ১৩৫৬
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
জাহার বিচিত্র গ্রন্থ ভারথকাহিনী॥ ১৩৫৭
খণ্ডএ অশেষ পাপ জাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥ ১৩৫৮
রাজা হয়্যা সুনিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
ব্রাহ্মণ সুনিলে নাঞি নরকের ভয়॥ ১৩৫৯
বৈশ্য শূদ্র সুনিলে ঘুচএ সর্ব্বদুঃখ।
অপুত্রক সুনিলে দেখএ পুত্রমুখ॥ ১৩৬০
রাজভয় পশুভয় শত্রু করী আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে জতেক বেআধি॥ ১৩৬১
মোক্ষশাস্ত্র করি আদি ব্যাসের চরিত।
সম্পূর্ণ বরষ তিনে করিল পূর্ণিত॥ [৪৩ক]১৩৬২
এহার শ্রবণে জত সুখ লভে নর।
তাদৃশ নাহিখ সুখ স্বর্গের উপর॥ ১৩৬৩
ইহলোকে আউ যশ অন্তে স্বর্গ জায়।
ধর্ম্ম মোক্ষ কাম অর্থ চতুর্ব্বর্গ পায়॥ ১৩৬৪
শুচি হয়্যা মন দিআ জে জন সুনয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিখ সংশয়॥ ১৩৬৫
এক লক্ষ গ্রন্থ এই ভারথ নির্ম্মাণ।
নানা চিত্র বিচিত্র ভারথ উপাখ্যান॥ ১৩৬৬
হরি শব্দ করি সভে সুন একচিত্তে।
প্রথমেতে সভার জন্ম সুনহ জেমতে॥ ১৩৬৭
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষেত্রি হইল আপার।
মহামত্ত হয়্যা সভে করে কদাচার॥ ১৩৬৮
করেতে কুঠারি জমদগ্নির কুমার।
নিক্ষেত্রি করিল ক্ষিতি তিন সাত বার॥ ১৩৬৯
ক্ষেত্রি বলি ক্ষিতিমধ্যে না রাখিল রাম।
দুগ্ধের[১] বালক মাইস ক্ষেত্রি জার নাম॥ ১৩৭০
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিআ গেলা তপোবন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিলা ক্ষেত্রির স্ত্রীগণ॥ ১৩৭১

১। পুথিতে—'বুধের'।

নিষ্পাপী হইল সভে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল ধার্ম্মিক ॥ ১৩৭২
ধর্ম্মেতে করেন সভে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকালমরণ ॥ ১৩৭৩
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্ম প্রচরিল।
সাগর অবধি ক্ষিতি ক্ষেত্রিপূর্ণ হল্য ॥ ১৩৭৪
এত দেখি জতেক দানব দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরাভব হইব তখন ॥ ১৩৭৫
স্বর্গ সম ক্ষিতি ভোগ দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে হৈল্য মনুষ্যজনম ॥ ১৩৭৬
জন্মিআ পৃথিবীমধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞ দান হিংসিল সকল ॥ ১৩৭৭
হিংসকের ভার পৃথ্বী সহিতে না পারি।
ব্রহ্মার সদনে গিআ করিল গোহারি ॥ ১৩৭৮
দণ্ডবৎ হয়্যা ক্ষিতি ব্রহ্মার গোচরে।
নয়নযুগল পূর্ণ অশ্রুজল ঝরে ॥ ১৩৭৯
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি।
জানিঞা সকল তত্ত্ব আশ্বাসিলা ক্ষিতি ॥ ১৩৮০
না কর ক্রন্দন তুমি স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন ॥ ১৩৮১
তোমার বিকলে [৪৩] আমি জত দেবগণে।
নররূপে জন্ম হব অসুর নিধনে ॥ ১৩৮২
এত বলি পৃথিবীয়ে করিল মেলানি।
দেবগণ লঅ্যা যুক্তি করে পদ্মযোনি ॥ ১৩৮৩
চল সভে জাইব জানাতে নারায়ণে।
এত ভাবি ব্রহ্মা সহ জত দেবগণে ॥ ১৩৮৪
উর্দ্ধবাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি ॥ ১৩৮৫
সর্ব্বভূতআত্মা তুমি সভার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন ॥ ১৩৮৬
কাতর হইআ ব্রহ্মা বহু কৈল স্তুতি।
কৃপাতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীয়পতি॥ ১৩৮৭
তোমার বচনে ব্রহ্মা হব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি অবনীর ভার ॥ ১৩৮৮
নিজ নিজ অংশ লৈআ জত দেবগণে।
সভে জর্ম্ম হঅ গিআ মরতভুবনে ॥ ১৩৮৯
এতেক আকাশবাণী সুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি ॥ ১৩৯০
ব্রহ্মার পাইআ আজ্ঞা জত দেবগণ।
অবনীর মাঝে জর্ম্ম লইল তখন ॥ ১৩৯১
মুনি বলে সুন পরিক্ষিতের নন্দন।
জেমতে হইল সুন সৃষ্টির সৃজন ॥ ১৩৯২
ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল ছয় জন।
ছয় জন হইতে সুন জর্ম্মবিবরণ ॥ ১৩৯৩
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তার পুত্র হইল কশ্যপ মহামুনি ॥ ১৩৯৪
তের[১] কন্যা দক্ষের কশ্যপ বিভা কৈল।
তা সভার জন্ম সুন জাতে জে হইল ॥ ১৩৯৫
বলিষ্ঠ বিদ্যুত নামে তের জন গুণি।
তের জনের জত কর্ম্ম সুন নৃপমণি ॥ ১৩৯৬
অদিতির গর্ভে হইল আদিত্য দ্বাদশ।
জাহার প্রকাশ হৈতে প্রকাশ দিবস ॥ ১৩৯৭
[যম মিত্র অংশ ভর্গ বরুণ গরিতা।
ত্বষ্টা বিষ্ণু বিবস্বান সবিতা বিধাতা ॥][২] ১৩৯৮
এ আদি অদিতিপুত্র হৈল বহুতর। [৪৪ক]
সভাকার শ্রেষ্ঠ পুত্র হৈল পুরন্দর ॥ ১৩৯৯
দিতির দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যক।
দেবের পরম রিপু প্রতাপে পাবক ॥ ১৪০০
হিরণ্যকপুত্র হইল ছয় জন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্যপাবন ॥ ১৪০১

১। পুথিতে — 'তিন'। ২। বন্ধনীর অংশ ছাপা পুথির।

তিন পুত্র হৈল তার বলে মহাবল।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর ॥ ১৪০২
বিরোচনের পুত্র হইল বলি মহাশয়।
তার পুত্র হৈল বাণ ভুবনে দুর্জ্জয় ॥ ১৪০৩
[মহাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর ॥ ১৪০৪
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
চতুস্ত্রিংশ পুত্র হৈল বলে মহাবল ॥ ১৪০৫
বিপ্রচিত্ত সম্বর পুলোমা মঞ্জুকেশী।
এবম্বিধ বহু নাম দানবেতে ঘুষি ॥ ১৪০৬
ইহা সবাকার পুত্র পৌত্র কোটি কোটি।
র্গ মর্ত্ত পাতালে দানবদল কোটি ॥ ১৪০৭
রাহু নামে এক পুত্র সিংহিকা উদরে।
ক্রে কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধরে ॥ ১৪০৮
দনার উদরেতে জন্মিল চারি জন।
বৃত্রাসুর বল বিল ক্ষর দুর্জ্জন ॥ ১৪০৯
কালার নন্দন হৈল কালকেয়গণ।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন ॥ ১৪১০
বিনতার দুই পুত্র গরুড় অরুণ।
পক্ষীর ঈশ্বর হৈল পন্নগনাশন ॥ ১৪১১
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুপুত্র সহস্রেক লিখি ॥ ১৪১২
অনুরস্তা অমরাদি বিশ্বার দুহিতা।
প্রধান নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা ॥ ১৪১৩
লম্বুষা মুক্তকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
বাহু সুব্রত আদি লোকে অনুপমা ॥ ১৪১৪
াহা হূহূ নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
পিলার পুত্রগণে সবে করে পূজা ॥ ১৪১৫
াহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে।
হার মহিমা গুণ বিখ্যাত সংসারে ॥ ১৪১৬
ত্রেরথ আর যত অপ্সর কিন্নরে।
শ্যপ কপিলপুত্র ক্রোধার উদরে ॥ ১৪১৭
সখার উদরে জন্ম ত্বষ্টা নামে মুনি।
জগতজননী এই তের দাক্ষায়ণী ॥ ১৪১৮
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তার তিন সুত।
বৃহস্পতি হৃষ্ট আর উতথ্য অদ্ভুত ॥ ১৪১৯
পৌলস্ত মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তার সর্ব্ব গুণ ধরে ॥ ১৪২০
কুবের আদি যক্ষ তাঁহার নন্দন।
রাক্ষসে রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ॥ ১৪২১
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ ॥ ১৪২২
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
পঞ্চশত কন্যা তার হইল উৎপত্তি ॥ ১৪২৩
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয় ॥ ১৪২৪
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি এই দশ ধর্ম্মপ্রিয়া ॥ ১৪২৫
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম।
সর্ব্বঘটে স্থিতি তার সম হর্ষ কাম ॥ ১৪২৬
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি পতি সম।
হর্ষের বনিতা নন্দা এই তার ক্রম ॥ ১৪২৭
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ করেন চন্দ্র দিল দক্ষ মুনি ॥ ১৪২৮
দক্ষের তনয় হৈল বসু অষ্ট জন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন ॥ ১৪২৯
বিশ্বকর্ম্মা আদি বহু বসুর কুমার।
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র আদি সন্ততি তাঁহার ॥ ১৪৩০
যত কহিলাম পূর্ব্বে সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষ শুনহ যত মর্ত্তে অবতার ॥ ১৪৩১
দানবপ্রধান বিপ্রচিত্ত মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈলা মগধের রাজা ॥ ১৪৩২
হিরণ্যক হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের প্রধান।
শিশুপাল দন্তবক্র মহাবলবান ॥ ১৪৩৩

বাহ্লীক নৃপতি পূর্ব্বে সংহ্রাদ আছিল ।
অনুহ্রাদ আসি মর্ত্তে ধৃষ্টকেতু হৈল ॥ ১৪৩৪
বাষ্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম ।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম॥ ১৪৩৫
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল ।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম দিল ॥ ১৪৩৬
দীর্ঘজিহ্বা নামে দৈত্য নাম কাশীরাজা ।
মণিমন্ত নামে বৃত্রাসুর মহাতেজা ॥ ১৪৩৭
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে ।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক ঔরসে ॥ ১৪৩৮
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে ।
কালকেয়গণ আসি জন্মিল ভূতলে॥ ১৪৩৯
বৃহস্পতি অংশে হইল দ্রোণ মহাশয় ।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয় ॥ ১৪৪০
রুদ্রঅংশে কৃপাচার্য্য অজয় অমর ।
বসুঅংশে সাত্যকি দ্রুপদ নরবর ॥ ১৪৪১
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্বঅংশে জন্ম ।
অত্রি ঋষি পাণ্ডুর বিদুর হৈল জন্ম ॥ ১৪৪২
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি ।
সিদ্ধি বুদ্ধি কুন্তী মাদ্রী গান্ধারী সুমতি ॥ ১৪৪৩
ধর্ম্মঅংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা ।
বায়ুঅংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা ॥ ১৪৪৪
দেবরাজঅংশে জন্ম হৈল ধনঞ্জয় ।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয় ॥ ১৪৪৫
চন্দ্র হৈতে আসি অভিমন্যু মহাবীর ।
কাম হৈতে বিখ্যাত প্রদ্যুম্ন যদুবীর ॥ ১৪৪৬
আদিপুরুষের জন্ম বসুদেবঘরে ।
ভার নিবারণে জন্ম বিশ্বের ঈশ্বরে ॥ ১৪৪৭
শেষঅংশে জন্ম হৈল রোহিণীনন্দন ।
দ্রৌপদী জন্মিল আসি সবার নিধন ॥ ১৪৪৮
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর ।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ দুঃসহ বীরবর ॥ ১৪৪৯

প্রথম দুর্ম্মুখ তথা দ্বাবিংশতি বীর ।
বিকর্ণ শ্রীজরাসন্ধ সুলোচন ধীর ॥ ১৪৫০
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক ।
দুষ্প্রধর্ষ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ ॥ ১৪৫১
দুষ্কর্ণ আর যে কর্ণ চিত্র তার পর ।
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নামধর ॥ ১৪৫২
চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ সে জানহ অন্তরে ।
দুষ্প্রহর্ষ বীভৎসু বিকট তৎপরে ॥ ১৪৫৩
উপনাভ পদ্মনাভ নন্দ নামধর ।
উপানন্দ সেনাপতি সুষেণ সুধীর ॥ ১৪৫৪
সহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর ।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অজবাহু বীর ॥ ১৪৫৫
মহাবাহু চিত্রতাপ নামে সুকুমার ।
ভীমবেশ ভীমবল বলাকী তৎপর ॥ ১৪৫৬
শ্রীভীমবিক্রম মৃগায়ুধ ভীমশর ।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তার পর ॥ ১৪৫৭
দৃঢ়ধর্ম্ম দৃঢ়ক্ষেত্র সোমকীর্ত্তি বীর ।
অনুদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর ॥ ১৪৫৮
লক্ষ্যসন্ধ সহস্রাক্ষ উগ্রশ্রবা খ্যাত ।
উগ্রসেন ক্ষেমমূর্ত্তি শ্রীঅপরাজিত ॥ ১৪৫৯
পণ্ডিতক বিশালাক্ষ দুরাশয় বীর ।
দৃঢ়হস্ত দুহস্তক বাতবেগ ধীর ॥ ১৪৬০
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর ।
নাগদত্ত অনুযায়ী কবচী তৎপর ॥ ১৪৬১
জানহ বিষঙ্গ দণ্ডী আর দণ্ডধর ।
ধনুগ্রাহ উগ্রতপা ভীমরথী আর ॥ ১৪৬২
বীর বীরবাহু আলোলুপ কামধর ।
অভয় আশু রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ আর ॥ ১৪৬৩
অনাধৃষ্ট কুণ্ডভেদী বিরাচী তৎপর ।
সুদীর্ঘলোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর ॥ ১৪৬৪
মহাবাহু ব্যূঢ়োরু সে তাহার যে অনুজ ।
জানহ কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ ॥ ১৪৬৫

চিত্রক শ্রীপুর মিত্র করণ তৎপর।
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর ॥ ১৪৬৬
বেশ্যাপুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি।
এক সহোদরা মাত্র দুঃশলা সুন্দরী ॥ ১৪৬৭
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন ॥ ১৪৬৮
এক শত পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল ॥ ১৪৬৯
অংশ অবতারকথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥ ১৪৭০

শকুন্তলা উপাখ্যান।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভারতবংশের কথা শুন মহাশয় ॥ ১৪৭১
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমাকথা না হয় বর্ণিত ॥ ১৪৭২
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টেরে সংহারে ॥ ১৪৭৩
মহাপরাক্রমী রাজা রূপগুণবন্ত।
পৃথিবীতে একছত্র করিলা দুষ্মন্ত ॥ ১৪৭৪
মৃগয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর ॥ ১৪৭৫
হয় হস্তী পদাতিক না হয় গণন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা এই মহাবন ॥ ১৪৭৬
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা না যায় গণন ॥ ১৪৭৭
যতেক রাজার সৈন্য মারে মৃগচয়।
শকটে পূরিলা কেহ স্কন্ধে করি লয় ॥ ১৪৭৮
কোন কোন জন তথা খায় পোড়াইয়া।
আর এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া ॥ ১৪৭৯
হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্রবন সমান সে মুনির আশ্রম ॥ ১৪৮০
মালিনী নামেতে নদী দেখিয়া নিকটে।
মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে ॥ *]১৪৮১
অগ্নিহোত্রধূম গিআ পরশে গগনে।
ব্রহ্মার সদনে জেন বেদ উচ্চারণে ॥ ১৪৮২
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিআ বলিল রাজা সৈন্যগণ প্রতি ॥ ১৪৮৩
মুনি সম্ভাষিআ আমি আসি জতক্ষণে।
এইখানে তাবত থাকহ সর্ব্বজনে ॥ ১৪৮৪
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈআ।
কৌণ্ডিল্য আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিআ ॥ ১৪৮৫
একেলা চলিল রাজা মুনিঅন্তঃপুর।
দেখি[ব] কৌণ্ডিল্য মনে চিন্তে নরবর ॥ ১৪৮৬
হেন কালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ তুষ্ট কৈল নৃপমণি ॥ ১৪৮৭
কোথা গেলা মুনিরাজ কহত সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি ॥ ১৪৮৮
কন্যা বলে গেলা পিতা ফল আনিবারে।
মুহূর্ত্তেক রহ রাজা বলিএ তোমারে ॥ ১৪৮৯
কৌণ্ডিল্যনন্দিনী আমি সুন নরবর।
এত সুনি নরপতি করিল উত্তর ॥ ১৪৯০
তোমার সদৃশ রূপ আমি নাঞি দেখি।
মুনিকন্যা নহ সত্য কহ শশিমুখী ॥ ১৪৯১
তাহার তনয়া তুমি হইলে কেমতে।
সত্য কহ সুবদনি না ভাণ্ডিঅ মোতে ॥ ১৪৯২
কন্যা বলে সুন মোর জন্মের কাহিনী।
জেন মতে হইলাঙ মুনির নন্দিনী ॥ ১৪৯৩
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপ মুনি করে অনাহারে ॥ [৪৪] ১৪৯৪

* বন্ধনীর অংশ বটতলার ছাপা বই হইতে লইলাম এবং তাহা ৬১০নং পুথির সাহায্যে শোধন করিয়া দিলাম, পুথিতে ইহা নাই।

তার তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
মোর ইন্দ্রপদ নিব এই মুনিবর ॥ ১৪৯৫
সব দেবগণ মেলি ভাবিল অন্তরে।
মেনকাকে আনিঞা বলিল পুরন্দরে ॥ ১৪৯৬
তব রূপ গুণ নাঞি ই তিন ভুবনে।
মোর কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে ॥ ১৪৯৭
বিশ্বামিত্র মুনির তপে কাঁপে মোর কায়।
তাঁর তপ ভঙ্গ কর করিআ উপায় ॥ ১৪৯৮
সুনিঞা মেনকা হৈল বিস্ময়বদন।
জোড় হাথ করিআ করেন নিবেদন ॥ ১৪৯৯
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী ॥ ১৫০০
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষেত্রিক্ষেত্রে জন্ম তার ব্রাহ্মণ হইল ॥ ১৫০১
কৌশিক নামেতে নদী আজ্ঞাতে স্থজিল।
মাতঙ্গেরে ব্যাধ করি পুন মুক্ত কৈল ॥ ১৫০২
দ্বিতীয় করিল স্থষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় জাহার তপেতে ॥ ১৫০৩
তাঁর তপ নষ্ট করে কাহার পরাণে।
কার্য্য নহিবেক হবেক আমার মরণে ॥ ১৫০৪
কামদেব বাউ দেহ আমার সহায়।
তপ জেনমত নহে করিব উপায় ॥ ১৫০৫
ইন্দ্রআজ্ঞা হল্য সঙ্গে জাহ দুই জনে।
দেবরাজআজ্ঞা পায়্যা চলিল তখনে ॥ ১৫০৬
হেমন্ত পর্ব্বতমধ্যে আছে মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকা কাঁপিলা থরথর ॥ ১৫০৭
অতিশয় সুবেশ ধরিয়্যা বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি ॥ ১৫০৮
হেন কালে বাউ বহে অতি খরতর।
উড়াইআ বস্ত্র তার ফেলিল আস্তর ॥ ১৫০৯
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উড়িল বস্ত্র ধরে।
বহুমত প্রকার পবনে নিন্দা করে ॥ ১৫১০
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবরে।
শরীর ভেদিল মদনের পঞ্চ শরে ॥ ১৫১১
মেনকা সহিত সম্ভোগিল মহামুনি।
কামে হত হয়্যা মুনি পিছে নাঞি গুণি ॥ ১৫১২
এক দিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বৈল তারে জল দেহ আনি॥[৪৫ক]১৫১৩
সুনিঞা মেনকা হাসি বলিল বচনে।
ভাল সন্ধ্যা স্মরণ হইল এত দিনে ॥ ১৫১৪
এত সুনি কোপিত হইলা মুনিবর।,
দেখিআ মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর ॥ ১৫১৫
হয়্যাছিল জেই গর্ব্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেলা নিজ দেশে ॥ ১৫১৬
সিংহ ব্যাঘ্র পশু নাঞি হিংসিলেক মোরে।
পক্ষগণ বেড়ি মোরে রহিল আন্তরে ॥ ১৫১৭
তপ ক[রিতে] কৌণ্ডিল্য মুনি গেলা সেই বনে।
অনাথা দেখিআ মোরে হৈলা সকরুণে ॥ ১৫১৮
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেকারণে তার কন্যা সুন দণ্ডধর ॥ ১৫১৯
শকুন্তে বেড়ি[য়া] ছিল নির্জ্জন কাননে।
শকুন্তলা নাম দিল তথির কারণে ॥ ১৫২০
আদিপর্ব্ব দিব্য শকুন্তলা উপাখ্যান।
কাশীদাস দেব কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ১৫২১

[৩১]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমন রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ১৫২২
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
তবে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন ॥ ১৫২৩
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
একে একে সকল কহিব তব স্থান ॥ ১৫২৪
রাজা বলে কন্যা তুমি পরম সুন্দরী।
রাজযোগ্য বট তুমি হয় মোর নারী ॥ ১৫২৫

াছের বাকল তেজ পর পট্টবাস।
অলঙ্কার পর জেই অভিলাষ ॥ ১৫২৬
ন্যা বলে রাজা আমি কৈল অঙ্গীকার।
পতা আসি সম্প্রদান করিব আমার ॥ ১৫২৭
াজা বলে মুনিরাজ বিলম্বে আসিব।
ক্ষণেক বিলম্ব হইলে মোর মৃত্যু হব ॥ ১৫২৮
াপনি আপন বিভা করহ আমারে।
নির বচনে দোষ নাহিক তোমারে ॥ ১৫২৯
াজার বিনয়বাক্য শকুন্তলা সুনি।
াজারে কহিল সত্য কর নৃপমণি ॥ [৪৫] ১৫৩০
বদের বিহিত জত আছে পূর্ব্বাপর।
হব গন্ধর্ব্ববিভা সুন নৃপবর ॥ ১৫৩১
মাহোর উদরে জেই জন্মিব কোঙর।
ত্য কর তাহারে করিবে রাজ্যেশ্বর ॥ ১৫৩২
ামে হতচিত্ত রাজা কৈল অঙ্গীকার।
ন্ধর্ব্ববিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার ॥ ১৫৩৩
বে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
াজ্যেরে লইব তোমায় লোক পাঠাইআ॥ ১৫৩৪
ত বলি নরপতি করিল গমন।
থে জাইতে নরপতি ভাবে মনে মন ॥ ১৫৩৫
বলিব মুনিরাজ আল্যে মোরে ঘরে।
পায়্যা মহারাজা ভাবেন অন্তরে ॥ ১৫৩৬
চিন্তিতে আপন দেশে গেলা নরপতি।
থো ক্ষণে গৃহে আইলা মুনি মহামতি ॥ ১৫৩৭
ান্দে হৈতে ফলভার ভূমেতে থুইল।
ন্তলা আস্য বলি মুনি ডাক দিল ॥ ১৫৩৮
জ্জাএ মলিন কন্যা না হৈল্য বাহির।
দেখিআ বিস্ময় চিত্ত হইল মুনির ॥ ১৫৩৯
জানিল মুনি জত বিবরণ।
াসিআ কন্যার প্রতি বলিল বচন ॥ ১৫৪০
ামারে হেলন করি কৈলে হেন কর্ম্ম।
রন্ত ভূপতি সেই করিল অধর্ম্ম ॥ ১৫৪১

তত্রাপি ক্ষেমিল তোরে কর্য্যাছি পালন।
না করিহ ভয় তুমি স্থির কর মন ॥ ১৫৪২
সবিনয় কন্যা বলে জুড়ি দুই কর।
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ক্ষেম মুনিবর ॥ ১৫৪৩
বিভাযোগ্য পাত্র সেই দুষ্মন্ত নৃপতি।
গন্ধর্ব্ববিবাহ তারে কৈল বিধিনীতি ॥ ১৫৪৪
ক্ষেমহ রাজারে দোষ আমারে দেখিয়া।
এত সুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া ॥ ১৫৪৫
তোমার কারণে আমি দিল তারে বর।
সুনি শকুন্তলা হইলা হরিষ অন্তর ॥ ১৫৪৬
হেনমতে মুনিগৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মৃত হইল রাজা রাজভোগে ভো[৪৬ক]লা ॥১৫৪৭
কথো দিনে প্রসব হইল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র শশী ষোল কলা ॥ ১৫৪৮
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হল্য রাজা নাহি জানে ॥ ১৫৪৯
মহাপরাক্রম বীর হল্য শিশুকালে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে পালে ॥ ১৫৫০
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজযোগ্য পুত্র হইল তোমার ॥ ১৫৫১
পুত্র সহ জাহ তুমি রাজার নিলয়।
পিতৃগৃহে কন্যা কভু সম্ভব্য না হয় ॥ ১৫৫২
এত বলি শিষ্য কথ দিল্লেন সংহতি।
পুত্র সহ পাঠাইল যথা নরপতি ॥ ১৫৫৩
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনা নগরে।
শকুন্তলা গেলা যথা আছে নৃপবরে ॥ ১৫৫৪
পাত্র মিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া ॥ ১৫৫৫
রাজারে চাহিআ শকুন্তলা বলে বাণী।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি ॥ ১৫৫৬
পূর্ব্বের নিয়ম রাজা করহ স্মরণ।
কৌণ্ডিল্য আশ্রমে ছিলে মৃগয়া কারণ ॥ ১৫৫৭

আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
যুবরাজযোগ্য হয় এইত নন্দন॥ ১৫৫৮
সুনি সভাখণ্ড সব বিস্ময় অন্তর।
হাসিঞা দুস্মন্ত রাজা করিল উত্তর॥ ১৫৫৯
কোথার তপস্বী তুঞি কাহার নন্দিনী।
কোন কালে পরিচয় আমি নাঞি জানি॥ ১৫৬০
এত সুনি শকুন্তলা [হইল] লজ্জিত।
মহাক্রোধে অধরোষ্ঠ সঘনে কম্পিত॥ ১৫৬১
কি বোল বলিলে রাজা নাঞি ধর্ম্মভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥ ১৫৬২
জানিঞা সুনিঞা মিথ্যা কহে জেই জন।
সহস্র বৎসর তার নরক ভোজন॥ ১৫৬৩
মিথ্যা হেন বাক্য রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥ ১৫৬৪
পতিব্রতা নারী আমি [৪৬] না কর হেলন।
নীচ জন হেন মোরে না চাহ রাজন॥ ১৫৬৫
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
জাহার সহায় রাজা সর্ব্বধর্ম্মে তরি॥ ১৫৬৬
ভার্য্যা বিনে গৃহ শূন্য ঘর বনপ্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলাএ॥ ১৫৬৭
স্বামীর জিয়ন্তে ভার্য্যা আগে জদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে॥ ১৫৬৮
ভার্য্যা হইতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
জেই পুত্র হৈতে লোক ভুঞ্জে স্বর্গসুখ॥ ১৫৬৯
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি মাতা পিতা তরে॥ ১৫৭০
পিণ্ডদানে মাতা পিতার করএ উদ্ধার।
হেন নীত কহে রাজা বেদেতে ব্রহ্মার॥ ১৫৭১
ধূলাএ ধূসর পুত্র কর আলিঙ্গন।
হৃদয়ের জত দুস্খ হইব খণ্ডন॥ ১৫৭২
হেন পুত্র দাণ্ডায়্যাছে তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে॥ ১৫৭৩
পিতার হাইবাসে পুত্র সদা ভাবে দুখ।
তেকারণে দেখিতে আইল তব মুখ॥ ১৫৭৪
আলিঙ্গন দিআ রাজা তোষহ কোঙরে।
আমারে না রাখ তার নাহিক বিচারে॥ ১৫৭৫
বিশ্বামিত্র পিতা মোর মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে থুয়্যা গেলা একাকিনী॥ ১৫৭৬
জননী তেজিল পূর্ব্বে তুমি তেজ ইবে।
তোমারে বলিব কি কর্ম্ম এইরূপে॥ ১৫৭৭
এতেক বিনয় জবে শকুন্তলা বৈল।
সুনিঞা নৃপতি তারে উত্তর না দিল॥ ১৫৭৮
অকারণে পুন পুন কহসি কাহারে।
তোহর বচন সুনি [কেবা] স্নেহ করে॥ ১৫৭৯
তোহর জনক জদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপছরা হয় তোহোর জননী॥ ১৫৮০
বিশ্বামিত্রে লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
ক্ষেত্রিযোনি জন্ম হয়্যা চলে বিপ্রপথে॥ ১৫৮১
মিথ্যা প্রপঞ্চ করি ভাণ্ডিস আমারে। [৪৭ক]
জাহ বা না জাহ কেবা জিজ্ঞাসে তোমারে॥ ১৫[৮২]
শকুন্তলা বলে রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা কর নহেত উচিত॥ ১৫৮৩
তোমায় আমায় রাজা অনেক আন্তর।
সুমেরু সরিষা জেন নহে পাঠান্তর॥ ১৫৮৪
মোর মাতা স্বর্গে বৈসে তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গ মর্ত্তে সমতুল্য কর নরপতি॥ ১৫৮৫
মোর শক্তি দেখ রাজা আপন নয়ানে।
এখনি জাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে॥ ১৫৮৬
জত নিন্দা কর সহি স্বামীর কারণে।
[আপনা না জান নিন্দা কর অন্য জনে॥[১]] ১৫[৮৭]

১। এই ছত্র ছাপা পুথির। মূল পুথিতে ইহা নাই।

ত্য সম পুণ্য রাজা নাহিক তুলনা।
থ্যা সম পাপ নাহি বলে মুনি জনা ॥ ১৫৮৮
ত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
ন কালে শব্দ সুনি আকাশ উপর ॥ ১৫৮৯
তী পতিব্রতা রাজা তোহোর গৃহিণী।
সহ সংগ্রহ করহ নৃপমণি ॥ ১৫৯০
বলি শকুন্তলা তোমারে ক্ষেমিল।
ন্তলা ক্রোধ হৈলে না হইব ভাল ॥ ১৫৯১
শের তিলক রাজা এইত নন্দন।
মার বচনে কর রক্ষণ ভরণ ॥ ১৫৯২
রথ বলিআ নাম রাখহ এহার।
হৈতে বংশোজ্জ্বল হইব তোমার ॥ ১৫৯৩
ষ্মন্ত নৃপতি সুনি মন্ত্রী পুরোহিতে।
তেক আকাশবাণী হৈল্য আচম্বিতে ॥ ১৫৯৪
জা বলে মন্ত্রিগণ সুনিলে শ্রবণে।
মিহ জানিএ এহা নই বিস্মরণে ॥ ১৫৯৫
নিঞা না জানি আমি লোকাচারে ডরি।
াকে বলিবেক এই কোথাকার নারী ॥ ১৫৯৬
বলি নরপতি পুত্র কৈল্য কোলে।
শত চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ ১৫৯৭
ন্তলাএ কৈল রাজা মুখ্য পাটেশ্বরী।
রম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি ॥ ১৫৯৮
থো দিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
থেরে রাজ্য দিয়া রাজা গেলা বন ॥ ১৫৯৯
থিবীতে মহারাজা হইল ভরথ।
মেধ যজ্ঞ রাজা কৈল শত শত ॥ ১৬০০
পদ্ম স্বর্ণ রাজা বিপ্রে দিল দান।
তাএ নাহিক কেহো ভরথ সমান ॥ ১৬০১
াগরা পৃথিবী [৪৭] শাসিল বাহুবলে।
যাপি ভারথভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে ॥ ১৬০২
র বংশে জন্ম হৈল সুন নরপতি।
রথের বংশ বলি রহিল খেআতি ॥ ১৬০৩
ভরথের উপাখ্যান জেই জন সুনে।
আউ যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ ১৬০৪
আদিপর্ব্ব ভারথ রচিল মুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ * ॥ ১৬০৫

[৩২]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাহি সুনি কোন কালে ॥ ১৬০৬
তোমার মুখের ভাষ অমৃত সমান।
কহিআ আমার তরে জন্মাইলে জ্ঞান ॥ ১৬০৭
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বড়ই রহস্যকথা সুনিব সাদরে ॥ ১৬০৮
বৈশম্পায়ন বলে সুন নৃপমণি।
একমনে সুন তুমি ব্যাসের কাহিনী ॥ ১৬০৯
কহিল তোমা[রে] এই ভারথ আখ্যান।
সোমবংশ কহি রাজা কর অবধান ॥ ১৬১০
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাহার ॥ ১৬১১
তাহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত হইল জে তাহার তনয় ॥ ১৬১২
তাহার নন্দন হৈল বিদিত জগতে।
ইলাগর্ব্ভে পুরোরবা বুধের বীর্য্যেতে ॥ ১৬১৩
চন্দ্রের নন্দন বুধ বিখ্যাত সংসারে।
পুরোরবা মহারাজা জাহার কুমারে ॥ ১৬১৪
সপ্ত দ্বীপমধ্যে তিহোঁ হৈল্যা নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে ভার্য্যার সংহতি ॥ ১৬১৫
আউস নৃপতি হৈল তাহার কুমার।
যযাতির গুণ হৈল বিখ্যাত সংসার ॥ ১৬১৬
শুক্রশাপে জরা হৈল জাহার শরীরে।
পুত্রে জরা দিআ ভোগ ভুঞ্জে নৃপবরে ॥ ১৬১৭
জন্মেজয় বলে কহ এহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন দোষ করিল রাজন ॥ [৪৮ক] ১৬১৮

কোন হেতু শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার ॥ ১৬১৯
মুনি বলে স্থনহ নৃপতি জন্মেজয়।
দেবতা অসুর যুদ্ধ নিরন্তর হয় ॥ ১৬২০
বৃহস্পতি পুরোহিত কৈল পুরন্দর।
দৈত্য কৈল পুরোহিত ভৃগুর কুঙর ॥ ১৬২১
সঞ্জীবনি মন্ত্রে ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
জত মরে তত জিএ নাহিক বিনাশ ॥ ১৬২২
যুদ্ধে জত দেবগণ হএত নিধন।
জিয়াইতে নাহি শক্তি অঙ্গিরানন্দন ॥ ১৬২৩
শুক্রের প্রতাপে দেব হৈলা চমৎকার।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করিল বিচার ॥ ১৬২৪
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাহারে বলিল তবে জত দেবগণ ॥ ১৬২৫
সঞ্জীবনি মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দনে।
উপায় করিআ তুমি লহ তার স্থানে ॥ ১৬২৬
বৃষপর্ব্বাপুরমধ্যে তাহার বসতি।
তোমা বিনে জাইতে পারে কাহার শকতি ॥ ১৬২৭
শিষ্য হয়্যা তার স্থানে কর অধ্যয়ন।
দেবযানী তার কন্যা করিবে সেবন ॥ ১৬২৮
এত জদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্বাপুরমধ্যে করিল গমন ॥ ১৬২৯
শুক্রের চরণে কচ কৈল নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার ॥ ১৬৩০
অঙ্গিরার পৌত্র আমি স্থন তপোধন।
পড়িবার হেতু আইলাঙ তোমার সদন ॥ ১৬৩১
এত স্থনি শুক্র তারে করিল আশ্বাস।
পড়াব সকল বিদ্যা জেই অভিলাষ ॥ ১৬৩২
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করান পঠন ॥ ১৬৩৩
বিবিধ বিধানে কচ শুক্রসেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাঁহার কন্যারে ॥ ১৬৩৪
কর জোড়ি থাকে কচ দেবযানী আগে।
অবিলম্বে আনে কচ কন্যা জাহা মাগে ॥ [৪৮] ১৬৩৫
নৃর্ত্য গীত বাদ্যে তারে করেন তোষণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈআ কচ থাকে অনুক্ষণ ॥ ১৬৩৬
হেন মতে গেল পঞ্চ শতেক বচ্ছরে।
কচে নিযোজিল শুক্র গাভী রাখিবারে ॥ ১৬৩৭
গোধন রক্ষণে কচ চলি জায় বনে।
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল এক দিনে ॥ ১৬৩৮
জানিল দেবের গুরু তাহার নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ ॥ ১৬৩৯
তবে সব দৈত্যগণ ক্রোধিত হইয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিআ ॥ ১৬৪০
অস্থি মাংস সকল শার্দ্দূলে খাওাইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল ॥ ১৬৪১
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে।
কচ নাই গাভীগণ আইল সত্বরে ॥ ১৬৪২
কচ নাঞি দেবযানী চিন্তেতে চিন্তিত।
কান্দিআ পিতার ঠাঞি জানাল্য তুরিত ॥ ১৬৪৩
গাভীগণ আল্য ঘরে কচ নাহি আল্য।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্যে কিবা অরণ্যে মারিল ॥ ১৬৪৪
নিশ্চয় মরিব পিতা কচের বিহনে।
এত বলি দেবযানী কান্দে সকরুণে ॥ ১৬৪৫
শুক্র বলে দেবযানি না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জিয়াব এখন ॥ ১৬৪৬
আস্য কচ বলি মুনি তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রতাপে কচ আসি উত্তরিল ॥ ১৬৪৭
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলে এতক্ষণ ॥ ১৬৪৮
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল।
গুরুর প্রসাদে পুন আমি প্রাণ পাল্য ॥ ১৬৪৯
এত স্থনি দেবযানী পিতারে কহিল।
গোধন রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল ॥ ১৬৫০

রথে যযাতিকথা শ্রবণে অমৃত।
চালি প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥ * ॥ ১৬৫১

[৩৩]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
দেবযানীর কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥ ১৬৫২
তব ভাষে আমার স্থস্থি[৪৯ক]র হৈল্য মন।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ তপোধন॥ ১৬৫৩
মুনি বলে এই কথা স্থন নরবর।
ভারথে কচের কথা বড়ই স্থন্দর॥ ১৬৫৪
তবে কথো দিনে তারে বৈল্য দেবযানী।
দেব আরাধিব আমি পুষ্প দেহ আনি॥ ১৬৫৫
আজ্ঞা পায়্যা গেলা কচ পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অস্থরে॥ ১৬৫৬
তিলের প্রমাণ কৈল্য খড়েগতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিআ॥ ১৬৫৭
পুন জিআইব কচ মন্ত্রের প্রতাপে।
কচ প্রাণ পাবেক তাহার প্রাণ জাবে॥ ১৬৫৮
এতেক বিচার করি জত দৈত্যগণ।
মদিরা সহিত শুক্রে করাল্য ভক্ষণ॥ ১৬৫৯
পুন দেবযানী গিয়া বাপে নিবেদিল।
পুষ্প আনিবারে বাপা কচে পাঠাইল্য॥ ১৬৬০
বহু ক্ষণ হল্য বাপা কচ নাহি আল্য।
পুনরপি কচে পারা দৈত্যগণ মাল্য॥ ১৬৬১
মরিব বাপা কচ না দেখিয়া।
নরপি কচে বাপা দেহ জিয়াইয়া॥ ১৬৬২
বলে দেবযানি না কর বিলাপ।
মরিল জনেরে অকারণে কর তাপ॥ ১৬৬৩
সূর্য্য ইন্দ্র আদি মরিলে না জিএ।
চকারণে তার হেতু শোক না করিএ॥ ১৬৬৪
দবযানী বলে পিতা কিছু কহ তুমি।
নশ্চএ মরিব কচে না দেখিলে আমি॥ ১৬৬৫
কচের জতেক সেবা কহিতে না পারি।
কচের পিরিতি বাপা পাসরিতে নারি॥ ১৬৬৬
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন॥ ১৬৬৭
কন্যা প্রবোধিআ শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন ওদরে॥ ১৬৬৮
শুক্র বলে কচ কহ নিজ বিবরণ।
আমার ওদরে আইলে কিসের কারণ॥ ১৬৬৯
কচ বলে আমারে মারিল দৈত্যগণে।
মদিরা সহিত [৪৯] তোমাএ করাল্য ভক্ষণে॥ ১৬৭০
জ্ঞান নাঞি টুটে মোর তপ অধ্যয়নে।
কেমতে বাহির হব ভাবিতেছি মনে॥ ১৬৭১
এত স্থনি শুক্র তারে বলে আর বার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার॥ ১৬৭২
বাহির না কৈলে তোমা ব্রহ্মবধ হয়।
মরণ অধিক বড় ব্রহ্মবধে ভয়॥ ১৬৭৩
ব্রহ্মা আদি দেবগণে আছে জত জনে।
ব্রহ্ম ভয় পাপ খণ্ডে কাহার পরাণে॥ ১৬৭৪
এত ভাবি কচে শুক্র কহিল বচন।
নিশ্চএ দেখিল পুত্র আমার মরণ॥ ১৬৭৫
সঞ্জীবনি মন্ত্র এই দিতেছি তোমারে।
বাহির হইআ তুমি জিআইবে মোরে॥ ১৬৭৬
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দনে।
গর্ব্ভে থাকি মন্ত্র কচ কৈল্য অধ্যয়নে॥ ১৬৭৭
তবে দৈত্যগুরু খড়গ করেতে করিআ।
বাহির করিল কচে ওদর চিরিআ॥ ১৬৭৮
কচ হৈল্য বাহির তেজিল শুক্র প্রাণ।
পুনরপি জিয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান॥ ১৬৭৯
তবে মহাক্রোধ হৈল্য ভৃগুর নন্দন।
স্থরা প্রতি শাপ মুনি দিল ততক্ষণ॥ ১৬৮০
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মোর শিষ্য মার তোরা কেমন প্রকৃতি॥ ১৬৮১

আজি হৈতে কচ তোরা কেহো না হিংসিবে।
মোর বোল হেলা কৈলো বহু দুস্খ পাবে ॥ ১৬৮২
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিআ।
যথাসুখে বিহরহ নির্ভয় হইয়া ॥ ১৬৮৩
বিদ্যা পড়ি শুক্র স্থানে সুরপুরী জায়।
দেবযানী স্থানে গেলা হইতে বিদায় ॥ ১৬৮৪
আজ্ঞা কর জাব আমি আপনার দেশ।
চিত্তে অনুগ্রহ মোরে রাখিবে বিশেষ ॥ ১৬৮৫
এত সুনি দেবযানী বিস্ময় বদন।
কচেরে চাহিআ তবে বলিল বচন ॥ ১৬৮৬
দেখহ আমার কচ যৌবন সময়।
তোমারে দেখিএ যোগ্য কর পরিণয় ॥ ১৬৮৭
সুনিঞা বিস্ময় হৈল্য মুনির কুমার।
হেন অনোচিত বাক্য না বলিহ আর ॥ ১৬৮৮
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমত কুচ্ছিত কেন বল দেবযানি ॥ ১৬৮৯
দেবযানী বলে বাক্য [৫০ক] না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে বিভা আছে মোর মন ॥ ১৬৯০
মরিআ ছিলে তুমি জিয়াল্য বারে বারে।
মোর বাক্য নাহি রাখ কেমত বিচারে ॥ ১৬৯১
পূর্ব্বের পিরিতি রাখ আমার বচন।
এত সুনি কচ হল্যা বিরস বদন ॥ ১৬৯২
কচ বলে দেবযানি নহেত উচিত।
তোমাএ আমাএ হেন না হয় পিরিত ॥ ১৬৯৩
জেই শুক্র হৈতে তুমি হল্যে গুণবতি।
সেই শুক্র হৈতে পুন আমার উৎপতি ॥ ১৬৯৪
সহজে সোদর ভগ্নী হইলে আমার।
কেমতে এমত কহ লোকে কদাচার ॥ ১৬৯৫
আজ্ঞা কর জাই আমি আপন নিলয়।
সুনি দেবযানী ক্রোধ হৈল্য অতিশয় ॥ ১৬৯৬
স্ত্রী হইবারে আমি করিল বিনয়।
মোর বাক্য না রাখিলে তুমি দুরাশয় ॥ ১৬৯৭
জত বিদ্যা তোরে শিখাইল মোর বাপে।
সকল বিফল হব মোর এই শাপে ॥ ১৬৯৮
কচ বলে দেবযানি কৈলে কোন কর্ম্ম।
বিনা দোষে শাপ দিলে নহে তোর ধর্ম্ম ॥ ১৬৯৯
কামুক হইয়া মোরে বল অনোচিত।
তেকারণে দিব শাপ এহার বিহিত ॥ ১৭০০
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
মোর শাপে ক্ষেত্রি ভর্ত্তা হইব তোমার ॥ ১৭০১
মোরে শাপ দিলে তুমি না হয় খণ্ডন।
নিশ্চয় বিফল জত করিল পঠন ॥ ১৭০২
আমি জত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
তার ফলদান হব মোর অধ্যয়নে ॥ ১৭০৩
এত বলি গেলা কচ ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত জতেক অমর ॥ ১৭০৪
কহিলেন কচ তারে সব বিবরণ।
নিষ্কণ্টক হৈআ যুদ্ধ কর দেবগণ ॥ ১৭০৫
দেব দৈত্য যুদ্ধকথা না জায় কথন।
আনন্দিত হয়্যা সুনি কচের বরণ ॥ ১৭০৬
মহাভারথের কথা রচিলেন ব্যাস।
আনন্দে রচিল তাহা কাশীরামদাস ॥ * ॥ ১৭০৭

[৩৪]

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল জুড়ি দুই কর।
দেবযানীবিভা কথা কহ মুনিবর ॥ ১৭০৮
মুনি বলে অবধানে সুন দণ্ডধর।
দেবযানীবিভা কথা অতি মনোহর ॥ ১৭০৯
তবে কথো দিনে সুন বৃষপর্ব্বাপুরে। [৫০]
কন্যাগণ মেলি গেলা স্নান করিবারে ॥ ১৭১০
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বার কুমারী।
স্নানেতে চলিলা দাসীগণ সঙ্গে করি ॥ ১৭১১
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিলা সংহতি।
একত্রে চলিলা সঙ্গে সকল যুবতি ॥ ১৭১২

থ নামে বনে আছে সরোবর।
ক্রীড়া করে সভে তাহার ভিতর ॥ ১৭১৩
জ নিজ বস্ত্র সব রাখিলেন কূলে।
হইআ সভে ক্রীড়া করে জলে ॥ ১৭১৪
ন কালে খরতর বহিছে পবন।
কত্র করিল জত সভার বসন ॥ ১৭১৫
করিআ উঠিল কন্যাগণ।
নিঞা পরিল সভে আপন বসন ॥ ১৭১৬
র্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
নীর বস্ত্র পরে হইআ বিস্মৃতি ॥ ১৭১৭
বযানী বলে তোর বড় অহঙ্কার।
দ্রী হয়্যা বস্ত্র তুঞি পরিলি আমার ॥ ১৭১৮
লিতে বলিতে ক্রোধ অধিক বাড়িল।
লে ধরি দেবযানী কূপেতে ফেলিল ॥ ১৭১৯
পে ফেলি শর্ম্মিষ্ঠা গেলেন নিজাগার।
রিল কি জিএ পুন না দেখিল আর ॥ ১৭২০
দবের নিবন্ধ তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
সই বনে গেলা রাজা মৃগ মারিবারে ॥ ১৭২১
গয়াতে রত বড় নহুষনন্দন।
সৈন্যেতে মহারাজা গেলা সেই বন ॥ ১৭২২
ষ্ণাতে পীড়িত হয়্যা যযাতি রাজন।
ল অন্বেষণে বুলে জত সৈন্যগণ ॥ ১৭২৩
তে ভ্রমিতে দেখে কূপের ভিতরে।
ড়ি আছে এক কন্যা পরম সুন্দরে ॥ ১৭২৪
তি শীঘ্র লোক গিআ কহিল রাজায়।
নিঞা নৃপতি শীঘ্র আইল তথায় ॥ ১৭২৫
তি পুরাতন-কূপ ঢাকি আছে তৃণে।
প পড়ি আছে কন্যা চন্দ্রের কিরণে ॥ ১৭২৬
নাম ধরহ [৫১ক] তুমি কাহার নন্দিনী।
ার বচন শুনি বলে দেবযানী ॥ ১৭২৭
নী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী।
বিধানপূর্ব্বকে সুনহ নৃপমণি ॥ ১৭২৮

আর বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তুল কূপে হৈত্যে ॥ ১৭২৯
করে ধরি তুল মরে না কর বিচার।
বিষম প্রমাদ হৈত্যে করহ উদ্ধার ॥ ১৭৩০
এত সুনি নৃপতি বলিল আর বার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার ॥ ১৭৩১
কাহার তনয়া তুমি কহত আমারে।
তবে সে তুলিব আমি কহিল তোমারে ॥ ১৭৩২
এত সুনি দেবযানী বলেন বচন।
শুক্রের তনয়া আমি সুনহ রাজন ॥ ১৭৩৩
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জেই তুমি কন্যা তার।
দ্বিতীয়ে নবীন যুবা বএস তোমার ॥ ১৭৩৪
তেকারণে তোমারে না ছুঞিতে জুয়ায়।
কন্যা বলে রাজা দোষ নাহিক তোমায় ॥ ১৭৩৫
অন্ধ কূপে পড়িআ মোহর প্রাণ জায়।
তুরিতে উদ্ধার করি প্রাণ রাখ রায় ॥ ১৭৩৬
এত সুনি নরপতি কন্যার বচন।
কন্যারে দক্ষিণ হস্ত দিল ততক্ষণ ॥ ১৭৩৭
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যা উদ্ধারিআ রাজা নিজ দেশ গেল ॥ ১৭৩৮
হেন কালে পূর্ণিকা নামেতে পরিচারি।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী ॥ ১৭৩৯
কান্দিআ কহিল জত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিআ মোর সমাচার ॥ ১৭৪০
নগরেতে আমি নাঞি করিব গমন।
কোন লাজে লোকে আমি দেখাব বদন ॥ ১৭৪১
এত সুনি পূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি।
তুরিতে কহিল যথা শুক্র মহামতি ॥ ১৭৪২
করজোড়ে পূর্ণিকা বলেন সবিনয়।
দেবযানীর বৃত্তান্ত সুন মহাশয় ॥ ১৭৪৩
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেলা স্নান করিবারে।
বনেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাল্য তাহারে ॥ ১৭৪৪

এত স্তনি শুক্র হল্যা বিরস বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন ॥ [৫১] ১৭৪৫
দেবযানী দেখি শুক্র বনের ভিতরে।
হেট মুখে বসি আছে চক্ষে লোহ ঝরে ॥ ১৭৪৬
বস্ত্র দিআ দৈত্যগুরু মুছিল বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কহ কিসের কারণ ॥ ১৭৪৭
বৃষপর্ব্বাকন্যা মোরে বলেতে ধরিআ।
নিজ ঘরে গেল মোরে কূপে ফেলাইআ ॥ ১৭৪৮
শূদ্রী হয়্যা মোর বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কহিতে কহিল মোরে বৈল কুবচন ॥ ১৭৪৯
শুক্র বলে দেবযানি তেজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক নষ্ট হয় ক্রোধ মহাপাপ ॥ ১৭৫০
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ববিজ্ঞধর্ম্ম জান্য জে ক্রোধ সম্বরে ॥ ১৭৫১
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রমিত কৈল্য মোরে দৈত্যের নন্দিনী ॥ ১৭৫২
সর্পের দংশনে জেন সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
কাষ্ঠ কাষ্ঠ ঘরিষণে জেন অগ্নি হএ ॥ ১৭৫৩
ততোধিক পিতা মোর দহে কলেবর।
না হয় নির্বর্ত্ত মোর স্তনহ উত্তর ॥ ১৭৫৪
কন্যার বচন স্তনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্বা দৈত্যগৃহে করিল গমন ॥ ১৭৫৫
বৃষপর্ব্বা চাহি শুক্র বলেন বচন।
অন্য দেশে জাব তেজি তোমার সদন ॥ ১৭৫৬
পাপী দুরাচার জেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান্ লোক তার নিকটে না থাকে ॥ ১৭৫৭
মোর গৃহে কন্যা মোর প্রাণের সমান।
কূপে ফেলাইল তারে মোর বিদ্যমান ॥ ১৭৫৮
স্ত্রীবধ ব্রহ্মবধ কৈলি বারে বারে।
সহজে অসুর তুমি দুষ্ট দুরাচারে ॥ ১৭৫৯
পাপীর নিকটে থাকিলে পাপ বাড়ে।
তেকারণে বুধ লোক পাপী সঙ্গ ছাড়ে ॥ ১৭৬০

এত বলি ভৃগুসুত চলিলা সত্বরে।
পাএ ধরি রহাইআ বলে দৈত্যেশ্বরে ॥ ১৭৬১
অধর্ম্মী পাপিষ্ঠ আমি অতি দুরাচার।
আপনার গুণে গোসাঞি কর প্রতিকার ॥ [৫২ক] ১৭৬২
শুক্র বলে তুমি কিম্বা প্রবেশ সাগরে।
শরীর তেজহ কিম্বা জাহ দিগান্তরে ॥ ১৭৬৩
প্রাণের সমান হয় আমার কুমারী।
এহারে অপ্রিয় আমি বলিবারে নারি ॥ ১৭৬৪
প্রবোধ করিতে জদি পার দেবযানী।
তবে সাম্য হোই আমি স্তন সত্যবাণী ॥ ১৭৬৫
এত বলি দৈত্যরাজ সবিনয় হয়্যা।
করজোড়ে দেবযানীর অগ্রে দাণ্ডাইআ ॥ ১৭৬৬
করিল অধর্ম্ম আমি ক্ষেম অপরাধ।
সদয় হইআ মোরে করহ প্রসাদ ॥ ১৭৬৭
তবে দেবযানী বৈল্য স্তন দৈত্যেশ্বরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে ॥ ১৭৬৮
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই উর্ব্বশী।
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী ॥ ১৬৬৯
এত স্তনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এই ক্ষেণে আনি দিব অগ্রেতে তোমার ॥ ১৭৭০
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে ॥ ১৭৭১
ক্রোধ করি জান শুক্র নগর ছাড়িআ।
তেকারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইআ ॥ ১৭৭২
কন্যা বলে হয় তাহে জ্ঞাতির কুশল।
জাহে রোধ হএ শুক্র করিব নিশ্চল ॥ ১৭৭৩
এত বলি জায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথাএ আছেন তার পিতা দৈত্যপতি ॥ ১৭৭৪
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিআ দাণ্ডাল্য সকলে ॥ ১৭৭৫
বৃষপর্ব্বা বলে কন্যা দৈবের লিখনে।
দেবযানীকে তোরে দিল দাসীপণে ॥ ১৭৭৬

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলা পিতা জে আজ্ঞা তোমার।
হইলাঙ দাসী আমি কর্ম্ম আপনার ॥ ১৭৭৭
এত সুনি উত্তর করিল দেবযানী।
ক্রমতে হইবে দাসী তুমি ঠাকুরাণী ॥ ১৭৭৮
তোর বাপে মোর বাপ সদা স্তুতি করে।
তোমার অপেক্ষা হেতু আছে কলেবরে ॥ ১৭৭৯
এমন জনের দাসী হইবে কেমনে।
সুনিঞা উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে ॥ ১৭৮০
জাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে হইব দাসীপণ ॥ ১৭৮১
তবে শুক্র দেবযানী গেলা অন্তঃপুরে। [৫২]
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেলা নিজ পরিবারে ॥ ১৭৮২
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ ১৭৮৩
আদিপর্ব্বে সুন দেবযানী উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ১৭৮৪

[৩৫]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
ভারথে অপূর্ব্ব দেবযানী উপাখ্যান ॥ ১৭৮৫
তোমার ভাষেতে স্নিগ্ধ হৈল্য মোর মন।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ তপোধন ॥ ১৭৮৬
মুনি বলে নরপতি সুন একমনে।
কহিব সকল কথা ব্যাসের বচনে ॥ ১৭৮৭
হেনমতে নানা সুখে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীপণে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী ॥ ১৭৮৮
কথো দিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইআ।
সহস্রেক দাসীগণ সঙ্গেতে করিআ ॥ ১৭৮৯
কেহো নাচে কেহো গাএ কেহো দেই তালি।
নানা বাদ্য করে কেহো জয় হুলাহুলি ॥ ১৭৯০
কিসলয়দলেতে সুতিআ দেবযানী।
পদযুগ সেবে তার দৈত্যের নন্দিনী ॥ ১৭৯১

হেন কালে সেই বনে দৈবের লিখনে।
যযাতি নৃপতি আইল মৃগয়া কারণে ॥ ১৭৯২
কন্যাগণ দেখিআ জিজ্ঞাসে নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী ॥ ১৭৯৩
এত সুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নামে খ্যাত চরাচর ॥ ১৭৯৪
তাহার তনয়া আমি নাম দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী দৈত্যের নন্দিনী ॥ ১৭৯৫
তুমি কিবা নাম ধর কাহার নন্দন।
এথাকারে আল্যে তুমি কোন প্রয়োজন ॥ ১৭৯৬
সুনিঞা কন্যার বোল বলিল নৃপতি।
নহুষনন্দন নাম ধরিএ যযাতি ॥ ১৭৯৭
দেবযানী বলে আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী ॥ ১৭৯৮
পরম সুন্দর তুমি বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা ॥ ১৭৯৯
পূর্ব্বে কূপ হইতে তুমি তুলিআছ মোরে।
পুরুষ হইআ তুমি ধরিআছ করে ॥ [৫৩ক] ১৮০০
এখন আমারে বিভা কর নরপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা সংহতি ॥ ১৮০১
তব বংশে রাজা কেহো বিভা নাহি করে।
হাথে ধরি লেহ রাজা জেই কন্যা বরে ॥ ১৮০২
রাজা বলে শুক্র মুনি বিখ্যাত সংসারে।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র দৈত্যের ঈশ্বরে ॥ ১৮০৩
তাহার তনয়া তুমি বিখ্যাত সংসারে।
ব্রাহ্মণের বিষে কন্যা সবংশ সংহারে ॥ ১৮০৪
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচক যাচিলে তার নাহিক সংশয় ॥ ১৮০৫
রাজা বলে শুক্র জদি দেন অনুমতি।
তবে বিভা করি আমি সুন গুণবতি ॥ ১৮০৬
এত সুনি দেবযানী রাজার[১] উত্তর।
রাজারে রাখিআ গেলা পিতার গোচর ॥ ১৮০৭

১। পুথিতে—'কন্যার'।

পিতারে কহিল্যা কন্যা জত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি আইলা মৃগয়া কারণ॥ ১৮০৮
তাঁরে সম্প্রদান মোরে কর মহাশয়।
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষতনয়॥ ১৮০৯
কন্যার বচন এত সুনি মহামতি।
দেবযানী সহ গেলা যথা নরপতি॥ ১৮১০
শুক্র দেখি নরপতি দণ্ডবত কৈল্য।
করজোড় করি রাজা অগ্রে দাণ্ডাইল॥ ১৮১১
ইচ্ছাবরি হল্য কন্যা বিভা কর তুমি।
হস্তে ধরি দিল এই কন্যা তাত আমি॥ ১৮১২
ব্রাহ্মণতনয়া তিন জাতির জননী।
শুক্র বলে আছে দোষ কহে বেদবাণী॥ ১৮১৩
তত্রাপি করহ বিভা আজ্ঞায় আমার।
মোর তপোবলে দোষ খণ্ডিব তোমার॥ ১৮১৪
এক বোল আমার সুনহ নরপতি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের দুহিতি॥ ১৮১৫
মোর কন্যা দেবযানীসেবকী এ হয়।
এহারে ডাকিবে নাঞি শয়ন সময়॥ ১৮১৬
এত বলি সমর্পিয়া দিল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিএগ দেশে গেলা নৃপমণি॥ ১৮১৭
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতি।
অশোকবনেতে রাজা দিলেন বসতি॥ ১৮১৮
যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যক্ষে সভারে রাজা দিল নিয়োজন॥[৫৩]১৮১৯
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেন মতে চির দিন নানা ক্রীড়া করি॥ ১৮২০
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইলা দেবযানী॥ ১৮২১
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় হইল নন্দন।
যদু নাম বলি তার রাখিল রাজন॥ ১৮২২
তবে কথো দিনে তথা দেখ দৈবগতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুবতী॥ ১৮২৩
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিল হৃদয়।
স্বামিহীন হইলাঙ কর্ম্ম দুরাশয়॥ ১৮২৪
বৃথা জন্ম হৈল্য মোর জীবন যৌবন।
পুত্রহীন হইলাঙ বঞ্চি দাসীগণ॥ ১৮২৫
হরি হরি বিধি মোরে হইল নিষ্ঠুর।
কোন কর্ম্ম করিলাঙ জন্মি মর্ত্তপুর॥ ১৮২৬
ভাগ্যবতী দেবযানী যৌবন সময়।
লভিল আপন কাজ পাইল তনয়॥ ১৮২৭
এতেক বিষাদ করি ভাবে মনে মনে।
পুত্র দান মাগি আমি যযাতির স্থানে॥ ১৮২৮
একান্তে রাজার জদি পাই দরশন।
ঋতুদান মাগি আজি তাহার সদন॥ ১৮২৯
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইলা নৃপতি তথা বিহার কারণ॥ ১৮৩০
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিআ প্রণমিল শশিমুখী॥ ১৮৩১
কৃতাঞ্জলি করিআ সমুখে দাণ্ডাইল।
বিনয়পূর্ব্বকে কন্যা কহিতে লাগিল॥ ১৮৩২
উপেন্দ্র চন্দ্রমা[১] ইন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণ নৃপতি তোমায় গণি তায়॥ ১৮৩৩
আমারে নৃপতি তুমি জান ভাল মতে।
এক প্রার্থনা আমি করিব তোমাতে॥ ১৮৩৪
কামভাবে তোমারে না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মে দেহ মন॥ ১৮৩৫
রাজা বলে এহা না বলিহ কদাচন। [৫৪ক]
শুক্রের বচন তোরে নাহিক স্মরণ॥ ১৮৩৬
দেবযানী বিভাকালে বৈল্য বারে বারে।
শয়নে কদাচ না ডাকিবে শর্ম্মিষ্ঠারে॥ ১৮৩৭

১। পুথিতে—'উপেন্দ্র ইন্দ্রমা চন্দ্র'।

শুক্রের বচন তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
মোর শক্তি পরশিতে নারিব তোমারে॥ ১৮৩৮
কন্যা বলে রাজা তুমি বড়ই পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব হেন নাহি পৃথিবীত॥ ১৮৩৯
প্রণার্থী[১] প্রার্থিব কান্তা ঋতু সম্প্রয়োগে[২]।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু ঋতু করে উপভোগে॥ ১৮৪০
রাজা বলে সুন এই ধর্ম্মের বিচার।
কদাচিত মিথ্যা বোল নহেত আমার॥ ১৮৪১
কন্যা বলে নহে রাজা ধর্ম্মের বিচার।
ভার্য্যা পুত্র দাসীতে স্বামীর অধিকার॥ ১৮৪২
রাজা বলে পূর্ব্বে আমি কৈল্য অঙ্গীকার।
জেই জাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥ ১৮৪৩
তে কারণে তোমার পুরিব অভিলাষ।
এত বলি গেলা রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ॥ ১৮৪৪
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহো না জানিলা গেলা আপন বসতি॥ ১৮৪৫
রাজার ঔরসে গর্ব্ভ শর্ম্মিষ্ঠা ধরিল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥ ১৮৪৬
পরম সুন্দর হৈল্য রাজার লক্ষণ।
হস্তে পদে চক্র শোভে কমললোচন॥ ১৮৪৭
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল্য লোকে মহাশব্দ।
বার্ত্তা পায়্যা দেবযানী হৈলা মহাস্তব্ধ॥ ১৮৪৮
আশ্চর্য্য সুনিল পুত্র হইল কেমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিলা তুরিতে॥ ১৮৪৯
দেবযানী বলে সখি করিলি অধর্ম্ম।
পরপুরুষের ঠাঞি পুত্র হৈল্য জন্ম॥ ১৮৫০
শর্ম্মিষ্ঠা কহিল দেখি দৈবের লিখন।
মোর ঋতুকালে আইল ঋষি একজন॥ ১৮৫১
ধর্ম্মাধর্ম্ম কামার্থেতে করিনু কামনা।
পুত্র দান দিআ মোরে গেলা সেই জনা॥[৫৪]১৮৫২
দেবযানী বলে সখি বলহ বারতা।
কি নাম ঋষির পুত্র নিবসএ কোথা॥ ১৮৫৩
শর্ম্মিষ্ঠা বলিল ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে ঋষি জেন দিবাকর॥ ১৮৫৪
আর জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইব কাহার।
তে কারণে নাম গোত্র না জানি তাঁহার॥১৮৫৫
দেবযানী বলে তুমি বড় ভাগ্যবান।
ঋষিবরে পুত্র হৈল চন্দ্রের সমান॥ ১৮৫৬
এত বলি দেবযানী গেলা অন্তঃপুর।
হেন মতে বহু দিন গেল বহু দূর॥ ১৮৫৭
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিআ নাম রাখিল তাহার॥ ১৮৫৮
দেবযানীগর্ব্ভে পুত্র হইল দুই জন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত ত্রিভুবন॥১৮৫৯
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে জন্ম ঔরস রাজার।
জ্যেষ্ঠ নাম হৈল দ্রুহ্যু দ্বিতীয় কুমার॥১৮৬০
কনিষ্ঠ হইল পুরু পরম সুন্দর।
তুলনা দিতে নাঞি তার কলেবর॥ ১৮৬১
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হল্য দেবযানী জানে॥ ১৮৬২
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে সুনে পুণ্যবান॥*॥ ১৮৬৩

[৩৬]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে॥ ১৮৬৪
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
তবে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন॥ ১৮৬৫
মুনি বলে অবধানে সুন নরবর।
সুনহ অপূর্ব্ব কথা ভারথ সুন্দর॥ ১৮৬৬

১। প্রণার্থী—প্রণয়ার্থী। প্রার্থিব—প্রার্থনা করিবে। ২। সম্প্রয়োগ—কামশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। অর্থ—স্ত্রী সম্ভোগ।

হেন মতে কথো দিন যযাতি নৃপতি।
বিহারে গেলেন দেবযানীর সংহতি ॥ ১৮৬৭
দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র জেই বনের ভিতর ॥ ১৮৬৮
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিআ।
রাজার নিকটে সভে আইল ধাইআ ॥ ১৮৬৯
সুন্দর কুমার তিনে দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি ॥১৮৭০
মৌনেতে রহিলা রাজা না দিল উত্তর।
কুমার সকলে তবে জিজ্ঞাসে সত্বর ॥ [৫৫ক]১৮৭১
কি নাম ধরহ তোরা কাহার নন্দন।
সত্য কহ এথা আইলে কিসের কারণ ॥ ১৮৭২
দেবযানী বৈল জদি এতেক বচন।
প্রত্যক্ষে আপনা নাম কহে তিন জন ॥ ১৮৭৩
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সভাকার মাতা।
রাজারে দেখিআ বলে এই মোর পিতা ॥ ১৮৭৪
এত বলি তিনে গেলা রাজার নিকটে।
প্রণাম করিআ দাণ্ডাইলা করপুটে ॥ ১৮৭৫
দেবযানীভয়ে রাজা না বলিলা কিছু।
বিরস হইআ বাহুড়িলা তিন শিশু ॥১৮৭৬
এত সুনি দেবযানী অরুণনয়ন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিআ বলিল ততক্ষণ ॥ ১৮৭৭
পূর্ব্বে জে কহিলে তুমি আমার গোচরে।
এক ঋষি পুত্র দান দিলেক আমারে ॥ ১৮৭৮
এখনে তোহর কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা সুনিআ তাহা হইল লজ্জিত ॥ ১৮৭৯
কর জোড় করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাঞি খাটি আমি সুন ঠাকুরাণি ॥ ১৮৮০
দেবযানী বলে তুঞি প্রসেনি হইআ।
মোর স্বামী পরশহ ভয় না মানিআ ॥ ১৮৮১
ক্রোধে দেবযানী তবে রাজা প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলে অবহেলে ॥ ১৮৮২
আর না রহিব আমি তোমার সদনে।
এত বলি দেবযানী করএ ক্রন্দনে ॥ ১৮৮৩
কান্দিতে কান্দিতে জায় জনকের ঘর।
বিনয় করিআ রাজা বুঝায় বিস্তর ॥ ১৮৮৪
পাছু পাছু চাহে দেবী জায় শীঘ্রগতি।
শুক্রের সমুখে গিআ হইলা উপনিতি ॥১৮৮৫
তোমার নিয়মবাক্য করিল হেলন।
বৃষপর্ব্বা দৈত্যকন্যা করিল রমণ ॥ ১৮৮৬
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার ওদরে।
দুর্ভগা করিল মোরে কৈল্য অবিচারে ॥ ১৮৮৭
কন্যার বচন সুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ ॥ ১৮৮৮
সর্ব্ব ধর্ম্মে জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মোর বোল লঙ্ঘ রাজা এ কোন বিহিত ॥ ১৮৮৯
গুরুজন লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার। [৫৫]
এই পাপে জরা অঙ্গ হইব তোমার ॥ ১৮৯০
শুক্রের শুনিঞা শাপ কম্পিত হৃদয়।
কর জোড় করিআ কহিল সবিনয় ॥ ১৮৯১
মোর কোন্ শক্তি গোসাঞি তোমারে লঙ্ঘিতে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম গোসাঞি তোমার অগ্রেতে ॥ ১৮৯২
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠারে না কৈল্য রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা করিল নিবেদন ॥ ১৮৯৩
তে কারণে তারে আমি দিল ঋতুদান।
না দিলে নাঞিক পাপ তাহার সমান ॥ ১৮৯৪
নপুংসক পুনর্জ্জন্ম হয় ক্ষিতিতলে।*
নরকের মধ্যে গিআ পড়ে অন্তকালে ॥ ১৮৯৫
ঋতুদান দিল আমি এই ধর্ম্মভয়।
আর মোর অঙ্গীকার সুন মহাশয় ॥ ১৮৯৬
জেই জাহা মাগে তাহা নাঞি করি আন।
তে কারণে মাগিল দিলাঙ ঋতুদান ॥ ১৮৯৭
শুক্র বলে ধর্ম্মভয় করিতে বিচার।
মোর বোলে ভয় নাঞি কৈলে অহঙ্কার ॥ ১৮৯৮

তেক বলিতে তবে ভৃগুর নন্দন।
দার অঙ্গেতে জরা হৈল্য ততক্ষণ ॥ ১৮৯৯
াক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল্য কেশ।
না নিঃসরে বাক্য বৃদ্ধ হৈল বেশ ॥ ১৯০০
াপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
াড় হাথে বলে রাজা করিআ বিনয় ॥ ১৯০১
াভোগে তৃপ্ত মোর নাঞি হয় মন।
কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবন ॥ ১৯০২
ঞ্চত হইলাঙ আমি সংসারের সুখে।
পায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে ॥ ১৯০৩
বৈল মোর বোল না হয় খণ্ডন।
াগ করিবারে রাজা জদি আছে মন ॥ ১৯০৪
াপনার জরা বস্তু দিআ অন্য জনে।
সুখে ভোগ তুমি করহ রাজনে ॥ ১৯০৫
জা বলে আছে মোর পঞ্চম কুমার।
জরা নিব তারে দিব রাজ্যভার ॥ ১৯০৬
বৈল তব জরা লৈব জেই জন।
জীবী হব সেই রাজ্যের ভাজন ॥ ১৯০৭
বৃদ্ধ হব তার রাজ্যে হব রাজা।
পণ্ডিত হব [৫৬ক] বলে মহাতেজা ॥ ১৯০৮
দর পাইআ আজ্ঞা যযাতি রাজন।
যানী সহ দেশে করিল গমন ॥ ১৯০৯
রথের পুণ্যকথা সুনে পুণ্যবান।
থিবীতে নাহি সুখ এহার সমান ॥ ১৯১০
াতিচরিত্রকথা শ্রবণে অমৃত।
লি প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥ * ॥ ১৯১১

[৩৭]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
সমান কথা করিল শ্রবণ ॥ ১৯১২
জরা শাপ দিল নৃপতির তরে।
ান পুত্র জরা নিল কহিবে আমারে ॥ ১৯১৩
সে কথা বিস্তার করি কহ তপোধন।
তোমার মুখের ভাষ করিব শ্রবণ ॥ ১৯১৪
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে।
আপনার গুণে মোরে কৃতার্থ করিলে ॥ ১৯১৫
বৈশম্পায়ন বলে সুন মহারাজ।
একমনে সুন তবে সিদ্ধ হব কাজ ॥ ১৯১৬
দেশে গেল নৃপতি বসিলা সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিলা ততক্ষণে ॥ ১৯১৭
শুক্রশাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগ মোর মন নাঞি পূরে ॥ ১৯১৮
জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় তুমি পরম পণ্ডিত।
পিতৃদুস্খ খণ্ডাইতে হয় ত উচিত ॥ ১৯১৯
তে কারণে মোর জরা নেহত শরীরে।
তোমার যৌবন কথো দিন দেহ মোরে ॥ ১৯২০
সহস্র বৎসরে পুন পাইবে যৌবন।
এত সুনি যদু হৈলা বিরসবদন ॥ ১৯২১
জরা সম দুস্খ পিতা নাহি ত্রিভুবনে।
অন্নজলহীন শক্তি না থাকে কখনে ॥ ১৯২২
শরীর কুচ্ছিত হয় লোকে উপহাসে।
হেন জরা নিতে মোর চিত্ত না প্রকাশে ॥ ১৯২৩
আর চারি পুত্র পিতা আছএ তোমার।
তা সভারে জরা পিতা দেহ আপনার ॥ ১৯২৪
এত সুনি ক্রোধ হৈলা যযাতি রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়্যা তুমি হৈলে অভাজন ॥ ১৯২৫
তোর বংশ রাজা নাহি হব কোন কালে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়্যা তুমি কুপুত্র হইলে ॥ ১৯২৬
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিঞা জিজ্ঞাসিল নৃপবর ॥ [৫৬] ১৯২৭
শুক্রশাপে জরা হৈল না জায়:খণ্ডন।
জরা লৈআ দেহ বাপু আপন যৌবন ॥ ১৯২৮
তুর্ব্বসু বলিলা পিতা জরা বড় দুখ।
আগে বিপর্জ্জিত হয় সংসারের সুখ ॥ ১৯২৯

হেন জরা লইতে মোর নাহিখ শকতি।
সুনিঞা কোপিত হৈলা যযাতি নৃপতি॥ ১৯৩০
পুত্র হয়্যা মোরে তুঞি কৈলে হতাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছদেশে হবে দণ্ডধর॥ ১৯৩১
দেবযানীর ছুই পুত্র না সুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকে নৃপমণি॥ ১৯৩২
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা কহিল তাহারে॥ ১৯৩৩
মোর জরা লেহ বাপু সহস্র বৎসর।
পুন জরা দিআ নিবে যুবা কলেবর॥ ১৯৩৪
দ্রুহ্যু বলে জরা পিতা বহু দোষ ধরে।
অন্যের আছুক কার্য্য বাক্য নাহি স্ফুরে॥ ১৯৩৫
নারিব লহিতে জরা মোহর শকতি।
অন্য পুত্রে তোমার বলহ নরপতি॥ ১৯৩৬
সুনিঞা নৃপতি ক্রোধে বলে ততক্ষণ।
পুত্র হৈআ পিতৃবাক্য করিলি হেলন॥ ১৯৩৭
চারি জাতি ভেদ না থাকিব জেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে কহিল বিশেষে॥ ১৯৩৮
অনু বলি আর পুত্র ডাকি নৃপবর।
তাহারে ডাকিআ রাজা বলিল সত্বর॥ ১৯৩৯
মোর জরা লেহ বাপু কর পুত্রকাজ।
সুনিঞা বলএ অনু সুন মহারাজ॥ ১৯৪০
জরা সম ছুস্খ পিতা নাহিক সংসারে।
সদাই অসুখ দেহ থাকে অনাচারে॥ ১৯৪১
জত কিছু খায় জীর্ণ না হয় ওদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বলিহ মোরে॥ ১৯৪২
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈআ বাক্য তুঞি লংঘিলি আমার॥ ১৯৪৩
জতেক জরার দুখ কহিলি আপনে।
সেই সব ছুস্খ তুঞি ভুঞ্জ অনুক্ষণে॥ ১৯৪৪
তবে নরপতি বড় হইল চিন্তিত।
সভার কনেষ্ঠ পুত্র ডাকিল তুরিত॥ ১৯৪৫
সভা হত্যে প্রিয় তুমি কনেষ্ঠ নন্দন।
প্রিয় করি রাখ বাবু আমার বচন॥ [৫৭ক] ১৯
শুক্রশাপে জরা হৈল্যে আমার শরীরে।
তৃপ্ত নাঞি হই সুখে কহিল তোমারে॥ ১৯৪৭
পুত্রকর্ম্ম কর দেহ আপন যৌবনে।
সহস্র বচ্ছরে পুন লইবে আপনে॥ ১৯৪৮
পিতার বচন সুনি বলে করজোড়ে।
তোমার বচন পিতা কে লংঘিতে পারে॥ ১৯৪৯
পুত্র হয়্যা পিতৃবাক্য না রাখে জে জন।
ইহলোকে অবযশ নরকে গমন॥ ১৯৫০
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
মোহর যৌবন ভোগ কর নৃপবরে॥ ১৯৫১
এতেক সুনিঞা রাজা হরষিত মন।
শিরে চুম্ব দিআ পুত্রে বলিল বচন॥ ১৯৫২
বংশ বৃদ্ধ হব তোর ধর্ম্মেতে তৎপর।
তব বংশে হব জত রাজ্যের ঈশ্বর॥ ১৯৫৩
যৌবন পাইআ তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্মাধর্ম্ম না জায় লিখন॥ ১৯৫৪
নানা সুখে শরীরে নিবসে নৃপবরে।
এইরূপে গোঙাইল সহস্র বচ্ছরে॥ ১৯৫৫
আর দিন জরা পুত্র দেখিআ নৃপতি।
আপনারে ধিতকার করিল মহামতি॥ ১৯৫৬
আপনার জরা দিআ পুত্রে দিল দুখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জি এত সুখ॥ ১৯৫৭
লোভেতে পুত্রের কষ্ট [না] দেখি নয়ানে।
কামভোগে মত্ত আমি ছুখিত নন্দনে॥ ১৯৫৮
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় কখনে।
জত ইচ্ছে তত বাড়ে তৃপ্ত নহে মনে॥ ১৯৫৯
এত চিন্তি নরপতি পুত্রেরে বলিল।
তোমার যৌবনে বাপু বহু ভোগ কৈল্য॥ ১৯৬
আপন যৌবন লেহ জরা দেহ মোরে।
ছত্র দণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥ ১৯৬১

চ বলি জরা নিল নহুষনন্দন।
চরে হৈইল প্রাপ্তি আপন যৌবন ॥ ১৯৬২
রু রাজা হৈল বলি হইল ঘোষণা।
ত্র মিত্র আমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা ॥ ১৯৬৩
হ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জত প্রজা।
জ্যেতে জতেক বৈসে আনাইল রাজা ॥ ১৯৬৪
চ অভিষেক দেখি জত প্রজাগণ। [৫৭]
হতে লাগিলা জত প্রিয় ক্ষেত্রিগণ ॥ ১৯৬৫
্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনেষ্ঠ কি হয়।
নষ্ঠে করিবে রাজা কোন শাস্ত্রে কয় ॥ ১৯৬৬
জাগণবচন শুনিঞা নৃপবর।
ণেক থাকিআ রাজা করিল উত্তর ॥ ১৯৬৭
তা মাতার বোল জে পুত্রে নাহি রাখে।
বে পুত্র বলি হেন কোন শাস্ত্রে লেখে ॥ ১৯৬৮
রুকে জানিএ আমি আপন কুমার।
র পুত্র অকারণে বলহ আমার ॥ ১৯৬৯
রম পণ্ডিত পুরু জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
খিল আমার বোল কৈল পুত্রধর্ম্ম ॥ ১৯৭০
রাতে পীড়িত আমি মাগিল যৌবন।
ার বোল না রাখিল এই চারি জন ॥ ১৯৭১
ণ্ডিত সুবুদ্ধি পুত্র কৈল অঙ্গীকার।
হস্র বৎসর নিল জরা মহাভার ॥ ১৯৭২
চ কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
ন পুরু রাজা হব ধর্ম্ম কেন নয় ॥ ১৯৭৩
জাগণ বলে শুক্র জগতে পূজিত।
ার পৌত্রগণ যোগ্য সংসারে পূজিত ॥ ১৯৭৪
াহারে না দিআ আনে দিবে অধিকার।
ক্র ক্রোধ কৈলে প্রজার নাহিক নিস্তার ॥ ১৯৭৫
জা বলে পূর্ব্বে শুক্রে কৈল নিবেদন।
রা নিঞা হব সেই রাজ্যের ভাজন ॥ ১৯৭৬
ক্র বৈল জেই পুত্র লব জরাভার.
াপনার রাজ্যে তারে দিবে অধিকার ॥ ১৯৭৭
এত জদি কহিলেন যযাতি রাজন।
অভিষেক তাহার করিল ততক্ষণ ॥ ১৯৭৮
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে যযাতি নৃপতি।
পুত্রে শিক্ষা করাইল জত রাজনীতি ॥ ১৯৭৯
আদিপর্ব্বে বিরচিত যযাতি আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ১৯৮০

[৩৮]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
তোমার চরণে বলি করিআ প্রণাম ॥ ১৯৮১
তবেত যযাতি নৃপ কৈল কোন কাজ।
সেই কথা আমারে কহিবে মুনিরাজ ॥ ১৯৮২
বৈশম্পায়ন বলেন সুন নৃপমণি ।[৫৮ক]
জিজ্ঞাসিলে রহস্য কহিব সুন তুমি ॥ ১৯৮৩
তবে নরপতি হৈলা জরাযুত অঙ্গ।
রাজ্য তেজি বনে গেলা মুনিগণ সঙ্গ ॥ ১৯৮৪
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল মূল আহার করে বনের ভিতর ॥ ১৯৮৫
অতিথের পূজা রাজা করএ তথায়।
হেন মতে সহস্র বচ্ছর গেল তায় ॥ ১৯৮৬
জলপান তেজিআ করিল পাতাহার।
তপস্যায় অঙ্গ হৈল্য অস্থিচর্ম্মসার ॥ ১৯৮৭
হেন মতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চ অগ্নি কৈল বরষেক নৃপবর ॥ ১৯৮৮
যোগাসনে শরীর তেজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেলা ইন্দ্রের সমাজ ॥ ১৯৮৯
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গেলা নরপতি।
দশ লক্ষ বর্ষ কৈল ব্রহ্মলোকে স্থিতি ॥ ১৯৯০

ব্রহ্মলোক হত্যে রাজা আল্যা ইন্দ্র স্থানে।
কপট করিআ রাজা[1] পুছিল রাজনে॥ ১৯৯১
জরাতে পীড়িত তুমি ছিলে নৃপবর।
জরা নিল্ল পুরু তব কনেষ্ঠ কুঙর॥ ১৯৯২
তাহারে করিলে তুমি রাজ্যের ঈশ্বর।
কোন নীত শিক্ষা তারে কৈলে নৃপবর॥ ১৯৯৩
রাজা বলে সুন কহি জাহা শিক্ষা কৈল্য।
জেই নীত বিধিমত দেবে জত বৈল॥ ১৯৯৪
ছত্র দণ্ড দিআ আমি কহিল নন্দনে।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জত সুন একমনে॥ ১৯৯৫
উচ্ছব করিআ বসুগণেরে তুষিবে।
চোর খণ্ড ত্বষ্টগণে রাজ্যে না থুইবে॥ ১৯৯৬
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধগণে।
অবহেলা না করিবে অতিথ সেবনে॥ ১৯৯৭
এত সুনি হাসিয়া বলেন ইন্দ্ররাজ।
আপনা প্রশংস নিন্দ দেবের সমাজ॥ ১৯৯৮
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য সুন নরপতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি॥ ১৯৯৯
স্বর্গভূমি ছাড় তুমি বৈল পুরন্দর।
বিস্ময় হইআ তবে বৈল নৃপবর॥ ২০০০
এক নিবেদন মোর তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে॥ ২০০১
পুণ্যবান লোক সব আছে জেই পথে। [৫৮]
সেই পথে চলি আজ্ঞা কর সুরনাথে॥ ২০০২
ইন্দ্র বৈল রাজা তোর বুদ্ধি নাঞি ঘটে।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গ আসিবে নিকটে॥ ২০০৩
এতেক বলিতে তবে পড়িলা রাজন।
আকাশ হইতে জেন খসিল[2] তপন॥ ২০০৪
হেন কালে শূন্যে অষ্টকাদি চারি জন।
ডাকিআ বলিল বহু পড়ে কোন জন॥ ২০০৫
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি তারে বলিল বচন।
পুণ্যবান্ জন আজ্ঞা না হয় খণ্ডন॥ ২০০৬
শূন্যেতে হইল স্থিত যযাতি রাজন।
অষ্টক বলিল তুমি হয় কোন জন॥ ২০০৭
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন।
কি কারণে স্বর্গে হৈতে তোমার পতন॥ ২০০৮
রাজা বলে নাম আমি ধরিএ যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপতি॥ ২০০৯
ধনহীন পৃথ্বীতে জে বন্ধুগণ তেজে।
পুণ্যহীন স্বর্গ তেজে দেবের সমাজে॥ ২০১০
অষ্টক বলিল তুমি আছিলে কোথায়।
কি কারণে স্বর্গচ্যুত কহিবে আমায়॥ ২০১১
যযাতি বলেন আমি ছিনু মহারাজা।
পৃথিবীর জত রাজা সভে করে পূজা॥ ২০১২
শরীর তেজিআ স্বর্গে করিল গমন।
নানা ভোগ কৈল স্বর্গে না জায় কথন॥ ২০১৩
সহস্র বচ্ছর তথা স্বর্গ ভোগ করি।
তথা হৈতে পুন গেনু ইন্দ্রের নগরী॥ ২০১৪
ইন্দ্রের অমরাবতী নাঞি পাঠান্তর।
নানা ভোগ কৈল তথা সহস্র বৎসর॥ ২০১৫
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে হৈল মোর গতি।
দশ লক্ষ বচ্ছর স্বর্গে হৈল মোর স্থিতি॥ ২০১৬
তথা হৈতে ইন্দ্রলোকে হৈল মোর গতি।
এই সব কথা মোর সুন মহামতি॥ ২০১৭
নন্দনাদি বন তার কি দিব উপাম। [:
অপ্ছরি সহিত ক্রীড়া কৈল অবিরাম॥ [৫৯ক
কামরূপী হৈয়া আমি জাই যথা তথা।
দৈবে এক দিন ইন্দ্র জিজ্ঞাসিল কথা॥ ২০১৯
ইন্দ্রেরে কহিল আপনার ধর্ম্মচয়।
তথা হৈতে পড়ি আমি সুন মহাশয়॥ ২০২০

১। 'রাজা' স্থলে 'ইন্দ্র' হইবে। ২। পুথিতে—'শোষিল'।

ষ্টক বলিল কহ স্থনি মহামতি।
থা হৈতে পড়িলে হইব কোন গতি ॥ ২০২১
াজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় জেই জন।
মি নরকমধ্যে পড়ে ততক্ষণ ॥ ২০২২
ষ্টক বলিল তবে তরিবে কেমতে।
এ ঘোর দুস্তর সিন্ধু নরক হইতে ॥ ২০২৩
াজা বলে তপ শান্তি দয়া দান কৈলে।
এ সব স্বর্গের দ্বার জায় অবহেলে ॥ ২০২৪
জ্ঞ দান হোম করে অতিথ সেবন।
দ্বিজ গুরু দেব সেবে সেবে নারায়ণ ॥ ২০২৫
ষ্টক বলিল তুমি বড় ভাগ্যবান।
থায় নাহিক কেহো তোমার সমান ॥ ২০২৬
চির দিন এথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইআ থাক নাহি কোন ভয় ॥ ২০২৭
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী ॥ ২০২৮
স্থনিঞা অষ্টক পুন বলিল বচন।
রাজারে চাহিয়া তবে বলে ঘনে ঘন ॥ ২০২৯
আমা সভাকার পুণ্য জতেক আছয়।
সেই পুণ্যে এথা তুমি রহ মহাশয় ॥ ২০৩০
রাজা বলে পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি সেই সুন মহাজন ॥ ২০৩১
শিবি রাজা বলে তুমি তৃণগাছি দিআ।
মোহর বিভাগ দ্রব্য লহত কিনিঞা ॥ ২০৩২
রাজা বলে জত বল ছাওালের ভাষ।
তৃণ দিআ লব পুণ্য লোকে উপহাস ॥ ২০৩৩
এত স্থনি বলে অষ্টকাদি চারি জন।
নিশ্চয় এথায় জদি না রহ রাজন ॥ ২০৩৪
তোমার সহিত চল জাব চারি জন।
যথায় নরকভূমি করিবে গমন ॥ ২০৩৫
এতেক বচন জদি পুণ্যজন বৈল।
পঞ্চ রথ উপস্থিত হৈল্য ॥ ২০৩৬
পঞ্চ রথে চড়িআ চলিল পঞ্চ জন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন ॥ ২০৩৭
জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
সেই চারি জন তারা হয় কোন জন ॥ [৫৯] ২০৩৮
সে কথা আমারে তুমি কহ মহাশয়।
তোমার চরণে বলি করিআ বিনয় ॥ ২০৩৯
এহার সন্দেহ মুনি ঘুচাহ আমারে।
তোমার সাক্ষাতে আমি বলি জোড়করে ॥ ২০৪০
বৈশম্পায়ন বলে স্থন জন্মেজয়।
সেই চারি জন তারা কন্যার তনয় ॥ ২০৪১
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি ॥ ২০৪২
যযাতিচরিত্রকথা অদ্ভুত কথন।
শ্রবণে মধুর নাঞি ইহার সমান ॥ ২০৪৩
শ্রদ্ধান্বিত হৈআ এহা জেই জন স্থনে।
ধন ধর্ম্ম যশ লভে ব্যাসের বচনে ॥ ২০৪৪
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হএ উপনীত।
কাশীরাম দাস কহে স্থন সাবহিত ॥*॥ ২০৪৫

[৩৯]

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুরে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর ॥ ২০৪৬
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কোন কর্ম্ম কৈল তারা কহ মহামতি ॥ ২০৪৭
সে কথা বিস্তার করি কহ মুনিবরে।
তোমার সাক্ষাতে আমি বলি জোড়করে ॥ ২০৪৮
মুনি বলে নরপতি স্থনহ সাদরে।
কহিএ বিচিত্র কথা তোমার গোচরে ॥ ২০৪৯
যদু হৈতে হৈল রাজা যাদব উৎপতি।
তুর্ব্বসু হইল গিআ যবনের পতি ॥ ২০৫০
দ্রুহ্যু হৈতে বুদ্ধিমন্ত হৈলা ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে ম্লেচ্ছ বড়ই কর্কশ ॥ ২০৫১

পুরুর ঔরসে নাম হৈল পৌরব।
আপনি জাহার বংশে ইক্ষু নৃপবর॥ ২০৫২
তপ জপ যজ্ঞ দান ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর জতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর॥ ২০৫৩
পুরুরাজপাটেশ্বরী পৌষ্টী নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্ম হৈল তাহার উদরে॥ ২০৫৪
প্রবীর প্রধান পুত্রে তারে কৈল রাজা।
শূরসেনী নামে কন্যা তাহার ভারিজা॥[৬০ক]২০৫৫
তার পুত্র মনস্যু হৈলা নরবর।
তিন পুত্র হৈল্য তার পরম সুন্দর॥ ২০৫৬
তিন পুত্রমধ্যে রাজা হৈল্যা সংহনন।
মিশ্রকেশী ভার্য্যারূপ না হয় বর্ণন॥ ২০৫৭
দশ পুত্র জন্মাইল তাহার ওদরে।
অনাধৃষ্টি রাজা হৈলা সুন নৃপবরে॥ ২০৫৮
তার পুত্র মতিনার হইল উতপতি।
তার পুত্র হস্তী নাম হৈল মহামতি॥ ২০৫৯
আপনার নামে রাজা বসাল্য নগর।
হস্তিনা বলিআ নাম ভুবন ভিতর॥ ২০৬০
অজমীঢ় মহারাজা হস্তীর নন্দন।
তার পুত্র মহারাজা হৈল্যা সম্বরন॥ ২০৬১
সম্বরন রাজা কালে অনাবৃষ্টি হল্য।
দুর্ভিক্ষে অনেক লোক পীড়িত হইল॥ ২০৬২
পঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরন রাজা কৈল কাননে প্রবেশ॥ ২০৬৩
সিন্ধু নদের তীর হিমালয় নিকটে।
সহস্র বচ্ছর তথা রহিলা সঙ্কটে॥ ২০৬৪
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈলা তার।
পুনরপি রাজ্যপ্রাপ্তি হইল রাজার॥ ২০৬৫
নানা যজ্ঞ দান তবে কৈল নরপতি।
সূর্য্যকন্যা বিভা কৈল নামেতে তপতী॥ ২০৬৬
তাহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভুবনে।
একে একে রাজা তুমি সুনহ শ্রবণে॥ ২০৬৭
প্রতীপ নামেতে হৈল তাহার নন্দন।
তিন পুত্র হৈল তার বিখ্যাত ভুবন॥ ২০৬৮
দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্ম হইল প্রতীপ॥ ২০৬৯
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাসধর্ম্ম লৈল।
বালক কালেতে অরণ্যে প্রবেশিল॥ ২০৭০
বাহ্লীক করিল রাজ্য তিহোঁ হৈল রাজা।
পুত্র সম নৃপতি পালেন সব প্রজা॥ ২০৭১
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল মহামতি।
গঙ্গাগর্ব্ভে তার পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥ ২০৭২
বিভা না করিল ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যা আনি বাপে বিভা দিল॥ ২০৭৩
তার গর্ব্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় [বি]চিত্রবীর্য্য আর॥ ২০৭৪
গন্ধর্ব্বে মারিল বলে চিত্রাঙ্গদ বীরে।
রাজ্যেতে [বি]চিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধরে॥ [৬০]২০
বংশ না হইতে তিহোঁ হইলা নিধন।
পুন বংশ বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন॥ ২০৭৬
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু তার হইল নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র হৈল এক শত জন॥ ২০৭৭
ভ্রাতৃর বিবাদে তারা হইল নিধন।
বংশরক্ষা হেতু হৈলা পাণ্ডুর নন্দন॥ ২০৭৮
দেববরে পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর হইল।
রাজার মহিমা যশে পৃথিবী পুরিল॥ ২০৭৯
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল জন্মিলা সহদেব মহাশয়॥ ২০৮০
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল্য সুভদ্রা ওদরে।
যৌবনে মরিলা তিহোঁ ভারথ সমরে॥ ২০৮১
তার ভার্য্যা উত্তরা আছিল গর্ব্ভবতী।
পরিক্ষিৎ মহারাজা জাহাতে উৎপতি॥ ২০৮২
আপনি হইলা তুমি তাহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন॥ ২০৮৩

শতানীক শত্রু আর দুই সহোদর।
মেঘদণ্ড হৈল শতানীকের কোঙর ॥ ২০৮৪
তোমারে কহিল রাজা বংশের ধারণ।
সুনি জন্মেজয় রাজা হরষিত মন ॥ ২০৮৫
ইলাবংশের চরিত্রকথা জেই জন সুনে।
আউ যশ পুণ্য তার বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ২০৮৬
সংসারের জত কর্ম্ম বিধি বেদে কহে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল পাএ নাহিখ সংশয় ॥ ২০৮৭
আদিপৰ্ব্ব ভারথ ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস [কহে] সুন সভে হিত ॥*॥ ২০৮৮

[৪০]

জন্মেজয় বলে মুনি কহ পুনর্ব্বার।
সঙ্ক্ষেপে কহিলে কহ করিআ বিস্তার ॥ ২০৮৯
ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা বিষ্ণুঅঙ্গে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা হৈলা অদ্ভুত এ কর্ম্ম ॥ ২০৯০
বিস্তার করিআ কথা কহ মুনিবরে।
তোমার মুখের ভাষ সুনিব সাদরে ॥ ২০৯১
মুনি বলে সুন পরিক্ষিতের নন্দন।
মহাভীষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন ॥ ২০৯২
বহু কাল তথায় আছেন নরপতি।
এক দিন দেখ রাজা দৈবের যুগতি ॥ ২০৯৩
ধ্যানে আছেন ব্রহ্মা বসিআ আপনে।
সমুখে বেষ্টিত জত সিদ্ধা মুনিগণে ॥ ২০৯৪
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর। [৬১ক]
সভে চারু চতুর্ম্মুখ গৌর কলেবর ॥ ২০৯৫
সভা করি বসি আছে মুনির সমাজে।
তথায় বসি আছেন ঋষি মহারাজে ॥ ২০৯৬
গঙ্গা দেবী আইলেন ব্রহ্মার সদনে।
হেন কালে তেজমন্ত বহিল পবনে ॥ ২০৯৭
বাউতেজ জাহ্নবীর উড়াল্য বসন।
দেখি হেট মাথা কৈল জত সিদ্ধাগণ ॥ ২০৯৮

অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিআ জখনে।
মহাভীষ রাজা দেখে অনিমিখ নয়ানে ॥ ২০৯৯
তাহার দেখিআ দৃষ্টি কহে প্রজাপতি।
মোর লোক পাআ্যা রাজা করিলে অনীতি ॥ ২১০০
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্তে জন্ম হয়্যা ভোগ কর পুনর্ব্বার ॥ ২১০১
পুনরপি এথাকে আসিবে পুণ্যবলে।
সোমবংশে জন্ম গিআ ভুবনমণ্ডলে ॥ ২১০২
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইলা শীঘ্রগতি ॥ ২১০৩
সোমবংশে মহারাজা প্রতীপ আছিল।
মহাভীষ রাজা তার গৃহে জন্ম হল্য ॥ ২১০৪
বাহুড়িলা গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
রথেতে দেখিল জাতে বসু অষ্ট জন ॥ ২১০৫
বিরসবদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল চিন্তাযুক্ত কেমন কারণে ॥ ২১০৬
বসুগণ বলে চিন্তা হল্য আজি হত্যে।
বসিষ্ঠ দিলেক শাপ জন্মিতে মরতে ॥ ২১০৭
পৃথিবীতে জন্ম হব কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষ মনুষ্যজন্ম নরক দুস্তর ॥ ২১০৮
উপায় না দেখি চিন্তা ভাবি তে কারণ।
ভাল হৈল্য তোমা সঙ্গে হল্য দরশন ॥ ২১০৯
কোটি পাপী কোটি পাপে করহ উদ্ধার।
আমা সভাকার তুমি কর প্রতিকার ॥ ২১১০
তুমিহ মনুষ্যলোকে হয়্যা রাজনারী।
আমা সভাকার তুমি হয় গর্ব্ভধারী ॥ ২১১১
আর এক নিবেদন করিএ তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইআ দিবে গঙ্গানীরে ॥ ২১১২
বসুর বচনে গঙ্গা অঙ্গীকার কৈল।
সুনি অষ্ট বসু তবে আনন্দিত হল্য ॥ [৬১] ২১১৩
কুরুবংশে আছিলা প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় বলে মহাতেজা ॥ ২১১৪

দেবাপি নামেতে তার প্রথম নন্দন।
অল্প কালে সন্ন্যাসী হইআ গেলা বন ॥ ২১১৫
দেবাপি বিহনে রাজা হল্যা পুত্রহীন।
গঙ্গাকূলে থাকে সদা বয়স প্রবীণ ॥ ২১১৬
তার রূপ গুণ দেখি গঙ্গা প্রীত পাল্যা।
জলে হৈতে গঙ্গা দেবী বাহির হইল ॥ ২১১৭
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের জেন ধরিল কিরণ ॥ ২১১৮
দক্ষিণ উরুতে গিআ দিল রাজকর।
দেখিআ বিস্ময় হল্যা কৌরবকুমার ॥ ২১১৯
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ জেই প্রিয় আপনার ॥ ২১২০
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিনু তুমি হয় মোর পতি ॥ ২১২১
স্ত্রী হয়্যা পুরুষ ভজএ জদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী ॥ ২১২২
রাজা বলে পরদার আমি নাঞি ভজি।
পরদারা পরশিলে নরকেতে মজি ॥ ২১২৩
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি ॥ ২১২৪
রাজা বলে কন্যা না বলিহ হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বৈসে কন্যা বধূ গণি ॥ ২১২৫
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিআ এমত কার্য্য কর কি কারণ ॥ ২১২৬
তোমার বচন রাজা স্বীকার করিল।
বরিব তোমার পুত্রে অঙ্গীকার কৈল ॥ ২১২৭
এত বলি অন্তর্ধান হল্যা ততক্ষণ।
কন্যার বচনে রাজা আনন্দিত মন ॥ ৩১২৮
ভার্য্যা সহ ব্রত আরম্ভিলা নরপতি।
কথো দিনে গর্ভে পুত্র হইল উৎপতি ॥ ২১২৯
দশ মাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার ॥ ২১৩০
শান্তকালে পুত্র হৈল শান্তনু থুইল।
তাহার অনুজ নাম [৬২ক] বাহ্লীক রাখিল ॥ ২১৩১
দিনে দিনে বাড়ে রাজার যুগল তনয়।
কথো দিনে দেখি পুত্র যৌবন সময় ॥ ২১৩২
শান্তনু নিকটে আনিল নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম শিক্ষা কৈল বহুতর ॥ ২১৩৩
নানা ধর্ম্ম পুত্রে শিখাইল নরপতি।
মোহর বচন বাপু না হবে বিস্মৃতি ॥ ২১৩৪
তুমি জন্ম না হইতে দৈবে এক দিনে।
পরম সুন্দর কন্যা আল্য মোর স্থানে ॥ ২১৩৫
বধূ করি আমি তারে করিল বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন ॥ ২১৩৬
পরম সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সমীপে জদি আইসে কদাপি ॥ ২১৩৭
তোমারে ভজিলে তুমি ভজিহ তাহারে।
নিষেধ না করা তারে জেই কর্ম্ম করে ॥ ২১৩৮
পিতা জত বৈল তিহোঁ অঙ্গীকার কৈল্য।
শান্তনুরে রাজ্য দিআ রাজা বনে গেল ॥ ২১৩৯
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে সুনিলে জন্মএ দিব্য জ্ঞান ॥ * ॥ ২১৪০

[৪১]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমত অপূর্ব্ব নাহি সুনি কোন কালে ॥ ২১৪১
তব ভাষে মোর অঙ্গ পবিত্র হইল।
তবে সে শান্তনু রাজা কোন কর্ম্ম কৈল ॥ ২১৪২
বৈশম্পায়ন বলে সুন নৃপমণি।
শান্তনু রাজার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী ॥ ২১৪৩
সেই কথা নরপতি সুন একমনে।
একে একে সকল কহিব তব স্থানে ॥ ২১৪৪
হস্তিনা নগরে রাজা হইলা শান্তন।
পৃথিবী পূর্ণিত হল্য শান্তনুর গুণ ॥ ২১৪৫

র্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
গয়া করিআ ফিরে অরণ্য ভিতর ॥ ২১৪৬
াহ্নবীর দুই তটে ভ্রমএ একাকী।
ান্তনুরে দেখি তবে গঙ্গা ইন্দুমুখী ॥ ২১৪৭
দ্মের কেশর বর্ণ শুক্লবস্ত্রধারী।
পেতে নিন্দিত জত [৬২] স্বর্গবিদ্যাধরী ॥ ২১৪৮
াশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিআ।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি নিকটেতে গিআ ॥ ২১৪৯
ক তুমি দেবের কন্যা অপ্‌ছরী কিন্নরী।
কিবা নাগকন্যা তুমি কিবা নরনারী ॥ ২১৫০
নুপাম রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তামারে ভজিব তুমি হয় মোর নারী ॥ ২১৫১
ন্যা বলে ভার্য্যা রাজা হইব তোমার।
ক নিবেদন আছে বিনয় আমার ॥ ২১৫২
ামার নিয়ম জদি করিবে পালন।
বে নরপতি আমি করিব বরণ ॥ ২১৫৩
াপন ইচ্ছাতে আমি করিব জে কাজ।
ামারে নিষেধ না করিবে মহারাজ ॥ ২১৫৪
দাচিত আমারে বলিবে কুবচন।
দিন তোমার সনে নাঞি দরশন ॥ ২১৫৫
্যাগ করি তোমারে জাইব নিজস্থানে।
নি অঙ্গীকার তবে করিল রাজনে ॥ ২১৫৬
কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
খন নিষেধ নাঞি করিব তোমাকে ॥ ২১৫৭
াজার বচনে গঙ্গা অঙ্গীকার কৈল্য।
ঙ্গা লইআ রাজা হস্তিনাকে গেল ॥ ২১৫৮
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
বিবিধ প্রকারে তোষ করিল গঙ্গার ॥ ২১৫৯
নুগত হয়্যা সদা থাকে নরপতি।
চিরকাল ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি ॥ ২১৬০
মুনিশাপে বসুগণে জন্ম হৈল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র জেন পূর্ণশশী ॥ ২১৬১

পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন ॥ ২১৬২
এথা পুত্র লয়্যা গঙ্গা গেলা গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিআ মর পুত্র প্রতি বলে ॥ ২১৬৩
দেখিআ শান্তনু হৈল বিরসবদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন ॥ ২১৬৪
তবে কথো দিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেই মত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল ॥ ২১৬৫
পূর্ব্বসত্যভয়ে রাজা কিছু নাঞি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্রশোকানলে ॥ ২১৬৬
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত। [৬৩ক]
একে একে গঙ্গা দেবী করিল নিপাত ॥ ২১৬৭
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কথো দিনে হৈল জন্ম অষ্টম কোঙর ॥ ২১৬৮
পুত্র লৈআ গঙ্গা দেবী জান গঙ্গাজলে।
আগু হয়্যা নৃপতি গঙ্গায় অতি বলে ॥ ২১৬৯
কেমন মায়াবী তুঞি আলি কোথা হত্যে।
তোর সম নিন্দিত না দেখি পৃথিবীতে ॥ ২১৭০
আপনার গর্ব্ভে জেই জন্মিল কুমার।
কেমতে এমত পুত্র করিবে সংহার ॥ ২১৭১
পাষাণ শরীর তোর বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কাড়ি নিল আপন তনয় ॥ ২১৭২
গঙ্গা বৈল পুত্র বাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মহামতি ॥ ২১৭৩
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এই পুত্র পাল রাজা করিআ যতন ॥ ২১৭৪
আমি ত জাহ্নবী তিন লোকে মোর স্থিতি।
মোর পরিচয় তোরে দিল নরপতি ॥ ২১৭৫
আমার ওদরে জত হল্য পুত্রগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্ট জন ॥ ২১৭৬
মুনিশাপে বসুগণ হইআ কাতর।
আমারে বিনতি করি মাগিলেন বর ॥ ২১৭৭

গর্ব্ভেতে ধরিব বলি কৈল অঙ্গীকার।
তে কারণে ভার্য্যা আমি হইলাঙ তোমার ॥ ২১৭৮
জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ ॥ ২১৭৯
সে কথা আমারে তুমি কহ মুনিবরে।
বড়ই রহস্য কথা স্নুনিব সাদরে ॥ ২১৮০
বৈশম্পায়ন বলে স্নুন দণ্ডধর।
একমনে স্নুন রাজা ব্যাসের উত্তর ॥ ২১৮১
কহিতে লাগিল মুনি স্নুনে নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি ॥ ২১৮২
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল পুষ্পেতে শোভিত তরুগণ ॥ ২১৮৩
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপগৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হইল তাহার নন্দিনী ॥ ২১৮৪
সেই কন্যা প্রাপ্তি হৈল বরুণনন্দনে।
বচ্ছ সহিত থাকে মুনির সদনে ॥ ২১৮৫
দৈবে এক দিনে তথা বসু অষ্ট জনে।
ভার্য্যার সহিত তথা [৬৩] করিলা গমনে ॥ ২১৮৬
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্ট জনে।
ক্রীড়া করি বুলে সভে মুনির সদনে ॥ ২১৮৭
দেববসুভার্য্যা কামদুঘা ধেনু দেখি।
এক দিষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আখি ॥ ২১৮৮
সুন্দর দেখিআ গাভী কহিল স্বামীরে।
কার গাভী দেখি এই পরম সুন্দরে ॥ ২১৮৯
দেববসু বৈল এই বশিষ্ঠের গাভী।
কশ্যপের বংশে জর্ম্ম জননী সুরভি ॥ ২১৯০
ইহার জতেক গুণ কহনে না জায়।
এক পল দুগ্ধ জদি নরলোকে খায় ॥ ২১৯১
পান কৈলে জিএ দশ সহস্র বৎসর।
সদাই যুবক থাকে শরীর বজ্জর ॥ ২১৯২
স্বামীর বচন স্নুনি বলএ সুন্দরী।
এ গাভীর দুগ্ধ জদি হএ হিতকারী ॥ ২১৯৩
নরলোকে সখী এক আছএ আমার।
উশীনরকন্যা কেতকী নাম তার ॥ ২১৯৪
তাহার কারণে গাভী দেহ তুমি মোরে।
তব বাঞ্ছা জদি প্রভু আছএ আমারে ॥ ২১৯৫
বিনয় করিআ কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীর বশ হয়্যা বসু ধরিল গাভীরে ॥ ২১৯৬
ভার্য্যাবোলে ধরি গাভী পাছু না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লঅ্যা নিজগৃহে গেল ॥ ২১৯৭
কথো ক্ষণে মুনিরাজ আইলা আশ্রমে।
গাভী না দেখিআ মুনি তপোবন ভ্রমে ॥ ২১৯৮
না পাইল গাভী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কেবা নিল গাভী মুনি চিন্তিল অন্তর ॥ ২১৯৯
ধেআন করিআ দেখে বরুণনন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্ট জন ॥ ২২০০
ক্রোধে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
নরযোনিজন্ম গিয়া হয় অষ্ট জনে ॥ ২২০১
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ স্নুনি বসুগণে।
করজোড়ে স্তুতি করে মুনি বিদ্যমানে ॥ ২২০২
মুনি বলে মোর বোল না হঅ খণ্ডন।
বচ্ছরেক [৬৪ক] গর্ব্ভবাস হবে সাত জন ॥ ২২০
বৎসরেক ক্রমে ক্রমে হইবে মুকতি।
সভে না হইবে তোরা একেক বেকতি ॥ ২২০৪
তোমা সভা মধ্যে গাভী নৈল জেই জনে।
নরলোকে রহি মুক্ত হবে চিরদিনে ॥ ২২০৫
মুনিশাপে বসুগণ হইআ কাতর।
স্তুতি করি গঙ্গারে মাগিল এই বর ॥ ২২০৬
জন্মমাত্রে আমা সভায় ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার কৈল গঙ্গা সভাকার বোলে ॥ ২২০৭
তে কারণে ভার্য্যা গঙ্গা হইলা রাজার।
এই ত কুমার রাজা বসু অবতার ॥ ২২০৮
গঙ্গা বলে স্নুন রাজা মোর নিবেদন।
এই পুত্র লৈয়া আমি করিব গমন ॥ ২২০৯

মাএর বিহনে পুত্র দুখিত হইব।
তে কারণে পুত্র আমি সঙ্গে নঞা জাব ॥ ২২১০
পালন করিয়া পুত্র যুবক হইলে।
তোমারে আনিঞা দিব কথো দিন গেলে ॥ ২২১১
এত বলি পুত্র লঞা হল্যা অন্তর্ধান।
কান্দিআ শান্তনু রাজা গেলা নিজ স্থান ॥ ২২১২
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ২২১৩

[৪২]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শান্তনু রাজার কথা অদ্ভুত আখ্যান ॥ ২২১৪
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ মুনিবরে।
তোমার সাক্ষাতে বলি করি জোড় করে ॥ ২২১৫
মুনি বলে অবধানে সুন নৃপমণি।
ব্যাসের মুখের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ২২১৬
গঙ্গার শোকেতে রাজা হইলা কাতর।
নিরন্তর গঙ্গাগুণ ঘোষে নৃপবর ॥ ২২১৭
গঙ্গার ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে।
বিভা না করিএ রাজা নবীন যৌবনে ॥ ২২১৮
হেন মতে বহু দিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি নিতি ॥ ২২১৯
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর। [৬৪]
দেবাসুর নরে পূজ্য জেন পুরন্দর ॥ ২২২০
গতিতে পবন রাজা দুষ্টগণে যম।
ী অন্ধ অথর্ব্বের হল্যা পিতৃ সম ॥ ২২২১
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হল্যা ত্রিভুবনে ॥ ২২২২
বচ্ছর শতেক ষষ্টি গেল এই মতে।
এক দিন গেলা রাজা মৃগয়া করিতে ॥ ২২২৩
এক রথে ফিরে রাজা ভাগীরথীতীরে।
আচম্বিতে দেখে গঙ্গা বহে আঁঠু নীরে ॥ ২২২৪
ছয় ঋতু বহে গঙ্গা গহন গম্ভীর।
আচম্বিতে বহে গঙ্গা আঠু এক নীর ॥ ২২২৫
হাথে ধনু শর বসি আছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিআছে জাহ্নবীর জল ॥ ২২২৬
দেখিআ বিস্ময় হৈল্যা শান্তনু রাজন।
রাজা দেখি জলে প্রবেশিলা ততক্ষণ ॥ ২২২৭
জলে প্রবেশিলা তিহোঁ শান্তনু দেখিআ।
বসিলা তথায় রাজা চিন্তিত হইআ ॥ ২২২৮
শান্তনু দেখিআ গঙ্গা হইলা সদয়।
বাহির হইলা আগে করিআ তনয় ॥ ২২২৯
পূর্ব্বমূর্ত্তি তেজি গঙ্গা অন্য মূর্ত্তি হয়্যা।
নৃপতির তরে তবে বলিল ডাকিআ ॥ ২২৩০
কোন মতে চিন্তা তুমি করহ রাজন।
হের দেখ লহ রাজা আপন নন্দন ॥ ২২৩১
এ পুত্রের গুণ রাজা না জায় কথনে।
অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে ॥ ২২৩২
তোমারে দিলাঙ পুত্র সুন মহারাজ।
অভিষেক করিআ করহ যুবরাজ ॥ ২২৩৩
পুত্র পায়্যা সব দুখ পাসরিল রাজা।
আনন্দিত হল্যা জত রাজ্যের পরজা ॥ ২২৩৪
ভীষ্মে অধিকার দিআ শান্তনু নৃপতি।
মৃগয়া করিআ বুলে অচিন্তিতমতি ॥ ২২৩৫
স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নরবরে।
একদিন গেলা রাজা কালিন্দীর তীরে ॥ ২২৩৬
কালিন্দীর তীরে বুলে মৃগ অন্বেষণে।
সুগন্ধি সহিত তথা বহিল পবনে ॥ ২২৩৭
গন্ধে আমোদিত রাজা [৬৫ক] চারি দিগে চাহে।
কিসের সুগন্ধি আল্যা না জানিল বাএ ॥ ২২৩৮
গন্ধ অনুসারে তবে জায় নরপতি।
আচম্বিতে লোকজনে দেখিল যুবতি ॥ ২২৩৯
পরম রূপসী কন্যা রূপে বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারি ॥ ২২৪০

যুগল খঞ্জন জিনি কন্যার নঁয়ন।
বিকচ কমল দেখি কন্যার বদন ॥ ২২৪১
বচন জিনিঞা মত্ত কোকিলের ভাষা।
কুসুমে কবরিভার চম্পকের কেশা ॥ ২২৪২
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আগে হয়্যা কন্যা প্রতি বলিল বচন ॥ ২২৪৩
কোন জাতি হয় তুমি কোথা তব স্থান।
কাহার নন্দিনী তুমি কিবা তব নাম ॥ ২২৪৪
কন্যা বলে আমি দাসরাজার তনয়া।
ধর্ম্ম অর্থে নৌকা বাহি রাজআজ্ঞা পায়্যা ॥ ২২৪৫
এত সুনি নরপতি গেলা শীঘ্রগতি।
যথায় কন্যার পিতা দাসের বসতি ॥ ২২৪৬
রাজা দেখি ধীবর উঠিআ আস্তে ব্যস্তে।
রত্নসিংহাসন আনি দিলেন বসিতে ॥ ২২৪৭
করজোড় করি দাসরাজা অগ্রে কহে।
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মহাশএ ॥ ২২৪৮
রাজা বলে দাস আইলাঙ তব স্থানে।
তোমার তনয়া আনি দেহ মোরে দানে ॥ ২২৪৯
দাস বলে মোর জদি বংশভাগ্য থাকে।
তবে মুঞি কন্যা দান করিব তোমাকে ॥ ২২৫০
ধর্ম্মপত্নী করি জদি বর নৃপমণি।
এই সত্য কর তবে কন্যা দিব আমি ॥ ২২৫১
মোহর কন্যার জেই হইব কোঙর।
তাহারে করিবে তুমি রাজ্যের ঈশ্বর ॥ ২২৫২
রাজা বলে হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্য অধিকারী ॥ ২২৫৩
এমত বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
উঠিআ নৃপতি দেশে করিলা গমন ॥ ২২৫৪
জেই ক্ষেণে কন্যারে দেখিল নরপতি।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা না হয় বিস্মৃতি ॥ [৬৫] ২২৫৫
অধোমুখে বৈসে রাজা করিআ ধেয়ান।
কন্যার ভাবনা বিনে [মনে] নাহি আন ॥ ২২৫৬
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা কেন কর মহাশয় ॥ ২২৫৭
পৃথিবীতে কোন কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
নাগ নর সুরাসুর ইন্দ্র যম আদ্য ॥ ২২৫৮
আজ্ঞা কর এখনি সাধিআ দিব কাজ।
কোন হেতু অনুক্ষণ চিন্ত মহারাজ ॥ ২২৫৯
পুত্রের বচন শুনি বলে নৃপবর।
জে কারণে চিন্তা মোর সুনহ কোঙর ॥ ২২৬০
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একটি কুমার ॥ ২২৬১
জীবন যৌবন পুত্র চিরকাল নহে।
কদাচিত তোমার বিপদ জদি হএ ॥ ২২৬২
তবে ত কৌরব বংশ হবত বিনাশ।
এই হেতু তাপ পুত্র না করি প্রকাশ ॥ ২২৬৩
জাবদ আছহ তুমি বংশের নন্দন।
সহস্র কুমারে আর কোন প্রয়োজন ॥ ২২৬৪
বংশহীন লোকে ধর্ম্মে ফল নাহি ফলে।
সে ভয় নাহিখ তুমি থাকিলে কুশলে ॥ ২২৬৫
তোমা বিদ্যমানে আর কি কাজ কুমার।
বিবাহের কোন কার্য্য কাম পাপাচার ॥ ২২৬৬
তত্রাপি আছএ কহে পূর্ব্বমুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের ধারণ ॥ ২২৬৭
এই হেতু চিন্তা মোর হএ নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র তাহার ঔষধি ॥ ২২৬৮
এতেক পিতার বাক্য দেবব্রত সুনি।
বিচার করিতে গেলা বৃদ্ধ মন্ত্রী আনি ॥ ২২৬৯
কহিল পিতার কথা মন্ত্রিগণ স্থানে।
সুনিঞা সকল মন্ত্রী বলিল বচনে ॥ ২২৭০
মৃগয়া কারণ রাজা গিআছিল বন।
গন্ধকালি কন্যা সনে হৈল দরশন ॥ ২২৭১
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
না দিলেক কন্যা সেহ তোমার কারণ ॥ ২২৭২

ন্ত্রিগণ স্থানে স্থনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন ॥ ২২৭৩
সেই ক্ষেণে দেবব্রতে দেখিল ধীবর।
রাজার বি[৬৬ক]ধানে পূজা কৈল্য বহুতর ॥ ২২৭৪
দেবব্রত বলে দাস তুমি ভাগ্যবান।
আমার পিতারে তুমি কন্যা কর দান ॥ ২২৭৫
এত স্থনি হাথে ধরি বলে দাসবান।
মার নিবেদন এক কর অবধান ॥ ২২৭৬
মুনির বরেতে কন্যা আমার ভুবনে।
তাহার মহিমা জত কহে মুনিগণে ॥ ২২৭৭
এত স্থনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
সেহ কন্যা মুনিবরে কেমতে পাইল ॥ ২২৭৮
সহ ত কৈবর্ত্ত জাতি নীচমধ্যে গণি।
তার ঘরে হেন কন্যা কোন হেতু স্থনি ॥ ২২৭৯
মুনিবর বলে রাজা কর অবধান।
সে কন্যার গুণ কর্ম্ম স্থনহ বিধান ॥ ২২৮০
মচ্ছের উদরে জন্ম ব্যাসের জননী।
পরদার কৈল তারে পরাসর মুনি ॥ ২২৮১
মহাভারথের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শ্রবণে ভবাব্ধি হৈ পার ॥*॥ ২২৮২

[৪৩]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমন রহস্য নাঞি স্থনি কোন কালে ॥ ২২৮৩
পরাসর পরদার করেন তাঁহারে।
আর কৈল্যা ব্যাস হল্যা তাঁহার উদরে ॥ ২২৮৪
সে কথা বিস্তার করি কহ তপোধন।
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন ॥ ২২৮৫
বৈশম্পায়ন বলে স্থন দণ্ডধর।
স্থনহ অপূর্ব্ব এই ভারথ সুন্দর ॥ ২২৮৬
দ্বাপর যুগেতে রাজা নাম পরিচর।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর ॥ ২২৮৭
সকল তেজিআ রাজা তপে দিল মন।
কঠিন তপস্যা রাজা করে অনুক্ষণ ॥ ২২৮৮
শিরে জটা ধরে রাজা শুক্ল পরিধান।
কভু ফল মূল খান কভু অম্বু পান ॥ ২২৮৯
কভু বা গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার ॥ ২২৯০
হেন মতে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখি ভয় হৈল্যা পুরন্দর ॥ ২২৯১
ঐরাবতে চড়িআ আইলা পুরন্দর।
যথা তপ করে রাজা অরণ্য ভিতর ॥ ২২৯২
ডাক দিআ বৈল ইন্দ্র স্থন নৃপ[৬৬]বর।
দেখিআ তোমার তপ সভে পাইল ডর ॥ ২২৯৩
নিবর্ত্ত কঠোর তপ না কর রাজন।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য অভরণ ॥ ২২৯৪
বৈজয়ন্তী মালা দিল নৃপতির গলে।
ছত্র দণ্ড দিল বলি চেদির মণ্ডলে ॥ ২২৯৫
চেদি নামে রাজ্যে তারে অভিষেখ কৈল্য।
রাজা করি দেবরাজ নিজ রাজ্যে গেল ॥ ২২৯৬
পর্ব্বতে পাইল কন্যা অযোনিসম্ভবা।
পরম সুন্দরী দেখি তারে কৈল বিভা ॥ ২২৯৭
নানা ক্রীড়া করে রাজা ভার্য্যার সহিতে।
কথো দিনে ঋতুকাল হৈল উপনীতে ॥ ২২৯৮
ঋতুস্নান করিল রাজার পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইলা তবে ঋতুস্নান করি ॥ ২২৯৯
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজারে।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর নৃপবরে ॥ ২৩০০
পিতৃগণআজ্ঞা পায়্যা রাজা পরিচর।
মৃগয়া করিতে গেলা অরণ্য ভিতর ॥ ২৩০১
মহাবনে প্রবেশিলা মৃগ অন্বেষণে।
ঋতু ভার্য্যা রাজার সদাই পড়ে মনে ॥ ২৩০২
মৃগয়া করেন রাজা তাহে নাঞি মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হএত স্মরণ ॥ ২৩০৩

কামে হতচিত্ত বীর্য্য হইল খলিত।
দেখিআ নৃপতি চিত্তে হইলা চিন্তিত ॥ ২৩০৪
হাতেতে সয়চান পক্ষ আছিল রাজার।
পাত্র করি বীর্য্য দিল হাথেতে তাহার ॥ ২৩০৫
এই বীর্য্য দিবে লয়্যা পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পাঠাল্য সয়চানে ॥ ২৩০৬
চলিল সয়চান পক্ষ রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সয়চান দেখিল শূন্যপথে ॥ ২৩০৭
ভক্ষ্য দ্রব্য বলিআ তাহারে গোড়াইল।
অন্তরীক্ষে যুগল সয়চানে যুদ্ধ হল্য ॥ ২৩০৮
পক্ষস্থানে হৈতে বীর্য্য পড়ে সেই কালে।
অন্তরীক্ষ হয়্যা পড়ে যমুনার জলে ॥ ২৩০৯
দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গবিদ্যাধরী।
মুনিশাপে জলমধ্যে হঅ্যাছে শফরী ॥ [৬৭ক]২৩১০
সেই ত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না জায় কভু দৈবের ঘটন ॥ ২৩১১
সেই হৈতে দশ মাসে যমুনার জলে।
পড়িল প্রবীণ মচ্ছ ধীবরের জালে ॥ ২৩১২
কূলেতে তুলিতে মচ্ছ প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হয়্যা স্বর্গবাসে গেল ॥ ২৩১৩
এক গুটি সুতা হৈল্য এক গুটি সুত।
দেখিআ ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত ॥ ২৩১৪
যুগল বালকে তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচর চেদি অধিকারী ॥ ২৩১৫
কন্যা লঅ্যা ধীবর আইলা নিজ ঘরে।
বহু যত্ন করি তাহে পালিল ধীবরে ॥ ২৩১৬
রূপেতে তাহার সম নাহি পাঠান্তর।
সভে মাত্র দুর্গন্ধি তাহার কলেবর ॥ ২৩১৭
দুর্গন্ধিতে তার কেহো নিকটে না জায়।
দেখিআ ধীবররাজ চিন্তিল উপায় ॥ ২৩১৮
যমুনার জলে পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে ॥ ২৩১৯
কন্যারে বলিল তুমি থাক এই স্থানে।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর জত মুনিগণে ॥ ২৩২০
পিতৃআজ্ঞা পায়্যা কন্যা থাকিআ তথায়।
নিরন্তর মুনিগণে পার করে লায় ॥ ২৩২১
মহাবীর্য্য পরাসর শক্ত্রির নন্দন।
তীর্থযাত্রা করি তিহোঁ করেন ভ্রমণ ॥ ২৩২২
আচম্বিতে পরাসর আসি সেই পথে।
কৈবর্ত্তকুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে ॥ ২৩২৩
অনিন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
পিকুর জিনিঞা ভাষ অমিআ বচন ॥ ২৩২৪
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেলা মুনি।
জিজ্ঞাসিল তুমি কন্যা কাহার নন্দিনী ॥ ২৩২৫
কন্যা বলে আমি দাসরাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মচ্ছগন্ধা করি ॥ ২৩২৬
মুনি বলে কন্যা তুমি জগতমোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাসর মুনি ॥ ২৩২৭
এত সুনি কন্যা বলে জুড়ি দুই কর।
কন্যা বলে মুঞি প্রভু নহি সতন্তর ॥ [৬৭] ২৩২৮
সহজে কৈবর্ত্তকন্যা হও নীচজাতি।
অঙ্গের দুর্গন্ধি মোর দেখ মহামতি ॥ ২৩২৯
দুর্গন্ধিতে নিকট না আস্যে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে ॥ ২৩৩০
তাহে অকুমারী আমি বিভা নাঞি হয়।
কেমনে ভজিবে আজ্ঞা কর মহাশয় ॥ ২৩৩১
এত সুনি হাসিআ কহিল পরাসর।
আমি বর দিব কন্যা নাঞি তোর ডর ॥ ২৩৩২
মচ্ছের দুর্গন্ধি আছে তব কলেবরে।
পদ্মগন্ধা হয় তুমি আমি দিল বরে ॥ ২৩৩৩
অকুমারী আছ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥ ২৩৩৪
বলিলে তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজা বিভা করি নিবেক তোমারে ॥ ২৩৩৫

এতেক বচন জদি মুনিরাজ বৈল।
মৎস্যগন্ধ তেজি কন্যা পদ্মগন্ধ হইল ॥ ২৩৩৬
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ বরে।
আপনা নেহালে কন্যা হরিষ অন্তরে ॥ ২৩৩৭
পুনরপি বলে কন্যা জুড়ি দুই কর।
দিগুিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥ ২৩৩৮
যমুনার দুই তটে আছে লোকজনে।
আর যমুনার জলে আছে নৌকাযানে ॥ ২৩৩৯
এহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার জেন না হয় কাহিনী ॥ ২৩৪০
শক্তিপুত্র পরাসর মহাতপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝটী মুনি করিল সৃজন ॥ ২৩৪১
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হৈল ততক্ষণ।
পদ্মগন্ধা লৈআ মুনি করিল রমণ ॥ ২৩৪২
সেই কালে গর্ব্ভ হৈল কন্যার উদরে।
মহামুনি ব্যাস হল্যা বিখ্যাত সংসারে ॥ ২৩৪৩
দ্বীপে জন্ম হৈলা তেঞি নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাগ কৈল বেদ ব্যাস তে কারণ ॥ ২৩৪৪
জন্মমাত্রে জননীরে বলিল বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আমি জাই তপোবন ॥ ২৩৪৫
যখন তোমার কিছু থাকে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঞি করিলে স্মরণ ॥ ২৩৪৬
জননীর আজ্ঞা পায়্যা[৬৮ক] ব্যাস গেলা বনে।
তোমারে কহিল রাজা পূর্ব্ববিবরণে ॥ ২৩৪৭
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন কথা কহিল ধীবর ॥ ২৩৪৮
তোমার মুখের কথা অমৃত সমান।
আনিল আমারে সুধা করাইলে পান ॥ ২৩৪৯
তোমার সাক্ষাতে বলি জোড় করি কর।
বিস্তার করিআ মোরে কহ মুনিবর ॥ ২৩৫০
বৈশম্পায়ন বলেন সুন নৃপমণি।
বড়ই রহস্য কথা কহি সুন আমি ॥ ২৩৫১
তবে সেই দাসরাজা বিবিধ বিধানে।
বিবিধ বিধানে বলে শান্তনুনন্দনে ॥ ২৩৫২
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা আস্যাছিলা এথা।
কন্যার কারণে মোরে কহিলেন কথা ॥ ২৩৫৩
এখনে আপনে তাহা কহ মহাশয়।
মোহর কর্ম্মের দোষে হয় কি না হয় ॥ ২৩৫৪
রূপেতে আমার কন্যা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥ ২৩৫৫
হেন বংশে কন্যা দিব ভাগ্যে নাহি করি।
সভে এক কথা আছে এই হেতু ডরি ॥ ২৩৫৬
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা।
মোর বোল হল্যে তাহা রাখিব সর্ব্বথা ॥ ২৩৫৭
দাস বলে মহারাজা কর অবধান।
এই হেতু আমি না করিল কন্যাদান ॥ ২৩৫৮
কেবল সাপত্নি দোষ আছএ এহাতে।
বলিষ্ঠ সাপত্নি জাহে তোমা হেন সুতে ॥ ২৩৫৯
তোমার মহিমা জত বিখ্যাত সংসারে।
তুমি ক্রোধ কৈলে বাপ ইন্দ্র আদি ডরে ॥ ২৩৬০
এতেক সুনিঞা বৈল গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাঙ তোমার বচন ॥ ২৩৬১
জতেক কহিলে তুমি নহে অপ্রমাণ।
নাহিখ কন্যার সুখ আমা বিদ্যমান ॥ ২৩৬২
তে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধানে সুন জত ক্ষেত্রির সমাজ ॥ ২৩৬৩
পিতার বিবাহ হেতু কৈল অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মোর নাহি অধিকার ॥ ২৩৬৪
তোমার কন্যার গর্ব্ভে হইব কোঙর।
হস্তিনা নগরে সেই [৬৮] হব দণ্ডধর ॥ ২৩৬৫
দাসরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন ॥ ২৩৬৬
তুমি সত্য কৈলে তুমি করিবে পালন।
বহু দ্বন্দ্ব করিব তোমার পুত্রগণ ॥ ২৩৬৭

তে কারণে ভয় বড় হএত অন্তর।
এত সুনি দেবব্রত করিল উত্তর॥ ২৩৬৮
রাজ্য হেতু কৈলে ত্যাগ কৈল রাজ্যভার।
পুত্র হেতু ভয় হেন হইল তোমার॥ ২৩৬৯
তোমার সাক্ষাতে আমি কৈল অঙ্গীকার।
ব্রিভ্ন না করিব সত্য বচন আমার॥ ২৩৭০
এতেক বচন জদি দেবব্রত বৈল।
দেবতা গন্ধর্ব্বগণ চমৎকার হল্য॥ ২৩৭১
ধন্য ধন্য শব্দ সভে চারি ভিতে ডাকে।
হেন বাক্য কেহো নাঞি কব নরলোকে॥ ২৩৭২
স্বর্গে হত্যে ডাক দিআ বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনুনন্দন॥ ২৩৭৩
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপাম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলে ভীষ্ম তব নাম॥ ২৩৭৪
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি সমর্পিআ দিল সত্যবতী॥ ২৩৭৫
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বৈল জোড় হাথে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে॥২৩৭৬
এই রথে চড়ি মাতা করহ গমন।
হস্তিনা নগরে প্রবেশিলা ততক্ষণ॥ ২৩৭৭
ধন্য ধন্য বলিআ ডাকেন সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি শব্দ হল্য ত্রিভুবনে॥ ২৩৭৮
কন্যা লৈআ দিল ভীষ্ম বাপের গোচরে।
দেখিআ শান্তনু হৈলা বিস্ময় অন্তরে॥ ২৩৭৯
তুষ্ট হআ বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হবে তুমি মোর বরদানে॥ ২৩৮০
ভীষ্মজন্মকর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারথকথা ত্রিলোকপূজিত॥ ২৩৮১
এ সব রহস্য কথা জেই নরে সুনে।
শরীর নিষ্পাপ তার হয় ততক্ষণে॥ ২৩৮২
ব্যাসের চরিত্র চিত্র অপূর্ব্ব ভারথ।
কাশী কহে সুন সভে পূরি মনোরথ॥*॥ ২৩৮৩

[৪৪]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
অমৃত সমান কথা করাল্যে শ্রবণ॥[৬৯ক]২৩৮৪
ভীষ্মের দুষ্কর কর্ম্ম কে করিতে পারে।
কহিআ করিলে তৃপ্ত সুন মুনিবরে॥ ২৩৮৫
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ মহাশয়।
তোমার চরণে বলি করিআ বিনয়॥ ২৩৮৬
মুনি বলে অবধানে সুন নৃপমণি।
বড়ই অপূর্ব্ব এই ভারথকাহিনী॥ ২৩৮৭
সত্যবতী পায়্যা রাজা আনন্দিত মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে॥ ২৩৮৮
তবে কথো দিনে হৈল গর্ভের উৎপতি।
দশ মাসে প্রসব হইলা সত্যবতী॥ ২৩৮৯
পরম সুন্দর পুত্র মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিআ নাম থুইল চিত্রাঙ্গদ॥ ২৩৯০
আর কথো দিনেতে দ্বিতীয় পুত্র হৈল্য।
[বি]চিত্রবীর্য্য বলিআ তাহার নাম থুল্য॥ ২৩৯১
সত্যবতীগর্ব্ভে হৈল যুগল কুমার।
পরম সুন্দর জেন চন্দ্রের আকার॥ ২৩৯২
তবে কথো দিনে সেই শান্তনু রাজন।
আউশেষে নরপতি হইলা নিধন॥ ২৩৯৩
বালক কুমার দুই পিতার বিহনে।
আপনে দুহাঁরে ভীষ্ম করেন পালনে॥ ২৩৯৪
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনে পালন ভীষ্ম করে রাজ্যখণ্ড॥ ২৩৯৫
কথো দিনে চিত্রাঙ্গদ হইলা যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হল্য প্রতাপে পাবক॥ ২৩৯৬
আপন সমান কারে না দেখে নঞানে।
এক রথে চড়ি বীর সভাকারে জিনে॥ ২৩৯৭
ভীষ্মদেব মনে মনে চিন্তেন তখন।
বিভা হেতু চিন্তা ভীষ্ম করে অনুক্ষণ॥ ২৩৯৮

সুনিল কাশীর রাজা করে স্বয়ম্বর।
সুনি হরষিত তবে হইলা অন্তর॥ ২৩৯৯
এক বারে তিন কন্যা স্বয়ম্বর হৈল।
পৃথিবীর জত রাজা একত্র হইল॥ ২৪০০
স্বয়ম্বর সুনি ভীষ্ম চলিল তুরিত।
একরথে কাশীপুরে হল্যা উপনীত॥ ২৪০১
দেখিল অনেক রাজা আছে স্বয়ম্বরে।
পৃথিবীতে জতেক আছএ নৃপবরে॥ ২৪০২
হেন কালে বৈল ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন [৬৯] সুন কাশীর ঈশ্বর॥ ২৪০৩
আমার অনুজ আছে শান্তনুনন্দন।
তাহারে তোমার কন্যা করহ বরণ॥ ২৪০৪
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি ডাক দিআ রাজগণে বৈল॥ ২৪০৫
স্বয়ম্বর হইতে কন্যা বলে জাই লয়্যা।
জার শক্তি আছে যুদ্ধ করুক আসিআ॥ ২৪০৬
ভীষ্মের বচন সুনি জত রাজাগণ।
নানা অস্ত্র লইআ ধাইল সর্ব্বজন॥ ২৪০৭
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
নানা বর্ণের অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর॥ ২৪০৮
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম বীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিক্ষা যমের দোসর॥ ২৪০৯
শরজালে আপনারে করিআ রক্ষণ।
শরে শরে সব অস্ত্র কৈল নিবারণ॥ ২৪১০
কাটিল সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজাগণে করিল প্রহার॥ ২৪১১
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কার দেখি বিপরীত॥ ২৪১২
শরীর তেজিল কেহো ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন অলঙ্কার সব জায় গড়াগড়ি॥ ২৪১৩
কাতর দেখিআ কারে দিল প্রাণদান।
কন্যা লআ নিজ দেশে করিল পয়ান॥ ২৪১৪
আনন্দিত সর্ব্বলোক হস্তিনা নগরে।
বিভার উজ্জোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যেরে॥ ২৪১৫
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা করি জোড় হাথ।
চিত্রাঙ্গদ কোথা গেলা সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাত॥ ২৪১৬
কনেষ্ঠ করিল বিভা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে।
কৃপা করি আমারে কহিবে তপোধনে॥ ২৪১৭
বৈশম্পায়ন বলেন সুন নৃপবর।
গন্ধর্ব্বে মারিল তারে বনের ভিতর॥ ২৪১৮
চিত্রাঙ্গদ গেলা বনে মৃগ অন্বেষণে।
পাইআ গন্ধর্ব্ব তারে করিল নিধনে॥ ২৪১৯
তবে ভীষ্ম [বি]চিত্রবীর্য্যে করিলেন রাজা।
আপনে পালেন ভীষ্ম লোকজন প্রেজা॥ ২৪২০
পুরোহিত লইআ করিল শুভক্ষণ।
আইল অনেক দ্বিজ বিভার কারণ॥ ২৪২১
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
হেন কালে অম্বা নামে জেষ্ঠ কন্যা বৈল্য॥ ২৪২২
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনুনন্দন।
তোমারে করিএ আমি এক নিবেদন॥ [৭০ক]২৪২৩
স্বয়ম্বরকালে আমি আপনার মনে।
শাল্ব নৃপতিরে আমি করিল বরণে॥ ২৪২৪
পিতা আমার পূর্ব্বেতে বলিল শাল্বরে।
জানিঞা আমার বিভা করাহ ভ্রাতারে॥ ২৪২৫
ব্রাহ্মণসভাতে কন্যা এতেক বলিল।
বিচার করিআ ভীষ্ম তাহারে তেজিল॥ ২৪২৬
অম্বালিকা অম্বিকা আর যুগল সুন্দরী।
রূপেতে নিন্দিত দুহেঁ স্বর্গবিদ্যাধরী॥ ২৪২৭
[বি]চিত্রবীর্য্যেরে দুই কন্যা বিভা দিল।
শচী তিলোত্তমা জেন পুরন্দর পাল্য॥ ২৪২৮
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বএস।
যুগল কুমারী সঙ্গে শৃঙ্গারে আবেশ॥ ২৪২৯
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ ব্যাধিতে বিড়িল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল॥ ২৪৩০

বহু যত্ন করি তারে রক্ষিতে নারিল।
না হইতে অপত্য বিচিত্রবীর্য্য মৈল॥ ২৪৩১
শোকেতে আকুল হৈল জত বন্ধুগণ।
বিলাপিআ সত্যবতী করেন ক্রন্দন॥ ২৪৩২
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবীঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর॥ ২৪৩৩
রাজা হঅ্যা প্রজা পাল রাখ রাজ্যগণ।
পুত্র জন্মাইআ কর বংশের রক্ষণ॥ ২৪৩৪
কুরুকুল অস্ত জায় করহ তারণ।
তোমা বিনে রক্ষা হেতু নাঞি অন্য জন॥ ২৪৩৫
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্ব শাস্ত্র ধর্ম্ম তুমি জানহ আপনে॥ ২৪৩৬
অপুত্রকে ভাই তব হইলা নিধনে।
অপুত্রকে আছে তব ভ্রাতৃবধূগণে॥ ২৪৩৭
অবিরোধে ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইআ বাপু বংশ রক্ষা কর॥ ২৪৩৮
এতেক সুনিঞা বৈল শান্তনুনন্দন।
বেদের বিহিত মাতা তোমার বচন॥ [৭০]২৪৩৯
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে।
অঙ্গীকার কৈল পূর্ব্বে তোমার কারণে॥ ২৪৪০
ত্রিভুবন জদি কেহো দেই অধিকার।
তত্রাপি নহিব রাজা সত্য অঙ্গীকার॥ ২৪৪১
জাবদ শরীরে মোর আছএ পরান।
না হইব রাজা মাতা সত্য নহে আন॥ ২৪৪২
সত্যবতী বৈল পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমাগুণ কহে মহামুনি॥ ২৪৪৩
মোর বিভাকালে জত কৈলে অঙ্গীকার।
সকল জানিএ আমি প্রতিজ্ঞা তোমার॥ ২৪৪৪
তত্রাপি বিপদে ত্রাণ হএ কোন মতে।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্ম হিতে॥ ২৪৪৫
বিপত্যে দেবতা পুছে বৃহস্পতি স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে॥ ২৪৪৬
তোমা বিনে আমি জিজ্ঞাসিব কার স্থানে।
জেমতে জানহ বংশ করহ রক্ষণে॥ ২৪৪৭
বেদবিধি কর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর।
অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর॥ ২৪৪৮
এত বলি সত্যবতী করেন রোদন।
নিবর্ত্তিআ পুন বলে গঙ্গার নন্দন॥ ২৪৪৯
ক্ষেত্রি হৈআ জেই জন প্রতিজ্ঞা না পালে।
অযশ ঘোষএ তার এ মহীমণ্ডলে॥ ২৪৫০
কুরুকুল রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান॥ ২৪৫১
জমদগ্নিসুত ভৃগু পিতার কারণে।
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে॥ ২৪৫২
প্রতিজ্ঞা করিল ক্ষেত্রি করিব সংহার।
নিক্ষেত্রি করিল ক্ষিতি তিন সাত বার॥ ২৪৫
ক্ষেত্রি আর না রহিল পৃথিবী ভিতরে।
জতেক ক্ষত্রিয় সম্ভাইল বিপ্রঘরে॥ ২৪৫৪
বেদবিধি দ্বিজগণ ধর্ম্ম ত বুঝিআ।
বৃদ্ধ কৈল্য ক্ষেত্রিগণ ঋতু দান দিআ॥ ২৪৫৫
বিপ্র হৈতে ক্ষেত্রিজন্ম হৈছে পূর্ব্বাপর।
অকুৎসিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর॥ ২৪৫৬
পূর্ব্বের কথন এক কহিএ তোমারে। [৭১ক]
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে॥ ২৪৫
তাহার নিকটে দেবগুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্যযুবতি॥ ২৪৫৮
পরম সুন্দরী দেখি ভ্রাতার যুবতি।
কামেতে পীড়িত হয়্যা ধরে বৃহস্পতি॥ ২৪৫৯
মমতা বলিল নহে রমণসময়।
তব ভ্রাতৃবীর্য্যে পেটে আছএ তনয়॥ ২৪৬০
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইব সন্ততি।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি॥ ২৪৬১
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত তুমি নহে সুবিচার।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ব্ভেতে আমার॥ ২৪৬২

...ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন।
...বত্তহ মহাশয় বুঝিআ কারণ ॥ ২৪৬৩
...মেতে পীড়িত গুরু না কৈল্য বিচার।
...ষেধ না মানি তারে করিল শৃঙ্গার ॥ ২৪৬৪
...তথ্যনন্দন জেই গৰ্ব্বেতে আছিল।
...স্পতি প্রতি সেই ডাকিআ বলিল ॥ ২৪৬৫
...নোচিত কৰ্ম্ম তাত কর কি কারণে।
...র বীৰ্য্য হেতু স্থল নহিব এখানে ॥ ২৪৬৬
...ঙ্কীর্ণ হইব স্থল আছি পূর্ব্ব হত্যে।
...ারে পীড়া করিবেক তোমার বীৰ্য্যেতে ॥ ২৪৬৭
...স্থনিলা বৃহস্পতি তাহার বচন।
...গে হতচিত্ত হয়্যা করিল রমণ ॥ ২৪৬৮
...তেক দেখিআ তবে উতথ্যকুমার।
...ল চরণে রুদ্ধ করিলেন দ্বার ॥ ২৪৬৯
...ড়িল দ্বিজের বীৰ্য্য না পাইআ স্থল।
...খি ক্রোধ হৈল্যা গুরু জলন্ত আনল ॥ ২৪৭০
...ার বীৰ্য্য ঠেলি তুমি ফেল ভূমিতলে।
...ল শাপ অন্ধ হয় নয়নযুগলে ॥ ২৪৭১
...ন্ধ হয়্যা জন্মাইল উতথ্যনন্দন।
...ারভিবংশেতে তিহোঁ কৈলা অধ্যয়ন ॥ ২৪৭২
...াধৰ্ম্ম পঠন কৈল গোরুর আচার।
...রে পাএ তারে ধরি করএ শৃঙ্গার ॥ ২৪৭৩
...র কৰ্ম্ম দেখিআ জতেক ঋষিগণ।
...ক্কার করিআ সভে বলিল বচন ॥ ২৪৭৪
...কটে বসিতে [৭১] যোগ্য নহে দুরাচার।
...র করি দেহ এহায় গঙ্গা করি পার ॥ ২৪৭৫
...ত বলি সব মুনি বলিল তাহারে।
...ন্ধি ভাসাইআ দিল জাহ্নবীর নীরে ॥ ২৪৭৬
...ভলার বন্ধনে জলে গেল বহু দূর।
...বেতে দেখিল তারে বলি মহাসুর ॥ ২৪৭৭
...রিআ আনিল ভেলা দেখিআ ব্রাহ্মণ।
...জ্ঞাসিল তাহারে সকল বিবরণ ॥ ২৪৭৮

মোর বংশ বৃদ্ধ কর নিজ তপোবলে।
অঙ্গীকার কৈল দ্বিজ দৈত্য প্রতিবোলে ॥ ২৪৭৯
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল বরণ।
পাটেশ্বরী স্থানে বলি বলিল বচন ॥ ২৪৮০
এই দ্বিজ ভজি কর বংশের উৎপতি।
দ্বিজ হৈতে বংশ শ্রেষ্ঠ আছে হেন নীতি ॥ ২৪৮১
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল হতাদর।
শূদ্রী পাঠাইল যথা আছে দ্বিজবর ॥ ২৪৮২
দ্বিজের ঔরসে তার হল্য পুত্রগণ।
চারি বেদ ষট্‌ শাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥ ২৪৮৩
হেন কালে বলি গেলা দ্বিজের ভুবনে।
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দনে ॥ ২৪৮৪
দ্বিজ বলে রাজা নয় তনয় তোমার।
শূদ্রীগৰ্ব্বে জন্ম হৈল আমার কুমার ॥ ২৪৮৫
অন্ধ দেখি আমারে তোমার পাটেশ্বরী।
নাঞি আইলা মোর স্থানে অনাদর করি ॥ ২৪৮৬
এত স্থনি বলি গেলা নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে ॥ ২৪৮৭
বলিতে লাগিলা রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্ম হৈল দ্বিজের ঔরসে ॥ ২৪৮৮
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল্য অনুপাম ॥ ২৪৮৯
হেন মতে দ্বিজ হৈতে ক্ষেত্রির উৎপতি।
পূৰ্ব্বাপর আছে হেন কৈল প্রজাপতি ॥ ২৪৯০
পরম্পর আছে এই কহে বেদবাণী।
তোমার বিচারে জেই আস্যে গো জননি ॥ ২৪৯১
মন্ত্রী পুরোহিত লঞা করহ বিচার।
ভরথবংশের হেতু কর প্রতিকার ॥[৭২ক] ২৪৯২
সত্যবতী বৈল পুত্র তুমি ধৰ্ম্মচারী।
তোমার বচন আমি দেবতুল্য করি ॥ ২৪৯৩
মোর পূৰ্ব্ববিবরণ কহিএ তোমারে।
জখন ছিলাঙ আমি জনকের ঘরে ॥ ২৪৯৪

ধর্ম্মপিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
এক দিন কৌতুকে গেলাঙ সেই স্থলে ॥ ২৪৯৫
দৈবে সেই দিনে মহামুনি পরাসর।
মহাতেজ জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর ॥ ২৪৯৬
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সেই মুনিকর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে ॥ ২৪৯৭
মচ্ছের দুর্গন্ধি মোর শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র অঙ্গ মোর পদ্মগন্ধ হল্য ॥ ২৪৯৮
কুজ্ঝটী সৃজিআ মুনি কৈল্য অন্ধকার।
ক্রোধভএ বশ আমি হইল তাহার ॥ ২৪৯৯
তাহার ঔরসে মোর হইল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হল্য ততক্ষণ ॥ ২৫০০
জন্মমাত্রে তার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
দ্বীপে জন্ম হল্য তেঞি দ্বৈপায়ন নাম ॥ ২৫০১
বেদ চারিখান কৈল ব্যাস তেকারণ।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণ ॥ ২৫০২
জন্মমাত্রে পুত্র জবে জায় তপোবন।
আমারে বলিআ গেলা এই ত বচন ॥ ২৫০৩
জখন তোমার মাতা থাকে প্রয়োজন।
তুরিতে আসিব মাতা করিলে স্মরণ ॥ ২৫০৪
কন্যাকালে পুত্র মোর ব্যাস তপোধন।
তোমার সম্মত হল্যে করিএ স্মরণ ॥ ২৫০৫
তুমি আমি কহি তাঁরে বংশের কারণে।
কর জোড় করি কহে শান্তনুনন্দনে ॥ ২৫০৬
এমত তোমার পুত্র ব্যাস তপোধন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ ॥ ২৫০৭
ধর্ম্ম অর্থ কাম আছে নাহিক বিচার।
কুলাশ্রয় কর্ম্ম এই সম্মত আমার ॥ ২৫০৮
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহারে স্মরণ ॥ ২৫০৯
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ।
দেবগণমধ্যে এথা ব্যাস [৭২] তপোধন ॥ ২৫১০
নানা শাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবগণে।
এথায় জানিল মাতা করএ স্মরণে ॥ ২৫১১
সেই ক্ষেণে আসি তথা হল্য উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁর করিল বিহিত ॥ ২৫১২
চিরদিনে সত্যবতী দেখিআ নন্দন।
আলিঙ্গন দিআ পুত্রে করিল চুম্বন ॥ ২৫১৩
নয়নেতে লোহ ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
লোহে দুগ্ধে স্নান কৈল ব্যাস তপোধনে ॥ ২৫১৪
মাএর রোদন দেখি বিস্ময় বদন।
কমণ্ডলুজল মুখে করিল সেচন ॥ ২৫১৫
নিবারিআ ক্রন্দন বলেন ব্যাস মুনি।
কি কারণে কান্দ আজ্ঞা করহ জননি ॥ ২৫১৬
করিব তোমার প্রীত আজ্ঞা কর মোরে।
কি কার্য্য অসাধ্য তব সংসার ভিতরে ॥ ২৫১৭
সত্যবতী বলে পুত্র কহিএ বিশেষ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিশেষ ॥ ২৫১৮
শিশু পুত্র রাখি স্বামী হল্যা স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠ পুত্র করিল বিনাশ ॥ ২৫১৯
কনেষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা তারে বিভা দিল ॥ ২৫২০
বংশ না হইতে তিহোঁ হইলা নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন ॥ ২৫২১
কুরুকুল অস্ত জায় রাজ্য হতস্বামী।
এ শোকসাগরে পুত্র পড়িআছি আমি ॥ ২৫২২
উপায় না দেখি তব করিল স্মরণ।
উপাএ মোহর বংশ করহ রক্ষণ ॥ ২৫২৩
পিতা মাতা হৈতে হয় পুত্রের উৎপতি।
জেন মাতা তেন পিতা কহে বেদস্মৃতি ॥ ২৫২৪
জেমত নন্দন তুমি তেন দেবব্রত।
উপায় করহ দুহেঁ হইআ সম্মত ॥ ২৫২৫
মোর বিভা হেতু ভীষ্ম কৈল অঙ্গীকার।
বংশ না করিব না লইব অধিকার ॥ [৭৩ক] ২৫২৬

তে কারণে তোমা বিনে না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কুরুকুল অস্ত জায় ॥ ২৫২৭
ব্যাস বৈল জননি করিল অঙ্গীকার।
করিব পালন আজ্ঞা জে হয় তোমার ॥ ২৫২৮
সত্যবতী বৈল তব আছে ভ্রাতৃবধূ।
পরম পবিত্র রূপে জিনি পূর্ণ বিধু ॥ ২৫২৯
আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্রদান।
এহা বিনে উপায় না দেখি আমি আন ॥ ২৫৩০
ব্যাস বৈল মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপরা।
ধর্ম্মের বিহিত এই আছে পরম্পরা ॥ ২৫৩১
তোমার বচন মাতা করিব পালন।
ধর্ম্ম হিতে তব কুল করিব রক্ষণ ॥ ২৫৩২
আর এক নিবেদন সুনহ জননি।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি ॥ ২৫৩৩
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিব।
দান যজ্ঞ হোম করি পবিত্র হইব ॥ ২৫৩৪
তবে সে পরশ অঙ্গ করিব তাঁহার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইব কুমার ॥ ২৫৩৫
সত্যবতী বৈল পুত্র বিলম্ব না সহে।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট চোর হএ ॥ ২৫৩৬
মাএর বচনে বৈল ব্যাস তপোধন।
মোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হব দরশন ॥ ২৫৩৭
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইব তবে তাহার উদরে ॥ ২৫৩৮
আসিব বলিআ তবে গেলা মুনি ব্যাস।
সত্যবতী গেলা তবে অম্বালিকা পাশ ॥ ২৫৩৯
মধুর বচনে তারে বলে সত্যবতী।
আমার বচনে বধূ কর অবগতি ॥ ২৫৪০
মজিল ভারথবংশ নাহিক উপায়।
বংশরক্ষা হেতু বধূ কহিএ তোমায় ॥ ২৫৪১
জেই কর্ম্ম বৈল মোরে গঙ্গার নন্দন।
সেই ত উপায় আছে তোমার সদন ॥ ২৫৪২
আমার বচন বধূ কর অঙ্গীকার।
পুত্র জন্মাইআ কর বংশের উদ্ধার ॥ ২৫৪৩
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার বাসরে।
ভজিবে তাঁহারে তুমি না করিবে ডরে ॥ [৭৩] ২৫৪৪
আপনি থাকিআ তারে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তারে শয্যা দিল পাতি ॥ ২৫৪৫
পুন পুন কহি দেবী গেলা নিজ স্থানে।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাস মুনি করিল পয়ানে ॥ ২৫৪৬
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ শিরে পিঙ্গ জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভৈরব আকার ॥ ২৫৪৭
দেখি মহাভয় কন্যা মুদিল নয়ন।
দেখি ব্যাস মুনি হৈলা বিস্ময় বদন ॥ ২৫৪৮
রজনী বঞ্চিআ দেবী কৈল স্নান দান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেলা তাঁর স্থান ॥ ২৫২৯
সত্যবতী বৈল পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাঙ তোমার বচন ॥ ২৫৫০
মহাবলবন্ত মাতা হইব কোঙর।
অযুত হস্তীর বল হব কলেবর ॥ ২৫৫১
কেবল হইব অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে ॥ ২৫৫২
সত্যবতী বৈল পুত্র নহিল কারণ।
কুরুকুলে রাজা অন্ধ নহিল শোভন ॥ ২৫৫৩
আর এক পুত্র কর বংশের ধারণ।
অঙ্গীকার করিলেন ব্যাস তপোধন ॥ ২৫৫৪
তবে দশ মাসে জন্ম ধৃতরাষ্ট্র হল্য।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি জাহা বৈল্য ॥ ২৫৫৫
পুনরপি অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুন ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান ॥ ২৫৫৬
পূর্ব্বভয় অম্বালিকা না বুজিল আঁখি।
অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হল্য মুনিরাজে দেখি ॥ ২৫৫৭
তবে ব্যাস মহামুনি মাএরে কহিল।
আমারে দেখিআ বধূ পাণ্ডুঅঙ্গ হল্য ॥ ২৫৫৮

তে কারণে পুত্র হব পাণ্ডুরবরণ।
এত বলি চলি গেলা ব্যাস তপোধন ॥ ২৫৫৯
সত্যবতী বৈল পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান ॥ ২৫৬০
মাএর বচনে ব্যাস অঙ্গীকার কৈল।
অন্তর্ধ্যান হয়্যা মুনি নিজাশ্রম গেল ॥ ২৫৬১
দশ মাসে জন্ম তবে হৈল পাণ্ডু বীর।
অপূর্ব্ব সুন্দর অঙ্গ [৭৪ক] পাণ্ডুর শরীর ॥ ২৫৬২
পুনরপি আল্যা ব্যাস মাএর স্মরণে।
ভএ অম্বালিকা নাঞি গেলা তাঁর স্থানে ॥ ২৫৬৩
সেবকি আছিল তাঁর পরম সুন্দরী।
পাঠাইল তাঁর স্থানে সুবেশাদি করি ॥ ২৫৬৪
নবীন যৌবন তার হএ শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি ॥ ২৫৬৫
সন্তোষ হইআ মুনি বলিলা তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হব তোমার উদরে ॥ ২৫৬৬
পরম পণ্ডিত হব নরেতে প্রধান।
বর দিআ গেলা ব্যাস আপনার স্থান ॥ ২৫৬৭
মুনিবরে গর্ভ্ভ তার হইল উৎপতি।
আপনি জন্মিল্যা আসি যম মহামতি ॥ ২৫৬৮
মহাভারথের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিএ অনুব্রত ॥ * ॥ ২৫৬৯

[৪৫]

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্মিলা তবে কিসের কারণ ॥ ২৫৭০
সে কথা বিস্তারে তুমি কহ মুনিবরে।
বড়ই রহস্য কথা সুনিব সাদরে ॥ ২৫৭১
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যশীল ধর্ম্মমন্ত তপেতে তৎপর ॥ ২৫৭২
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষতলে বসি।
উর্দ্ধবাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী ॥ ২৫৭৩

হেন মতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন তথা নগর ভিতর ॥ ২৫৭৪
চুরি করি চোরগণ পলাইআ জায়।
নগররক্ষকগণ পাছু পাছু ধায় ॥ ২৫৭৫
পালাইতে না পারিল জত চোরগণ।
মুনিতপোবনে প্রবেশিলা সর্ব্বজন ॥ ২৫৭৬
নানা দ্রব্য জত কৈল নগরেতে চুরি।
মুনির আশ্রমে সব রাখিলেক পুরি ॥ ২৫৭৭
তার পিছে আইল জত নিশাচরগণ।
মুনিরে দেখিআ জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ ॥ ২৫৭৮
এই পথে চোরগণ আগু আগু আল্য।
দেখিলে কি মুনিরাজ কোন পথে গেল ॥ ২৫৭৯
কিছু না বলিলা মুনি ছিলা মৌনব্রতে। [৭৪]
হেন কালে ছিদ্র দেখে মুনিআশ্রমেতে ॥ ২৫৮০
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে দেখে চোরগণ।
চোরগণে ধরি তারে করিল বন্ধন ॥ ২৫৮১
নিশাপতিগণ তারা করিল বিচার।
জানিল এ সব কর্ম্ম এই ব্রাহ্মণার ॥ ২৫৮২
লোকেরে ভণ্ডনা করি তপের আরম্ভ।
এহারে বন্ধন কর না কর বিলম্ব ॥ ২৫৮৩
চোরগণ সহিত বান্ধিআ লৈল তারে।
চোরগণে ধরি জানাইল নৃপবরে ॥ ২৫৮৪
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে ॥ ২৫৮৫
মাণ্ডব্যেরে শূল দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিআ শূলেতে ॥ ২৫৮৬
এক দিন মুনিগণ দেখিআ তাঁহারে।
দেখিআ পরম চিন্তা হইল সভারে ॥ ২৫৮৭
মুনিগণ বেড়ি তবে শূলেরে ধরিল।
অনেক উপায় উপাড়িতে না পারিল ॥ ২৫৮৮
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন শাপে মুনি তোমার এতেক দুর্গতি ॥ ২৫৮৯

মাণ্ডব্য বলিল আমি বহু পাপ করি।
কোন পাপে হেন শাস্তি কহিতে না পারি ॥২৫৯০
মাণ্ডব্যেরে শূল দিল রাজা বার্ত্তা পাল্য।
মুনিঞা নৃপতি মনে বিস্ময় হইল ॥ ২৫৯১
স্বকুটুম্ব সহিত আইলা শীঘ্রগতি।
বিনয় করিআ রাজা করে বহু স্তুতি ॥ ২৫৯২
না জানিআঁ হেন কর্ম্ম করিল দুষ্কর।
অধম দেখিআ মোরে ক্ষেম মুনিবর ॥ ২৫৯৩
অশেষ বিশেষে রাজা করিল বিনয়।
দয়াবান্ মুনি নৃপে হইলা সদয় ॥ ২৫৯৪
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনিঅঙ্গ হৈতে শূল কাটিতে নারিল ॥ ২৫৯৫
অনেক যতন কৈল না হল্য বাহির।
দেখিআ বিস্ময় চিত্ত হল্য নৃপতির ॥ ২৫৯৬
বাহিরে জতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে জতেক ছিল ভিতরে রহিল ॥ ২৫৯৭
তত্রাপি ভ্রূক্ষেপ নাঞি করে মুনিবর। [৭৫ক]
নাহিক বেদনা চিত্তে হরিষ অন্তর ॥ ২৫৯৮
অগ্নিগর্ব্ভযুত মুনি লোকে অসম্ভাব্য।
সেই হত্যে নাম হইল মুনি জে মাণ্ডব্য ॥ ২৫৯৯
এক দিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন পাপে শাস্তি ধর্ম্ম দিলেক আমারে ॥ ২৬০০
ধর্ম্মস্থানে গিআ এহা জানিতে জুয়ায়।
কোন দোষে এত শাস্তি দিলেক আমায় ॥ ২৬০১
তবে মুনিবর গেলা ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাহারে আপনার বিবরণ ॥ ২৬০২
ধর্ম্মরাজ বৈল তুমি বালক বএসে।
বালক সহিত ছিলে বালক্রীড়ারসে ॥ ২৬০৩
এক দিন তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিলে।
ইষিকাতে তাহার গুহেতে শূল দিলে ॥ ২৬০৪
তার অনুরূপ ফল পাইলে আপনি।
জাহা করি তাহা ভুঞ্জি কহে বেদবাণী ॥ ২৬০৫
এত সুনি মহাক্রোধ হল্যা তপোধন।
মোর তপোবল আজি দেখহ শমন ॥ ২৬০৬
অল্প দোষে হেন শাস্তি এ তোর বিচার।
তাহাতে বালকবুদ্ধি অজ্ঞান আমার ॥ ২৬০৭
এহার উচিত ফল দিব আমি তোরে।
নরযোনি জন্ম গিআ শূদ্রীর ওদরে ॥ ২৬০৮
আজি হত্যে পূর্ব্বমত খণ্ডিব তোমার।
সুখে বাল্যকালে ক্রীড়া করুক সংসার ॥ ২৬০৯
চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত জত পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥ ২৬১০
এত বলি মুনিবর গেলা নিজ স্থান।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান ॥ ২৬১১
পণ্ডিত পরমবুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর হল্য ধর্ম্ম অবতার ॥ ২৬১২
হেন মতে কুরুবংশে তিন পুত্র হল্য।
অহর্নিশি নানা যজ্ঞ নানা দান কৈল্য ॥ ২৬১৩
নগরেতে নানা স্থানে যজ্ঞ মহোচ্ছব।
ইন্দ্রের নগর কিবা রতন আর্ণব ॥ ২৬১৪
তিন পুত্র ভীষ্ম বীর করেন পালন।
নানা অস্ত্র শাস্ত্রবিদ্যা করান পঠন ॥ ২৬১৫
কথো দিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণ চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥ [৭৫] ২৬১৬
যদুবংশ সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাহার নন্দিনী ॥ ২৬১৭
ভবার্ণবে আরাধিআ পাইল কন্যা বর।
এক শত পুত্র হব মহাবলধর ॥ ২৬১৮
বার্ত্তা পাত্যা ভীষ্ম তথা লোক পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল ॥ ২৬১৯
[বি]চিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুবংশে বিখ্যাত রূপেতে অনুপাম ॥ ২৬২০
তার হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্ম মোরে পাঠাইলা শীঘ্রতর করি ॥ ২৬২১

শুনিঞা গান্ধাররাজা ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥ ২৬২২
সকল সম্পূর্ণ দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে বিরস হব গঙ্গার কোঙর॥ ২৬২৩
এতেক বিচার করি গান্ধাররাজন।
ব্রিভঙ্গর জতে[ক] দ্রব্য কৈল ততক্ষণ॥ ২৬২৪
শকুনির সঙ্গে দিল উত্তম ব্রাহ্মণ।
কহিল ভীষ্মেরে বিপ্র জত বিবরণ॥ ২৬২৫
শুনি হর্ষচিত্ত হল্যা গঙ্গার কুমার।
শীঘ্রগতি বিভা হেতু কৈল আগুসার॥ ২৬২৬
চতুর্দ্দোলে বর তবে করি আরোহণ।
আপনি চলিলা ভীষ্ম জত রাজাগণ॥ ২৬২৭
দেখিআ সুবল রাজা হরষিত হৈল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ রাজা কন্যা দান কৈল॥ ২৬২৮
গান্ধারী জানিল অন্ধ বরেরে বরিল।
আপনার কর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষেমা দিল॥ ২৬২৯
সব বস্ত্র পরে দেবী শতপুর করি।
আপন নয়নযুগ বান্ধিল সুন্দরী॥ ২৬৩০
পতিপ্রীতি[১] অনুসরি মুদিত নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী জে জগতে ঘোষণ॥ ২৬৩১
শকুনি চলিলা তবে ভগ্নীর সংহতি।
হস্তিনা নগরে প্রবেশিলা শীঘ্রগতি॥ ২৬৩২
ধৃতরাষ্ট্রে বিভা দিল বিবিধ বিধানে।
নানা রত্নে অলঙ্কার ভূষিআ ভূষণে॥ [৭৬ক]২৬৩৩
হস্তী হয় রথ রত্ন কৈল বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়ান॥ ২৬৩৪
ধৃতরাষ্ট্রে বিভা দিআ গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন॥ ২৬৩৫
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ॥ ২৬৩৬
পিতৃস্বসাপুত্র কুন্ত অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশিমুখী॥ ২৬৩৭
পৃথারে আনিঅ্যা বৈল কুন্ত নরপতি।
অতিথের সেবা তুমি কর গুণবতি॥ ২৬৩৮
পিতৃআজ্ঞা পায়্যা কন্যা অতিথেরে পূজে।
কথো দিনে আইলা দুর্ব্বাসা মুনিরাজে॥ ২৬৩৯
মুনিবর দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ পাখালিল॥ ২৬৪০
রত্নময় খাটে লয়্যা করাল্য শয়ন।
মিষ্ট অন্ন পান দিল করিতে ভক্ষণ॥ ২৬৪১
করজোড়ে কুন্তী জে মুনির অগ্রে রহে।
দেখিআ সন্তোষ হল্যা মুনি মহাশএ॥ ২৬৪২
তুষ্ট হঅ্যা বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোরে লেহ সুবদনি॥ ২৬৪৩
মন্ত্র জপি জেই দেবে করিবে স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে আসি দিব দরশন॥ ২৬৪৪
কৃপা করি মন্ত্র দিআ গেলা মুনিবর।
মন্ত্র পায়্যা কুন্তী দেবী হরষ অন্তর॥ ২৬৪৫
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি॥ ২৬৪৬
কুন্তীর স্মরণে তথা আল্যা দিবাকর।
সূর্য্য[২] দেখি ভোজপুত্রী বিরস অন্তর॥ ২৬৪৭
কর জোড় করি কুন্তী দণ্ডবৎ কৈল।
সবিনয়ে কুন্তী দেবী বলিতে লাগিল॥ ২৬৪৮
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
পাছু না গুণিঞা তোমা করিল স্মরণ॥ ২৬৪৯
অপরাধ কৈল আমি অজ্ঞানে মোহিত।
বামা জাতি সদা দোষী খেমিতে উচিত॥ ২৬৫০
সূর্য্য বৈল ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহিবেক কন্যা মোর আগমন॥ ২৬৫১

১। মূলে—'সচিপতি'।
২। পুথিতে—'কুন্তি'।

প্রথমে লইআঁ মন্ত্র ডাকিলে আমারে। [৭৬]
ব্যর্থ তোর মন্ত্র হব না ভজিলে মোরে। ২৬৫২
কুন্তী বৈল কন্যা আমি শিশুনি বএসে।
এমত কুচ্ছিত কর্ম্ম লোকে উপহাসে ॥ ২৬৫৩
দিনকর বৈল ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু দোষ তোর নহিব ভুবনে ॥ ২৬৫৪
প্রবোধিল কুন্তী কহি অনেক প্রকার।
বর দিয়া সূর্য্য তারে করিল শৃঙ্গার ॥ ২৬৫৫
কর জোড় করিআ বলএ কুন্তী সতী।
কহ পুত্র আমার হইব কোন গতি ॥ ২৬৫৬
যোনিপথে হইব সুনহ দিবাকর।
অবিবাহী কন্যা আমি বড় লাগে ডর ॥ ২৬৫৭
কুন্তীর সুনিঞা সব বলে দিননাথে।
বাহির করিহ পুত্র কর্ণের পথেতে ॥ ২৬৫৮
এতেক বলিআ দেব গেলা নিজ ধাম।
কর্ণপথে উপস্থিত কর্ণ তার নাম ॥ ২৬৫৯
সূর্য্যবীর্য্যে গর্ব্ভে জন্ম হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ ॥ ২৬৬০
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে অতিবিরাজিত।
পুত্র দেখি কুন্তী দেবী হইলা বিস্মিত ॥ ২৬৬১
লোকে খ্যাত হব বলি হইল বিরস।
কুলের কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অবযশ ॥ ২৬৬২
এতেক চিন্তিআ কুন্তী পুত্র লআ কোলে।
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইআ দিল জলে ॥ ২৬৬৩
সূত অধিরথ করে যমুনাতে স্নান।
ভাসি জায় তাম্রকুণ্ড দেখে বিদ্যমান ॥ ২৬৬৪
ধরিআ আনিঞা দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দেতে লয়্যা গেল পুরী আপনার ॥ ২৬৬৫
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপুত্রক আছিল পুষিল পুত্র করি ॥ ২৬৬৬

শূরসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে জেন চন্দ্রের আকার ॥ ২৬৬৭
সর্ব্বশাস্ত্রে পারগ হইল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধন করেন মিহির ॥ ২৬৬৮
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অম্বু[৭৭ক]রত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেই অবিরত ॥ ২৬৬৯
জেই জাহা চাহে দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহো নাঞি চাহে তেঞি রহে প্রাণ ॥ ২৬৭০
তাহার দেখিআ সত্ব দেব পুরন্দর।
মায়াতে হইল ইন্দ্র ব্রহ্মকলেবর ॥ ২৬৭১
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল মহাবীরে ॥ ২৬৭২
তীক্ষ্ণ ক্ষুরেতে অঙ্গ কাটি আপনার।
সেই হত্যে কর্ণ নাম ঘোষএ সংসার ॥ ২৬৭৩
সন্তোষ হইআ বর যাচে পুরন্দর।
একঘ্নি[১] মাগিআ নিলা কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥ ২৬৭৪
একঘ্নি নামেতে অস্ত্র বিখ্যাত ভুবন।
জাহারে এড়এ তার অবশ্য মরণ ॥ ২৬৭৫
কর্ণ নাম দিআ ইন্দ্র গেলা নিজপুর।
কর্ণ সম দাতা নাহিক তিন পুর ॥ ২৬৭৬
সেই হত্যে কর্ণ নাম ঘোষেন অমর।
বাণ দিআ অমরে গেলেন পুরন্দর ॥ ২৬৭৭
কুন্তী ভোজনন্দিনী আছিল পিতৃগৃহে।
স্বয়ম্বর কৈল দেখি যৌবন সমএ ॥ ২৬৭৮
নিমন্ত্রিয়া আনাইল জত রাজাগণ।
আইল সকল রাজা পায়্যা নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৭৯
বসিলা সকল রাজা জার জেই স্থান।
মধ্যেতে বসিলা পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান ॥ ২৬৮০
গ্রহগণমধ্যে জেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডুতেজে আচ্ছাদিত জত নৃপবর ॥ ২৬৮১

১ পুথিতে—একাঘ্নি।

পাণ্ডুরে দেখিআ কুন্তী পীড়িল মদনে।
গলে মাল্য দিআ তাঁর করিল বরণে॥ ২৬৮২
তবে ভোজরাজা তাঁরে পূজিল বিধানে।
নানা রত্নে ভুষিঅ্যা করিল কন্যাদানে॥ ২৬৮৩
রাজাগণ চলি গেলা জার জে নগর।
কুন্তী নয়্যা পাণ্ডু আইল্যা আপনার ঘর॥ ২৬৮৪
পুরন্দরকোলে জেন পুলোমানন্দিনী।
রজনীপতির কোলে জেমত রোহিণী॥ ২৬৮৫
হস্তিনানিবাসী লোক হল্যা হরষিত।
স্থানে স্থানে নগরে হইল নৃত্য গীত॥ ২৬৮৬
তবে কথো দিনে ভীষ্ম চিন্তে মনে মনে।
বংশবৃদ্ধি হেতু আর বিভার কারণে॥ [৭৭]২৬৮৭
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর॥ ২৬৮৮
তাহার ভগিনী আছে পরম সুন্দরী।
বার্ত্তা পায়্যা গেলা ভীষ্ম তাহার নগরী॥ ২৬৮৯
শল্য রাজা সুনিল ভীষ্মের আগমন।
আগুসরি নিজ গৃহে নিল ততক্ষণ॥ ১৬৯০
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল রাজন।
জিজ্ঞাসিল কোন কার্য্যে এথা আগমন॥ ২৬৯১
ভীষ্ম বৈল তুমি রাজা বিখ্যাত সংসারে।
বন্ধু করিবারে ইচ্ছা হইল তোমারে॥ ২৬৯২
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মোর করহ বরণ॥ ২৬৯৩
হাসিআ বলেন শল্য বিধি মিলাইল।
তোমার সমান বন্ধু ভাগ্যেতে পাইল॥ ২৬৯৪
একমাত্র নিবেদন আছএ আমার।
পূর্ব্বাপর আমার আছএ কুলাচার॥ ২৬৯৫
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য না হএ এ কথা॥ ২৬৯৬
তুমি রঙ্ক নহ আমি নহিএ নির্দ্ধন।
কেবল চাহিএ কুলধর্ম্মের রক্ষণ॥ ২৬৯৭

শল্যের বচন ভীষ্ম বুঝিল ধারণে।
কুলধর্ম্ম রক্ষা রাজা করিব যতনে॥ ৩৬৯৮
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন॥ ২৬৯৯
রথ গজ অশ্ব দিল বিবিধ বসন।
ধন পায়্যা প্রীতি পাল্য মদ্রের নন্দন॥ ২৭০০
নানা রত্নে ভূষিআ ভগ্নীরে আনি দিল।
মাদ্রী নআ ভীষ্মদেব হস্তিনাকে গেল॥ ২৭০১
মহোচ্ছব করিআ পাণ্ডুর বিভা দিল।
মাদ্রীর দেখিআ রূপ পাণ্ডু প্রীতি পাল্য॥ ২৭০২
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখেন সমান।
দুই ভার্য্যা সহ নাঞি ভেদাভেদ জ্ঞান॥ ২৭০৩
তবে পাণ্ডু কথো দিনে সভার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্‌বিজয় করিতে॥ ২৭০৪
রথ গজ অশ্ব পদা চতুরঙ্গদলে।
সাজিআ পশ্চিম দিগ গেল মহাবলে॥ ২৭০৫
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্বঅপরাধী।
তাহারে জিনিঞা পাল্য বহু রত্ন নিধি॥ ২৭০৬
তবেত সকল রাজা একত্র করিআ। [৭৮ক]
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিআ॥ ২৭০৭
না পারিআ ভঙ্গ দিল জত নৃপবর।
পাণ্ডুরে পূজিআ সভে দিল রাজকর॥ ২৭০৮
রাজাগণে জিনি পাণ্ডু লঅ্যা রাজকর।
আপনার রাজ্যে আল্যা হস্তিনা নগর॥ ২৭০৯
পাণ্ডুর মহিমা যশ পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরথ রাজা জে কর্ম্ম করিল॥ ২৭১০
পাণ্ডুরে দেখিআ এত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি কৈল মস্তকে চুম্বন॥ ২৭১১
তবে একে একে পাণ্ডু সভে প্রণমিল।
জতেক আনিল রত্ন ধৃতরাষ্ট্রে দিল॥ ২৭১২
ধন পায়্যা ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যজ্ঞ কৈল রাজা কৈল বহু দান॥ ২৭১৩

ধৃতরাষ্ট্রে দিআ পাণ্ডু রাজ্যে অধিকার।
মৃগয়া করিতে বড় বনেতে বেহার ॥ ২৭১৪
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা জেন হস্তিনাভুবনে ॥ ২৭১৫
তবে কথো দিনে ভীষ্ম বিদুর কারণে।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণে ॥ ২৭১৬
সুদেব রাজার কন্যা নাম পরাসরী।
রূপেতে সুন্দর জেন স্বর্গবিদ্যাধরী ॥ ২৭১৭
তাহারে আনিঞা ভীষ্ম করিল বরণ।
আনন্দিতে ক্রীড়া তবে করে দুই জন ॥ ১৭১৮
কুরুবংশবৃদ্ধিকথা জেই জন সুনে।
তার বংশবৃদ্ধি হএ ব্যাসের বচনে ॥ ২৭১৯
ধর্ম্মবৃদ্ধি আউবৃদ্ধি বিপুল বৈভব।
সদাই করেন কৃপা দেব শ্রীবল্লভ ॥ ২৭২০
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ২৭২১

[৪৬]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
সুনিল সকল কথা ভারথ আখ্যান ॥ ২৭২২
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
তবে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন ॥ ২৭২৩
মুনি বলে অবধানে সুন নরপতি।
কহি আমি একমনে কর অবগতি ॥ ২৭২৪
চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কথো সহচর ॥ [৭৮]২৭২৫
নিরন্তর ভ্রম্মে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে।
পর্ব্বতকন্দর ঘোর মহাশালবনে ॥ ২৭২৬
হেন মতে একদিন দেখে নৃপবর।
মৃগিনীযূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর ॥ ২৭২৭
কিন্দম নাম তার ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি মৃগী করএ শৃঙ্গার ॥ ২৭২৮
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণ শরে ভেদিল ঋষির কলেবর ॥ ২৭২৯
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগিনীউপর হৈত্যে ভূমে পড়ে লুটি ॥ ২৭৩০
ডাক দিআ ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হঞ্যা এ কর্ম্ম করিলে ॥ ২৭৩১
মূর্খ দুরাচার জেই হিংসা করে পরে।
পরম শত্রুরে হেন সমএ না মারে ॥ ২৭৩২
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ অকারণে।
ক্ষেত্রিধর্ম্ম মৃগ মারি পাইএ জখনে ॥ ২৭৩৩
পূর্ব্বেতে অগস্ত্য মুনি মৃগক্ষেপ কৈল।
দেবঋষিভক্ষ্য হেতু মৃগজন্ম হৈল ॥ ২৭৩৪
রিপু সম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার।
হেন শাস্ত্রনীত কহে ক্ষেত্রির বিচার ॥ ২৭৩৫
ঋষি বলে মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ কৈলে মহাপাপকর্ম্ম ॥ ২৭৩৬
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরসে জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥ ২৭৩৭
রাজা হয়্যা হেন কর্ম্ম কর দুরাচার।
রাজা পাপ কৈলে মজে সকল সংসার ॥ ২৭৩৮
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর।
সকল ত্যাগিআ রহি মৃগকলেবর ॥ ২৭৩৯
মৃগরূপে করি আমি মৃগিনী রমণ।
হেন কালে তুমি মোরে করিলে নিধন ॥ ২৭৪০
ব্রাহ্মণ বলিআ তুমি না জানহ মোরে।
তে কারণে ব্রহ্মবধ নহিবেক তোরে ॥ ২৭৪১
মৃগদেহে মাল্যে মোরে এহ [৭৯ক] পাপ নহে।
সভে পাপ মাল্যে তুমি মৈথুনসমএ ॥ ২৭৪২
এই হেতু শাপ তোরে দিতেছি রাজন।
মৈথুনসমএ তোর হবেক মরণ ॥ ২৭৪৩
আমি জেন অসুখীতে জাই পরলোকে।
এই মত অসুখীতে যম নিব তোকে ॥ ২৭৪৪

স্বর্গেতে জাইতে শক্তি নহিব তোমার।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার॥ ২৭৪৫
এত বলি ঋষিপুত্র তেজিল জীবন।
দেখিঅা হইল পাণ্ডু বিস্ময়বদন॥ ২৭৪৬
শোকেতে আকুল হঅ্যা করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির চরণ॥ ২৭৪৭
ভার্য্যা সহ কান্দে রাজা জেন বন্ধুশোকে।
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে॥ ২৭৪৮
সুনিআছি পিতা মোর কৈল দুরাচার।
কামলোভে অল্প কালে হইল সংহার॥ ২৭৪৯
তার সমুচিত ফল পাল্য এত কালে।
খণ্ডন না জায় কর্ম্ম ভোগ না করিলে॥ ২৭৫০
আজি হত্যে ত্যাগ কৈল সংসার বিষয়।
শরীর তেজিব তপ করিআ আশ্রয়॥ ২৭৫১
একাকী হইআ পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিবারণ॥ ২৭৫২
কুন্তী মাদ্রী চাহি রাজা বলএ বচন।
হস্তিনা নগর দুহেঁ করহ গমন॥ ২৭৫৩
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত মোর কৌসল্যা জননী।
সত্যবতী আই আর অন্ধ নৃপমণি॥ ২৭৫৪
বিদুর প্রভৃতি আর সুহৃদ্ সকল।
দেখিলে সুনিলে জত কহিবে নিশ্চল॥ ২৭৫৫
এত সুনি দুই জনে করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদ্‌গদ বচন॥ ২৭৫৬
কোন দোষে দোষী মোরা তোমার চরণে।
হস্তিনা নগর জাত্যে বল কি কারণে॥ ২৭৫৭
তোমা বিনু শরীর রাখিব কোন কাজে।
কোন ফল কারণে জাইব গৃহমাঝে॥ [৭৯] ২৭৫৮
তোমা বিনু গতি নাঞি আমা সভাকার।
তোমার জে গতি সেই গতি দুহাঁকার॥ ২৭৫৯
তপস্যা করিব দুহেঁ তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদ্‌গতি॥ ২৭৬০
ফলাহার করি ইন্দ্র[১] করিব নিগ্রহ।
নানা তীর্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তোমা সহ॥ ২৭৬১
হেন মতে আশ্রম আছএ সন্ন্যাসীতে।
ধর্ম্মপত্নী আমি দোষ নাহিক এহাতে॥ ২৭৬২
নিশ্চয় নৃপতি জদি না লবে সংহতি।
আমা দুহাঁবধ তুমি পাবে নরপতি॥ ২৭৬৩
তোমার সমুখে মোরা প্রবেসোঁ আগুনে।
স্বচ্ছন্দে নৃপতি তবে জাহ যথা মনে॥ ২৭৬৪
অনেক বিনয় করি কান্দে দুই জন।
দেখিআ ব্যাকুলচিত্ত হইলা রাজন॥ ২৭৬৫
পাণ্ডু বলে সঙ্গেতে নিশ্চয় জদি জাবে।
মহা ক্লেশ দুস্খ তবে অরণ্যেতে পাবে॥ ২৭৬৬
গাছের বাকল পর তেজহ বসন।
শিরে জটাভার কর তেজ অভরণ॥ ২৭৬৭
ফলমূলাহারী হয় তেজ দিব্য হার।
লোহ মোহ কাম তেজ ক্রোধ অহঙ্কার॥ ২৭৬৮
স্বামীর বচন তবে সুনি দুই জন।
ততক্ষণে বাহির করিল অভরণ॥ ২৭৬৯
গলার বাহির কৈল শতেশ্বরি হার।
শ্রবণকুণ্ডল তেজে সূর্য্যদীপ্তাকার॥ ২৭৭০
চরণে নপুর আর করের কঙ্কণ।
বসন ভূষণ আদি জত অভরণ॥ ২৭৭১
কবরী খসায়্যা কৈল শিরে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার॥ ২৭৭২
দেখিআ নৃপতি মনে হইল বিস্ময়।
দুহাঁর দেখিআ বেশ বিদরে হৃদয়॥ ২৭৭৩
তবে রাজা তেজে নিজ অঙ্গঅভরণ।
মাথার মকুটমণি কুণ্ডল কঙ্কণ॥ ২৭৭৪

১। ইন্দ্র—ইন্দ্রিয়।

জই কিছু আছিল অঙ্গের অলঙ্কার।
কেল তেজিআ কৈল্য তপস্বী আকার ॥ ২৭৭৫
ত রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে কৈল দান।
পস্যা করিতে রাজা করিল প্রস্থান ॥ ২৭৭৬
নুচরগণ জত আছিল সংহতি।
ভারে চাহিআ বলে পাণ্ডু নরপতি ॥ [৮০ক] ২৭৭৭
স্তিনা নগরে সভে করহ গমন।
ভাকারে কহিবে আমার বিবরণ ॥ ২৭৭৮
ত্নে প্রবোধিবে সভে মাএর ক্রন্দনে।
তরাষ্ট্রে প্রবোধিবে মধুর বচনে ॥ ২৭৭৯
াণ্ডুর বচন এত স্থনি সর্ব্বজন।
াহাকার ধ্বনি[১] সভে করেন ক্রন্দন ॥ ২৭৮০
ঘনে নিশ্বাস মনে গদ্গদ বচন।
স্তিনা নগর সভে করিলা গমন ॥ ২৭৮১
কে একে সভারে কহিল সমাচার।
নি পুরজন সভে করে হাহাকার॥ ২৭৮২
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল।
প্রলয়কালেতে জেন সমুদ্রকল্লোল॥ ২৭৮৩
ভীষ্ম আর বিদুর প্রভৃতি জত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে সব করএ ক্রন্দন ॥ ২৭৮৪
তরাষ্ট্র স্থনি বড় হইলা অস্থির।
াহি রুচে অন্ন জল বাহির মন্দির ॥ ২৭৮৫
ত্নময় পালঙ্ক তেজিল নৃপবর।
ভূমে গড়াগড়ি জায় শোকেতে কাতর ॥ ২৭৮৬
হেন মতে রোদন করেন বন্ধুজনে।
এথা পাণ্ডু প্রবেশিলা গহন কাননে ॥ ২৭৮৭
চিত্ররথ নামে বন বহুত বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্ছর জত করয়ে বেহার ॥ ২৭৮৮
পথে জাত্যে দেখে সব দেবতার স্থান।
নানা রত্নে বিভূষিত বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥ ২৭৮৯

তরঙ্গে বহেন তথা গঙ্গা ভাগীরথী।
দেবকন্যাগণ সব ক্রীড়া করে নিতি ॥ ২৭৯০
কথো দূরে দেখে রাজা হিমের কিরণ।
পশু পক্ষ নাহি তথা নাহি বৃক্ষগণ ॥ ২৭৯১
কোন স্থানে দেখে রাজা পর্ব্বতউপরে।
জলধরগণ বৃষ্টি করে নিরন্তরে ॥ ২৭৯২
তাহার উপরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কাজ জাইতে নারে পাখী॥ ২৭৯৩
তিন জনে গেলা যথা আছে ঋষিগণ।
ডাক দিআ ঋষিগণ বলিল বচন ॥ ২৭৯৪
কোথাকাবে জাহ তুমি দেখি তিন জনে।
অগম্য বিষম ভূমি জাহ কি কারণে ॥ ২৭৯৫
ঋষিগণবচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নাম মোর কুরুবংশেতে উৎপতি ॥ ২৭৯৬
অপুত্র হইলাঙ নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার তেজিআ আমি জাই স্বর্গবাসে॥ [৮০] ২৭৯৭
চারি ঋণ লআ্য লোক মর্ত্তে আগুসরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥ ২৭৯৮
যজ্ঞ করি দেবঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার ॥ ২৭৯৯
পিতৃলোকে পার হব পিণ্ডদান থুআ্য।
মনুষ্যে হইব পার অতিথ পূজিআ ॥ ২৮০০
ঋণেতে হইলাঙ পার আমি তিন স্থানে।
সভে নাঞি হলাঙ পার পিতৃগণঋণে ॥ ২৮০১
ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ২৮০২
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গ জাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ স্বর্গদ্বার রক্ষা করে ॥ ২৮০৩
অকারণে তথাকারে জাহ নরপতি।
কদাচিত না পাইবে স্বর্গের বসতি ॥ ২৮০৪

১। পুথিতে—'ধ্বনি।'

পৃথিবীতে বহু দান পুণ্যকর্ম্ম করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গ জাইতে না পারে ॥ ২৮০৫
স্বর্গেতে জতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্তে পুত্র জন্মাইআ সভে স্বর্গবাসী ॥ ২৮০৬
এত সুনি বলে রাজা বিনয়বচনে।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ তপোধনে ॥ ২৮০৭
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক তব পুত্র দেববরদানে ॥ ২৮০৮
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হব তব পুত্রগণ ॥ ২৮০৯
ঋষিগণবচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতেতে করিল বসতি ॥ ২৮১০
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান্ ॥ * ॥ ২৮১১

[৪৭]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ২৮১২
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা সুনিব সাদরে ॥ [৮১ক] ২৮১৩
মুনি বলে অবধানে সুনহ রাজন।
কহিএ তোমারে আমি ব্যাসের বচন ॥ ২৮১৪
কুন্তীরে চাহিআ বলে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি সুনিলে মুনিগণের উত্তর ॥ ২৮১৫
দেব হৈতে পুত্র হব বৈল মুনিগণে।
আপনি করহ তুমি এহার বিধানে ॥ ২৮১৬
মৃগঋষিশাপে মুক্তি নাহিক আমার।
উপায় করিআ পিতৃগণে কর পার ॥ ২৮১৭
আর জেন আছে পূর্ব্বশাস্ত্রের বিধানে।
বিবরিআ কহি তাহা কর অবধানে ॥ ২৮১৮

স্বয়ংজাত করি সেই সহজে নন্দন।
নতুবা কাহার পুত্র দেই কোন জন ॥ ২৮১৯
পুত্রহীনে কোন জন করে কন্যাদান।
তার পুত্র হৈলে সেহ হয় পুত্রবান্ ॥ ২৮২০
মুল্য দিআ পোষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্ন অন্ন করি[১] ॥ ২৮২১
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লয়্যা কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চ জন স্থানে ॥ ২৮২২
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে এই ব্রাহ্মণবচন ॥ ২৮২৩
কুন্তী বৈল রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
অকারণে এত বল বচন কুচ্ছিত ॥ ২৮২৪
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনে অন্য কেহো না দেখোঁ নয়নে ॥ ২৮২৫
[পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
বুষ্যিতাশ্ব রাজা ছিল কৌরবনন্দন ॥ ২৮২৬
মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর ॥ ২৮২৭
তাঁর দক্ষিণায় মত্ত হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ ॥ ২৮২৮
ভদ্রা কন্যা দুই ভার্য্যা পরম সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে দোঁহে পুত্র কাম্য করি ॥ ২৮২৯
দোঁহার কামনায় কামুক নরবর।
দোঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর ॥ ২৮৩০
যক্ষ্মাকাশ রোগে রাজা হইল নিধন।
পুত্রহীন হয়ে রাজা কান্দে ভার্য্যাগণ ॥ ২৮৩১
স্বামী বিনে ভার্য্যা জীয়ে ধিক্ তার প্রাণ।
স্বামী বিনে ঘর দ্বার শ্মশান সমান ॥ ২৮৩২
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা ॥ ২৮৩৩

১। আপনি প্রবোধ হয় অন্ন অন্ন সরি।—পুথির পাঠ।

ামিপুত্রহীন নারী লোকে অনাদর।
ণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর॥ ২৮৩৪
হনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
াকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ॥ ২৮৩৫
। কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
ামি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥ ২৮৩৬
বের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
বেরে রাখিল করি যতন বিধান॥ ২৮৩৭
তুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
রি পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে॥ ২৮৩৮
ব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হনমতে আছে পূর্ব্বে মুনিরা কহিল॥ ২৮৩৯
মিহ এখন রাজা যোগ কর মনে।
ামার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে]॥* ২৮৪০
াণ্ডু বলে নহে সেই মনুষ্যশকতি।
দব হৈতে সব হয় পুত্রের উৎপতি॥ ২৮৪১
তনরূপ শক্তি কুন্তি নাহিক তোমার।
ূর্ব্বধর্ম্ম উক্তি কুন্তি কহি শুন আর॥ ২৮৪২
াহার বৃত্তান্ত কহি সুনহ কারণ।
বভাণ্ডক নামে এক মহাতপোধন॥ ২৮৪৩
শ্বতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন।
পতামাতাক্রোড়ে ক্রীড়া করে দুই জন॥ ২৮৪৪
ন্য এক দ্বিজ আসি ধরে তার মায়।
ামিপুত্রকোলে হৈতে তারে লঞা জায়॥ ২৮৪৫
বস্ময় হইআ শিশু চাহে পিতা পানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞা[৮১]সিল জনক সদনে॥ ২৮৪৬
কাথা হৈতে আল্য দ্বিজ বড় দুরাচার।
কাথাকারে লৈআ গেল জননী আমার॥ ২৮৪৭
ুত্রের বচন সুনি করেন প্রবোধ।
াপর আছে পুত্র না করিহ ক্রোধ॥ ২৮৪৮

জার জাএ মনোরম্য ভুঞ্জএ শৃঙ্গার।
নাহিক বিরোধ বাপু সৃষ্ট বিধাতার॥ ২৮৪৯
সুনিআ হইলা দ্বিজ অধিক কুপিত।
এহেন কুচ্ছিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত॥ ২৮৫০
আজি হত্যে সৃষ্টিমধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মোর তপপরাক্রম॥ ২৮৫১
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা তেজি.জেই জনে।
পরনারী পরস্বামী করিব গমনে॥ ২৮৫২
সংসারে জতেক পাপে হইবেক পাপী।
নরক হইতে পার হইব কদাপি॥ ২৮৫৩
স্ত্রী হইআ স্বামীর বচন নাহি সুনে।
স্বামী জদি নিযোজয় বংশের কারণে॥ ২৮৫৪
অবহেলে স্বামিবাক্য করে হতাদর।
চিরকাল মজিবেক নরক ভিতর॥ ২৮৫৫
হেন মতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত তেজি তেঞি হেনমত হল্য॥ ২৮৫৬
আর পূর্ব্বকথা কুন্তি কর অবধানে।
সূর্য্যবংশে ছিল রাজা সৌদাসনন্দনে॥ ২৮৫৭
দময়ন্তী ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপত্য বিহনে দুহেঁ সদা চিন্তা করি॥ ২৮৫৮
বসিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তার বহু পুত্র হল্য॥ ২৮৫৯
আমা সভাকার জন্ম জানহ আপনে।
ব্যাস মুনি জন্ম দিল পিতার বিহনে॥ ২৮৬০
বংশ হেতু হেন মত আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের উত্তর॥ ২৮৬১
তে কারণে আজ্ঞা আমি করি[৮২ক]ল তোমারে।
পুত্র অর্থে হেন শক্তি পুত্র জন্মাবারে॥ ২৮৬২
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তি মাগিএ তোমায়ে।
পুত্রজন্ম কর তুমি আপন উপায়ে॥ ২৮৬৩

* বন্ধনীর অংশ বটতলার বই হইতে নিলাম। পুথিতে ইহা নাই

রাজার কার্পণ্যবাক্য সুনি কৌন্তসুতা।
কহিতে লাগিলা আপনার পূর্ব্বকথা ॥ ২৮৬৪
অবিবাহী পিতৃগৃহে ছিলাম জখন।
অতিথ সেবনে পিতা কৈল নিয়োজন ॥ ২৮৬৫
আচম্বিতে আইলা দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনির সেবনা আমি করিল বিস্তর ॥ ২৮৬৬
পরম সঞ্চিতব্রত মুনি মহাশয়।
সেবাবশে মুনি মোরে হইলা সদয় ॥ ২৮৬৭
মন্ত্র বর দিআ মোরে কহিলেন মুনি।
জেই দেবে ইচ্ছা তোর হব সুবদনি ॥ ২৮৬৮
এই মন্ত্র জপি জারে করিবে আহ্বানে।
অবিলম্বে সে দেব আসিব তব স্থানে ॥ ২৮৬৯
জেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
এত বলি মুনিরাজ গেলা দেশান্তর ॥ ২৮৭০
এখন জেমত আজ্ঞা হয় দণ্ডধর।
আজ্ঞা কৈলে দেবস্থানে মাগি পুত্র বর ॥ ২৮৭১
তোমারে কহিল রাজা পূর্ব্বের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান ॥ ২৮৭২
রাজা বলে মুনি জদি দিআছেন বর।
তবে কেন চিন্তা আর ভাবহ অন্তর ॥ ২৮৭৩
হোম যজ্ঞ পূজা করি না পায় উদ্দেশে।
নানা যত্নে অর্চ্চএ পরম দুস্থ ক্লেশে ॥ ২৮৭৪
তত্রাপি দেবের নাঞি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগএ বর জেই জার মন ॥ ২৮৭৫
হেন দেব আপনি সাক্ষাতে দিব বর।
শুভ কার্য্যে সুবদনি বিলম্ব না কর ॥ ২৮৭৬
দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্বপাপ হরে জার লইলে আশ্রয় ॥ ২৮৭৭
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান।
পুত্র বর কুন্তি তুমি মাগ তাঁর স্থান ॥ ২৮৭৮
ধর্ম্মদত্ত হইবেক জেই ত কোঙর।
মহাধর্ম্মমন্ত হব লোকের ভিতর ॥ ২৮৭৯
বিনয় করিআ ধর্ম্মে করহ স্মরণ। [৮২]
আজিকার বিলম্ব না সহে এতক্ষণ ॥ ২৮৮০
স্বামীর বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
পতি প্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার ॥ ২৮৮১
আদিপর্ব্ব ভারথ ব্যাসের বিরচিত।
পরম পবিত্র কথা শ্রবণে অমৃত ॥ ২৮৮২
আউ যশ পুণ্য বাড়ে জাহার শ্রবণে।
কাশীরাম দাস বলে সুন সর্ব্বজনে ॥ * ॥ ২৮৮৩

[৪৮]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
আশ্চর্য্য আমারে তুমি করাল্যে শ্রবণ ॥ ২৮৮৪
কি আর কহিব আমি তোমার গোচরে।
বিস্তারিআ কহ মুনি সুনিব সাদরে ॥ ২৮৮৫
মুনি বলে সুন কুরুকুলঅধিকারি।
বচ্ছরেক গর্ব্ভ জবে ধরিল গান্ধারী ॥ ২৮৮৬
এই মত সময়েতে ভোজের নন্দিনী।
জেই বর দিলেন দুর্ব্বাসা মহামুনি ॥ ২৮৮৭
জেই ক্ষেণে জপি মন্ত্র করিল আহ্বান।
সেই ক্ষেণে আইল্যা ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান ॥ ২৮৮৮
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈলা গর্ব্ভের উৎপতি।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিলা কুন্তী ॥ ২৮৮৯
ইন্দ্র চন্দ্র সম মূর্ত্তি জেন দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥ ২৮৯০
দিনে দুই প্রহরেতে পুণ্যতিথিযুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিলা কুন্তীসুত ॥ ২৮৯১
সেই ক্ষেণে সুনি ধ্বনি আকাশ উপরে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ এই পুত্রবরে ॥ ২৮৯২
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হব মহারাজা।
এ তিন ভুবনলোক করিবেক পূজা ॥ ২৮৯৩
এতেক আকাশবাণী সুনিঞা রাজন।
কুন্তীরে চাহিআ তবে বলিল বচন ॥ ২৮৯৪

সুনিলে আকাশবাণী বৈল দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইলা নন্দন ॥ ২৮৯৫
ক্ষেত্রিপুত্র প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গাণএ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর ॥ ২৮৯৬
তেকারণে অন্য দেবে ভজ পুনর্ব্বার।
তাহা হইতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার ॥ ২৮৯৭
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে। [৮৩ক]
দেবগণমধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে ॥ ২৮৯৮
পুন মন্ত্র জপে কুন্তী পবন উদ্দেশে।
সেই ক্ষেণে বাউ আসি হইলা প্রবেশে ॥ ২৮৯৯
বাউর সঙ্গমে পুত্র হইল জনম।
জন্মমাত্র তাহার সুনহ পরাক্রম ॥ ২৯০০
পুত্র প্রসবিআ কুন্তী কোলে লৈতে চাহে।
তুলিতে নারিল ভার পর্ব্বতের প্রাএ ॥ ২৯০১
কিছুমাত্র ভূমে হস্ত্যে তুলিল যতনে।
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষণে ॥ ২৯০২
অশক্ত হইআ ফেলে পর্ব্বত উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কম্পিল থরহরে ॥ ২৯০৩
শিলাবৃষ্টে গিরি সব হল্য চূর্ণময়।
বালকের ভএ পাল্য গিরিবাসী ভয় ॥ ২৯০৪
সিংহ ব্যাঘ্র আদি করি জত পশুগণ।
সে বন ছাড়িআ পুন গেলা অন্য বন ॥ ২৯০৫
হেন কালে শূন্যবাণী হল্য ততক্ষণে।
সুন পাণ্ডু কুন্তি এই তোমার নন্দনে ॥ ২৯০৬
জতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর।
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবলধর ॥ ২৯০৭
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দুষ্ট জনে এই রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রসম বপু ॥ ২৯০৮
দেখিআ সুনিঞা পাণ্ডু হইলা বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিআ তনয় ॥ ২৯০৯
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥ ২৯১০
কাশীরাম দাস কহে রচিআ পয়ার।
অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার ॥ * ॥ ২৯১১

[৪৯]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা করাল্যে শ্রবণ ॥ ২৯১২
এমত রহস্য কথা কভু নাহি সুনি।
বিস্তারিআ আমারে কহিবে মহামুনি ॥ ২৯১৩
মুনি বলে বাণী সুন নৃপমণি
পূর্ব্বপিতামহ কথা।
ব্যাস তপোনিধি পূজে নিরবধি
গান্ধারী সুবলসুতা ॥ ২৯১৪
তার সেবা-রসে বর দিলা ব্যাসে
হইআ হরষযুত।
মহা বলবান স্বামীর সমান [৮৩]
পাইবে শতেক সুত ॥ ২৯১৫
পরম হরিষে কথো দিন বসে
গর্ব্ভ ধরিল গান্ধারী।
বিংশ মাসে গর্ব্ভ না হল্য প্রসব
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী ॥ ২৯১৬
হেন কালে ধ্বনি আচম্বিতে সুনি
কুন্তী দেবীপুত্র হল্য।
সুনিঞা গান্ধারী আপনা পাসরি
মূর্চ্ছিত হয়্যা পড়িল ॥ ২৯১৭
পুত্র হৈলা জ্যেষ্ঠ রাজ্যে হব শ্রেষ্ঠ
কুরুকুলে হব রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতী পাইল সন্ততি
সভাই করিব পূজা ॥ ২৯১৮
মুঞি অভাগিনী পরম পাপিনী
কর্ম্মফল আপনার।
দিবস হইল কিছু না জন্মিল
পরিশ্রম মাত্র সার ॥ ২৯১৯

জদি প্রসবিব আর কি হইব
সহজে হইব দাস।
হেন অনুমানে দৃঢ় করি মনে
এ গর্ব্ভ করিব নাশ ॥ ২৯২০
লোহার মুদ্গরে আপন উদরে
নির্ঘাত করিআ হানে।
পায়্যা লোহঘাত গর্ব্ভ হৈল্য পাত
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে ॥ ২৯২১
নাহি স্কন্ধ মুণ্ড সভে মাংসপিণ্ড
গান্ধারী প্রসব হল্য।
ডাকাইআ দাসী চিত্তে ঘৃণা বাসি
ফেলাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ২৯২২
জানিঞা কারণ মুনি দ্বৈপায়ন
আসি হৈল্যা উপনীত।
চিত্তে ক্রোধ করি বলেন গান্ধারি
এ কর্ম্ম কোন বিহিত ॥ ২৯২৩
স্থনিঞা বচন লজ্জিত বদন
কহে কর জোড় করি।
তোমার বচন হইলা লঙ্ঘন
এ বড় বিস্ময় করি ॥ ২৯২৪
তুমি দিলে বর শতেক কোঙর
হইব বলিআ ছিনু।
তব সেবাবশে মহাশ্রম ক্লেশে
মাংসপিণ্ড প্রসবিনু ॥ ২৯২৫
বলে ব্যাস মুনি স্থন স্থবদনি
মোর বোল অন্য নহে। [৮৪ক]
দুঃখ পরিহর মোর বোল ধর
হৈব শতেক তনয়ে ॥ ২৯২৬
শত খণ্ড করি ঘৃতকুণ্ড ভরি
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি বসিলা আপুনি
মাংসপিণ্ড করি কোলে ॥ ২৯২৭
শীতল জলেতে সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে
জেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড হৈল শত খণ্ড
একাধিক শত হৈল্য ॥ ২৯২৮
অঙ্গুলের পর্ব্ব প্রায় হৈল্য খর্ব্ব
ঘৃতকুণ্ডে লআ থুল্য।
তবে তপোধনে সুদৃঢ় বচনে
গান্ধারী দেবীরে বৈল্য ॥ ২৯২৯
এই কুণ্ডগণে রাখিবে যতনে
নাহি হবে উত্তরোল।
আপন ইচ্ছায় জন্ম হব তায়
না ভাঙ্গিহ মোর বোল ॥ ২৯৩০
এত বলি ঋষি হিমালয়বাসী
গেলা হিমালয়ে চলি।
তবে কথো দিনে হৈল দুর্য্যোধনে
মুর্ত্তিমন্ত যুগ কলি ॥ ২৯৩১
জে দিনে জনম হৈল ভীম সেন
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জন্মিবা মাত্রকে ঘোর শব্দে ডাকে
জেন গৃধ্রের গর্জ্জন ॥ ২৯৩২
তার ডাক স্থনি জেন গৃধ্রধ্বনি
গৃধ্রগণ জেন ডাকে।
কুকুর শৃগাল ডাকে পালে পাল
নগর পূরিল কাকে ॥ ২৯৩৩
বহে তপ্ত বাত সঘনে নির্ঘাত
দশ দিগ জায় পুড়ি।
বিহীন মুদির বরিষে রুধির
ঝনঝনা গেড়ি গেড়ি ॥ ২৯৩৪
এ সব চরিত দেখি বিপরীত
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত বিদুর প্রভৃত
॥ ২৯৩৫

সভার অগ্রেতে লাগিলা কহিতে
ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর।
শব্দেতে স্থনিল পাণ্ডুপুত্র হৈল
বংশেতে জ্যেষ্ঠ কোঙর ॥ ২৯৩৬
রাজা হৈল সেহ নাহিক সন্দেহ
মোর মনে তাহে সুখী।
মোর পুত্র হৈত্যে অতি বিপরীতে
বহু অকুশল দেখি ॥ [৮৪] ২৯৩৭
বিধান এহার করিআ বিচার
কহ মোরে সর্ব্বজনে।
রাজার বচন স্থনি সর্ব্বজন
বিদুর বৈল্য তখনে ॥ ২৯৩৮
ভারথ সঙ্গীত জগজন হিত
কেবল অমৃতনিধি।
কাশীদাস কয় খণ্ডে যমভয়
পান কর নিরবধি ॥ * ॥ ২৯৩৯

[৫০]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি স্থনি কোন কালে ॥ ২৯৪০
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
তবে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন ॥ ২৯৪১
বৈশম্পায়ন বলে স্থন দণ্ডধর।
একে একে কহি আমি ভারথ সুন্দর ॥ ২৯৪২
বিদুর বলেন স্থন স্থন মহারাজ।
জত অকুশল দেখি ভাল নহে কাজ ॥ ২৯৪৩
এহার প্রাশ্চিত্ত রাজা নাহি আর কিছু।
তবে সে কুশল দেখি তেজ এই শিশু ॥ ২৯৪৪
কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
এহারে পালিলে দুঃখ পাইবে অপার ॥ ২৯৪৫
নিজকুলহিত জদি চিন্তহ রাজন।
এক উন হোকু এক শতেক নন্দন ॥ ২৯৪৬
কুলের কারণে রাজা তেজ একজন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের[১] কারণ ॥ ২৯৪৭
গ্রাম তেজিএ রাজা জন[পদ] হইতে।
পৃথিবী তেজিএ রাজা আপনা রাখিতে ॥ ২৯৪৮
হেন নীতিশাস্ত্র রাজা আছে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি শেষ রাখ নৃপবর ॥ ২৯৪৯
এতেক বচন জদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল ॥ ২৯৫০
তবে আর উন শত হইল নন্দন।
হেন মতে হৈল ভাই একশত জন ॥ ২৯৫১
এক শত পুত্র হৈল কন্যা একখানি।
স্থনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥ ২৯৫২
আপনে বলিলা ব্যাস মুনি দিলা বর।
একশত হইবেক তোমার কোঙর ॥ ২৯৫৩
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ। [৮৫ক]
এহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥ ২৯৫৪
মুনি বলে স্থন তত্ত্ব রাজা জন্মেজয়।
জখনে বিভাগ করে মুনি মহাশয় ॥ ২৯৫৫
সতী পতিব্রতা দেবী সুবলনন্দিনী।
কেমতে বঞ্চিব হোকু কন্যা একখানি ॥ ২৯৫৬
স্থনিঞাছি স্ত্রীলোকের কন্যাএ পিরিতি।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীতি ॥ ২৯৫৭
মোরে পুত্র বর দিলা ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইব এখনি ॥ ২৯৫৮
কায়মনবাক্যে জদি মুঞি হঙ সতী।
পতিব্রতা হঙ জদি পতি মোর গতি ॥ ২৯৫৯
ব্রাহ্মণেরে গাবি দিআ থাকোঁ কোটি কোটি।
তবে মোর হব ইথে কন্যা একগুটি ॥ ২৯৬০

১। পুথিতে—'দুষ্টের'।

গান্ধারীমানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাস মুনি করেন সিঞ্চন॥ ২৯৬১
একোত্তর শত ভাগ মাংসপিণ্ড হল্য।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীরে বৈল॥ ২৯৬২
আমার বচন বধু কভু মিথ্যা নহে।
এই দেখ পাইলাঙ শতেক তনএ॥ ২৯৬৩
একখানিধিক[১] হৈল সুবলনন্দিনি।
তোমার মানস হেতু হৈল কন্যাখানি॥ ২৯৬৪
সুনি হরষিত হৈলা সুবলদুহিতা।
তেকারণে নরপতিধিক হৈল সুতা॥ ২৯৬৫
হেন মতে একোত্তরশত সহোদর।
সভে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর॥ ২৯৬৬
ক্রমে বিভা হৈল সব রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে বিভা দিল দুঃশলা সুন্দরী॥ ২৯৬৭
কৌরবের জন্মকথা প্রত্যক্ষ কহিল।
সুনহ পার্থের জন্ম জেই মতে হৈল॥ ২৯৬৮
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান॥*॥২৯৬৯

[৫১ [

জন্মেজয় বলে সুন মুনি মহাশএ।
তোমার চরণে বলি করিআ বিনএ॥ ২৯৭০
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মহামুনি।
তোমার চরণে বলি জোড় করি পাণি॥ ২৯৭১
মুনিবর বলে রাজা বলিএ তোমারে।
আর পুত্র হেতু রাজা সদা চিন্তা করে॥ ২৯৭২
কুন্তীরে চাহিআ তবে বলে নৃপবর। [৮৫]
দুই মত জন্ম হৈল যুগল কুঙর॥ ২৯৭৩
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় একজন।
সর্ব্বগুণান্বিত এক জন্মাহ নন্দন॥ ২৯৭৪

কুন্তী বলে হেন পুত্র হইব কেমনে।
সর্ব্বগুণে পুত্র পাব কার আরাধনে॥ ২৯৭৫
এত সুনি পাণ্ডু জিজ্ঞাসিল মুনিগণে।
সর্ব্বগুণে দেবমধ্যে আছে কোন জনে॥ ২৯৭৬
তারে আরাধিয়া আমি লইব নন্দন।
এত সুনি বলিল জতেক মুনিগণ॥ ২৯৭৭
সর্ব্বদেবগণমধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ।
তাহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ॥ ২৯৭৮
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিআ কর এক সম্বচ্ছর॥ ২৯৭৯
বিনা তপে তুষ্ট নহে দেব পুরন্দর।
এত সুনি তপ আরম্ভিলা নৃপবর॥ ২৯৮০
উর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাণ্ডাইয়া।
সম্বচ্ছর কৈল্য তপ পবন ভখিআ॥ ২৯৮১
তপে তুষ্ট দেবরাজ আইলা তথায়।
তুষ্ট হইলাঙ বর মাগ কুরুরায়॥ ২৯৮২
তোমার বাঞ্ছিত বর দিব কুরুবর।
সর্ব্বগুণে এক মোর হইব কোঙর॥ ২৯৮৩
তবে কহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর সদন।
মুনিমন্ত্রে দেবরাজে করহ স্মরণ॥ ২৯৮৪
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ শচীপতি আল্যা ততক্ষণে॥ ২৯৮৫
সঙ্গম হইলা ইন্দ্র দিআ গেলা বর।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইলা কোঙর॥ ২৯৮৬
জন্মমাত্র শূন্যবাণী সুনিএ গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হব মহাবীর॥ ২৯৮৭
পরাক্রমে শিব সম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিন লোকে বিখ্যাত হইব পুত্রগুণ॥ ২৯৮৮
পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী জিনি বাহুবলে।
অভিষেক করিব ভূতলে॥ ২৯৮৯

১। ধিক—অধিক।

াতৃ সহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
গুরাম সদৃশ হইব ধনুর্ব্বেদ ॥ ২৯৯০
খিলেতে দিব্য অস্ত্র দিব্য মন্ত্র জত।
পুত্র না জানে হেন নাহিক জগত ॥ ২৯৯১
লোক উদ্ধারিব এই পুত্রবর। [৮৬ক]
গুব দহিআ তুষিবেক বৈশ্বানর ॥ ২৯৯২
তেক আকাশবাণী হৈল শূন্য হৈতে।
মর কিন্নরগণ আইলা দেখিতে ॥ ২৯৯৩
দ্র সহ আইলা জতেক দেবগণ।
দ্র সূর্য্য শমন পবন হুতাশন ॥ ২৯৯৪
র্গ্ত্রা পায়্যা আইল জত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
দ্ধ ঋষিগণ জত অপ্ছরী অপ্ছর ॥ ২৯৯৫
কাদশ রুদ্র উনপঞ্চাশ পবন।
শ্বিনীকুমার আর বিশ্ববসুগণ ॥ ২৯৯৬
ক আদি প্রজাপতি আইলা দেখিতে।
বের অঙ্গনা জত আল্যা নৃত্য গীতে ॥ ২৯৯৭
র্ব্বেতে গীত গাএ নাচে বিদ্যাধরী।
াকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি আচ্ছাদিল গিরি॥ ২৯৯৮
ব নাগ ঋষিগণ করিআ কল্যাণ।
বৰ্ত্তিআ সভে গেলা জার যথা স্থান ॥ ২৯৯৯
র্ষিত হল্যা পাণ্ডু ভোজের নন্দিনী।
র্বি দুস্থ পাসরিলা পুত্রগুণ সুনি ॥ ৩০০০
বে কথো দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
ন্তী প্রতি বলে রাজা হৃদএ ভাবিআ ॥ ৩০০১
ত্রের আকাঙ্ক্ষা মোর তৃপ্তি নাহি হয়।
নরপি তোমাকে কহিবা যোগ্য নয় ॥ ৩০০২
তুর্থ পুরুষে নারী বলি দুচারিণী।
ঞ্চম পুরুষেতে বেউশ্যামধ্যে গণি ॥ ৩০০৩
তকারণে তোমারে না কহিতে জুআয়।
ত্রাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না দেখি উপায় ॥ ৩০০৪
হন মতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
ত্রচিন্তা পাণ্ডুবর সদা ভাবে মনে ॥ ৩০০৫
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥৩০০৬

[৫২]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা করাল্যে শ্রবণ ॥ [৮৬] ৩০০৭
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি।
এমত রহস্য কথা কভু নাহি সুনি ॥ ৩০০৮
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
তোমার মুখের ভাষ সুনিব সাদরে ॥ ৩০০৯
মুনি বলে মহারাজা কর অবধান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ এহার সমান ॥ ৩০১০
একদিন পাণ্ডু রাজা একান্তে বসিআ।
বলিতে লাগিলা মাদ্রী নিকটে আসিআ ॥ ৩০১১
কুরুবংশে তিন বধূ আছিএ সংপ্রতি।
ইথিমধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী ॥ ৩০১২
গান্ধারীর সুনিলাঙ শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিন জন ॥ ৩০১৩
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমার নাহিক ইথে ধর্ম্মের লিখিত ॥ ৩০১৪
দয়া করি কুন্তী জদি অনুগ্রহ করে।
সে মন্ত্র জপিআ পুত্র লভি দেববরে ॥ ৩০১৫
সহজে সতিনী কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেই বা না দেই আমি চিত্তে ভয় করি ॥ ৩০১৬
আপনি বলহ তুমি কুন্তীরে এ কথা।
তোমার বচন নাঞি খণ্ডিব সর্ব্বথা ॥ ৩০১৭
মাদ্রীর বচন সুনি বলে নৃপবর।
মোর চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর ॥ ৩০১৮
তোমারে প্রকাশ আমি তেঞি নাঞি করি।
সুনে কি না সুনে কুন্তী নহে ধর্ম্মনারী ॥ ৩০১৯
এখনে আপনে তুমি কহিলে আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে ॥ ৩০২০

মোর বোল কুন্তী কভু না করিব আন।
মাদ্রীরে কহিআ রাজা গেলা কুন্তীস্থান ॥ ৩০২১
একান্তে পাইআ কুন্তী বলে নরপতি।
মোর কুলাশ্রয় কথা কহি সুন সতি ॥ ৩০২২
ইন্দ্রত্ব পাইআ ইন্দ্র তবু যজ্ঞ করে।
যশের কারণে হেন শাস্ত্র অনুসারে ॥ ৩০২৩
বেদে তপে পারগ হইআ দ্বিজগণ।
তত্রাপি করেন তাঁরা গুরুর সেবন ॥ ৩০২৪
তেকারণে কুন্তি আমি কহিএ তোমারে। [৮৭ক]
মাদ্রীরে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে ॥ ৩০২৫
তার পুত্র হৈলে হব এ পুত্র সহায়।
মাদ্রীবংশ হেতু তুমি করহ উপায় ॥ ৩০২৬
এতেক সুনিঞা কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায় ॥ ৩০২৭
মাদ্রীরে ডাকিল্যা তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মুনিমন্ত্র দিল তারে প্রসন্ন হইআ ॥ ৩০২৮
একবার দিব বলি বলিল বচন।
চিন্তিত হইআ মাদ্রী ভাবে মনে মন ॥ ৩০২৯
এক বার বিনা কুন্তী নাঞি দিব আর।
কেমত উপাএ হব যুগল কুমার ॥ ৩০৩০
হৃদয়ে ভাবিআ মাদ্রী যুক্তি কৈল সার।
দেবমধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনীকুমার ॥ ৩০৩১
অশ্বিনীকুমারে দেবী করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রতাপে দেব আল্যা ততক্ষণ ॥ ৩০৩২
তাহার ঔরসে গর্ব্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিলা মাদ্রী দেবী যুগল কুমার ॥ ৩০৩৩
জন্মমাত্র সুনি শব্দ আকাশ উপরে।
এহার সমান কেহো নাহিক সংসারে ॥ ৩০৩৪
হেন মতে ক্রমে ক্রমে পঞ্চ পুত্র হৈল্য।
পর্ব্বতনিবাসী ঋষি আসি নাম দিল ॥ ৩০৩৫
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তাঁর থুল্য যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি নাম হল্যা ভীম বীর ॥ ৩০৩৬
তৃতীয়ে অর্জ্জুন নাম থুল্য ঋষিগণ।
চতুর্থে নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন ॥ ৩০৩৭
সহদেব নাম থুল্য কনেষ্ঠ কুমার।
দিনে দিনে বাড়ে জেন দেব অবতার ॥ ৩০৩৮
সিংহগ্রীব সিংহচক্ষু মাঝা সিংহ সম।
মহাবীর্য্যবন্ত দেখি সিংহের বিক্রম ॥ ৩০৩৯
পঞ্চ গোটা সিংহ জেন দেখিএ সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥ ৩০৪০
পুত্র নিরখিয়া পাণ্ডু হরষ অন্তর।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিআ কোঙর ॥ ৩০৪১
পুত্রসঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষেণেক না করে রাজা নঞানের আড়ে ॥ ৩০৪২
হেন মতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন।
এক দিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন ॥ ৩০৪৩
পুত্র সম সুখ নাঞি সংসার ভিতরে। [৮৭]
সর্ব্বসুখে বঞ্চিত বিহীনপুত্র নরে ॥ ৩০৪৪
রাজ্যমন্ত বিদ্যাবন্ত ধনবন্তগণ।
পুত্র বিনে সংসারেতে সব অকারণ ॥ ৩০৪৫
ইহকালে সুখোদয় লোকের গৌরব।
পরকালে নিস্তারয় নরক রৌরব ॥ ৩০৪৬
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্রপিতা।
তেকারণে কহি সুন ভোজের দুহিতা ॥ ৩০৪৭
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্রনন্দিনীরে।
বহু পুত্রে বহু সুখ কহিল তোমারে ॥ ৩০৪৮
সুনিঞা বলেন কুন্তী করি জোড় কর।
আর না করিবে আজ্ঞা এমত উত্তর ॥ ৩০৪৯
পরম কপটী মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র পায়া আমার সদনে ॥ ৩০৫০
তাহাতে করিল জন্ম যুগল নন্দনে।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় তেকারণে ॥ ৩০৫১
কৃতাঞ্জলি করি আমি বলিএ তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না বলিহ মোরে ॥ ৩০৫২

ঃশব্দ হইলা পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
ার পুত্র হেতু রাজা খেমা দিল মনে ॥ ৩০৫৩
াণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
ত ফল লভে সুনে জেই জন ॥ ৩০৫৪
্যাসের মুখের কথা নাহিক সংশয়।
াশীরাম দাস গোবিন্দপদে কয় ॥*॥ ৩০৫৫

[৫৩]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
ড়ই আশ্চর্য্য কথা করিল শ্রবণ ॥ ৩০৫৬
তামার মুখের কথা পীযূষ সমান।
পা করি আমারে করাল্যে তুমি পান ॥ ৩০৫৭
তামার মহত্ত্বগুণ কি বলিতে জানি।
াপনার গুণে কৃপা করিলে আপনি ॥ ৩০৫৮
তামার চরণে আমি করি নিবেদন।
বে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন ॥ ৩০৫৯
নি বলে অবধানে সুন দণ্ডধর।
কমনে সুন কথা ব্যাসের উত্তর ॥ ৩০৬০
না সুখে বৈসে পাণ্ডু পুত্রের সংহতি।
তুকাল বসন্ত হইল উপনীতি ॥ ৩০৬১
সন্ত সময়ে বন হইলা শোভিত।
না বৃক্ষগণ সভে হইলা পুষ্পিত ॥ ৩০৬২
লাশ চম্পকযুত আর জে কেশর।
ারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর ॥ [৮৮ক] ৩০৬৩
তি ক্রমে মধুচক্র প্রতি পুষ্পে অলি।
নিশি কোকিলকাকলি কলকলি ॥ ৩০৬৪
দয়ে আনন্দ পাণ্ডু দেখিআ কানন।
হন নিকুঞ্জে রাজা করেন ভ্রমণ ॥ ৩০৬৫
ন্তী সহ পুত্রগণ রাখিআ মন্দিরে।
সহ ভ্রমে রাজা অরণ্য ভিতরে ॥ ৩০৬৬
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কাননমধ্যে ভ্রমে দুই জনে ॥ ৩০৬৭
একে ত একাকী ভার্য্যা বসন্ত পবন।
চিরদিন বিরহেতে পীড়িল মদন ॥ ৩০৬৮
মদনের বশে হৈলা অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ ৩০৬৯
বদন বিকচ পদ্ম শশধর[১] জিনি।
শ্রবণ পরশে নেত্র পঙ্কজনয়নী ॥ ৩০৭০
অধর সুরঙ্গ সম নহে বন্ধুজীব।
পুষ্পধন্বাধনু ভূরু কম্বু সম গ্রীব ॥ ৩০৭১
যুগল দাড়িম্ব সম যুগ্ম পয়োধর।
বিপুল নিতম্বভরে গমন মন্থর ॥ ৩০৭২
দেখিআ পাণ্ডুর পীড়িলেক রতিখুধা।
কোমল গম্ভীর ভাষে বরিষএ সুধা ॥ ৩০৭৩
মদনের বশে রাজা হৈলা অচেতন।
বিস্মৃত হইলা রাজা মুনির বচন ॥ ৩০৭৪
নিবর্ত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজন।
বলে ধরি মাদ্রীরে করিল আলিঙ্গন ॥ ৩০৭৫
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চতর ডাকে হাহাকার ধ্বনি ॥ ৩০৭৬
হাত পা আছাড়ে মাদ্রী ছটফট করে।
বহু শক্তি করি মাদ্রী ঘন ডাক ছাড়ে ॥ ৩০৭৭
মৃগঋষিশাপ প্রভু নাহিক স্মরণ।
প্রমাদ হইল প্রভু না জান কারণ ॥ ৩০৭৮
কামেতে পীড়িত পাণ্ডু হইলা বিভোল।
কামবশে রাজা নাগ্রি সুনে মাদ্রীবোল ॥ ৩০৭৯
কালে জাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিতবুদ্ধি কালেতে সংহারে ॥ ৩০৮০
সঙ্গম করিতে পাণ্ডু মাদ্রীর সহিত।
ঋষিশাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত ॥ ৩০৮১

১। পুথি—পয়োধর।

শরীর তেজিল পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করএ মাদ্রী হাহাকার করি॥ ৩০৮২
ওথায় ভোজের কন্যা উচাটিত মন। [৮৮]
মাদ্রীর সহিত ঘরে নাহিক রাজন॥ ৩০৮৩
হইল অনেক বেলা গেলা কোথাকারে।
পুত্র সহ গেলা কুন্তী চাহিতে রাজারে॥ ৩০৮৪
কথো দূর জাইতে সুনে ক্রন্দনের ধ্বনি।
হাহাকার শব্দে ডাকে মদ্রের নন্দিনী॥ ৩০৮৫
শব্দ অনুসারে রাণী ধায় শীঘ্রগতি।
দেখএ কান্দএ মাদ্রী কোলে মৃত পতি॥ ৩০৮৬
বজ্রাঘাত মুণ্ডে জেন হৈলা আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥ ৩০৮৭
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে সুখাল্য বদন।
কান্দিআ মাদ্রীর প্রতি বলেন বচন॥ ৩০৮৮
কি কর্ম্ম করিলি মাদ্রি হলি স্বামিবধি।
কেন একা আলি তুঞি রাজার সংহতি॥ ৩০৮৯
এই হেতু তোরে আমি জাগি দিবারাতি।
কি কারণে নিবর্ত্ত না কৈলে নরপতি॥ ৩০৯০
জদি বা আইলে সঙ্গে আনিথে নন্দন।
তবে কেন নরপতি হইব নিধন॥ ৩০৯১
মৃগঋগিশাপ তোরে নাহিক স্মরণ।
সকল তেজিআ বনে বঞ্চি জে কারণ॥ ৩০৯২
নিমিষে নিমিষে থাকোঁ রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিআছ তুমি জানিব কেমনে॥ ৩০৯৩
আপনা খাইআ মোর হল্য হেন মতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥ ৩০৯৪
মাদ্রী বলে কুন্তি মোরে নিন্দ অকারণ।
অনেক প্রকারে আমি করিল বারণ॥ ৩০৯৫
দৈবে জাহা করে খণ্ডে কাহার শকতি।
না রাখিল মোর বোল ভ্রম হৈল মতি॥ ৩০৯৬
কুন্তী বলে ভাবি কর্ম্ম না জায় খণ্ডন।
সংপ্রতি সুনহ তুমি আমার বচন॥ ৩০৯৭
পঞ্চ পুত্র পালন করহ ভালমতে।
অনুমৃতা হব আমি রাজার সহিতে॥ ৩০৯৮
মাদ্রী বলে হেন বোল না বলিহ মোরে।
তিলেক না জীব আমি তেজিআ রাজারে॥ ৩০৯৯
তব বিলম্বেতে এতক্ষণ আছে প্রাণ।
এখনি শরীর তেজি জাব প্রভুস্থান॥ ৩১০০
মোহর যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয়।
আমা সহ রমণে হইলা প্রভু ক্ষয়॥ ৩১০১
তাঁহার সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে।
পাণ্ডু হেন স্বামী তেজি রাখিব জীবনে॥ ৩১০২
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন। [৮৯ক]
বিদায় মাগিএ আমি তোমার সদন॥ ৩১০৩
পুন পুন তোমারে করিএ পরিহার।
যত্নেতে পালিবে মোর দুইটি কুমার॥ ৩১০৪
এহা বৈই তোমারে বলিতে নাঞি কিছু।
বিভেদ না করিবে আমার দুটি শিশু॥ ৩১০৫
পিতৃ মাতৃ বিনে পুত্র সহজে অনাথ।
তুমি সহ বন্ধু জেন তুমি তাত মাত॥ ৩১০৬
এতেক বলিআ মাঁদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নিঃশব্দ হয়্যা শবে[১] আলিঙ্গন কৈল॥ ৩১০৭
আলিঙ্গন দিআ মাদ্রী তেজিল পরান।
সুনি শতশৃঙ্গবাসী আল্যা সেই স্থান॥ ৩১০৮
ঋষিগণ মেলি তবে করিল বিচার।
পুত্র সহ ছিলা পাণ্ডু আশ্রমে আমার॥ ৩১০৯
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
অনাথ হইল কুন্তী শিশু পুত্রগণ॥ ৩১১০
রাজপুত্রগণস্থিতি না শোভে কাননে।
দেশে লৈআ রাখহ পাণ্ডুর পুত্রগণে॥ ৩১১১

১। পুথিতে—'সত্তে'

তবে সে সভার ধর্ম্ম হয় হেন বাসি।
এতেক বিচার কৈল্য জত শৃঙ্গঋষি ॥ ৩১১২
মৃত দুই শব কান্ধে নিল চারি জনে।
পুত্র সহ কুন্তী লয়্যা জায় মুনিগণে ॥ ৩১১৩
অবিলম্বে পাল্য গিআ হস্তিনা নগর।
প্রবেশ করিল গিআ নগর ভিতর ॥ ৩১১৪
রাজঅন্তঃপুরেতে হইল সমাচার।
কুন্তী সহ আল্যা পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥ ৩১১৫
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
ধৃতরাষ্ট্র আর জত বৈসে অন্তঃপুর ॥ ৩১১৬
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
গৃহেতে বৈসেন আর জত বৃদ্ধ নারী ॥ ৩১১৭
ঋষিগণে নমস্করি দিলেন আসন।
কহিতে লাগিলা ঋষি সব বিবরণ ॥ ৩১১৮
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে আছিলা পাণ্ডুরাজে।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ছিলা মুনিগণ মাঝে ॥ ৩১১৯
দেববরে পঞ্চ পুত্রপ্রাপ্তি তারে হল্য।
কালেতে গ্রাসিল সঙ্গে মদ্রসুতা মৈল্য ॥ ৩১২০
এই কুন্তী সঙ্গে দেখ পুত্র পঞ্চ জন।
জেমত-বিচার আস্থে করহ এখন ॥ ৩১২১
এত বলি মুনিগণ করিল পয়ান। [৮৯]
একত্র হইআ গেলা আপনার স্থান ॥ ৩১২২
সত্যবতী আই কান্দে অম্বিকা জননী।
ভীষ্ম বিদুর কান্দে অন্ধ নৃপমণি ॥ ৩১২৩
নগরের লোক সব করেন ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দেন সর্ব্বজন ॥ ৩১২৪
তবে ধৃতরাষ্ট্র বৈল বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈআ ॥ ৩১২৫
জেন রাজবিধান আছএ পূর্ব্বাপর।
সুনিঞা বিদুর তবে হইলা সত্বর ॥ ৩১২৬
দুই শব কান্ধে করিলা ক্ষেত্রিগণ।
চতুর্দ্দোলে বিভূষিল বিবিধ বসন ॥ ৩১২৭
উপরে ধরিল ছত্র জেন রাজনীতে।
শত শত চামর ঢুলায় চতুর্ব্বিতে ॥ ৩১২৮
অগর চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসে কলসে ঘৃত থুইল থরে থর ॥ ৩১২৯
মন্ত্র পড়ি দ্বিজগণ জ্বালিল আগুনি।
অগ্নিহোত্রে দগ্ধ কৈল পাণ্ডু নৃপমণি ॥ ৩১৩০
পঞ্চ ভাই দিলা পিণ্ড ক্ষেত্রির বিধানে।
দ্বাদশ দিবসে কৈল শ্রাদ্ধ শান্তি দানে ॥ ৩১৩১
অর্থদান ভূমিদান দিল গাভীদান।
কনক রজত দান কৈল অপ্রমাণ ॥ ৩১৩২
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৩১৩৩

[৫৪]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ৩১৩৪
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা সুনিব সাদরে ॥ ৩১৩৫
মুনি বলে অবধানে সুন নৃপবর।
বড়ই রহস্যকথা ব্যাসের উত্তর ॥ ৩১৩৬
তবে কথো দিনে তথা আল্যা ব্যাস মুনি।
একান্তে কহেন মুনি আনিঞা জননী ॥ ৩১৩৭
অবধানে সুন মাতা আমার বচন।
ধর্ম্মকাল গেল হৈল পাপ উপসন্ন ॥ [৯০ক] ৩১৩৮
তোমার বংশেতে হব বড় দুরাচার।
কপট হইব বড় হিংসা অহঙ্কার ॥ ৩১৩৯
এহা সভাকার পাপে মজিব সকল।
পৃথিবী হরিব শস্য মেঘে অল্প জল ॥ ৩১৪০
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক দ্যূত ক্রূরাচার।
আত্ম আত্ম হিংসি সভে হইব সংহার ॥ ৩১৪১
ধৃতরাষ্ট্রকপটে হইব কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম তেজি লব সভে অধর্ম্ম আশ্রয় ॥ ৩১৪২

তেকারণে মাতা আমি কহিএ তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না জুআয় ॥ ৩১৪৩
গৃহ তেজি জননি চলহ তপোবন।
সংসার তেজিআ মাতা যোগে দেহ মন ॥ ৩১৪৪
এত বলি ব্যাস মুনি হৈলা অন্তর্ধান।
সুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তিল বিধান ॥ ৩১৪৫
দুই বধূ ডাকিআ আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল জাহা কহিলেন ব্যাস ॥ ৩১৪৬
তোমার নন্দন বধূ করিব দুর্নীত।
কপট হিংসন হব বহুত অনীত ॥ ৩১৪৭
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এ সব সুনিঞা আমি কহিল তোমারে ॥ ৩১৪৮
এই ত কারণে আমি জাই তপোবন।
করহ বিধান বধূ জেই লয় মন ॥ ৩১৪৯
সুনিঞা যুগল বধূ চলিলা সংহতি।
ভীষ্মে আনি সকল কহিল সত্যবতী ॥ ৩১৫০
অন্তঃপুরে ছিল জত বৃদ্ধ নারীগণ।
সত্যবতী সহ তারা গেলা তপোবন ॥ ৩১৫১
ফলমুলাহারী হৈআ তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সভে শরীর তেজিল ॥ ৩১৫২
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥৩১৫৩

[৫৫]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ৩১৫৪
তোমার মুখের কথা অমৃত সমান।
হেন মনে লয় আমি সদা করি পান ॥ [৯০] ৩১৫৫
তব ভাষে হৈল মোর শুদ্ধ কলেবর।
কৃতার্থ আমারে তুমি কৈলে মুনিবর ॥ ৩১৫৬
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
ব্যাসশিষ্য তোমা হেন আছে কত জন ॥ ৩১৫৭
মুনি বলে অবধানে সুন নৃপমণি।
সকল শিষ্যের মধ্যে কনেষ্ঠ জে আমি ॥ ৩১৫৮
অবধানে সুন রাজা ব্যাস জে কহিল।
গুপ্ত কথা তোমা হত্যে প্রকাশ হইল ॥ ৩১৫৯
তোমার মহিমা যশে পুরিল্ল সংসার।
ইত্যাদি লোকেতে সুনি পাপে হব পার ॥ ৩১৬০
একে একে সুন রাজা কহিএ তোমারে।
কুন্তী সহ পাণ্ডব রহিলা অন্তঃপুরে ॥ ৩১৬১
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তরশত।
বেদশাস্ত্রে অধ্যয়নে সভে পারগত ॥ ৩১৬২
বালকের ক্রীড়া জত আছএ সংসারে।
খেলায় উন্মত সভে সদা ক্রীড়া করে ॥ ৩১৬৩
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ[১] পঞ্চ সহোদর।
সভাকে অধিক বলে বীর বৃকোদর ॥ ৩১৬৪
ধাইতে পবন সম সিংহ সম লাফে।
আস্ফালে গজের সম মেঘ সম ডাকে ॥ ৩১৬৫
জেই দিগ দিআ ভীম বেগে জায় চলি।
দশ বিশ ভূমে পড়ে ভুজাস্ফালে ঠেলি ॥ ৩১৬৬
ক্রোধে সব সহোদর ধরে একবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে ॥ ৩১৬৭
কথো দূরে পড়ে সভে অচেতন হয়্যা।
পৃষ্ঠে পায় নাসিকায় রক্ত পড়ে বায়্যা ॥ ৩১৬৮
দুই হস্তে ধরি বীর সভাকার কর।
চক্রাকার করিআ ভ্রমায় বৃকোদর ॥ ৩১৬৯
প্রাণ জায় প্রাণ জায় পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতপ্রায় করিআ তবে সে ভীম রাখে ॥ ৩১৭০
জলমধ্যে ক্রীড়া জবে করে ভ্রাতৃগণ।
একবারে ধরে ভীম দশ দশ জন ॥ ৩১৭১

১। পুথিতে—'ভিষ্টে'।

জলের ভিতরে ডুবি চাপি দুই কাখে।
মৃতপ্রায় করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে ॥ ৩১৭২
ভয়েতে ভীমের কেহো না জায় নিকটে।
জলেতে দে[৯১ক]খিলে ভীম সভে থাকে তটে ॥৩১৭৩
ফল হেতু উঠে সভে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি ভীম বৃক্ষে চরণ প্রহারে ॥ ৩১৭৪
চরণের ঘাএ বৃক্ষ কাঁপে থর থর।
ফল সঙ্গে ভূমে পড়ে সব সহোদর ॥ ৩১৭৫
বালককালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে জেন যম ॥ ৩১৭৬
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত।
বালককালেতে বল ধরে অপ্রমিত ॥ ৩১৭৭
বয়োধিক হইলে হইব মহাবল।
এহার জিয়ন্তে মোরা না দেখি কুশল ॥ ৩১৭৮
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
করিতে লাগিলা মনে হিংসা অহঙ্কার ॥ ৩১৭৯
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন ॥ ৩১৮০
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম পরম গৃহ কর স্থানে স্থান ॥ ৩১৮১
ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহ্য শকটে পুরিয়া।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর লঞা ॥ ৩১৮২
অজ্ঞামাত্র কৈল সব অনুচরগণ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন ॥ ৩১৮৩
আজি চল ভাই সব জাব গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে ॥ ৩১৮৪
উত্তম বিহারস্থল কৈল গঙ্গাতীরে।
ভক্ষ্য ভোজ্য আছে বহু প্রমাণকোটিরে ॥ ৩১৮৫
শুনিঞা কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
করিব সকলে ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর ॥ ৩১৮৬
পঞ্চোত্তরশত ভাই একত্র হইয়া।
রথ গজে অশ্বযানে আরোহণ হয়্যা ॥ ৩১৮৭
প্রমাণকোটি যথা কৈল দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন ॥ ৩১৮৮
অনুচরগণ সব থুইআ বাহিরে।
সব সহোদর গেলা প্রমাণকোটিরে ॥ ৩১৮৯
একত্র হইআ সবে বসিলা আসনে।
নানা দ্রব্য উপহার করেন ভক্ষণে ॥ ৩১৯০
উপহার পুরি করে অঞ্জলি অঞ্জলি।
এক জনের মুখে দেই আর জন তুলি ॥ ৩১৯১
হেন কালে করে [৯১] কুরুপতি দুর্য্যোধনে।
কালকুট বিষ দিল ভীমের বদনে ॥ ৩১৯২
পুন তথি পরে দিল নানা উপহার।
ভক্ষণে সন্তোষ ভীম আনন্দ আপার ॥ ৩১৯৩
কালকূট বিষ জবে খাল্য বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হল্য বড় হরষ অন্তর ॥ ৩১৯৪
তবে সব সহোদর গেলা গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মনকুতূহলে ॥ ৩১৯৫
কেহ ডুবে কেহ উঠে কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়াএ হইলা হীন ভীম মহাবল ॥ ৩১৯৬
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হল্যা সর্ব্বজনে।
প্রমাণকোটিরে সভে করিল গমনে ॥ ৩১৯৭
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন পরিল অলঙ্কার।
উপহার দ্রব্য জত করিল আহার ॥ ৩১৯৮
রত্নময় পালঙ্গেতে করিল শয়ন।
জলক্রীড়াশ্রমে নিদ্রা গেলা সর্ব্বজন ॥ ৩১৯৯
বিষেতে ঘারিল ভীম হল্যা অচেতম।
সভে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন ॥ ৩২০০
অচেতন বৃকোদর দেখি কুরুপতি।
হস্ত পদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি ॥ ৩২০১
ধরিআ ফেলিল গঙ্গা অগাধ সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান ঘারিল গরলে ॥ ৩২০২
ভাসিয়া চলিল জাহ্নবীর খর স্রোতে।
নাগের আলয় গিআ হৈল উপনীতে ॥ ৩২০৩

বিপুল শরীর দেখি বেড়ি নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সভে করেন ভক্ষণ ॥ ৩২০৪
নাশিল স্থানের বিষ ভুজঙ্গ দংশিতে।
চেতন পাইল ভীম দেখে চতুর্ভিতে ॥ ৩২০৫
অবহেলে ছিণ্ডে কর পদের বন্ধন।
মুষ্টিঘাতে প্রহারে জতেক নাগগণ ॥ ৩২০৬
ভীমের মুষ্টির ঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইআ পরাণ ॥ ৩২০৭
বাসুকির আগে গিআ কৈল নিবেদন।
নাগকুল ধ্বংসিল মনুষ্য একজন ॥ ৩২০৮
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর অবতার ॥ ৩২০৯
বন্ধনেতে ছিল এথা [৯২ক] আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণ দংশিল বেড়িয়া ॥ ৩২১০
অচেতন ছিল পূর্ব্বে পাইল চেতন।
সভে ভয় পাল্য সুনি তাহার গর্জ্জন ॥ ৩২১১
সুনিঞা বাসুকি নাগ চলিল তুরিত।
পাছু পাছু সব নাগ চলিলা সহিত ॥ ৩২১২
ভীম পরাক্রমে বসি আছে জেইখানে।
দিব্য চক্ষে বাসুকি চিনিল ততক্ষণে ॥ ৩২১৩
পবন ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে কৈল সম্ভাষণ ॥ ৩২১৪
আমার নাতির নাতি হয় বৃকোদর।
কি করিব প্রীত তব কহত উত্তর ॥ ৩২১৫
ধন রত্ন লহ তুমি জেই তব মনে।
এত সুনি বলিল জতেক নাগগণে ॥৩২১৬
তোমার এ বন্ধু জদি পবনকুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিআ তোষ করহ এহার ॥৩২১৭
ধন রত্নে এহার নাঞিক প্রয়োজন।
এহার পরম প্রীত পাইলে ভক্ষণ ॥ ৩২১৮
এত সুনি ফণিরাজ লয়্যা বৃকোদরে।
গৃহে আনি বসাইলা পালঙ্ক উপরে ॥৩২১৯
নাগের আলয়ে আছে সুধাকুণ্ডগণ।
ভীমে বৈল কর পান জত লয় মন ॥ ৩২২০
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
জত ইৎসা তত পিয় নাহি নিবারণে ॥ ৩২২১
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহাতে অপূর্ব্ব লোকে পাইলেক সুধা ॥ ৩২২২
একে একে অষ্ট কুণ্ড সুধা পান কৈল্য।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পুরিল ॥ ৩২২৩
রত্নময় পালঙ্গেতে করিল শয়ন।
ওথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগণ ॥ ৩২২৪
গৃহেরে জাইব হেন করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে সভে চড়ে জে জাহার ॥ ৩২২৫
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া বলিলা যুধিষ্ঠির।
সভে আছে কেন নাঞি দেখি ভীম বীর ॥ ৩২২৬
ফল হেতু ভীম পারা গিআছে কাননে।
ভীমের উদ্দেশ ভাই কর সর্ব্বজনে ॥ ৩২২৭
চতুর্দ্দিগে ভ্রাতৃগণ গেলা ততক্ষণে। [৯২]
তলাসে ভীমের নাঞি পাল্য অন্বেষণে ॥ ৩২২৮
কেহো গেলা গঙ্গাতীর কেহো বনভাগে।
ভীম ভীম বলি সভে ডাকে চতুর্দ্দিগে ॥ ৩২২৯
না পাইআ বাহুড়িলা সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমে না পাইল বলি বলে সর্ব্বজন ॥ ৩২৩০
সুনি যুধিষ্ঠির হৈলা বিরসবদন।
কোথাকারে গেলা ভীম না জানি কারণ ॥ ৩২৩১
কেহো বলে বৃকোদর ছিল এই ক্ষেণে।
কেহো বলে আগে ঘর করিল গমনে ॥ ৩২৩২
অসন্তোষ যুধিষ্ঠির চলিলা সত্বর।
গৃহে আসি জননী দেখিল একেশ্বর ॥৩২৩৩
মাএ দেখি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কোঙর।
গৃহে আসিআছে মাতা বীর বৃকোদর ॥ ৩২৩৪
বিরসবদন হল্যা সুনি ভোজসুতা।
কুন্তী বলে ভীম নাঞি আইসেন এথা ॥৩২৩৫

কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্রগতি ক্ষত্তারে আনহ পুত্রগণ ॥ ৩২৩৬
আইলা বিদুর তবে কুন্তীর আওাসে।
বিদুর দেখিআ কুন্তী কহে মৃদুভাষে ॥ ৩২৩৭
ভাই সহ গেলা ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সভে আইল বৃকোদর না আইল কেনে ॥ ৩২৩৮
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
কুরুকুল নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কলেবরে ॥ ৩২৩৯
নিশ্চএ মারিল ভীমে করিআ বিপাক।
হৃদয় অস্থির মোর চিত্তে হল্যা তাপ ॥ ৩২৪০
বিদুর বলিলা কুন্তি এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন জদি চাহ ॥ ৩২৪১
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্রকথা স্তুনিলে করিব কুবিচার ॥ ৩২৪২
এত স্তুনি কুন্তী দেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি কান্দে ভাই চারি জন ॥ ৩২৪৩
ভীমের শোকেতে বড় হইল সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে ক্ষত্তা করিআ বিলাপ ॥ ৩২৪৪
ক্ষেণেক চিন্তিআ তবে বলিল বিদুর।
না কর ক্রন্দন সভে শোক কর দূর ॥ ৩২৪৫
ব্যাসের বচন তুমি পাসরিলে কেনে।
পৃথিবীর অবধ্য [৯৩ক] পাণ্ডব পঞ্চ জনে ॥ ৩২৪৬
ব্যাসের বচন কুন্তি কভু মিথ্যা নহে।
এখনি আসিব ভীম নাহিক সংশএ ॥ ৩২৪৭
এত বলি প্রবোধিআ গেলা নিজ ঘর।
শোকাকুলিমতি কুন্তী চারি সহোদর ॥ ৩২৪৮
ওথা সুধা পানে নিদ্রা বীর বৃকোদর।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস আন্তর ॥ ৩২৪৯
ভীমে সচেতন দেখি জত নাগগণ।
আপন মন্দিরে ভীম করহ গমন ॥ ৩২৫০
ভাই সব শোকাকুল কান্দেন জননী।
অষ্ট দিন হৈল কেহো বার্ত্তা নাঞি জানি ॥ ৩২৫১
এত বলি নাগরাজ নানা রত্ন দিয়া।
কান্ধে করি প্রমাণকোটিরে থুইল লয়্যা ॥ ৩২৫২
তথা হত্যে চলে বীর মত্ত গজগতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিলা শীঘ্রগতি ॥ ৩২৫৩
মাএ প্রণমিঞা প্রণমিলা যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিআ চুম্ব দিলা শিরে ॥ ৩২৫৪
আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর।
হরষেতে চক্ষের জল বহে জলধর ॥ ৩২৫৫
জিজ্ঞাসিলা এত দিন কোথা ভাই ছিলে।
আমা সভা পরিহরি কেমতে বঞ্চিলে ॥ ৩২৫৬
তোমার কারণে ভাই কান্দি নিরন্তর।
কোথাএ আছিলে ভাই কহত সত্বর ॥ ৩২৫৭
তোমার বিহনে ভাই দিনে অন্ধকার।
মনেতে না ছিল ভাই দেখা হবে আর ॥ ৩২৫৮
স্তুনিঞা কহিল ভীম জত বিবরণ।
জেন মতে দুর্য্যোধন করিল বন্ধন ॥ ৩২৫৯
সন্দেশ বলিআ বিষ দিল মোর মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসাইআ দিলেক আমাকে ॥ ৩২৬০
নাগের দংশনে পুন পাইল চেতন।
কৃপাএ বাসুকি নাগ দিল বহু ধন ॥ ৩২৬১
এত বলি জত রত্ন দিল মাতৃস্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির স্তুনি বিবরণে ॥ ৩২৬২
তবে যুধিষ্ঠির বৈল ভাই চারি জনে।
এত বিবরণ জেন কেহো নাঞি জানে ॥ ৩২৬৩
দুর্য্যোধন দুষ্টে কেহো না জায়্য বিশ্বাস।
একা হয়্যা কেহো না জাইবে তার পাস ॥ ৩২৬৪
হেন মতে বিচার করিল পঞ্চ জন। [৯৩]
সেই হৈতে বালক্রীড়া করিল বর্জ্জন ॥ ৩২৬৫
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৩২৬৬

[৫৬]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ তপোধন ॥ ৩২৬৭
তোমার মুখের কথা অমৃত সমান।
কৃপাতে আমারে তুমি করাইলে পান ॥ ৩২৬৮
মুনি বলে অবধানে স্তুনহ রাজন।
একমনে স্তুন তুমি ব্যাসের বচন ॥৩২৬৯
তবে কথো দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ ॥ ৩২৭০
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান্ মুনিপুত্র হস্তিনায় ধাম ॥ ৩২৭১
পঞ্চোত্তরশত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব ॥ ৩২৭২
জন্মেজয় বলে মোরে কহ মুনিবর।
ক্ষেত্রিকর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণকোঙর ॥ ৩২৭৩
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান্ ॥ ৩২৭৪
তার তপ দেখি ভয় পাল্য শতক্রতু।
উপায় সৃজিলা ইন্দ্র তপোভঙ্গ হেতু ॥ ৩২৭৫
জানপদী নামে কন্যা দিল পাঠাইআ।
যথা তপ করে মুনি উত্তরিল গিয়া ॥ ৩২৭৬
কন্যা দেখি শরদ্বান্ হইলা অধৈর্য্য।
ধনুঃ শর খসিল খলিত হৈল বীর্য্য ॥ ৩২৭৭
খলিত হইল বীর্য্য হৈলা অচেতন।
সে-স্থান তেজিয়া মুনি গেলা অন্য বন ॥ ৩২৭৮
জ্বাইতে ঋষির বীর্য্য পড়ে সেই স্থলে।
দুই ঠাঞি হইআ পড়িল ভূমিতলে ॥ ৩২৭৯
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নহে।
এক গুটি কন্যা হৈল একটি তনএ ॥ ৩২৮০
শান্তনু নৃপতি গেলা মৃগ অন্বেষণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সেই তপোবনে ॥ ৩২৮১
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তে বেস্তে জানাইল রাজার গোচরে ॥ ৩২৮২
স্তুনিঞা নৃপতি তথা চলিলা সত্বর।
দেখিল রোদ[ন] করে কুমারী কোঙর ॥ [৯৪ক]৩২
ধনুঃ শর আছএ আছএ কৃষ্ণচর্ম্ম।
অনুমানে জানিল এ ঋষির আশ্রম ॥ ৩২৮৪
গৃহে আনি দুই শিশু করিল পালন।
কথো দিনে আল্যা শরদ্বান্ তপোধন ॥ ৩২৮৫
শরদ্বান্ বৈল রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপাতে পুষিলে মোর তনয়া তনয় ॥ ৩২৮৬
তেকারণে নাম আমি দিল দুহাঁকার।
কৃপ কৃপী বলি জেন ঘোষএ সংসার ॥ ৩২৮৭
তবে শরদ্বান্ মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে দিনে ॥ ৩২৮৮
ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিআ লোকে ঘোষে ॥ ৩২৮৯
কুরুবংশ যদুবংশ আর বৃষ্ণিবংশে।
আর জত রাজাগণ বৈসে দেশে দেশে ॥ ৩২৯০
সভে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা কৈল কৃপ স্থানে।
কৃপ গুরু বলি নাম হইল ভুবনে ॥ ৩২৯১
তবে ভীষ্ম মহাবীর সচিন্তিত মনে।
বিশেষে কেমতে শিক্ষা হব পৌত্রগণে ॥ ৩২৯২
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস দেব কহে স্তুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৩২৯৩

[৫৭]

রাজা বলে মুনিবর কর অবধান :
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা তাঁর স্থান ॥ ৩২৯৪
ধনুর্ব্বেদে শিক্ষা তারে কৈল কোন জনে।
কুরুদেশে গুরু দ্রোণ হৈলা কি কারণে ॥ ৩২৯৫
ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন সর্ব্বজ্ঞাতা।
কহিতে লাগিলা মুনি দ্রোণাচার্য্যকথা ॥ ৩২৯৬

ভরদ্বাজ মহামুনি বিখ্যাত ভূতলে।
এক দিন মুনি স্নান করে গঙ্গাজলে ॥ ৩২৯৭
অন্তরীক্ষে চলি জায় ঘৃতাচী অপ্ছরা।
পরম সুন্দরী হয় অপ্ছরীতে তারা ॥ ৩২৯৮
দক্ষিণ পবন ভাগে উড়িল বসন।
মুনিরাজে অঙ্গ তার হল্য দরশন ॥ ৩২৯৯
দেখিআ উদ্বেগ চিত্ত হইল মুনির।
রতিপতি পঞ্চশরে হইলা অস্থির ॥ ৩৩০০
হেন জন নাহি জেন না মোহে কামিনী।
খলিত হইল বীর্য্য চিন্তে রাজমুনি ॥ ৩৩০১
সমুখে দেখিল দ্রোণী রাখিল তাহাতে। [৯৪]
দ্রোণীমধ্যে পুত্রজন্ম হল্য আচম্বিতে ॥ ৩৩০২
পুত্র দেখিআ মুনি হরিষ বিধান।
পুত্র লৈয়া গেলা মুনি আপনার স্থান ॥ ৩৩০৩
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র দ্রোণ নাম থুল্য।
বেদবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করাইল ॥ ৩৩০৪
পুষ্ণ নামেতে রাজা পঞ্চালঈশ্বর।
দ্রুপদ বলিআ নাম তাহার কোঙর ॥ ৩৩০৫
ভরদ্বাজআশ্রমেতে রাজা সদা জায়।
সমানবয়স দ্রোণ সহিত খেলায় ॥ ৩৩০৬
একু ঠাঞি দুই জনে করেম পঠন।
ক্রীড়া করে একু ঠাঞি শয়ন ভোজন ॥ ৩৩০৭
তিলেক না রহে দুহেঁ না হইলে দেখা।
হেন মতে দ্রুপদ দ্রোণেতে হল্য সখা ॥ ৩৩০৮
তবে কথো দিনে রাজা পুষ্ণ ত মরিল।
পঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল ॥ ৩৩০৯
স্বর্গবাসে গেলা ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ গেলা তপোবন ॥ ৩৩১০
কথো দিনে দ্রোণাচার্য্য যৌবন পাইয়া।
কৃপাচার্য্যের ভগ্নী কৃপী বিভা কৈল গিয়া ॥ ৩৩১১
পরম সুন্দরী কৃপী ব্রতে অনুরতা।
যজ্ঞ হোম তপোনিষ্ঠা সতী পতিব্রতা ॥ ৩৩১২
যজ্ঞ তপফলে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্রে করিলেক অশ্বের গর্জ্জন ॥ ৩৩১৩
হেন কালে আচম্বিতে হল্য শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র এই পুত্র কৈল অশ্বধ্বনি ॥ ৩৩১৪
অশ্বথামা নাম তার থুল্য তেকারণে।
দীর্ঘজীবী হইবেক পূর্ণ সব গুণে ॥ ৩৩১৫
পুত্র দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিতমন।
নানা বেদবিদ্যা তারে কৈল অধ্যয়ন ॥ ৩৩১৬
তবে কথো দিনে দ্রোণ লোকমুখে সুনি।
জমদগ্নিসুত ভৃগুরামের কাহিনী ॥ ৩৩১৭
নানা রত্ন ধন রাম বিপ্রে দিছে দান।
পৃথিবীতে শব্দ হল্য দানের বাখান ॥ ৩৩১৮
মহেন্দ্র পর্ব্বতমধ্যে রামের আলয়।
তথাকারে গেলা ভরদ্বাজের তনয় ॥ ৩৩১৯
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসিলা ভৃগুর নন্দন।
কোথা হত্যে আল্যে দ্বিজ কোন প্রয়োজন॥[৯৫ক]৩৩২০
দ্রোণ বলে অঙ্গিরায় বংশে ভরদ্বাজ।
তাহার নন্দন আমি নাম দ্রোণাচার্য্য ॥ ৩৩২১
বহু দান কর তুমি সুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পায়্যা আইলাঙ দরিদ্র ভিক্ষুকে ॥ ৩৩২২
পূর্ণ করি ধন মোরে দিবে ভৃগুরাম।
সকল কুটুম্বে জেন পুরে মনস্কাম ॥ ৩৩২৩
এত সুনি বলে জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিআ আমি জাই তপোবন ॥ ৩৩২৪
হেন কালে আল্যে তুমি ব্রাহ্মণকুমার।
কোন দ্রব্য দিআ বোধ করিব তোমার ॥ ৩৩২৫
পৃথিবীর মধ্যে মোর নাহি অধিকার।
কশ্যপেরে দান কৈল সকল সংসার ॥ ৩৩২৬
কেবোল আছএ প্রাণ ধনুঃ শর গুণ।
জাহা ইচ্ছা মোর স্থানে মাগি লহ দ্রোণ ॥ ৩৩২৭
দ্রোণাচার্য্য বলে মোরে দেহ ধনুঃ শর।
মন্ত্র সহ দিলা জমদগ্নির কোঙর ॥ ৩৩২৮

ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইলা দ্রোণাচার্য্য।
তবে কথো দিনে গেলা দ্রুপদের রাজ্য ॥ ৩৩২৯
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ সদা চিন্তা করে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবিল অন্তরে ॥ ৩৩৩০
বালককালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তার স্থানে গেলে হব দারিদ্র্যভঞ্জন ॥ ৩৩৩১
এত ভাবি গেলা দ্রোণ পঞ্চাল নগর।
উত্তরিলা যথাএ দ্রুপদ নরবর ॥ ৩৩৩২
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটিমাত্র ঢাকে।
সকল শরীর জীর্ণ পায় মহাদুখে ॥ ৩৩৩৩
রাজারে বলিল আজি চিরদিনে দেখা।
অবধান কর রায় আমি পূর্ব্বসখা ॥ ৩৩৩৪
এত স্নুনি নরপতি কটাক্ষেতে চাহে।
নয়ন লোহিতবর্ণ ক্রোধে কম্প কায়ে ॥ ৩৩৩৫
কোথার ব্রাহ্মণ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা দেখি শুষ্ক মুখ ॥ ৩৩৩৬
আমি মহারাজা হই পঞ্চালঈশ্বর।
কোন লাজে সখা বল সভার ভিতর ॥ ৩৩৩৭
ধনিন্ নির্দ্ধন সখা কভু নাহি শোভে।
কভু সখা নাঞি হয় অসন্তোষ সভে ॥ [৯৫] ৩৩৩৮
কোথা সখা দেখিআছ নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখা জায় অতি সুখে ॥ ৩৩৩৯
সমানে সমানে সখা উপজএ সুখ।
সমানে সমানে সহ দ্বন্দ্ব জন্মে দুখ ॥ ৩৩৪০
কোথা হত্যে আল্যে তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
দেখিআছি নাঞি দেখি নাঞি পড়ে মনে ॥ ৩৩৪১
এতেক স্নুনিঞা তবে নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পএ কলেবর ॥ ৩৩৪২
দণ্ড সর্প হেন শ্বাস ছাড়এ সঘন।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হয়্যা রহিলেন দ্রোণ ॥ ৩৩৪৩
পুনরপি না চাহিল রাজার বদন।
না বলিআ কারে কিছু করিল গমন ॥ ৩৩৪৪
তথা হৈতে গেলা দ্রোণ হস্তিনা নগর।
দ্রোণ দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর ॥ ৩৩৪৫
দারা পুত্র সহ দ্রোণ রহিলা তথায়।
হেন মতে কথো দিন গুপ্ত বেশে জায় ॥ ৩৩৪৬
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥ ৩৩৪৭
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে স্নুনে জেন সকল সংসার ॥ * ॥ ৩৩৪৮

[৫৮]

পরিক্ষিতসুত বলে স্নুন তপোধন।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা করিল শ্রবণ ॥ ৩৩৪৯
তোমার মহত্ত্বগুণ কি বলিতে জানি।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ মহামুনি ॥ ৩৩৫০
নিবেদন করি আমি তোমার গোচরে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি স্নুনিব সাদরে ॥ ৩৩৫১
বৈশম্পায়ন বলেন স্নুন দণ্ডধর।
বড়ই রহস্যকথা ভারথ সুন্দর ॥ ৩৩৫২
এক দিন তথা জত কুরুপুত্রগণ।
নগর বাহির ক্রীড়া করে সর্ব্বজন ॥ ৩৩৫৩
এক গোটা লোহবাটি ভূমে ফেলাইয়া।
হাথে দণ্ড করি তারা জায় তাড়াইয়া ॥ ৩৩৫৪
হেন কালে লোহবাটি দৈব নিবন্ধনে।
নিরুদক কূপমধ্যে পড়িল তাড়নে ॥ ৩৩৫৫
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তুলিবারে যত্ন সভে করিল আপার ॥ ৩৩৫৬
অনেক উপায় কৈল নহিল বাহির।
হইল পরম ক্লেশ ঘূর্ণিত শরীর ॥ [৯৬ক] ৩৩৫৭
লজ্জিত হইলা সভে মলিন বদন।
হেন কালে আল্যা ভরদ্বাজের নন্দন ॥ ৩৩৫৮
শুক্ল কেশ কৃশ অঙ্গ কান্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল গাএর বর্ণ গতি মত্ত করী ॥ ৩৩৫৯

শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরসবদন।
জিজ্ঞাসিল চিত্তান্তর কিসের কারণ ॥ ৩৩৬০
এতেক সুনিঞা বলে সকল কুমার।
ধিক্ ক্ষেত্রিকুলে জন্ম আমা সভাকার ॥ ৩৩৬১
ধিক্ প্রাণ ধিক্ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন।
বাটি উদ্ধারিতে শক্তি নহে কোন জন ॥ ৩৩৬২
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়ি আছে লোহবাটি পাই দেখিবারে ॥ ৩৩৬৩
এত সুনি দ্রোণাচার্য্য বলিল হাসিআ।
কূপে হৈতে বাটি জদি দিএ উদ্ধারিআ ॥ ৩৩৬৪
এই ত স্বীকার আমি কৈল অঙ্গীকার।
ভোজ্য দিআ তোষ তবে করিবে আমার ॥ ৩৩৬৫
এত সুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্যে বৈল তবে বুঝিআ কারণ ॥ ৩৩৬৬
কূপে হৈতে বাটি পার করিতে উদ্ধার।
কি দ্রব্য ভোজনে তবে সকলি তোমার ॥ ৩৩৬৭
কৃপাচার্য্য সম্মতে ভুঞ্জিহ নানা সুখ।
এত গুণে দ্বিজবর ভোজনে কি দুখ ॥ ৩৩৬৮
দ্রোণাচার্য্য বলে সভে দেখহ কৌতুকে।
এই ত অঙ্গুরি আমি ফেলাইএ কূপে ॥ ৩৩৬৯
অঙ্গুরি তুলিব আর উদ্ধারিব বাটি।
এত বলি আনাইলা [ই]ষিকা কথো গুটি ॥ ৩৩৭০
মন্ত্র পড়ি দ্রোণাচার্য্য ইষিকা মারিল।
মন্ত্রবলে লোহবাটি সকল ভেদিল ॥ ৩৩৭১
তথি মধ্যে পুন পুন মারিল অপার।
ইষিকা ইষিকা জুড়ি হৈল দীর্ঘাকার ॥ ৩৩৭২
ইষিকার মূল তবে ধরি দ্রোণ করে।
আকুসি তুলিল বাটি উঠিল উপরে ॥ ৩৩৭৩
আশ্চর্য্য দেখিআ সভে হইলা বিস্ময়।
তবে ধনুর্ব্বাণ লঅ্যা দ্রোণ মহাশয় ॥ ৩৩৭৪
মন্ত্র পড়ি অঙ্গুরি উপরে শর মারে।
শর সহ অঙ্গুরি পড়িল আসি করে ॥ ৩৩৭৫
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখি সকল কুমার।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে করি পরিহার ॥ ৩৩৭৬
কোথা হত্যে আলে দ্বিজ কোথাএ নিবাস।
এথাকারে আলে দ্বিজ কোন অভিলাষ ॥ ৩৩৭৭
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম [৯৬] লোকে অনুপাম।
কহ দ্বিজবর হে তোমার কিবা নাম ॥ ৩৩৭৮
আজ্ঞা কর দ্বিজবর জেই লএ মন।
জে আজ্ঞা করিব তাহা করিব এখন ॥ ৩৩৭৯
দ্রোণ বৈল সুন সভে আমার উত্তর।
মোর সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর ॥ ৩৩৮০
রূপ গুণ আমার কহিবে তাঁর স্থানে।
আপনি সুনিঞা ভীষ্ম করিব বিধানে ॥ ৩৩৮১
এত সুনি শীঘ্রগতি জতেক কুমার।
পিতামহ স্থানে কহে সব সমাচার ॥ ৩৩৮২
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যাম বর্ণ ধরে।
তাঁহার জতেক গুণ অদ্ভুত সংসারে ॥ ৩৩৮৩
যত্ন করি জিজ্ঞাসিল নাম না কহিল।
তোমা জানাইতে আমা সভা পাঠাইল ॥ ৩৩৮৪
এত সুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিল হৃদয়।
জানিল এ শক্তি আর অন্য কেহো নয় ॥ ৩৩৮৫
দ্রোণাচার্য্য বিনা আর কেহো নাহি জানে।
নিশ্চয় আইলা দ্রোণ জানিলা ধারণে ॥ ৩৩৮৬
কুরুবংশযোগ্য গুরু পাল্য এত দিনে।
দ্রোণ অনুসরি ভীষ্ম চলিলা আপনে ॥ ৩৩৮৭
দ্রোণে দেখি প্রণমিলা গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ দিআ দ্রোণ কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩৩৮৮
ভীষ্ম বৈল কহ দ্রোণ আপন কুশলে।
বড় ভাগ্য দেখি তুমি আলে কুরুকুলে ॥ ৩৩৮৯
এ কথা সুনিঞা ভরদ্বাজের নন্দন।
কহিতে লাগিলা সব আপন কথন ॥ ৩৩৯০
তপোবনে থাকি বহু কৈল তপঃক্লেশ।
ফলমূলাহারী হৈয়া জটা বন্ধ বেশ ॥ ৩৩৯১

বংশ হেতু কথো দিন পিতৃআজ্ঞা পায়্যা।
গৌতমী কৃপের ভগ্নী বিভা কৈল গিআ॥ ৩৩৯২
তার গর্ব্ভে জন্ম হৈল একটি কুমার।
অশ্বত্থামা নাম দিলা জতেক অমর॥ ৩৩৯৩
কথো দিনে ক্রীড়াবান্ হইল কুমার।
শিশুগণ সঙ্গে সদা করেন বিহার॥ ৩৩৯৪
আচম্বিতে এক দিন আইল ধাইয়া।
আমার [৯৭ক] অগ্রেতে বলে কান্দিয়া [কান্দিয়া]
গাভীদুগ্ধ পান করে সকল বালক। [॥ ৩৩৯৫
সেই মত দুগ্ধ মোরে দেহ হে জনক॥ ৩৩৯৬
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন।
দুগ্ধ হেতু করিলাঙ বহু পর্য্যটন॥ ৩৩৯৭
গাভীর কারণে বহু নগর ভ্রমিল।
সত্যশীল ধার্ম্মিক কোথাহ না দেখিল॥ ৩৩৯৮
ভিক্ষা না করিল আমি ন্যূন জন স্থানে।
না পাইআ গাভী গৃহে করিল গমনে॥ ৩৩৯৯
পুনরপি কান্দে শিশু দুগ্ধের কারণে।
দেখিআ হইলাঙ বড় ব্যাকুলিত মনে॥ ৩৪০০
সহজে দরিদ্র দ্বিজ দুগ্ধ পাব কোথা।
ক্রন্দন নিবর্ত্ত হেতু তবে তার মাতা॥ ৩৪০১
পিঠালি গুলিআ জলে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হঅ্যা শিশু তাঁহা পান কৈল॥ ৩৪০২
বালকের মধ্যে তবে উত্তরিল গিআ।
এই দেখ আইলাঙ পায়সান্ন খাঅ্যা॥ ৩৪০৩
সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে।
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিলা তার সঙ্গে॥ ৩৪০৪
দুগ্ধ পানে নাচে শিশু সভে বলবান্।
হীনশক্তি নৃত্যে শিশু নহিল সমান॥ ৩৪০৫
সকল বালকগণ উপহাস কৈল।
পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল॥ ৩৪০৬
পুত্রের সুনিঞা কথা চিত্তে হৈল তাপ।
জননী সুনিঞা বহু করিল বিলাপ॥ ৩৪০৭

এতেক ভাবিতে পূর্ব্ব হইল স্মরণ।
বালককালের সখা পৃষ্ণকনন্দন॥ ৩৪০৮
অধিক পিরিতি আছে তাহার সংহতি।
পঞ্চালে গেলাঙ আমি পূর্ব্বের পিরিতি॥ ৩৪০৯
সখা বলি সম্ভাষা করিল দ্রুপদেরে।
সুনিঞা অনেক নিন্দা করিল আমারে॥ ৩৪১০
কোথার দরিদ্র তুঞি আমি নৃপমণি।
তোর সঙ্গে সখ্য কবে আমি নাঞি চিনি॥ ৩৪১১
এমত নিষ্ঠুর বাক্য সুনিঞা তাহার।
ক্ষেণেক বিলম্ব তথা না করিনু আর॥ ৩৪১২
ভেদিলেক মর্ম্মে মোর তাহার বচনে।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি তথির কারণে॥[৯৭]৩৪১৩
জেই ত প্রতিজ্ঞা আমি কৈল নিজ চিত্তে।
নিকটে করিব তাহা তোমার সম্মতে॥ ৩৪১৪
তেকারণে আইলাঙ হস্তিনা নগর।
কি করিব প্রীত তব কহ কুরুবর॥ ৩৪১৫
ভীষ্ম বৈল বহু ভাগ্য আছিল আমার।
তেকারণে এথারে হইল আগুসার॥ ৩৪১৬
এই কুরুজাঙ্গল কৌরব অধিকার।
রাজ্য অর্থ পরিবার জান আপনার॥ ৩৪১৭
পৌত্রগণ দেখ এই তব বিদ্যমান।
কৃপা করি সভাকারে দেহ দিব্য জ্ঞান॥ ৩৪১৮
এত বলি ভীষ্ম তারে পূজি বহুতর।
রহিবারে দিল দিব্য রত্নময় ঘর॥ ৩৪১৯
পৌত্রগণে সমর্পিআ দিল হাথে হাথে।
পাণ্ডব কৌরব ভ্রাতৃ পঞ্চোত্তরশতে॥ ৩৪২০
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান॥*॥ ৩৪২১

[৫৯]

জন্মেজয় বলে মুনি কৃতার্থ করিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে॥ ৩৪২২

তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
প্রপিতামহের কথা স্থুনিব সাদরে॥ ৩৪২৩
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাঞি স্থুনি।
বিস্তারিআ কৃপা করি কহ মহামুনি॥ ৩৪২৪
বৈশম্পায়ন বলে স্থুন দণ্ডধর।
একে একে কহি স্থুন ব্যাসের উত্তর॥ ৩৪২৫
তবে দ্রোণাচার্য্য সব কুমার লইআ।
কহিতে লাগিলা সব একত্রে বসিআ॥ ৩৪২৬
অস্ত্রশিক্ষা সভারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা কৈলে মোর বাক্য করিবে পালন॥ ৩৪২৭
মোর জেই বাঞ্ছা আছে স্থুন সব শিষ্য।
সত্য কর তুমি সব করিবে অবশ্য॥ ৩৪২৮
দ্রোণের বচন স্থুনি জতেক কোঙর।
নিঃশব্দ হইলা কেহো না দিলা উত্তর॥ ৩৪২৯
অর্জ্জুন বলিল মোর সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন আজ্ঞা জে হয় তোমার॥ ৩৪৩০
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈআ শিষ্যগণ।
অহর্নিশি নানা বিদ্যা করে অধ্যয়ন॥ ৩৪৩১
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু পাণ্ডুর কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেলা দ্রোণ গুরু সমাচার॥ [৯৮ক]
জত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ। [৩৪৩২
হস্তিনা নগর সভে করিলা গমন॥ ৩৪৩৩
বৃষ্ণিবংশ যদুবংশ জত নৃপ আদি।
আর জত রাজাগণ সাগর অবধি॥ ৩৪৩৪
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদাকাল দুর্য্যোধনে অনুগতমন॥ ৩৪৩৫
সেই অস্ত্র শিক্ষা করে দ্রোণ গুরু স্থানে।
হেন মতে বহু শিষ্য করে অধ্যয়নে॥ ৩৪৩৬
দ্রোণ সহ শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
পুত্রে নাঞি পড়াইতে পান অবসর॥ ৩৪৩৭
কপট করিআ দ্রোণ শিষ্যগণে বলে।
গঙ্গাজল আন গিআ ভরি কমণ্ডলে॥ ৩৪৩৮
কমণ্ডলু লৈআ জায় রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সভে করিল গমন॥ ৩৪৩৯
একান্তে পাইআ দ্রোণে পুত্রে শিক্ষা করে।
এ সব বৃত্তান্ত খ্যাত হইল পার্থেরে॥ ৩৪৪০
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে শাসিআ।
কমণ্ডলু দিল লৈআ জলেতে পুরিআ॥ ৩৪৪১
জল আনিবারে জায় সব শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা সহ পার্থে করে অধ্যয়ন॥ ৩৪৪২
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাথে ধনুঃশর॥ ৩৪৪৩
অনুবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয়বচন॥ ৩৪৪৪
পার্থের শীলতা দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনেরে দিলা অপ্রমিত॥ ৩৪৪৫
তবে এক দিন তথা দ্রোণ গুরু স্থানে।
আইলা নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥ ৩৪৪৬
হিরণ্যনাভের পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥ ৩৪৪৭
জোড় হাথ করি বলে বিনয়বচন।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু আইলাঙ তোমার সদন॥ ৩৪৪৮
দ্রোণাচার্য্য বলে তুঞি হসি নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইব অখ্যাতি॥ ৩৪৪৯
অনেক বিনয়ে বৈল নিষাদনন্দন।
তত্রাপি তাহারে না করাল্য অধ্যয়ন॥ ৩৪৫০
দ্রোণাচার্য্যমুখে জবে নিষ্ঠুর স্থুনিল।
দণ্ডবৎ করিআ অরণ্যে প্রবেশিল॥ ৩৪৫১
নিষাদের বেশ ছাড়ি হল্যা ব্রহ্মচারী।
জটাবল্কবিভূষণ হল্যা ফলাহারী॥ ৩৪৫২
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিআ রচন।
নানা পুষ্প দিআ তাঁর করেন পূজন॥ [৯৮]৩৪৫৩
নিরন্তর একলব্য হস্তে ধনুঃশর।
সর্ব্বশাস্ত্রে মন্ত্রে জ্ঞাত হল্যা ধনুর্দ্ধর॥ ৩৪৫৪

তবে কথো দিনে জত কৌরবনন্দন।
সেই বনে গেলা সভে মৃগয়া কারণ ॥ ৩৪৫৫
কেহো রথে কেহো গজে কেহো অশ্ববরে।
সঙ্গেতে চলিলা ঠাট হইআ সত্বরে ॥ ৩৪৫৬
মৃগয়ানিরত শ্বান লইআ সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিলা শীঘ্রগতি ॥ ৩৪৫৭
মৃগয়া করেন জত রাজার কোঙর।
হেন কালে এক পাণ্ডবের অনুচর ॥ ৩৪৫৮
সঙ্গেতে করিআ শ্বান জায় পাছে পাছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে ॥ ৩৪৫৯
মৃত্তিকাপ্রতিমা আগে করি জোড় কর।
বসি আছে ব্রহ্মচারী হাথে ধনুঃশর ॥ ৩৪৬০
শব্দ করে কুকুর দেখিআ ব্রহ্মচারী।
চারি ভিতে বুলে তবে প্রদক্ষিণ করি ॥ ৩৪৬১
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিল ধেয়ান।
ক্রোধে কুকুরের মুখে মাল্য পঞ্চ বাণ ॥ ৩৪৬২
না মরিল কুকুর না মুখে হইল ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের বন্দী কৈল রা ॥ ৩৪৬৩
নিঃশব্দ হইল শ্বান মুখে পঞ্চ শর।
কতক্ষণে গেলা সব কুমার গোচর ॥ ৩৪৬৪
কুকুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিআ।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্ময় হইয়া ॥ ৩৪৬৫
এহেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি স্থনি।
বহু বিদ্যা পাইল হেন বিদ্যা নাহি জানি ॥ ৩৪৬৬
লজ্জাএ মলিন মুখ সব ভ্রাতৃগণে।
চল জাই দেখিব বান্ধিল কোন জনে ॥ ৩৪৬৭
অনুচর লৈয়া গেলা যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিআ আছে ধনুঃশর ধরি ॥ ৩৪৬৮
কু[মা]র জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন জন।
কার স্থানে অস্ত্রবিদ্যা কৈলে অধ্যয়ন ॥ ৩৪৬৯
ব্রহ্মচারী বলে মোর একলব্য নাম।
অস্ত্র শিক্ষা কৈল আমি দ্রোণ গুরু ঠাম ॥ ৩৪৭০

স্থনিঞা বিস্ময় হৈলা জতেক কুমার।
অর্জ্জুন স্থনিঞা চিন্তা হইলা আপার ॥ ৩৪৭১
মৃগয়া সম্বরি তবে জত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ স্থানে গিআ সভে কৈল নিবেদন ॥ ৩৪৭২
করজোড়ে পার্থ বলে বিনয়বচনে। [৯৯ক]
আমারে নিগ্রহ জত জানিল এখনে ॥ ৩৪৭৩
পূর্ব্বে মোরে কোল দিআ কৈলে অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার ॥ ৩৪৭৪
তোহোর সদৃশ বিদ্যা নাঞি দিব কারে।
এখনে কপট গুরু করিলে আমারে ॥ ৩৪৭৫
পৃথিবীতে জেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদকুমারে ॥ ৩৪৭৬
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ হইল বিস্ময়।
ক্ষেণেক নিঃশব্দ হয়্যা চিন্তিল হৃদয় ॥ ৩৪৭৭
পার্থে বৈল কহ সেই আছে কোন স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা জাব সর্ব্বজনে ॥ ৩৪৭৮
এত বলি সভে দ্রোণ করিল গমন।
দ্রোণে দেখি আস্তে ব্যস্তে নিষাদনন্দন ॥ ৩৪৭৯
দূরে থাকি ভূমে লুটি দণ্ডবৎ কৈল।
কর জোড় করি অগ্রে দাণ্ডায়্যা রহিল ॥ ৩৪৮০
মধুর ভাষেতে বলে বিনয়বচন।
আজ্ঞা কর মোরে করি কোন প্রয়োজন ॥ ৩৪৮
দ্রোণ বলে শিষ্য জদি হইস আমার।
গুরুর দক্ষিণা দেহ নিষাদকুমার ॥ ৩৪৮২
একলব্য বলে গোসাঞি মোর ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলে মোর পাশে ॥ ৩৪৮
এ দ্রব্য সে দ্রব্য বলি নাহিক বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরুঅধিকার ॥ ৩৪৮৪
জে কিছু মাগিবে গোসাঞি সকলি তোমার
আজ্ঞা কর গোসাঞি করিনু অঙ্গীকার ॥ ৩৪৮৫
দ্রোণ বলে মোরে জদি সন্তোষ করিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবে ॥ ৩৪৮৬

গুরুর বচন সুনি বিলম্ব না কৈল।
ততক্ষণে অঙ্গুলি কাটিআ তাঁরে দিল ॥ ৩৪৮৭
সন্তোষ হইলা দ্রোণ বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন জানিলা গুরু আমারে সদয়. ॥ ৩৪৮৮
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি ছুই জনে।
প্রশংসা করিআ দেশে করিল গমনে ॥ ৩৪৮৯
তবে কথো দিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিআ পক্ষ রাখিল বৃক্ষেতে ॥ ৩৪৯০
একে এক ডাকিল সকল শিষ্যগণে।
আগে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দনে ॥ ৩৪৯১
ধনুঃ শর দিল দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকরে।
ভাস দেখাইআ দিল বৃক্ষের উপরে ॥[৯৯]৩৪৯২
মোর মুখে জেই ক্ষণে হইব বাহির।
নিঃশব্দ নহিতে কাটি পাড় পক্ষশির ॥ ৩৪৯৩
এত সুনি শর জুড়ি রহে পাণ্ডুপতি।
ক্ষেণেক থাকিআ বৈল দ্রোণ মহামতি ॥ ৩৪৯৪
ডাকিয়া বলিল কহ কুন্তীর কুমারে।
কোন লোক জন তুমি পাও দেখিবারে ॥ ৩৪৯৫
ধর্ম্ম বৈল ভাস দেখি বৃক্ষের উপর।
ভূমিতলে দেখি জত আছে সহোদর ॥ ৩৪৯৬
এত সুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিআ।
ছাড় ছাড় বলি ধনু লইল কাড়িআ ॥ ৩৪৯৭
ছুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সভারে দিলেন ধনুঃ শর ॥ ৩৪৯৮
জেইরূপে কহিলেন ধর্ম্মের নন্দনে।
সেই মত সকল কহিল ভ্রাতৃগণে ॥ ৩৪৯৯
সভাকারে বহু নিন্দা কৈল দ্রোণ বীর।
ধনু লয়্যা ঢেকা মারি করিল বাহির ॥ ৩৫০০
ধনুঃ শর দিলা গুরু অর্জ্জুনের হাথে।
ভাস দেখাইআ দিল বৃক্ষের অগ্রেতে ॥ ৩৫০১
নির্গত হইব জবে মোর মুখে বাণী।
নিঃশব্দ হইতে পাড় পক্ষশির হানি ॥ ৩৫০২
গুরুবাক্যে পার্থ বীর টানে ধনুর্গুণ।
পক্ষে একদৃষ্টি করি রহিলা অর্জ্জুন ॥ ৩৫০৩
কথো ক্ষণ থাকি দ্রোণ বলিল বচনে।
কোন কোন জন তুমি দেখহ নয়নে ॥ ৩৫০৪
অর্জ্জুন বলিল আমি অন্য নাঞি দেখি।
কেবল দেখিএ মুণ্ড সহ ছুই আখি ॥ ৩৫০৫
দ্রোণ বৈল মার অস্ত্র কাট পক্ষশির।
নিঃসরিতে বাক্যমাত্র কাটে পার্থ বীর ॥ ৩৫০৬
দেখি দ্রোণাচার্য্য হল্যা হরষিতমন।
আলিঙ্গিআ পুন পুন করিল চুম্বন ॥ ৩৫০৭
প্রশংসিলা দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনে আপার।
দেখি চমৎকার হৈলা সকল কুমার ॥ ৩৫০৮
তবে একদিন দ্রোণ গেলা গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গতি করিয়া নিল সব শিষ্যগণে ॥ ৩৫০৯
জলে স্নান করে গুরু শিষ্যগণ তটে।
আচম্বিতে ধরে গ্রাহ দশন বিকটে ॥ ৩৫১০
কুম্ভীরে ধরিআ মোরে লৈআ জায় জলে।[১০০ক]
এই ডুবাইল মোরে রাখহ পারিলে ॥ ৩৫১১
দ্রোণের বচনে সভে হৈলা চমৎকার।
আস্তে ব্যস্তে লৈআ জায় অস্ত্র জে জাহার ॥ ৩৫১২
দ্রোণের মুখের নাঞি নিঃসরিতে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চ বাণ মারিল ফাল্গুনি ॥ ৩৫১৩
খণ্ড খণ্ড করিল কুম্ভীরকলেবর।
মারিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর ॥ ৩৫১৪
জলে হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিল অর্জ্জুনে।
আলিঙ্গন দিয়া শির করিল চুম্বনে ॥ ৩৫১৫
তুষ্ট হয়্যা অস্ত্র দিলা নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বৈল তারে দ্রোণ মহাবীর ॥ ৩৫১৬
এই অস্ত্র প্রহারিবে দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাঞি ক্ষেপিবে মানুষে ॥ ৩৫১৭
গুরুর দেখিআ এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে ছুর্য্যোধন চিত্তে মরণ সমান ॥ ৩৫১৮

হেন মত দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
ক্রমে ক্রমে নানা বিদ্যা কৈল অধ্যয়নে॥ ৩৫১৯
যুধিষ্ঠির হল্যা দড়[১] রথ আরোহণে।
গদাএ পারগ হল্যা ভীম দুর্য্যোধনে॥ ৩৫২০
তুরঙ্গে নকুল হল্যা সহদেব গ্রন্থ।
হেন মতে হল্যা সভে একবিদ্যাবন্ত॥ ৩৫২১
ইন্দ্রের নন্দন[২] ইন্দ্রঅনুজ সমান।
তাঁর সম করি সহ করিব বাখান॥ ৩৫২২
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্রে অভ্যাস।
ধনু খড়্গ গদা আদি সকলি প্রকাশ॥ ৩৫২৩
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে সুনে পুণ্যবান্॥ * ॥ ৩৫২৪

[৬০]

পরিক্ষিতসুত বলে অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে॥ ৩৫২৫
ব্রহ্মহত্যাপাপে মুক্ত কৈলে মহামুনি।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি॥ ৩৫২৬
আপনার গুণেতে কৃতার্থ কৈলে মোরে।
রহিল তোমার যশ এ তিন সংসারে॥ ৩৫২৭
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বিস্তার করিআ কহ সুনিব সাদরে॥ ৩৫২৮
বৈশম্পায়ন বলে সুন নৃপমণি।
একমনে সুন সভে ব্যাসের কাহিনী॥ ৩৫২৯
সব শিষ্যগণ সভে হইলা প্রখর।
দ্রোণাচার্য্য গেলা যথা অন্ধ নৃপবর॥ ৩৫৩০
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি জত ক্ষেত্রিগণ।
সভামধ্যে কহে ভরদ্বাজের নন্দন॥ ৩৫৩১
বিদ্যায় পারক হৈলা সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সভাকার॥ ৩৫৩২

এত সুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিতমন।
বিদুরে ডাকিআ আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ॥[১০০]৩৫৩৩
রঙ্গভূমি সজ্জ তুমি কর শীঘ্রগতি।
জেইরূপে কহেন আচার্য্য মহামতি॥ ৩৫৩৪
রাজআজ্ঞা পাইআ করিল ততক্ষণ।
আদেশ করিল সব অনুচরগণ॥ ৩৫৩৫
দেখিআ উত্তম ক্ষেত্র চৌদিগ সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার উপর॥ ৩৫৩৬
রাজাগণ বসিবারে তাহার ভিতর।,
বিচিত্র পালঙ্কসজ্জ থুইল বিস্তর॥ ৩৫৩৭
রাজরাণী হেতু কৈল ভিন্ন ভিন্ন স্থল।
জনপদ হেতু কৈল উত্তম মহল॥ ৩৫৩৮
হেন মতে রঙ্গভূমি করিআ নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাল্য গিআ ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥ ৩৫৩৯
শুভ দিন করিআ চলিলা সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন॥ ৩৫৪০
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সোমদত্ত।
আর জত রাজাগণ আল্যা শত শত॥ ৩৫৪১
গান্ধারী সুবলসুতা কুন্তী আদি করি।
তাঁহার সহিত জত অন্তঃপুরনারী॥ ৩৫৪২
রথে গজে অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিআ রহিলা দেখিবারে॥ ৩৫৪৩
হেনকালে আইলা আচার্য্য মহাশয়।
তারামধ্যে হৈলা জেন চন্দ্রের উদয়॥ ৩৫৪৪
শুক্ল বাস শুক্ল কেশ শুক্ল পুষ্পমালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন শুক্ল মলয়জ ভালে॥ ৩৫৪৫
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইলা সভামাঝে।
আসিবারে আজ্ঞা কৈল পাণ্ডব অগ্রজে॥ ৩৫৪৬
সভামধ্যে প্রবেশ হইলা যুধিষ্ঠির।
বিকচ কমলমুখ লম্বিত শরীর॥ ৩৫৪৭

১। পুথিতে—'দ্রড'। 'দ্রুতগু' হইতে পারে। ২। থিপুতে—'সমান'।

হুঙ্কারিআ ধনুগুণ সাধে দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥ ৩৫৪৮
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করিল সৃজন।
বায়ব্য বরুণ আদি বহু অস্ত্রগণ ॥ ৩৫৪৯
ধন্য ধন্য বলি সভে করিল বাখান।
সভে বলে কেহো নাঞি এহাঁর সমান ॥ ৩৫৫০
তবে যুধিষ্ঠিরে রহাইল গুরু দ্রোণ।
আজ্ঞা কৈল আসিবারে ভীম দুর্য্যোধন ॥ ৩৫৫১
গদা হাথে করিআ আইলা দুই বীর।
রঙ্গমাটি মল্লবেশ ভূষিত শরীর ॥ ৩৫৫২
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুই ভিতে দুই জেন পর্ব্বতের চূড়া ॥ ৩৫৫৩
গদা হাথে করি দুহেঁ করএ মণ্ডলি।
দুহাঁর হুঙ্কার শব্দ কর্ণে লাগে তালি ॥ [১০১ক] ৩৫৫৪
দুই মত্ত গজে জেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
দুই মত্ত বৃষে জেন শৃঙ্গে ভিড়াভিড়ি ॥ ৩৫৫৫
চরণে চরণে মুণ্ডে মুণ্ডে ভিড়াভিড়ি।
গদায় গদায় ভুজে ভুজে তাড়াতাড়ি ॥ ৩৫৫৬
দুহাঁর দেখিআ শব্দ লোকে ভয়ঙ্কর।
আস্তে আস্তে বলাবলি সভার ভিতর ॥ ৩৫৫৭
কেহো বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহো বলে ভীম হৈতে শ্রেষ্ঠ কুরুবর ॥ ৩৫৫৮
হেন মতে দুই পক্ষ হইলা সভায়।
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায় কথায় ॥ ৩৫৫৯
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণমাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা ॥ ৩৫৬০
লোকের সুনিঞা শব্দ আশ্চর্য্য মানিল।
ভীম দুর্য্যোধনে রহাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৩৫৬১
মধ্যে গিআ দাণ্ডাইলা গুরুর নন্দন।
নিবর্ত্ত করিল দুই ভীম দুর্য্যোধন ॥ ৩৫৬২
তবে আজ্ঞা কৈল গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলা অর্জ্জুন বীর ধনুঃশর হাথে ॥ ৩৫৬৩
নব জলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ শশধরমুখ রাজীবলোচন ॥ ৩৫৬৪
দেখিআ মোহিত হৈলা জত সভাজন।
সবে বলে আল্য এই ইন্দ্রের নন্দন ॥ ৩৫৬৫
মহাধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
এহা সম মহাবল নাহি ভূমণ্ডলে ॥ ৩৫৬৬
এই মত বলাবলি হইল সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হল্য আচম্বিতে ॥ ৩৫৬৭
শব্দ সুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে পুছিল।
কি হেতু এমত শব্দ সভামধ্যে হৈল ॥ ৩৫৬৮
বিদুর বলিলা রাজা আইলা অর্জ্জুন।
লোকে বলাবলি প্রশংসিএ তার গুণ ॥ ৩৫৬৯
ধৃতরাষ্ট্র সুনি প্রশংসিল বহুতর।
কুরুবংশযোগ্য মোর এই ত কোঙর ॥ ৩৫৭০
ধন্য কুন্তী হেন পুত্র গর্ব্ভে জন্মাইল।
জাহার মহিমা যশে সংসার পুরিল ॥ ৩৫৭১
কুন্তী দেবী সুনিঞা আনন্দ হৈল্যা মন।
স্তনযুগে ঝরে দুগ্ধ লোতক নয়ন ॥ ৩৫৭২
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিআ। [১০১]
সভাতে পুরিল অস্ত্র ধনু টঙ্কারিআ ॥ ৩৫৭৩
এড়িল অনলঅস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি পরশিল গিআ গগনমণ্ডল ॥ ৩৫৭৪
দেখিআ সকল লোক পাল্য বড় ভয়।
চতুর্দ্দিগে দেখে লোক হৈল্য অগ্নিময় ॥ ৩৫৭৫
এড়িল বরুণবাণ কুন্তীর কুমার।
নিবর্ত্তিয়া অগ্নিতে বর্ষিল জলধার ॥ ৩৫৭৬
বাউঅস্ত্রে নিবারিল জলবরিষণ।
আকাশ অস্ত্রেতে বাউ কৈল নিবারণ ॥ ৩৫৭৭
শাসিআ পর্ব্বতঅস্ত্র কৈল গিরিবর।
পর্ব্বত করিল চূর্ণ মারি বজ্রশর ॥ ৩৫৭৮
ভূমিঅস্ত্রে নির্ম্মাণ করিল ভূমণ্ডল।
সিন্ধুঅস্ত্রে পূর্ণ কৈল জলেতে সকল ॥ ৩৫৭৯

অন্তর্ধানঅস্ত্র মারি হৈলা বীর লুকি।
কোথাহ আছএ পার্থ কেহো নাহি দেখি॥ ৩৫৮০
কভু রথে জায় বীর কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাজি জেন নানা বিদ্যা করে॥ ৩৫৮১
হেন মতে বহু বিদ্যা কৈল ধনঞ্জয়।
ধন্য ধন্য করি শব্দ হৈল অতিশয়॥ ৩৫৮২
নিবর্ত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফাল করে জেন বজ্রের নিস্বন॥ ৩৫৮৩
সেই শব্দে সভাকার কর্ণে লাগে তালি।
গুরুআগে দাণ্ডাইলা করি কৃতাঞ্জলি॥ ৩৫৮৪
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে স্নুনে পুণ্যবান॥ *॥৩৫৮৫

[৬১]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
তোমার ভাষেতে মোর তৃপ্ত হৈল মন॥ ৩৫৮৬
এমত মহত্ব ছিলা পিতামহগণ।
বড়ই রহস্যকথা করাল্যে শ্রবণ॥ ৩৫৮৭
তবে কোন কর্ম্ম হৈল কহ মুনিবরে।
বড়ই রহস্যকথা স্নুনিব সাদরে॥ ৩৫৮৮
মুনি বলে অবধানে স্নুন দণ্ডধর।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা ব্যাসের উত্তর॥ ৩৫৮৯
অর্জ্জুনের বিদ্যা জদি হৈলা সমাধান।
রণভূমিমধ্যে কর্ণ করিল পয়ান॥ ৩৫৯০
দশবান স্বর্ণ জিনি অঙ্গের বরণ।
শ্রবণে পরশ দীর্ঘ পঙ্কজনয়ন॥ ৩৫৯১
শ্রবণে কুণ্ডল দিব্য দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্যক কবচ অরুণ কলেবর॥ ৩৫৯২
দুই ভিতে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ অনিন্দিত তনু॥ ৩৫৯৩
অবহেলে অবজ্ঞা করএ সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া সম লাগে মোর মনে॥ [১০২ক]

কর্ণের বচন স্নুনি লোকে চমৎকার।
কেহো বলে এই হব দেবের কুমার॥ ৩৫৯৫
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয়॥ ৩৫৯৬
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥ ৩৫৯৭
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিআ তবে বলে ঘনে ঘন॥ ৩৫৯৮
জতেক করিলে বিদ্যা সভার ভিতর।
সভা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥ ৩৫৯৯
মোর বিদ্যা দেখি তুমি হইবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাঞি হয়॥ ৩৬
এত স্নুনি সর্ব্বজন বিস্ময়বদন।
দুর্য্যোধন স্নুনি হৈলা আনন্দিতমন॥ ৩৬০১
বিরসবদন হৈলা বীর ধনঞ্জয়।
এত স্নুনি আজ্ঞা দিলা দ্রোণ মহাশয়॥ ৩৬০২
কোন বিদ্যা জানিস সভার আগে কর।
স্নুনি কর্ণ মহাবীর হইলা সত্বর॥ ৩৬০৩
করিল বিবিধ বিদ্যা লোকে অগোচর।
জত কিছু করিছিল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥ ৩৬০৪
দেখিআ জতেক লোক বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন স্নুনি চিত্তে হৃষ্ট বড় হৈল॥ ৩৬০৫
ভ্রাতৃগণমধ্যে দুর্য্যোধন বসি ছিল।
অতি শীঘ্র উঠি কর্ণে আলিঙ্গন কৈল॥ ৩৬০৬
ধন্য ধন্য বীর তুমি ছিলে কোন দেশে।
এথাকারে আইলে মোহর ভাগ্যবশে॥ ৩৬০
ক্ষিতিমধ্যে জত ভোগ আছএ আমার।
আজি হৈতে সে সকল সকলি তোমার॥ ৩৬
কর্ণ বৈল সত্য আমি কৈল অঙ্গীকার।
আজি হৈতে জানিহ আমি হইনু তোমার॥ ৩
কেবোল আছএ মোর এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥ ৩৬১০

এতেক বলিলা জদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর কম্পএ শরীর ॥ ৩৬১১
অর্জ্জুন বলিল তোরে কে আনিল এথা।
ক বলিল সভাতে কহিতে তোরে কথা ॥ ৩৬১২
অনাহূত আসি দ্বন্দ্ব করিস সভায়।
এহার উচিত ফল দিব রে এথায় ॥ ৩৬১৩
াহি জিজ্ঞাসিতে জেই বলিলি বচনে। [৩৬১৪
াপনি আইলি তুঞি বিনা আবাহনে॥ [১০২]
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক গণিএ সোসর ॥ ৩৬১৫
ীর্য্যেতে অধিক জেই তারে বলি রাজা।
র্ম্মবন্ত লোক বলমন্তে করে পূজা ॥ ৩৬১৬
ীনজন প্রায় কেন মুখে গালাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর বুঝি বলাবলি ॥ ৩৬১৭
মার সঙ্গে যুদ্ধে জিনে তারে বলি বীর।
দ্রোণ গুরু অগ্রে তোর কাটিব শরীর ॥ ৩৬১৮
এতেক স্বনিঞা দ্রোণ অরুণনয়ন।
আজ্ঞা দিল অর্জ্জুনে করহ দুহোঁ রণ ॥ ৩৬১৯
এত সুনি সুসজ্জ হইলা ধনঞ্জয়।
ধনুগুণ টঙ্কারিআ করে অস্ত্রালয় ॥ ৩৬২০
াপক্ষ হইলা পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গঙ্গার কোঙর ॥ ৩৬২১
াগে হল্যা কর্ণ বীর হাথে ধনুঃ শর।
াপক্ষ হইলা কুরু শত সহোদর ॥ ৩৬২২
পুত্রস্নেহে গগনে আইলা পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া জত জলধর ॥ ৩৬২৩
কর্ণ ভিতে জত তাপ বাড়িল তপন।
সুসজ্জ হইলা দুহেঁ করিবারে রণ ॥ ৩৬২৪
পার্থ সহ দ্বন্দ্ব কুন্তী দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তী দেবী চিনিলেন আপন নন্দনে ॥ ৩৬২৫
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিআ কুন্তী দেবী।
ঘনে কম্পিত হৈলা হৃদে দুঃখ ভাবি ॥ ৩৬২৬

হেন কালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিআ।
সর্ব্বলোক সুনে কহে কর্ণেরে চাহিআ ॥ ৩৬২৭
তোমার সহিত আজি করিব সমর।
তুমি কহ কার বংশ কাহার কোঙর ॥ ৩৬২৮
জ্ঞাত হৈলে তুহাঁরে করাব তবে রণ।
সমবংশ হইলে যুদ্ধ হএত শোভন ॥ ৩৬২৯
রাজপুত্র ইত্যাদি লোকেতে যুদ্ধ নয়ে।
নাঞি অভিমান ইথে জয় পরাজয়ে ॥ ৩৬৩০
কৃপের এতেক কর্ণ স্বনিঞা বচন।
হেট মুণ্ড করি রহে বিরস বদন ॥ ৩৬৩১
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টিজলে চূর্ণ জেন কমলের দল ॥ ৩৬৩২
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
ত্রিবিধ বচন কহে শাস্ত্রের কারণ ॥ [১০৩ক] ৩৬৩৩
রাজা হৈলে পার্থ জদি করিব সমর।
আজি আমি কর্ণেরে করিব নৃপবর ॥ ৩৬৩৪
অঙ্গদেশে কর্ণ বীরে করিব নৃপতি।
এত বলি আজ্ঞা দিল অনুচর প্রতি ॥ ৩৬৩৫
অভিষেকদ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণ বীরে কনক আসনে ॥ ৩৬৩৬
শিরেতে ধবল ছত্র রতনে মণ্ডিত।
রাজাগণ চামর ঢুলায় চতুর্ভিত ॥ ৩৬৩৭
কনকঅঙ্গুরি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দেখে বিস্ময় হইয়া ॥ ৩৬৩৮
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্নবদন।
দুর্য্যোধনে চাহি বলে হয়্যা তুষ্ট মন ॥ ৩৬৩৯
অঙ্গদেশে তুমি দিলে মোরে অধিকার।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব তোমার ॥ ৩৬৪০
দুর্য্যোধন বলে অন্যে নাঞি প্রয়োজন।
তোমার সহিত সখ্য করিবার মন ॥ ৩৬৪১
অচল পিরিতি ইছোঁ তোমার সহিত।
এই মোর বাঞ্ছা মনে আজ্ঞা কর মিত ॥ ৩৬৪২

কর্ণ বলে সখা মোর সুদৃঢ় বচন।
পরম পিরিত তুহেঁ কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩৬৪৩
হেন কালে অধিরথ জাতিএ সারথি।
লোকমুখে সুনি পুত্র হইল নৃপতি ॥ ৩৬৪৪
বএসে অধিক বৃদ্ধ চলে যষ্টিভরে।
হুড়িতে পড়িতে বুড়া ধায় দেখিবারে ॥ ৩৬৪৫
বৃদ্ধ দেখি সর্ব্বলোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ ॥ ৩৬৪৬
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে ব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুটি ॥ ৩৬৪৭
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিআ বিস্ময় হৈলা জত সভাজনে ॥ ৩৬৪৮
পাণ্ডব জানিল কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলেন বচন ॥ ৩৬৪৯
অহে কর্ণ তুমি অধিরথের নন্দন।
এতক্ষণে জানিল সকল বিবরণ ॥ ৩৬৫০
অর্জ্জুন সহিত তুমি রণযোগ্যবন্ত।
এখনেতে জানিল তোমার আদি অন্ত ॥ ৩৬৫১
জাহাতে সম্ভবে কার্য্য কর জাতিমত। [৩৬৫২
হাথেতে প্রবোধবাড়ি চালা গিআ রথ ॥ [১০৩]
আরে নরাধম তোর কেমত যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হসি অদ্ভুত এ কথা ॥ ৩৬৫৩
যজ্ঞের নিকট কভু শ্বান নাহি জায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুকুরে কি পায় ॥ ৩৬৫৪
ভীমমুখে সুনি কর্ণ কম্পিত অধর।
নিশ্বাস ছাড়িআ কর্ণ চাহে দিনকর ॥ ৩৬৫৫
এত সুনি ক্রোধিত হইলা তুর্য্যোধন।
আশু হয়্যা দম্ভ করে মেঘের গর্জ্জন ॥ ৩৬৫৬
মুঞি কর্ণে মৈত্র কৈনু সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে তোরে যুক্ত বৃকোদর ॥ ৩৬৫৭
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষেত্রিমধ্যে বলিষ্ঠ জে জন।
শূর-অন্ত নদীঅন্ত পাএ কোন জন ॥ ৩৬৫৮

জলে হৈতে শীতল নাঞিক ত্রিভুবনে।
কেহ বলে বিষ হৈতে বিষ জে আগুনে ॥ ৩৬৫৯
ব্যাঘ্র কভু জন্ম হয় মৃগীর উদরে।
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণ অধিকারে ॥ ৩৬৬০
কর্ণ রাজা হৈতে অঙ্গদেশ কোন ছার।
বড়ই সন্তোষ ইথে আমা সভাকার ॥ ৩৬৬১
কর্ণবাহুবীর্য্যে সব করিবেক পূজা।
আমা সহ অনুগত হব জত রাজা ॥ ৩৬৬২
এতেক কহিল সভামাঝে তুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হল্য সভাতে তখন ॥ ৩৬৬৩
কেহো বলে ভেদাভেদ হল্য ভ্রাতৃগণে।
কেহো বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণে ॥ ৩৬৬৪
কেহো বলে কুরুকুল আজি হৈল অস্ত।
কেহো বলে ক্ষেত্রিকুল মজিল সমস্ত ॥ ৩৬৬৫
অস্ত গেলা দিনকর রজনী প্রবেশ।
রাজাগণ চলি গেলা জার জেই দেশ ॥ ৩৬৬৬
কর্ণহস্ত ধরিআ চলিল তুর্য্যোধন।
রাজার চলিলা ভাই উন শত জন ॥ ৩৬৬৭
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলিলা নিজস্থানে।
পরিবার সহ গেলা আপনা ভুবনে ॥ ৩৬৬৮
হরষিত কুন্তী দেবী জানিঞা কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হল্যা আমার নন্দন ॥ ৩৬৬৯
তুর্য্যোধন হরষিত হইলা নির্ভয়।
অনুবধি তুস্থ হৈল দেখি ধনঞ্জয় ॥ ৩৬৭০
তেজিল অর্জ্জুনভয় কর্ণেরে পাইআ।
যুধিষ্ঠির ভয় পাল্য কর্ণেরে দেখিয়া ॥ ৩৬৭১
কর্ণ সম বীর নাঞি সংসার ভিতরে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের শরীরে ॥ ৩৬৭২
পুণ্যকথা ভারথের সুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে [১০৪ক] নাহি সুখ এহার সমান ॥ ৩৬
বিবিধ পাতক ভস্ম হয় ততক্ষণে।
আউ যশ কীর্ত্তি বৃদ্ধি ভারথ শ্রবণে ॥ ৩৬৭৪

আদিপর্ব্ব ভারথ ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে স্থন সাবহিত ॥ ৩৬৭৫

[৬২]

নরপতি বলে মুনি কর অবধান।
ত্রিভুবনে নাহি স্থখ এহার সমান ॥ ৩৬৭৬
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণেতে কৃতার্থ কৈলে মুনি ॥ ৩৬৭৭
তোমার চরণে মুনি করি নিবেদন।
কৃপাতে আমার তরে করাল্যে শ্রবণ ॥ ৩৬৭৮
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা স্থনিব সাদরে ॥ ৩৬৭৯
বৈশম্পায়ন বলে স্থন নররাজ।
একমনে স্থন সব সিদ্ধ হব কাজ ॥ ৩৬৮০
ব্যাসের কাহিনী রাজা স্থধার সাগর।
তোমা হৈতে প্রচরিল পৃথিবী ভিতর ॥ ৩৬৮১
তবে কথো দিনে দ্রোণ আনি শিষ্যগণে।
দক্ষিণা আমারে দেহ বৈল সর্ব্বজনে ॥ ৩৬৮২
পঞ্চালঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ নৃপেরে।
রণমধ্যে ধরিয়া আনিঞা দিবে মোরে ॥ ৩৬৮৩
অগ্রেতে প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য কৈলে জে জানহ সর্ব্বজন ॥ ৩৬৮৪
জেমতে পারহ আন করিআ বন্ধনে।
আমার দক্ষিণা এই স্থন শিষ্যগণে ॥ ৩৬৮৫
এতেক স্থনিঞা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনে।
সৈন্যগণে সাজিতে বলিল ততক্ষণে ॥ ৩৬৮৬
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি হল্য উত্তরোল ॥ ৩৬৮৭
সৈন্যগণ সাজন দেখিআ ধনঞ্জয়।
একা রথে চড়ি জায় নির্ভয়হৃদয় ॥ ৩৬৮৮
জোড়হাথে যুধিষ্ঠিরে কৈল নিবেদন।
তুমি তথাকারে জাবে কোন প্রয়োজন ॥ ৩৬৮৯
আমা হৈতে কর্ম্ম জদি না হয় সাধন।
মোর অন্তে তবে পাঠাইয় কোন জন ॥ ৩৬৯০
এতেক বলিআ পার্থ চলিলা সত্বর।
ক্ষেণেকে প্রবেশ কৈল পঞ্চাল নগর ॥ ৩৬৯১
দ্রুপদ পাইল অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল সৈন্যগণে সাজিতে আপার ॥ ৩৬৯২
চিন্তিত দ্রুপদ চিত্তে না জানি কারণ। [১০৪]
অর্জ্জুন আইলা এথা কোন প্রয়োজন ॥ ৩৬৯৩
মন্ত্রী পাঠাইআ দিল পার্থের গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে জুড়িআ দুই কর ॥ ৩৬৯৪
কহ কুরুবর আল্যে কিসের কারণ।
আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব রাজন ॥ ৩৬৯৫
রাজার মহলে চল লেহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ॥ ৩৬৯৬
অর্জ্জুন বলিল পাইল সব ব্যবহার।
রাজারে জানাহ এই সম্বাদ আমার ॥ ৩৬৯৭
অতিথের জত পূজা সব পাল্য আমি।
কেবোল আমারে আসি যুদ্ধ দেহ তুমি ॥ ৩৬৯৮
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অরিষ্ট বড় হইব পঞ্চালে ॥ ৩৬৯৯
কহিলেক মন্ত্রী গিআ রাজার গোচর।
স্থনি ক্রোধ হল্যা বড় দ্রুপদ নৃপবর ॥ ৩৭০০
ক্ষেত্রি হৈআ হেন বোল সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গদলে বারি হল্যা ততক্ষণে ॥ ৩৭০১
রথ গজ অশ্ব পদা না জায় গণনে।
সসৈন্যে বেড়িল গিআ পাণ্ডুর নন্দনে ॥ ৩৭০২
বসি আছে পার্থ বীর নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয় ॥ ৩৭০৩
অস্ত্রবরিষণ দেখি উঠিলা অর্জ্জুন।
আকর্ণ পুরিআ টঙ্কারিল ধনুর্গুণ ॥ ৩৭০৪
দ্রোণের চরণ চিন্তি এড়ে দিব্য শর।
মুহূর্ত্তেকে আৎসাদিল দেব দিবাকর ॥ ৩৭০৫

আষাঢ় শ্রাবণে জেন নব জলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে জেন সৈন্যের উপর ॥ ৩৭০৬
প্রাণভয় পায়্যা কেহো ভঙ্গ দিল রণে।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদনে ॥ ৩৭০৭
গুরুর বচন চাহি করিতে পালন।
নিশ্চয় লইব ধরি না হব খণ্ডন ॥ ৩৭০৮
যুদ্ধের নাহিক অন্ত কেবা তাহা জানে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জ্জুনে ॥ ৩৭০৯
মন্ত্র পড়ি দিব্য শর এড়িল অর্জ্জুন।
ততক্ষণে কাটিল সহিত ধনু গুণ ॥ ৩৭১০
ধনু কাটা গেল রাজা দ্রুপদ চিন্তিতে।
রথে চড়ি রাজার ধরিল দুই হাথে ॥ ৩৭১১
নিজ রথে চড়াইআ করিল গমন।
হেন কালে পার্থে ভেটে রাজা দুর্য্যোধন ॥ ৩৭১২
চতুরঙ্গ দলে আইসে কৌরবঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল[১০৫ক]পার্থের রথের উপর ॥ ৩৭১৩
দুর্য্যোধন বলে পার্থ নহিল শোভন।
গুরুআজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন ॥ ৩৭১৪
এত বলি আপনি উঠিলা দুর্য্যোধন।
হস্ত পদ দ্রুপদের করিল বন্ধন ॥ ৩৭১৫
ভূমিতে চালাঅ্যা নিল করে কেশ ধরি।
সেই মত উত্তরিলা দ্রোণ বরাবরি ॥ ৩৭১৬
ফেলাইলা দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিআ দ্রোণ বলিল বচনে ॥ ৩৭১৭
হেদে হে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা।
কোথা গেল প্রজাগণ আর দণ্ড ছাতা ॥৩৭১৮
পুনর্রপি হাসিআ বলিল গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাঞি আমার সদন ॥ ৩৭১৯
জাতিএ ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষে আমার সখা চিত্তে উপরোধ ॥ ৩৭২০
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলে দিতে একটি ভোজন ॥ ৩৭২১
এখনে সমান হইলাঙ দুই জন।
ইবে সখা আমারে কি বলিবে রাজন ॥ ৩৭২২
পূর্ব্বে বালককালে কৈলে অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে রাজ্য অর্দ্ধেক তোমার ॥ ৩৭২৩
পালিতে নারিলে তুমি আপন বচন।
ইবে সেই রাজ্য হৈল আমার শাসন ॥ ৩৭২৪
তুমি না পালিলে আমি চাহি পালিবারে।
পঞ্চাল অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥ ৩৭২৫
গঙ্গার দক্ষিণ তটে কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার ॥ ৩৭২৬
অর্দ্ধে অর্দ্ধে দুহেঁ রাজা হৈলাম সমান।
পুন সখা হৈতে ইচ্ছি হও কৃপাবান্ ॥ ৩৭২৭
এত সুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহত তুমি পৃথিবী ভিতর ॥ ৩৭২৮
জে আজ্ঞা করহ হৈল স্বীকার আমার।
অনুগ্রহে সখা আমি হৈলাম তোমার। ৩৭২৯
এত সুনি ঘুচাইল দ্রুপদ-বন্ধন।
মুক্ত হয়্যা জায় তবে দ্রুপদ রাজন ॥ ৩৭৩০
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষেমা নাঞি মনে।
দেশে নাঞি গেল রাজা অতি অভিমানে ॥ ৩৭৩১
কামোদ নগরমধ্যে ভাগীরথীতীরে।
তথাই রহিল দুখ ভাবিআ অন্তরে ॥ ৩৭৩২
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়। [১০৫]
কুরুবল আদি শিষ্য তাহার সহায় ॥ ৩৭৩৩
বলেতে তাহার সহ নহিব শকতি।
এই মত সদা চিন্তে দ্রুপদ নৃপতি ॥ ৩৭৩৪
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
সভাতে লইল মোরে করিআ বন্ধন ॥ ৩৭৩৫
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৩৭৩৬
দ্বিজমন্ত্র বিনা আর নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পঞ্চালের রায় ॥ ৩৭৩৭

অর্দ্ধেক পঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তাহে অধিকার করি রহিলা রাজনে ॥ ৩৭৩৮
অহিচ্ছত্র[১] নামে গ্রাম গঙ্গার উত্তরে।
অর্দ্ধেক পঞ্চালে দ্রোণ হইল ঈশ্বরে ॥ ৩৭৩৯

[৬৩]

মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
তদন্তরে কহি পিতামহের আখ্যান ॥ ৩৭৪০
সেই কথা মহামুনি কহিবে আমারে।
তোমার মুখের ভাষ স্থনিব সাদরে ॥ ৩৭৪১
মুনি বলে অবধানে স্থন নৃপমণি।
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা মনে অনুমানি ॥ ৩৭৪২
অন্ধ নরপতি তবে বুঝিআ বিধান।
যুধিষ্ঠির অভিষেক কৈল অনুমান ॥ ৩৭৪৩
কুরুকুলপুত্র হয় জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল ধীর ॥ ৩৭৪৪
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল সভাই প্রীত রাজার সমাজ ॥ ৩৭৪৫
যুধিষ্ঠিরশীলতাএ সভে হৈল বশ।
পৃথিবী হইল পূর্ণ পাণ্ডুপুত্রযশ ॥ ৩৭৪৬
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজআজ্ঞা পায়্যা।
চতুর্দ্দিগে রাজাগণে বেড়ায় শাসিয়া ॥ ৩৭৪৭
জিনিল অনেক দেশ কত মিব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম ॥ ৩৭৪৮
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব যাম্য দিগ আদি।
জিনিঞা আনিল দুহেঁ বহু রত্ন নিধি ॥ ৩৭৪৯
কুরুকুলক্রমে জেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই সব বশ কৈল ॥ ৩৭৫০
নানা রত্নে পূর্ণ কৈল হস্তিনা নগর।
পৃথিবী পুরিল যশে দুই সহোদর ॥ ৩৭৫১
সহদেব হল্যা মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
সর্ব্বজ্ঞাতা সহদেব গুরু অধ্যয়নে ॥ ৩৭৫২
ধন্য ধন্য বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ।
পাণ্ডবের সমান নাহিক কোন জন ॥ ৩৭৫৩
দিনে দিনে বাড়ে জেন [১০৬ক] শুক্লপক্ষশশী।
পাণ্ডবের যশ লোক গাএ অহর্নিশি ॥ ৩৭৫৪
ধৃতরাষ্ট্র দেখিআ হইল ছন্নমতি।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি ॥ ৩৭৫৫
বিধির লিখন কর্ম্ম খণ্ডাতে কে পারে।
হিংসাএ হইল মৃ[ঢ়] অন্ধ নৃপবরে ॥ ৩৭৫৬
মোর পুত্রগণগুণ কেহো নাঞি বলে।
পাণ্ডবের গুণ প্রচরিল ভূমণ্ডলে ॥ ৩৭৫৭
এই ত ভাবনা অন্ধ করে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে ভোজন ॥ ৩৭৫৮
কুরুবংশ বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিএ ব্রাহ্মণ।
কণিকে ডাকিঅ্যা জে আনিল ততক্ষণ ॥ ৩৭৫৯
একান্তে কণিকে আনি নৃপতি বলিল।
পরম বিশ্বাস তেঞি তোমা আনাইল ॥ ৩৭৬০
দিবানিশি মোহর হৃদএ নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণাবলে খণ্ডে মোর দুখ ॥ ৩৭৬১
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্তে স্থির নাহি মোর এহার কারণে ॥ ৩৭৬২
আমার বচন জদি রাখ নরবর।
খণ্ডিব সকল চিন্তা হইবে নির্জ্জর ॥ ৩৭৬৩
কণিক বলিল রাজা স্থন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত ॥ ৩৭৬৪
অন্য চিত্ত না করিব সদা হর্ষ মনে।
রিপুজন পাইলে প্রহারি ততক্ষণে ॥ ৩৭৬৫
দুর্ব্বল দেখিলে শত্রু দয়া নাঞি করি।
শরণ লইলে তবে না রাখিএ বৈরী ॥ ৩৭৬৬

১। পুথিতে—'হাহর্তা'।

নির্ব্বল দেখি শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি ঋপুগণ একোই সমান ॥ ৩৭৬৭
শত্রুরে বলিষ্ঠ দেখি হইব বিনয়।
অপমানে বহু ক্লেশ সহিব হৃদয় ॥ ৩৭৬৮
সদাই থাকিব তারে কান্ধেতে করিআ।
সময় পাইলে মারি ভূমে কাছাড়িআ ॥ ৩৭৬৯
পুর্ব্বের বৃত্তান্ত এক স্থন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে জ্ঞাত শাস্ত্রনীতি ॥ ৩৭৭০
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মুষিক শৃগাল।
পঞ্চ জনে সখা বনে আছে চিরকাল ॥ ৩৭৭১
একদিন সিংহবর দেখিআ হরিণ।
অতিশয় মাংস তায় আছএ প্রবীণ ॥ ৩৭৭২
শৃগাল দেখায় মৃগ মৃগের ঈশ্বরে।
যত্ন করি সিংহ না পারিল ধরিবারে ॥ ৩৭৭৩
শৃগাল বলিল তারে স্থন সখাগণ।
ধরিবে হরিণ স্থন আমার বচন ॥ [১০৬]৩৭৭৪
বলেতে সমর্থ কেহো নহিবে তাহার।
মুষিক হইতে তার হইব সংহার ॥ ৩৭৭৫
শ্রান্ত হয়্যা হরিণ স্থতিব কোন স্থানে।
ধীরে ধীরে মুসা তথা করিব গমনে ॥ ৩৭৭৬
দূরে থাকি জাব তথা করিআ স্থলঙ্গ।
নিশবদে জাবে জেন না জানে কুরঙ্গ ॥ ৩৭৭৭
স্থলঙ্গ ফুটাব তার সলুঙ্গ[১] যথায়।
কাটিবে পদের শির করিআ উপায় ॥ ৩৭৭৮
পদশির কাটা গেলে অশক্ত হইব।
অবহেলে সিংহ তবে তাহারে ধরিব ॥ ৩৭৭৯
এত স্থনি সম্বায় করিলা সর্ব্বজন।
জে বলিলা শৃগাল করিল ততক্ষণ ॥ ৩৭৮০
কাটা গেল পদশির মুঁষিকদংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে ॥ ৩৭৮১

হরিণ পড়িল সভে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে কৈল অনুমান ॥ ৩৭৮২
বুদ্ধিবলে হরিণ করিল আমি হত।
সিংহ ব্যাঘ্র খালে মাংস আমি পাব কত ॥ ৩৭৮৩
সকল খাইতে মাংস উপায় করিব।
সযত্ন করিলে পাছে জে হয় হইব ॥ ৩৭৮৪
এত ভাবি শৃগাল জুড়িআ দুই কর।
নীত বুঝাইআ কহে সভার গোচর ॥ ৩৭৮৫
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংসশ্রাদ্ধ কর আজি পিতৃলোকদিন ॥ ৩৭৮৬
স্নান করি শুচি হয়্যা সভে আস্য গিআ।
ততক্ষণে মৃগ আমি থাকি আগুলিআ ॥ ৩৭৮৭
বুদ্ধিবন্ত শৃগালের সভে বোল ধরে।
ততক্ষণে গেলা সভে স্নান করিবারে ॥ ৩৭৮৮
সভাকে অধিক সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষ।
গেল স্নান করি আল্য চক্ষুর নিমেষ ॥ ৩৭৮৯
স্নান করি আসি সিংহ দেখিল জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরস বসি আছে অধে মুখে ॥ ৩৭৯০
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান কবি আইস মাংস করিব ভক্ষণ ॥ ৩৭৯১
শৃগাল বলিল সখা কি কহিব কথা।
মুষিকের বচনে জন্মিল বড় বেথা ॥ ৩৭৯২
জখনে আপনে গেলে স্নান করিবারে।
কুবচন বলিল কহিতে লজ্জা করে ॥ ৩৭৯৩
মহাবলবান্ সিংহ বলে সর্ব্বজন।
আমি মাল্য মৃগ তাহা করিব ভক্ষণ ॥ ৩৭৯৪
সিংহ বৈল হেন বোল সহে কার প্রাণে।
কোন ছার মুসা হেন বলিল বচনে ॥ ৩৭৯৫
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি। [১০৭ক]
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ খাইব এখনি ॥ ৩৭৯৬

১। ছাপার - চরণ।

হেন বোল বৈল তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত হলে সশ্রদ্ধে খাইব ॥ ৩৭৯৭
এত বলি সিংহ গেলা গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আল্য সেইখানে ॥ ৩৭৯৮
আস্তে ব্যস্তে বলে শিবা কহ প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমার সিংহ না পাইল দেখা ॥ ৩৭৯৯
অত্যন্ত তোমারে ক্রোধ হয়াছে তাহার।
না জানি কে কহিলেক কোন সমাচার ॥ ৩৮০০
এখন গেলেন তিহোঁ তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল আল্যে না বলিহ তারে ॥ ৩৮০১
চিরদিন সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিআ করহ কার্য্য জেই লয় মনে ॥ ৩৮০২
এতেক স্থনিঞা ব্যাঘ্র শৃগালবচন।
হৃদয়ে বিস্মৃতি হৈআ ভাবে মনে মন ॥ ৩৮০৩
না জানিএ কোন দোষ করিল তাহারে।
ক্রোধ হঅ্যা পাছে আসি মারএ আমারে ॥ ৩৮০৪
এথাএ থাকিলে হব দেখিলে প্রমাদ।
স্থান ত্যাগ করি জাব কি কাজ বিবাদ ॥ ৩৮০৫
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল দূর বনে।
কথোক্ষণে মুষিক আইল সেইখানে ॥ ৩৮০৬
মুষিকে দেখিআ শিবা জুড়িল ক্রন্দন।
আস্য সখা তোমাএ করিএ আলিঙ্গন ॥ ৩৮০৭
সখা নকুলের তার হইল বিমতি।
ছাড়িতে নারিল সেই আপন প্রকৃতি ॥ ৩৮০৮
আচম্বিতে সর্প সনে হল্য তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার সঙ্গে হৈল আসি সখা ॥ ৩৮০৯
স্নান করি এখনে আইল দুই জনে।
সর্পেরে না দিল মাংস করিতে ভক্ষণে ॥ ৩৮১০
পঞ্চ জন মেলিআ মারিল মোরা মৃগী।
এখনে নকুল আর আনি দিল ভাগী ॥ ৩৮১১
সখা না পাইআ ভাগ নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিআ খাব্যে শিবা মোরে বৈল ॥ ৩৮১২
দুই জন মেলি গেলা তোমা খুজিবারে।
এথা আল্যে ধরিহ বলিআ গেল মোরে ॥ ৩৮১৩
ধর্ম্মভয় করিআ কহিল তোরে আমি।
জেই মনে লয় তাহা করহ আপনি ॥ ৩৮১৪
এত স্থনি মুষিকের উড়িল পরান।
অতি শীঘ্র পলাইআ গেল অন্য স্থান ॥ ৩৮১৫
হেন কালে নকুল আসিআ উপনীত।
নকুলে শৃগাল দেখি হইলা ক্রোধিত ॥ ৩৮১৬
সিংহ ব্যাঘ্র আদি সহ করিল সমর। [৩৮১৭
যুদ্ধেতে হারিআ মোরে গেলা বনান্তর ॥ [১০৭]
তোর শক্তি থাকিলে আসিআ কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইআ জীবন ॥ ৩৮১৮
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইআ গেলা নিজ স্থান ॥ ৩৮১৯
হেন মতে চারি ঠাঞি চারি বুদ্ধি কৈল।
বুদ্ধে সভা জিনি মৃগী আপনি খাইল ॥ ৩৮২০
কণিক বলিল রাজা কর অবধানে।
এমত হইলে রাজা সর্ব্বশত্রু জিনে ॥ ৩৮২১
শত্রুকে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িব।
বিশ্বাস করিআ রাজা শত্রুকে মারিব ॥ ৩৮২২
কহিল তোমারে রাজা শত্রু প্রাণবৈরী।
দিব্য করি আনিঞা তত্রাপি তারে মারি ॥ ৩৮২৩
শত্রুরে পালন করে করিআ বিশ্বাস।
খেচরি জন্মিলে হয় গাধার বিনাশ ॥ ৩৮২৪
এ সব বুঝিআ রাজা করহ উপায়।
এখন না কৈলে পিছে দুস্থ পাবে রায় ॥ ৩৮২৫
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে রহিলা চিত্তে অন্ধ নৃপবর ॥ ৩৮২৬
পুণ্যকথা ভারথের স্থনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাসে কহে অদ্ভুত চরিত্র ॥ * ॥ ৩৮২৭

[৬৪]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ৩৮২৮
তোমার মহিমা কেবা বলিবারে পারে।
আপনার গুণেতে কৃতার্থ কৈলে মোরে ॥ ৩৮২৯
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন।
বিস্তার করিআ কথা কহো তপোধন ॥ ৩৯৩০
সুনিতে তোমার কথা সুধার সমান।
হেন মোর আশা মনে সদা করি পান ॥ ৩৮৩১
বৈশম্পায়ন বলেন সুন নৃপমণি।
তোমা হত্যে প্রচরিল ভারথকাহিনী ॥ ৩৮৩২
যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুনি সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে বিচার করএ প্রজাগণ ॥ ৩৮৩৩
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে প্রজাবৎসল কিঙ্কর ॥ ৩৮৩৪
যুধিষ্ঠির রাজা হল্যে সভে থাকি সুখে।
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাঁহাকে ॥ ৩৮৩৫
ভীষ্ম রাজা না হইলা সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা নহে অন্ধ দুনয়ন ॥ ৩৮৩৬
পূর্ব্বেতে হইলা রাজা পাণ্ডু মহাশয়।
বিধিমতে আছে রাজপুত্র রাজা হয় ॥ ৩৮৩৭
বিশেষে রাজার যোগ্য হয় যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধেতে গভীর ॥[১০৮ক]৩৮৩৮
চলহ জাইএ প্রজা আছএ জতেক।
যুধিষ্ঠির রাজাকে করিব অভিষেক ॥ ৩৮৩৯
হাট-বাট নগরে চাতরে এই কথা।
দুর্য্যোধন সুনিঞা পাইল বড় বেথা ॥ ৩৮৪০
বিরস বদনে গেল পিতার গোচরে।
দেখিল জনক বসি আছে একেশ্বরে ॥ ৩৮৪১
সকরুণে পিতারে বলএ দুর্য্যোধন।
অবধানে সুন রাজা বলে প্রজাগণ ॥ ৩৮৪২
অপিজ্ঞায় তোমারে করিল হতাদর।
পতি ইচ্ছা করে সভে কুন্তীর কোঙর ॥ ৩৮৪৩
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজা যোগ্য নয়।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর রাজার তনয় ॥ ৩৮৪৪
এই মত বিচার করএ সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইব রাজন ॥ ৩৮৪৫
পুত্রের সুনিঞা অন্ধ এতেঁক বচন।
হৃদএ বাজিল শেল চিন্তে মনে মন ॥ ৩৮৪৬
কি করিব কি হইব চিন্তেন রাজন।
হেন কালে আল্য তথা দুষ্ট মন্ত্রিগণ ॥ ৩৮৪৭
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিআ কহে তারা অন্ধরাজ প্রতি ॥ ৩৮৪৮
পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর জায়।
বাহির করিআ দেহ করিআ উপায় ॥ ৩৮৪৯
ক্ষেণেক চিন্তিআ বলে অম্বিকানন্দন।
কেমনে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥ ৩৮৫০
জখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় হয়্যা করে মোর পূজা ॥ ৩৮৫১
নামমাত্র রাজা আমি কহিল তোমায়।
নিরবধি সমর্পএ জাহা যথা পায় ॥ ৩৮৫২
মোর আজ্ঞাবর্ত্তী হয়্যা থাকে সর্ব্বক্ষণ।
ভাই হয়্যা হেন কার নহিব এমন ॥ ৩৮৫৩
তাহার অধিক হৈল তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হয়্যা মোর থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩৮৫৪
ইষ্টদেব প্রায় মোরে সেবে যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিআ তারে করিব বাহির ॥ ৩৮৫৫
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর।
তার অনুগত জত আছএ কিঙ্কর ॥ ৩৮৫৬
পিতামহ পিতা তার পালিল সভারে।
কোন মতে আমি বলাৎকার করি তারে ॥ ৩৮৫৭
দুর্য্যোধন বলে পিতা কহিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বেতে তাহার আমি করাছি বিধান ॥ ৩৮৫৮

জত রথী মহারথী আছে মন্ত্রিগণ।
সভাকে করিব বশ দিআ কিছু ধন ॥ ৩৮৫৯
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
নিভৃতে বসিআ কার্য্য কর আপনার ॥ ৩৮৬০
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা জাকু যুধিষ্ঠির ॥ ৩৮৬১
থা আমি সব রাজ্য নিজ বশ কৈলে।
এথাকে আসিব পুন বহু দিন গেলে ॥ [১০৮]৩৮৬২
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি জে কৈলে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগএ আমার ॥ ৩৮৬৩
অপকর্ম্ম বলি এহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখি থাক আমি লোকাচারে ডরি ॥ ৩৮৬৪
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিব কদাচিত ॥ ৩৮৬৫
এ চারি জনে জদি না হবে স্বীকার।
কার্য্য সিদ্ধ হইবেক কেমত প্রকার ॥ ৩৮৬৬
এত সুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার জেমত ভীষ্ম আমার তেমন ॥ ৩৮৬৭
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মোরে অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সেহ অশ্বত্থামার সম্মত ॥ ৩৮৬৮
বিদুরে সর্ব্বার্থে সেবা করএ পাণ্ডুরে।
হইলে সহায় এক কি করিতে পারে ॥ ৩৮৬৯
তুরিতে চিন্তহ পিতা এহার উপায়।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায় ॥ ৩৮৭০
ধৃতরাষ্ট্র বলে জদি করি বলাৎকার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥ ৩৮৭১
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আত্মইচ্ছায় জায় জেন নগর বারণা ॥ ৩৮৭২
এত সুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানা রত্ন লৈআ গেলা মন্ত্রিগণঘর ॥ ৩৮৭৩
দুর্য্যোধনবাক্য আর বিবিধ রতন।
একে একে বশ কৈল সব মন্ত্রিগণ ॥ ৩৮৭৪

শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিআ।
নগর বারণাবত উত্তম বলিআ ॥ ৩৮৭৫
অনুবধি কহ সবে সমুখে বিমুখে।
নগর বারণা মত নাঞি ইহলোকে ॥ ৩৮৭৬
দুর্য্যোধনসম্মতি পাইআ মন্ত্রিগণ।
সেই মত করিতে লাগিলা সর্ব্বজন ॥ ৩৮৭৭
কথো দিনে হৈল শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ আসি ॥ ৩৮৭৮
নগর বারণাবত তীর্থমধ্যে গণি।
প্রত্যক্ষ তথায় বৈসে দেব শূলপাণি ॥ ৩৮৭৯
আর মন্ত্রী বলে সে নগর মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম ॥ ৩৮৮০
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলন।
অমর কিন্নর তথা ক্রীড়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩৮৮১
হেন মতে মন্ত্রিগণে বলিছে বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না জায় খণ্ডন ॥ ৩৮৮২
যুধিষ্ঠির বলে জদি পুণ্য ক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর ॥ ৩৮৮৩
এত সুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন। [১০৯ক]
হৃদএ কপট মুখে অমৃতবচন ॥ ৩৮৮৪
ইচ্ছা জদি হৈল তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লৈআ জাহ কথো পরিবার ॥ ৩৮৮৫
জননী সহিত জাহ পঞ্চ সহোদর।
যথাসুখে বিহরহ বারণা নগর ॥ ৩৮৮৬
ধন রত্ন সঙ্গে লহ জেই মনে লয়।
কথো দিন বঞ্চিআ আসিবে নিজালয় ॥ ৩৮৮৭
এত জদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারে বার।
বিস্ময় হইলা তবে ধর্ম্মের কুমার ॥ ৩৮৮৮
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখনে জাইতে বলে সহ পরিবার ॥ ৩৮৮৯
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবর্ত্তী ধর্ম্মের নন্দন।
জেই আজ্ঞা করে তাহা না করে লঙ্ঘন ॥ ৩৮৯০

জাইব বারণাবত কৈল অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করিলা নমস্কার ॥ ৩৮৯১
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে তবে করিলা সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির রাজা গেলা জননীর পাশ ॥ ৩৮৯২
দেখি দুর্য্যোধন হৈলা হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী তবে ডাকিল সত্বর ॥ ৩৮৯৩
জাতিএ যবন পুরোচনেরে বিশ্বাস।
একান্তে ডাকিআ তাহে কহে মৃদুভাষ ॥ ৩৮৯৪
তোমা সম মন্ত্রী নাঞি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেঞি আনিল তোমারে ॥ ৩৮৯৫
তোমার সহিত আমি করি জে বিচার।
অন্য জনমধ্যে জেন না হয় প্রচার ॥ ৩৮৯৬
মোর রাজ্য জান্য জেন আপনার রাজ্য।
যত্নরূপে কর জেন আপনার কার্য্য ॥ ৩৮৯৭
নগর বারণাবত পাণ্ডুপুত্র জায়।
পাণ্ডব হইতে আগে জাইবে তথায় ॥ ৩৮৯৮
সুচর সংযোগে রথ কর আরোহণ।
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন ॥ ৩৮৯৯
উত্তম করিআ স্থল করিবে আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবে জেন ব্যক্ত নয় ॥ ৩৯০০
স্তম্ভেতে করিআ বন্ধ পুরাইবে ঘৃতে।
শোণ জউ দিআ গৃহ কর বিরচিতে ॥ ৩৯০১
মধ্যে মধ্যে বাঁশ দিবে ঘৃতে পূর্ণ করি।
জেন মতে জলিলে সে নিবারিতে নারি ॥ ৩৯০২
এমত রচিবে জেন লখিতে না পারে।
নানা চিত্র বিচিত্র লোকের মন হরে ॥ ৩৯০৩
জৌগৃহ বেড়িআ করিবে অস্ত্রগণ।
মন্ত্র বিরচিআ অস্ত্র রাখিবে যতন ॥ ৩৯০৪
জৌগৃহ হৈতে কদাচিত হব ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহ বাজি তবে হারাব পরাণ ॥ [১০৯] ৩৯০৫
তার চতুর্দ্দিগে বেড়ি খুলিবে গভীর।
লাফে পার নহে জেন বৃকোদর বীর ॥ ৩৯০৬
সময় বুঝিআ অগ্নি দিবে জৌগৃহে।
একত্রে থাকিব সভে এমন সমএ ॥ ৩৯০৭
তুরিতে চলিয়্যা জাহ না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিআ গৃহের আরম্ভ ॥ ৩৯০৮
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পায়্যা মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন জুড়িল রথে পবনগমন ॥ ৩৯০৯
ক্ষেণেকে পাইল গিআ বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিয়োজিল অনুচর ॥ ৩৯১০
জেই মতে কহিলেক রাজা দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন ॥ ৩৯১১
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধগণে গেলা মাগিতে মেলানি ॥ ৩৯১২
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত গৃহে নারীগণ জত ॥ ৩৯১৩
একে একে সভাকারে মাগিল বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল পায় ॥ ৩৯১৪
পাণ্ডবের গমন দেখিআ দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দে বহু বলি কুবচন ॥ ৩৯১৫
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র হইল দুর্ম্মতি।
তে কারণে হেন কর্ম্ম করিছে কুমতি ॥ ৩৯১৬
সুবুদ্ধি সুধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিআ দেই পাপ দুর্য্যোধন ॥ ৩৯১৭
হেন ছার দেশেতে না রহিতে জুয়ায়।
যথা জাব যুধিষ্ঠির জাইব তথায় ॥ ৩৯১৮
ধৃতরাষ্ট্র করে জেন হেন দুরাচার।
কেমতে করএ এহা গঙ্গার কুমার ॥ ৩৯১৯
তারা সব লভিলেক সভে দুষ্টচিত্ত।
আমি সব না রহিব জাইব নিশ্চিত ॥ ৩৯২০
এত বলি দ্বিজগণ চলিলা সংহতি।
ভার্য্যার সহিত আর লইআ সন্ততি ॥ ৩৯২১
আগুসরি বিদুর চলিলা কথো দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছভাষাচারে ॥ ৩৯২২

বারণাবতেতে জায় পঞ্চ সহোদর।
ধানে থাকিবে আছএ তাহে ডর ॥ ৩৯২৩
ত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
হবশে শিরে ধরি করিল চুম্বন ॥ ৩৯২৪
য়নে লোতক ঝরে ভাসি গদগদে।
ধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল্ল পদে ॥ ৩৯২৫
াহুড়িআ বিদুর চলিলা নিজালয়।
ণা চলিলা পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥ ৩৯২৬
প্রবেশ করিল গিআ নগর ভিতর।
আগুসরি নিল জত নগরের নর ॥ [১১০ক] ৩৯২৭
হেন কালে পুরোচন কৈল নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইল জেন রাজব্যবহার ॥ ৩৯২৮
কর জোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
থায় রহিলে কেন চল নিজগৃহে ॥ ৩৯২৯
র্ব্ব হৈতে আছে পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ।
মনোহর দিব্য স্থল রাজযোগ্য স্থান ॥ ৩৯৩০
তোমার গমন সুনি করিল গমন।
বিলম্ব না সহে আজি দিন শুভক্ষণ ॥ ৩৯৩১
এত সুনি হৃষ্ট হৈলা পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিআ প্রবেশিলা ঘর ॥ ৩৯৩২
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর লোকমন মোহে।
দেখি আনন্দিত হল্যা ধর্ম্মের তনএ ॥ ৩৯৩৩
তবে কথো ক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে ডাকি যুধিষ্ঠির বলিল বচন ॥ ৩৯৩৪
গৃহের পরীক্ষা দেখি লেহ বৃকোদর।
মোর মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর ॥ ৩৯৩৫
তবে বৃকোদর ঘরে লইলেন ঘ্রাণ।
জানিল আঘ্রাণে জৌ ঘৃতের নির্ম্মাণ ॥ ৩৯৩৬
আস্তে ব্যস্তে বৃকোদর কহে যুধিষ্ঠিরে।
জৌ ঘৃত শণ তৈল গন্ধ পাইল ঘরে ॥ ৩৯৩৭
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা দহিবারে ঘর কর‍্যাছে নির্ম্মাণ ॥ ৩৯৩৮

পথেতে দেখিলে জত অনুচরগণ।
তাহারা আসিআ ঘর করিল গঠন ॥ ৩৯৩৯
যুধিষ্ঠির বলিল এখনি সাক্ষী পাল্য।
আসিতে যবনভাষে বিদুর বলিল ॥ ৩৯৪০
বিশ্বাস করি আমি এ গৃহে রহিলে।
সভাই হইব জবে নিদ্রায় বিভোলে ॥ ৩৯৪১
তখন অনল ইথে দিব পুরোচন।
হেন বুঝি করিআছে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥ ৩৯৪২
ভীম বৈল জদি এই অনলের ঘর।
পুনরপি জাই চল হস্তিনা নগর ॥ ৩৯৪৩
যুধিষ্ঠির বলে ভাই এ নহে বিচার।
এই কথা লোকে তবে হইব প্রচার ॥ ৩৯৪৪
দুর্য্যোধন বিচার করিব হেন চিত্তে।
নিশ্চএ মোহর কৃত্যা হইল বিদিতে ॥ ৩৯৪৫
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাথে সর্ব্ব সৈন্য জত রত্ন ধন ॥ ৩৯৪৬
কি কাজ বিগ্রহে ভাই না জাব তথায়।
ধনহীন সৈন্যহীন নাহিক সহায় ॥ ৩৯৪৭
সাবধান হঅ্যা এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা জানিল বলি কেহো না জানিব ॥ ৩৯৪৮
পঞ্চ ভাই একত্রেতে না রবে বিভোলে। [১১০]
এথা হৈতে পলাইব কথো দিন গেলে ॥ ৩৯৪৯
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চ জন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব জত উপবন ॥ ৩৯৫০
জ্ঞাত হইলে জাব জেন কেহো নাঞি জানে।
হেন মতে বিচার করিল ছয় জনে ॥ ৩৯৫১
ওথায় আকুলচিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরবধি অনুশোচে পাত্রের সংহতি ॥ ৩৯৫২
কেমতে বাহির হব জৌগৃহ হইতে।
নিছিদ্রে জাইব কেহো না পারে লখিতে ॥ ৩৯৫৩
বিচারিআ বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জানে সুলঙ্গ নির্ম্মাণ ॥ ৩৯৫৪

খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিআ পাঠাইল ধর্ম্মপাশ ॥ ৩৯৫৫
ক্ষত্তা বলে খনক সুনহ মোর বাণী।
শীঘ্রগতি বারণারে চলহ আপনি ॥ ৩৯৫৬
সুলঙ্গ করিআ রক্ষা কর ছয় জনে।
তোমার যশের কথা থাকিব ঘোষণে ॥ ৩৯৫৭
এত সুনি স্বীকার করিল ততক্ষণে।
বারণাবতেরে গেলা তুরিত গমনে ॥ ৩৯৫৮
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার ॥ ৩৯৫৯
বিদুর পাঠাল্য আমা তোমা দরশনে।
ভূমি খুলিবারে আমি বড় বিচক্ষণে ॥ ৩৯৬০
একান্তে কহিলা মোরে ডাকি নিজ পাশ।
দুর্য্যোধনচর বলি না জাবে বিশ্বাস ॥ ৩৯৬১
তথির কারণে চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে ম্লেচ্ছের ভাষে কহিল তোমারে ॥ ৩৯৬২
সুনি যুধিষ্ঠির তারে করিলা আশ্বাস।
জানিল তোমারে আমি বড়ই বিশ্বাস ॥ ৩৯৬৩
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঞি পাঠাইল।
বিদুর সমান করি তোমারে জানিল ॥ ৩৯৬৪
আমা সভা ভাগ্যে তুমি হৈলে উপনীত।
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরবচরিত ॥ ৩৯৬৫
শণ জৌ ঘৃতবাসে তৈলে বিরচিত।
গর্ত্ত করিল আর গৃহের চতুর্ভিত ॥ ৩৯৬৬
এইরূপে পড়িআছি বিপদবন্ধনে।
উপায় করিআ মুক্ত কর ছয় জনে ॥ ৩৯৬৭
লোকে জেন না জানে এ সব বিবরণ।
জে জান করহ তুমি হও বিচক্ষণ ॥ ৩৯৬৮
সুনিঞা খনক তবে ধর্ম্মের উত্তর।
খুলিতে লাগিলা তবে ঘরের ভিতর ॥ ৩৯৬৯

সুলঙ্গের পথে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিআ কৈল ভূমিসম ॥[১১১ক]৩৯৭০
চতুর্দ্দিগে ছিল গর্ত্ত গহন গম্ভীর।
ততোধিক তুথায় খুলিল মহাবীর ॥ ৩৯৭১
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খুলি গেল।
সম্পূর্ণ করিআ কার্য্য আসি নিবেদিল ॥ ৩৯৭২
সুনিঞা হরিষচিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিঞা খনক চলিলা নিজ ঘর ॥ ৩৯৭৩
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুরবচন।
চতুর্দ্দশীরাত্রে অগ্নি দিব পুরোচন ॥ ৩৯৭৪
সাবধান হইআ থাকিবে পঞ্চ জন।
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ ॥ ৩৯৭৫
আমা সভা বিশ্বাস জানিঞা পুরোচন।
আজি রাত্রে অগ্নি দিব বুঝিল ধারণ ॥ ৩৯৭৬
ভীম বলে দিবসে করিতে নারি বল।
রাত্রি হৈলে পাব দুষ্ট আপনার ফল ॥ ৩৯৭৭
কুন্তী দেবী চাহিআ বলিল পুত্রগণে।
পালাইআ কোথায় বুলিব বনে বনে ॥ ৩৯৭৮
ভাল মতে কর আজি ব্রাহ্মণ ভোজন।
দুখী দরিদ্রেরে তোষ দিআ কিছু ধন ॥ ৩৯৭৯
জননীর আজ্ঞাএ আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তী দেবী করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ ৩৯৮০
ভোজন করিআ সব গেলা দ্বিজগণ।
অন্ন হেতু আল্য সুনি জত দুখী জন ॥ ৩৯৮১
পঞ্চ পুত্র সঙ্গে এক কলাসা[১] রমণী।
অন্ন হেতু আল্যা যথা কুন্তী ঠাকুরাণী ॥ ৩৯৮২
পুত্রগণ দেখি কুন্তী তারে জিজ্ঞাসিল।
আপন দুখের কথা নিষাদী কহিল ॥ ৩৯৮৩
তাহার দুখেতে কুন্তী হইলা দুখিত।
তথাই রহিলা মনে পাইআ পিরিত ॥ ৩৯৮৪

১। ছাপায়—'নিষাদ'

দিনকর অস্ত গেলা নিশি প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল ॥ ৩৯৮৫
পরিবার সহ গৃহে শুল্য পুরোচন।
কথো রাত্রে হৈলা সভে নিদ্রা অচেতন ॥ ৩৯৮৬
বৃকোদরে আজ্ঞা দিল ধর্ম্মের নন্দনে।
পুরোচনের দ্বারে অগ্নি দেহ এই ক্ষণে ॥ ৩৯৮৭
এত বলি মাতৃ সহ গর্ত্তে প্রবেশিল।
বৃকোদর পুরোচনের দ্বারে অগ্নি দিল ॥ ৩৯৮৮
অস্ত্রগৃহে জৌগৃহে দেখি হুতাশন।
সুলঙ্গে প্রবেশ কৈল পবননন্দন ॥ ৩৯৮৯
মাতৃ সহ পঞ্চ ভাই অতি শীঘ্র চলে।
এথায় জৌগৃহে ঘোর উঠিল অনলে ॥ ৩৯৯০
অগ্নির পাইআ শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লৈআ চতুর্দ্দিগে ধায় সর্ব্বজন ॥ ৩৯৯১
নিকটে জাইতে শক্তি নহিল কাহার। [১১১]
চতুর্দ্দিগে ভ্রমে লোক করে হাহাকার ॥ ৩৯৯২
জৌ ঘৃতের গন্ধে তবে চৌদিগ পুরিল।
জৌগৃহ বলিআ লোকেতে খ্যাত হইল ॥ ৩৯৯৩
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥ ৩৯৯৪
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই বিনা অপরাধী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণনিধি ॥ ৩৯৯৫
তবে সভে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাগ্য ভাগ্য বলিআ মানিল সর্ব্বজন ॥ ৩৯৯৬
নির্দ্দোষী জনেরে জেই জন হিংসা করে।
সেইরূপে শাস্তি তার করেন ঈশ্বরে ॥ ৩৯৯৭
এত বলি কান্দে জত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি সভে করে শোক ॥ ৩৯৯৮
জননী সহিত তথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুলঙ্গে বাহির হয়্যা প্রবেশিলা বন ॥ ৩৯৯৯
ঘোর অন্ধকার নিশি গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে জান ছয় জন ॥ ৪০০০

রাজার কুমার সব রাজার গৃহিণী।
তাহে অন্ধকার নিশি পথ নাহি চিনি ॥ ৪০০১
চলিতে না পারে কুন্তী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমলশরীর ॥ ৪০০২
কথো দুরে জায় কুন্তী পড়ে অচেতনে।
শীঘ্র চলিবারে নাঞি পারে পঞ্চজনে ॥ ৪০০৩
তবে বৃকোদর লৈল মাএ পৃষ্ঠে করি।
দুই কান্ধে দুই জন দুহেঁ হস্ত ধরি ॥ ৪০০৪
বাউবেগে জায় ভীম লয়্যা পঞ্চ জনে।
বৃক্ষ শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে ॥ ৪০০৫
অতি শীঘ্রগতি জায় ভীম মহাবীর।
নিশিযোগে উত্তরিলা জাহ্নবীর তীর ॥ ৪০০৬
গভীর গঙ্গার জল অনেক বিস্তার।
দেখি হৈলা চিন্তিত কেমনে হব পার ॥ ৪০০৭
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর ॥ ৪০০৮
হেন কালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবনগমন সম শোভে পতাকিনী ॥ ৪০০৯
নৌকাএ [১১২ক] কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
দাণ্ডাইয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর ॥ ৪০১০
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিলা বিদুরের সমাচার ॥ ৪০১১
আমারে পাঠাআ দিল পরম যতনে।
তোমা সভা পার করিবারে নৌকাযানে ॥ ৪০১২
অবিশ্বাস নহোঁ মুঞি বিদুরের জন।
সন্দেহ আমারে না করিহ কদাচন ॥ ৪০১৩
জখন আইস সভে বারণা নগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমারে জে কহিল উত্তর ॥ ৪০১৪
জাহে জন্ম তাহে মরে শীতল বিনাশে।
ইহার নাহিক ভয় জাহ সেই দেশে ॥ ৪০১৫
এই বাক্য বৈল মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে ॥ ৪০১৬

তাহার বচন সুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিআ নৌকা আরোহণ কৈল ॥ ৪০১৭
চালাইল নৌকা তবে পবনের বেগে।
পুনরপি কহে দাস যুধিষ্ঠির আগে ॥ ৪০১৮
বিদুর বলিল এই করুণ বচনে।
এথা থাকি শিরত্রাণ কৈল আলিঙ্গনে॥ ৪০১৯
কথো কাল অজ্ঞাত বঞ্চহ কোন স্থানে।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণে ॥ ৪০২০
এই কথা কহিআ হইল গঙ্গাপার।
মাতৃ সহ কুলে উঠে ধর্ম্মের কুমার ॥ ৪০২১
কৈবর্ত্তে চাহিআ বলে ইন্দ্রের নন্দন।
বিদুরে কহিবে গিআ মোর নিবেদন ॥ ৪০২২
বিষম প্রমাদ হৈতে হইলাম উদ্ধার।
তোমা বই পাণ্ডবের গতি নাঞি আর ॥ ৪০২৩
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুন ভাগ্য থাকিলে পাইব দরশন ॥ [১১২] ৪০২৪
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী ॥ ৪০২৫
গঙ্গার দক্ষিণ তটে পাণ্ডব চলিল।
উজান বাহিআ নৌকা দাসরাজ গেল ॥ ৪০২৬
প্রভাত হইল জত নগরের জন।
জৌগৃহ নিকটেতে আইলা ততক্ষণ ॥ ৪০২৭
জল দিআ নিবর্ত্তিল জে ছিল আনল।
ভস্ম উকটিআ সভে নিরক্ষে সকল ॥ ৪০২৮
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
অমাত্য সুহৃৎ তার জত বন্ধুগণ ॥ ৪০২৯
অস্ত্রগৃহে পুড়িল জতেক অস্ত্রধারী।
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে ভস্ম দেখিল বিচারি ॥ ৪০৩০
জৌগৃহদ্বারেতে সভে তবে ততক্ষণ।
দেখিল আনলে দগধাইছে ছয় জন ॥ ৪০৩১
দেখিআ সকল লোক করে হাহাকার।
গড়াগড়ি দিআ কান্দে নাহিক বিচার ॥ ৪০৩২
এই দেখি দুই ভাই মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিআ সর্ব্বজন করেন ক্রন্দন ॥ ৪০৩৩
এই কর্ম্ম করিলেক পাপ দুর্য্যোধন।
জৌগৃহ রচিতে পাঠাইল পুরোচন ॥ ৪০৩৪
এখনে আমরা সব কর এই কাজ।
লোক পাঠাইআ দেহ হস্তিনাসমাজ ॥ ৪০৩৫
ধৃতরাষ্ট্রে বলিহ নাহিক আর ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার হইল দুরাশয় ॥ ৪০৩৬
হস্তিনা নগর দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি ॥ ৪০৩৭
জেই গৃহে ছিলা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিশাকালে অগ্নি তাহে দিল কোন জন ॥ ৪০৩৮
পঞ্চ পুত্র সহ কুন্তী হইলা দাহন।
পরিবার সহ দগ্ধ হৈলা পুরোচন ॥ ৪০৩৯
এত সুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈআ করেন ক্রন্দন ॥ ৪০৪০
হা হা কুন্তি যুধিষ্ঠির [১১৩ক] বীর ধনঞ্জয়।
হা হা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয় ॥ ৪০৪১
আজি সে জানিল আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃশোক পাসরিল তাহার কারণ ॥ ৪০৪২
বহু বিলাপন করে অন্ধ নৃপবর।
সমাচার হৈল গিআ পুরীর ভিতর ॥ ৪০৪৩
গান্ধারী প্রভৃতি জত ছিল নারীগণ।
শোকেতে আকুল সভে করএ ক্রন্দন॥ ৪০৪৪
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু সুনি শোকেতে আতুর ॥ ৪০৪৫
নগরের লোক সব কান্দএ সুনিঞা।
পাণ্ডবের গুণ জত বিনিঞা বিনিঞা ॥ ৪০৪৬
কেহো ডাকে যুধিষ্ঠির কেহো বৃকোদর।
কেহো ধনঞ্জয় কেহো মাদ্রীর কোঙর ॥ ৪০৪৭
হা হা কুন্তি করি কেহো করএ ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দএ সর্ব্বজন ॥ ৪০৪৮

তবে ধৃতরাষ্ট্র কৈল শ্রাদ্ধের বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু ধেনু রত্ন দান ॥ ৪০৪৯
ওথায় পাণ্ডুর পুত্র বহু দুঃখ ক্লেশে।
হিড়িম্বা অরণ্যমধ্যে করিলা প্রবেশে ॥ ৪০৫০
পথশ্রম আগমন ক্ষুধাতৃষ্ণাযুত।
কহিতে লাগিলা কুন্তী চাহি পঞ্চ সুত ॥ ৪০৫১
বহু দূর আইলাঙ অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণাএ আকুল নাঞি চলে কলেবর ॥ ৪০৫২
জাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কথক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে ॥ ৪০৫৩
এত সুনি যুধিষ্ঠির বলিল বচন।
না জানি মরিল কিবা জীএ পুরোচন ॥ ৪০৫৪
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা ॥ ৪০৫৫
তবে ত সাজিআ বল আসিব এথায়।
কি কহি[রি]ব কহ পুন কহ[র]ত উপায় ॥ ৪০৫৬
ভীম বলে নিঃশঙ্কে থাকহ এইখানে।
তৃপ্ত হয়্যা জাইব করিআ জল পানে ॥ ৪০৫৭
মাতা সহ পঞ্চ ভাই রাখি বটমূলে।
জল অনুসারে গেলা ভীম মহাবলে ॥ ৪০৫৮
জলচরশব্দ বীর সুনি কথো দূরে।
শব্দ অনুসারে তথা গেলা বৃকোদরে ॥[১১৩]৪০৫৯
জলেতে মজিআ বীর কৈল স্নান পান।
জল লইবারে বীর নাহি দেখে স্থান ॥ ৪০৬০
স্থল না পাইআ বীর বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইআ চলিল ॥ ৪০৬১
দুই ক্রোশ গিআছিল জলের কারণে।
ক্ষণমাত্র আল্য বীর পবনগমনে ॥ ৪০৬২
বসুদেবভগ্নী মাতা কুন্তের নন্দিনী।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর গৃহিণী ॥ ৪০৬৩
বিচিত্র পালঙ্ক তুলি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাঞি হয় রত্নখট্টার উপর ॥ ৪০৬৪
হেন মাতা গড়াগড়ি জায় ভূমিতলে।
হরি হরি হেন বিধি লিখিল কপালে ॥ ৪০৬৫
কমল অধিক জার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমেতে লোটায় যুধিষ্ঠির ॥ ৪০৬৬
তিনলোকঈশ্বরের যোগ্য এই জন।
সহজ মনুষ্যপ্রায় ভূমেতে শয়ন ॥ ৪০৬৭
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জনে।
হেন ভাই কৈল মোর ভূমেতে শয়নে ॥ ৪০৬৮
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপাম।
বীর্য্যবন্ত গুণবন্ত সর্ব্বগুণধাম ॥ ৪০৬৯
এমত দুর্গতি নাঞি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে ॥ ৪০৭০
আপদেতে রহে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে জেন বৃক্ষে বৃক্ষে বাতে রক্ষা পায় ॥ ৪০৭১
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতিবৈরী।
গৃহ তেজি জার হেতু বনে বনচারী ॥ ৪০৭২
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেই দুষ্ট করিল অনীতি ॥ ৪০৭৩
ধর্ম্মের হইল ভ্রম রাজ্যে লুব্ধ হৈআ।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল নিদারুণ হয়্যা ॥ ৪০৭৪
পুণ্যবল নাঞি দুষ্ট জীব দৈববলে।
কোন দেব বরদায় হৈল কোন কালে ॥ ৪০৭৫
তে কারণে আজ্ঞা নাঞি করে যুধিষ্ঠির।
গদার বাড়িতে তার লোটাঙ শরীর ॥ ৪০৭৬
কোন মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন জন।
তে কারণে রহে দুষ্ট তাহার জীবন ॥ ৪০৭৭
ধর্ম্মআত্মা যুধিষ্ঠির নহে পাপাচার।
তে কারণে এত দুঃখ আমা সভাকার ॥ ৪০৭৮
কোন কার্য্য অসাধ্য হইএ আমি সব। [৪০৭৯
তবে আজ্ঞা নাঞি করে মারিতে কৌরব ॥[১১৪ক]
কহিতে কহিতে ক্রোধ হল্য বৃকোদর।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে করে কর ॥ ৪০৮০

পুন ক্রোধ সম্বরিলা দেখি ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রাভঙ্গ না করিল বিচারিআ মনে ॥ ৪০৮১
জাগিআ রহিলা ভীম বটবৃক্ষমূলে।
চারি ভাই মাতা নিদ্রা জাএন বিভোলে ॥ ৪০৮২
হেন কালে হিড়িম্বা নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর ॥ ৪০৮৩
দন্তপাটি বিদাকাটি জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘ কর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ ॥ ৪০৮৪
কৃষ্ণ অঙ্গ অতিরঙ্গ[১] শিরোরুহধর।
নিরানন্দে বসি ছিল মহীর উপর ॥ ৪০৮৫
পায়্যা গন্ধ হয়্যা আনন্দ চতুর্দ্দিগ চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখআভা জলরুহ প্রায় ॥ ৪০৮৬
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি ভগ্নী প্রতি নিশাচর বলে ॥ ৪০৮৭
চিরদিন ভক্ষ্যহীন আছি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আগে আইল মানুষে ॥ ৪০৮৮
বসি গৃহ নিজ প্রিয় মাংস উপনীত।
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ তুরিত ॥ ৪০৮৯
কাশী বলে ভ্রাতৃবোলে চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি ॥ * ॥ ৪০৯০

[৬৫]

নিশাচরী দূরে থাকি বৃকোদর বীরে দেখি
শরীর নিহালি ঘনে ঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া জেন শাল দ্রুমগোড়া
শশিমুখ পঙ্কজ নয়ন ॥ ৪০৯১
সিংহের বিক্রমধর ভুজযুগ করিকর
কণ্ঠ কম্বু খগবর নাসা।
ভীমে নিরখিআ ক্ষেণে পড়িল অনঙ্গবাণে
মনে চিন্তে হিড়িম্বার স্বসা ॥ ৪০৯২
এ হেন সুন্দর রূপে নাহি দেখো ইহলোকে
রক্ষ যক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মোর ভাগ্য হেতু বিধি মিলায়ল হেন নিধি
স্বামী করি বরিব এহারে ॥ ৪০৯৩
ভাই মোর দুরাচারী এমন পুরুষ মারি
মাংস হেতু ক্ষেণমাত্র সুখে।
এহারে রাখিআ আমি বরিয়্যা করিব স্বামী
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে ॥ ৪০৯৪
এতেক কামনা করি কামরূপী নিশাচরী
দিব্যরূপ হইল কামিনী। [১১৪]
মুখপদ্ম সর শশী নয়ন কুরঙ্গ ভূমি
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী ॥ ৪০৯৫
কামের কামান ভুরু তিলপুষ্প নাসা চারু
শ্রুতিযুগ জিনিঞা গৃধিনী।
করিকর জিনি উরু জেন রামরম্ভা ত
মত্ত বর মাতঙ্গ চলনি ॥ ৪০৯৬
চম্পক কুসুম আভা অঙ্গের বরণ শোভা
কটাক্ষ মোহিনী মুনিমন।
আসিআ ভীমের পাশে সলজ্জিত মৃদু ভাষে
কহে জেন পিকুর নিস্বন ॥ ৪০৯৭
কহ তুমি কোন জন কোথা হৈতে আগমন
কি হেতু আইলে এই বনে।
দেবতার মূর্ত্তি প্রায় ভূমিতলে নিদ্রা জায়
কেবা হয় এই চারি জনে ॥ ৪০৯৮
নিদ্রা জায় নিরুপমা সুবদনী বৃহ শ্যামা
এ রামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গম বনে নিদ্রা জায় অচেতনে
নাহি জান রাক্ষস আলয় ॥ ৪০৯৯
তিলেক নাহিক ডর জেন আপনার ঘর
অতিশয় দেখি দুস্বাসয়।

১। পুথিতে—'অতিভরঙ্গ'।

এই বর্নঅধিকারী পাপ আত্মা দুরাচারী
ভয়ঙ্কর হিড়িম্বা দুর্জ্জয় ॥ ৪১০০
সেহ হয় মোর ভ্রাতা মোরে পাঠাইল এথা
তোমা সভা ধরিআ লইতে।
মনুষ্যাদিজনবৈরী মাংসলোভে পাপকারী
ইচ্ছা কৈল তোমারে খাইতে ॥ ৪১০১
দেখিআ তোমার অঙ্গ পীড়িল মোরে অনঙ্গ
স্বামী করি বরিব তোমারে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি বুঝি কার্য্য কর তুমি
সাবধান হও রাক্ষসেরে ॥ ৪১০২
আজ্ঞা কর এই ক্ষেণে লঅ্যা জাব অন্য স্থানে
পর্ব্বতকন্দর কোন বনে।
হিড়িম্বীর মুখে সুনি মেঘের নিনাদ ধ্বনি
বৃকোদর কহে ততক্ষণে ॥ ৪১০৩
দেখি তোরে সুলক্ষণি কহিস অনীত বাণী
জেই কথা অসম্ভব লোকে।
কোন হেন দুরাচারী ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি
স্ত্রী পাইআ হইব কামুকে ॥ ৪১০৪
এ সভা রাক্ষসমুখে দিআ আমি জাব সুখে [১১৫ক]
তোমারে লইআ অন্য স্থান।
কহিতে এমন কাজ মুখে তোর নাঞি লাজ
কামরসে হইআ অজ্ঞান ॥ ৪১০৫
এত সুনি নিশাচরী কহে কর জোড় করি
মৃদু মৃদু মধুর বচনে।
আজ্ঞা কর মহাশয় জে তোমার প্রীত হয়
প্রাণপণে করিমু এখনে ॥ ৪১০৬
বড় দুষ্ট মোর ভ্রাতা এখনি আসিব এথা
সাবধান হইতে জুয়ায়।
জাগাহ এ সব জনে মোর পৃষ্ঠে আরোহণে
লইআ জাইব অন্য ঠাঞি ॥ ৪১০৭
ভীম বলে ভ্রাতা মায় সুখে শুয়্যা নিদ্রা জায়
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন ছার কেবা ভয় করে তার
আমি তারে না করি গণন ॥ ৪১০৮
কোন কীট আদি রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ
নাহি সহে মোর পরাক্রম।
হের দেখ সুলোচনি মোহর যুগল পাণি
দেখিআ আমারে ডরে যম ॥ ৪১০৯
জাহ বা থাকহ এথা মনে লয় জেই কথা
কর চিত্তে জেই অভিলাষ।
নতুবা ওথারে গিয়া ভাই দেহ পাঠাইআ
কি করিবে আসি মোর পাস ॥ ৪১১০
ভীম হিড়িম্বীকে কথা বিলম্ব দেখিআ ওথা
হিড়িম্বা হইল ক্রোধমন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যমশক্তি
আস্যে ঘোর করিঅ্যা গর্জ্জন ॥ ৪১১১
দেখি মহা ভয় করি ব্যস্ত হৈআ নিশাচরী
সকরুণে কহে বৃকোদরে।
হোর দেখ মোর ভ্রাত জেন ঘোর মহাবাত
আইসে দুরন্ত ক্রোধভরে ॥ ৪১১২
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ক্রূর খাইল অনেক সুর
দেখিআছোঁ মোর বিদ্যমানে।
বিলম্ব না কর তুমি বিশেষ রাক্ষসভূমি
মায়াবী অধিক বলবানে ॥ ৪১১৩
বিলম্ব না কর নাথ আজ্ঞা কর এক বাত
পৃষ্ঠে করি নিব সভাকারে।
উড়িব পবনভরে যথা বল তথাকারে
লয়্যা জাব মনুষ্য ভিতরে ॥ ৪১১৪
হিড়িম্বা দেখিআ উগ্র হিড়িম্বীর অতি বেগ্রে
হাসি বলে মরুতনন্দনে।
স্থির হও সুবদনি ভয় তারে কর কেনি
বসি দেখ কৌতুক এখানে ॥ [১১৫] ৪১১৫
আসুক তোহোর ভাই মুহূর্ত্তেকে মোর ঠাঞি
প্রাণ দিব পতঙ্গ সমান।

এই মাত্র হব তোকে মজিবে ভাএর শোকে
এহা বিনু নাঞ্জি দেখি আন ॥ ৪১১৬
ভারথসঙ্গীত রস শ্রবণেতে পুণ্য যশ
সদা শুভ পরম পবিত্র।
কলির কলুষ নাশ বিরচিল কাশীদাস
আদিপর্ব্বে পাণ্ডবচরিত্র ॥ * ॥ ৪১১৭

[৬৬]

পরিক্ষিতসুত বলে অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞ্জি সুনি কোন কালে ॥ ৪১১৮
তোমার মুখের ভাষ অমৃতসমান।
কৃপাতে আমারে তুমি করাইলে পান ॥ ৪১১৯
জতেক অধর্ম্ম মোর সব গেল দূরে।
বিস্তার করিআ কহ সুনিব সাদরে ॥ ৪১২০
বৈশম্পায়ন বলেন স্তন ধরাধর।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা ব্যাসের উত্তর ॥ ৪১২১
ভীম হিড়িম্বীতে দুহেঁ কথোপকথনে।
দূরে থাকি হিড়িম্বা করিল নিরক্ষণে ॥ ৪১২২
বসি আছে হিড়িম্বী ভীমের বাম ভিতে।
ভুবনমোহন রূপ বিদ্যুতরচিতে ॥ ৪১২৩
কবরী বেড়িআ দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মতি হার শোভে গলে ॥ ৪১২৪
বসন ভূষণ শোভা নপুর কঙ্কণ।
স্বর্গবিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন ॥ ৪১২৫
প্রিয়ভাষে জেন পতি পত্নী কথা কহে।
দেখিআ্যা হিড়িম্বা ক্রোধ হৈল অতিশয়ে ॥ ৪১২৬
ভগ্নী প্রতি ডাক দিআ্যা বলএ হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোহোর বিলম্ব ॥ ৪১২৭
ধিক্ তোর জীবন কুলের কলঙ্কিনি।
মানুষ ভাতার লোভ করিলি পাপিনি ॥ ৪১২৮
মোর ক্রোধ তোমারে নহিল পাসরণ।
মোর ভক্ষ্য বিঘ্ন তুঞি কৈলি তে কারণ ॥ ৪১২৯

এই হেতু তোরে আগে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করিব আহার ॥ ৪১৩০
এত বলি চলিল হিড়িম্বী মারিবারে।
নঞান লোহিত দন্ত কড়মড় করে ॥ ৪১৩১
ভীম বলে তোহোর বদনে লাজ নাঞি।
যুবা ভগ্নী পাঠাইলি মানুষের ঠাঞি ॥ ৪১৩২
আপনি পাঠালি তেঞি আইল এথায়ে।
মদনের বশ হয়্যা ভজিল আমাএ ॥ [১১৬ক] ৪১
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মোর বিদ্যমানে তুঞি বলিস কুভাষা ॥ ৪১৩৪
মরিবারে চাহ আর কর অহঙ্কার।
এই ক্ষেণে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥ ৪১৩৫
মাতৃ ভ্রাতৃ শুয়্যা নিদ্রা জাএন বিভোলে।
নিদ্রা ভাঙ্গিবেক দুষ্ট না করিস গোলে ॥ ৪১৩৬
ভীমের বচনেতে রাক্ষসা নাহি থাকে।
উর্দ্ধবাহে মারিবারে জায় হিড়িম্বীকে ॥ ৪১৩৭
হাসিআ কুন্তীর পুত্র দুই হাথে ধরে।
এক টানে ফেলে দশ ধনুক আন্তরে ॥ ৪১৩৮
মহাবল হিড়িম্বা আপন হাথ কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিআ আঁকাড়ি ॥ ৪১৩৯
পবননন্দন ভীম বহু পরাক্রম।
মহাবলপরাক্রম কিছু নাঞি শ্রম ॥ ৪১৪০
মত্ত মৃগপতি জেন ক্ষুদ্র মৃগে ধরে।
পুনরপি টানিঞা লইল কথ দূরে ॥ ৪১৪১
দুই বীরে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে।
শুণ্ডে টানাটানি জেন করে দুই গজে ॥ ৪১৪২
দুই মেষে জেন মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি ॥ ৪১৪৩
দুই মত্ত সিংহ জেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মেঘের নিস্বন জেন হএ বজ্রাঘাত ॥ ৪১৪৪
দুহাঁকার আস্ফালে ভাঙ্গিল বৃক্ষগণ।
পলাএ কাননবাসী লইআ জীবন ॥ ৪১৪৫

কাননে পূরিল শব্দ ছুহাঁর গর্জ্জন।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিলা পঞ্চ জন॥ ৪১৪৬
বসি আছে হিড়িম্বী নিন্দিআ বিদ্যাধরী।
দেখিআ বিস্ময় হৈলা ভোজের কুমারী॥ ৪১৪৭
আশ্চর্য্য দেখিআ কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
ভাষে জিজ্ঞাসিল হিড়িম্বীর প্রতি॥ ৪১৪৮
কে তুমি কাহার কন্যা কেন আল্যে এথা।
অপছরী নাগিনী কিবা দেবের ছুহিতা॥ ৪১৪৯
হিড়িম্বী প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিএ রাক্ষসী আমি বসি এই স্থলে॥ ৪১৫০
এই বননিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহা ছুর্দ্ধরিষ হয় মোর সহোদর॥ ৪১৫১
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা বধিবার তরে।
ভাই মোর পাঠাইআ দিল এথাকারে॥ ৪১৫২
তোমার তনয় দেখি পরম সুন্দরে। [১১৬]
কামে বশ হৈআ আমি ভজিল তাহারে॥ ৪১৫৩
বিলম্ব দেখিআ মোর আল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতে।
তব পুত্র সহ জুঝে দেখহ সাক্ষাতে॥ ৪১৫৪
হিড়িম্বীর মুখে সুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীম সহ চলিলা সত্বর॥ ৪১৫৫
ভীম হিড়িম্বার যুদ্ধ না হয় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বতপ্রায় দেখি ছুই জনা॥ ৪১৫৬
যুদ্ধধূলি আচ্ছাদিল ছুহাঁ কলেবরে।
কুজ্ঝাটিতে আচ্ছাদিল জেন গিরিবরে॥ ৪১৫৭
ছুই ভিতে ছুহাঁকারে টানে ছুই জনে।
নিশ্বাসপবনঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণে॥ ৪১৫৮
ডাকিআ ত যুধিষ্ঠির বলিল বচনে।
রাক্ষসেরে ভয় ভাই না করিহ মনে॥ ৪১৫৯
তোমা সহ রাক্ষসের হয়্যাছে বিবাদ।
নিদ্রাএ ছিলাও এত না জানি প্রমাদ॥ ৪১৬০
সভে মেলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত সুনি বলে বীর পবনকুমার॥ ৪১৬১
কি কারণে অসম্ভব্য কহ মহাশয়।
এই ক্ষেণে বিনাশিব রাক্ষস ছুর্জ্জয়॥ ৪১৬২
পথিত লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইআ।
এত বলি দিল টান ভুজ পসারিআ॥ ৪১৬৩
অর্জ্জুন বলিলা বহু করিলে বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে ভাই পাল্যে পরিশ্রম॥ ৪১৬৪
বিশ্রাম করহ ভাই রহত আন্তর।
আমি বিনাশিব ভাই ছুষ্ট নিশাচর॥ ৪১৬৫
অর্জ্জুনের বোলে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বারে ভূমেতে ফেলিল॥ ৪১৬৬
চড় চাপড়ে তারে মুষ্টিক পদাঘাতে।
পক্ষবৎ করি তাক্কে করিল নিপাতে॥ ৪১৬৭
মধ্যদেশে ভাঙ্গিআ করিল ছুইখান।
দেখাইল লঅ্যা ভ্রাতৃগণ বিদ্যমান॥ ৪১৬৮
হরিষেতে আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদর।
প্রশংসিল ভ্রাতা সব বীর বৃকোদর॥ ৪১৬৯
অর্জ্জুন বলিল তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে।
এই ত নিকট গ্রাম আছে কথো দূরে॥ ৪১৭০
এই সব সমাচার পাব লোক জনে।
লোকমুখে বার্ত্তা পাব ছুষ্ট ছুর্য্যোধনে॥ ৪১৭১
তে কারণে রহিতে তিল্লেক না জুয়ায়।
শীঘ্র চল মহাশয় তেজিআ এথায়॥ [১১৭ক] ৪১৭২
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করিল গমন॥ ৪১৭৩
হিড়িম্বী চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
তাহারে দেখিআ তবে বলএ মারুতি॥ ৪১৭৪
সহজে রাক্ষসী জাতি নানা মায়া ধরে।
ধরিআ মোহিনীবেশ ভাণ্ড সভাকারে॥ ৪১৭৫
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইআ আমা পারে মারিবারে॥ ৪১৭৬
সহজে ভ্রাতার বধ সাধিবার মনে।
আমার সঙ্গেতে জে চলিলা তে কারণে॥ ৪১৭৭

এক চড়ে করোঁ তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এত বলি মারিবারে জায় শীঘ্রগতি ॥ ৪১৭৮
যুধিষ্ঠির বলে ভাই নহে ধর্ম্মাচার।
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবে সংহার ॥ ৪১৭৯
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ওহার।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় রহে পবনকুমার ॥ ৪১৮০
হিড়িম্বী পড়িল গিআ কুন্তীপদতলে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে বিনয় সকলে ॥ ৪১৮১
কায়মনবাক্যে মোর সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বিনে ঠাকুরাণি গতি নাঞি আর ॥ ৪১৮২
তব অগ্রে না কহিব প্রপঞ্চবচন।
স্ত্রীলোকে মৈথুনপীড়া জানহ আপন ॥ ৪১৮৩
কামে বশ হয়্যা মুঞি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃত্যাগ কৈনু ॥ ৪১৮৪
সব তেজি ভজিলাঙ তোমার নন্দনে।
সহজে অনাথ মুঞি লইলাঙ শরণে ॥ ৪১৮৫
শরণ জনেরে ক্রোধ নহে কদাচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিআ দুস্থিত ॥ ৪১৮৬
সদাই সেবিব মুঞি তোমার চরণে।
বহুত সঙ্কটে মুঞি উদ্ধারিব বনে ॥ ৪১৮৭
আজ্ঞা কর বৃকোদর ভজিব তোমারে।
নহিলে তেজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥ ৪১৮৮
কৃতাঞ্জলি করি প্রভু করিএ বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম বড় হইব নিশ্চয় ॥ ৪১৮৯
হিড়িম্বী এতেক জদি বলিল বচন।
দয়ার সাগর বড় ধর্ম্মের নন্দন ॥ ৪১৯০
সত্য বৈল হিড়িম্বী নাহিক ইথে আন।
শরণ লইত [১১৭] জনে নাহি পরিত্রাণ ॥ ৪১৯১
চল জাহ হিড়িম্বি লইআ বৃকোদর।
যথাসুখে কর ক্রীড়া বনের ভিতর ॥ ৪১৯২
পুনরপি আমা সভা নিকটে মিলিবে।
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবে ॥ ৪১৯৩

ধর্ম্মের পাইআ আজ্ঞা অতি হৃষ্টমতি।
ভীম লয়্যা হিড়িম্বী চলিল শীঘ্রগতি ॥ ৪১৯৪
শূন্যপথে লইআ চলিলা নিশাচরী।
নানা বন উপবন ভ্রমে ক্রীড়া করি ॥ ৪১৯৫
যথা মন লয় তথা জায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ নদী গিরিশৃঙ্গ ভ্রমএ কৌতুকে ॥ ৪১৯৬
নিত্য নিত্য বেশ রামা করে অনুপাম।
হেন মতে বহু দিন ক্রীড়ে অবিশ্রাম ॥ ৪১৯৭
কথো দিনে ঋতুযোগে হল্যা গর্ব্ভবতী।
ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপতি ॥ ৪১৯৮
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর পুরিল শরীর ॥ ৪১৯৯
বিবিধ প্রকার কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঞি থুইল কুমার ॥ ৪২০০
মহাবলবান হৈলা হিড়িম্বীনন্দন।
ইন্দ্রের একঘ্নি হেতু বিধির সৃজন ॥ ৪২০১
তবে মাতা পুত্রে দুহেঁ যুগতি করিআ।
কৃতাঞ্জলি করি দুহেঁ দণ্ডবৎ হয়্যা ॥ ৪২০২
আজ্ঞা কর জাব মোরা আপন আলয়।
স্মঙরিলে আসিব এথা করিব নির্ণয় ॥ ৪২০৩
আজ্ঞা পায়্যা মাতা পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিগেতে গেলা আপন ভুবন ॥ ৪২০৪
তবে ত চলিলা ভীম যথায় জননী।
এক স্থলে নিবসএ সহিত ফাল্গুনি ॥ ৪২০৫
পরিধান বল্ক সভে শিরে জটাভার।
কোথাহ ব্রাহ্মণ কোথা তপস্বী আকার ॥ ৪২০৬
পথে লোক জন দেখি লুকাএন বনে।
শীঘ্রগতি জান কোথা কেহো নাহি জানে ॥ ৪২০৭
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্য আদি জত দেশ।
আর জত বহু দেশ লঙ্ঘিল বিশেষ ॥ ৪২০৮
হেন মতে ভ্রমে বনে পাণ্ডুপুত্রগণ। [৪২০৯
আচম্বিতে আল্যা তথা ব্যাস তপোধন ॥ [১১৮ক

ব্যাস দেখি কুন্তী দেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিঞা দাণ্ডায় সাক্ষাতে ॥ ৪২১০
ব্যাসের অগ্রেতে কুন্তী করএ ক্রন্দন।
বহু বিলাপিআ দেবী বলএ বচন ॥ ৪২১১
নিবর্ত্তিআ ক্রন্দন বলএ ব্যাস মুনি।
আমারে কি বল তুমি আমি সব জানি ॥ ৪২১২
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ।
জাহার কারণে তুমি ফির বনে বন ॥ ৪২১৩
জত কর্ম্ম অগোচর নাহিক আমায়।
তে কারণে কহিবারে আইলাঙ এথায় ॥ ৪২১৪
দুস্খ না ভাবিহ বধু স্থির কর মন।
অচিরাৎ তব দুস্খ হব বিমোচন ॥ ৪২১৫
তব পুত্রগণগুণ না জানহ তুমি।
মোরে অগোচর নহে আমি সব জানি ॥ ৪২১৬
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিব সকল।
বৈভব করিব আর শাস্ত মহীতল ॥ ৪২১৭
এখনে জে বলি আমি কর অবধানে।
পাইলে বহুত দুস্খ ভ্রমিঞা কাননে ॥ ৪২১৮
নিকট নগর এই একচক্র নাম।
কথ দিন রহি এথা করহ বিশ্রাম ॥ ৪২১৯
গুপ্তবেশে ছয় জনে থাক এইখানে।
তাবত থাকিবে আমি আসি জত দিনে ॥ ৪২২০
এত বলি ব্যাস সভে লইআ সংহতি।
নগর ব্রাহ্মণগৃহে দিলেন বসতি ॥ ৪২২১
ব্রাহ্মণের গৃহেতে রহিলা ছয় জন।
অন্তর্ধান হয়্যা গেলা ব্যাস তপোধন ॥ ৪২২২
পুণ্যকথা ভারথের সুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ এহার সমান ॥ ৪২২৩
কাশীদাস কহে তাহা রচিআ পয়ার।
অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার ॥ * ॥ ৪২২৪

[৬৭]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা করিল শ্রবণ ॥ ৪২২৫
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
দয়াতে আমারে কৃপা করিলে আপনি ॥ ৪২২৬
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
তব ভাষ সুধা সম সুনিব সাদরে ॥ ৪২২৭
মুনি বলে অবধানে সুন নরপতি।
সুনহ রহস্য এই ব্যাসের ভারতী ॥ ৪২২৮
অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেন [১১৮] নিত্য ভিক্ষার কারণ ॥ ৪২২৯
ভিক্ষা করি আসি সভে দিন অবসানে।
জে কিছু পাএন দেন জননীর স্থানে ॥ ৪২৩০
জননী রন্ধন করি দেন সভাকারে।
অর্দ্ধেক বাঁটিআ দেন বীর বৃকোদরে ॥ ৪২৩১
মাতা সহ অর্দ্ধ ভাগ চারি সহোদর।
তত্রাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর ॥ ৪২৩২
হেন মতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ভিক্ষা করি অনুদিন ব্রাহ্মণের বেশে ॥ ৪২৩৩
একদিন গৃহেতে রহিল্যা বৃকোদর।
ভিক্ষারে গেলেন আর চারি সহোদর ॥ ৪২৩৪
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ সুনি।
বিলাপ করিআ কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ ৪২৩৫
করুণনয়ান কুন্তী সহিতে নারিল।
ভীমেরে নিকটে ডাকি কহিতে লাগিল ॥ ৪২৩৬
এত দিন বিপ্রগৃহে আছিহে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপত্ত্যে ॥ ৪২৩৭
এখন বিপত্ত্যগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপত্ত্যে তারি উপকারী জন ॥ ৪২৩৮
উপগারী জনে জেই সাহায্য না করে।
পরলোকে পাপকারী অধর্ম্ম সঞ্চরে ॥ ৪২৩৯

ভীম বলে মাতা তুমি জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
মোর শক্তি হৈলে দুস্খ করিব মোচনে ॥ ৪২৪০
ভীমের আশ্বাস পায়্যা গেলা কুন্তী দেবী।
বচ্ছুধেরে দেখি জেন ধাইল সুরভি ॥ ৪২৪১
ব্রাহ্মণের গৃহে কুন্তী করিলা গমন।
দেখিল ব্যাকুল হয়্যা কান্দেন ব্রাহ্মণ ॥ ৪২৪২
ব্রাহ্মণী চাহিআ দ্বিজ বলেন সত্বরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত কহিলাঙ তোরে ॥ ৪২৪৩
রাক্ষসের উপদ্রব জেই দেশে হয়।
সেই দেশে বসতি উচিত কভু নয় ॥ ৪২৪৪
মাতৃ পুত্র সহ মোর লঙ্ঘিলে বচন।
তাহার উচিত দুস্খ হইল এখন ॥ ৪২৪৫
কি করি উপায় কিছু না দেখি এহার।
কোন বুদ্ধি হইতে না দেখি প্রতিকার ॥ ৪২৪৬
তুমি ধর্ম্মপত্নী হয় গৃহের গৃহিণী।
সর্ব্বধর্ম্মবিশারদা সুখপ্রদায়িনী ॥ ৪২৪৭
বিশেষে বালক পুত্র আছএ তোমার। [১১৯ক]
তোমা বিনু মুহূর্ত্তেক না জীব কুমার ॥ ৪২৪৮
অরণ্যের প্রায় ঘর হব তোমা বিনে।
তোমা বিনে হব মোর সজীব মরণে ॥ ৪২৪৯
আপনা রাখিআ তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হব মোর সংসার ভিতরে ॥ ৪২৫০
স্বয়ং জাত হৈল মোর কন্যা সুবদনী।
কন্যা রাক্ষসেরে দিব অপযশ কাহিনী ॥ ৪২৫১
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃলোক করে আশ।
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গবাস ॥ ৪২৫২
ইহা লয়্যা দিব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এহা বলি কান্দে দ্বিজ সজলনয়নে ॥ ৪২৫৩
ব্রাহ্মণী বলিল প্রভু কেন দুস্খ ভাব।
রাক্ষসের বলি হেতু আমি ওথা জাব ॥ ৪২৫৪
দৈবে সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইব পুত্র কন্যা দুই জনে ॥ ৪২৫৫

তবে কদাচিত জদি রাখিব জীবন।
মোর শক্তি এই শিশু নহিব পালন ॥ ৪২৫৬
তোমা বিনে অনাথ হইব তিন জনে।
অর্ণ হেতু বহু কষ্ট হব দিনে দিনে ॥ ৪২৫৭
দরিদ্র দেখিআ তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিআ কিছু ধন ॥ ৪২৫৮
অল্প কালে এই পুত্র হইব ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম বেদহীন হইবে মুরুখ ॥ ৪২৫৯
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন লোক কামলোভী হৈআ।
মোরে আক্রোশিব চিত্ত অনাথা দেখিআ ॥ ৪২৬০
বিবিধ দুর্গতি হব তোমার বিহনে।
তোমারে উচিত নহে জাত্যে তে কারণে ॥ ৪২৬১
সন্ততি কারণে বিভা করএ সংসার।
কন্যা পুত্র দুই জন আছএ তোমার ॥ ৪২৬২
কন্যা দান কর আর পড়াহ বালকে।
পুন বিভা কর গৃহ কর এইরূপে ॥ ৪২৬৩
আমা বিনে পুন গৃহ হব আর বার।
তোমার বিহনে হব সব ছারখার ॥ ৪২৬৪
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনে অকারণ নারীর জীবন ॥ ৪২৬৫
সঙ্কটে তারএ স্বামী দিঅ্যা আপনাকে।
ভুঞ্জএ অক্ষয় স্বর্গ যশ এহলোকে ॥ ৪২৬৬
ব্রাহ্মণী এতেক জদি বলিল উত্তর।
গলা ধরি উচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজবর ॥ ৪২৬৭
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দএ ব্রাহ্মণী।
মাতাপিতাদুস্খ দেখি কন্যা বলে বাণী ॥ ৪২৬৮
অনাথের প্রায় দুহেঁ কান্দ কি কারণে। [১১৯]
ক্রন্দন সম্বল সুন মোর নিবেদনে ॥ ৪২৬৯
রাক্ষসের ঠাঞি জদি জননী পাঠাবে।
জননীবিচ্ছেদে এই বালক মরিবে ॥ ৪২৭০
পিণ্ডদান জাব আর হৈল কুলক্ষয়।
তে কারণে মাতা জাত্যে উচিত না হয় ॥ ৪২৭১

জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করি।
বিধির সৃজন জাহা খণ্ডাইতে নারি ॥ ৪২৭২
দৈবে পিতা আমারে অবশ্য দিবে দান।
এখনে রাক্ষসে দিআ স্বর্গে হও ত্রাণ ॥ ৪২৭৩
আমা হেন কত হব তোমরা থাকিলে।
তে কারণে মোরে দিআ বঞ্চ কুতূহলে ॥ ৪২৭৪
মোর পুত্র হল্যে সেই তারিব পশ্চাতে।
সংপ্রতি তারিব আমি জাইব নিশ্চিতে ॥ ৪২৭৫
এতেক শুনিঞা কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিন জন গলা ধরি কান্দে উচ্চ ধ্বনি ॥ ৪২৭৬
তবে শিশু দেখি মাতা পিতার ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিআ সভা করে নিবারণ ॥ ৪২৭৭
হাথে একগাছ তৃণ লঅ্যা বলে শিশু।
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিহ কিছু ॥ ৪২৭৮
রাক্ষসে মারিব আমি এ বাড়িপ্রহারে।
কোথা আছে রাক্ষসা দেখাঅ্যা দেহ মোরে ॥ ৪২৭৯
বালকের বচন সুনিঞা তিন জনে।
হাসিতে লাগিলা তবে তেজিআ ক্রন্দনে ॥ ৪২৮০
ক্রন্দন নিবর্ত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।
ব্রাহ্মণে চাহিআ সকরুণে বলে বাণী ॥ ৪২৮১
মৃতের উপরে জেন সুধা বরিষণে।
জিজ্ঞাসিলা কুন্তী দেবী মধুর বচনে ॥ ৪২৮২
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিন জনে।
জানিলে হইব শক্য করিতে মোচনে ॥ ৪২৮৩
দ্বিজ বলে জেই হেতু করিএ ক্রন্দনে।
মনুষ্যের শক্তি নাঞি করিতে মোচনে ॥ ৪২৮৪
এই ত নগরে আছে এক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ঈশ্বর ॥ ৪২৮৫
নগরের মধ্যে ইথে আছে জত নর।
বরষান্ত এক নর চাহি ঘরে ঘর ॥ ৪২৮৬
এইরূপে বলি নাঞি দেই জেই জন।
সকুটুম্ব ধরি তার করএ ভক্ষণ ॥ ৪২৮৭
আজি তার পঞ্চক হইল মোর ঘরে। [৪২৮৮
কি করিব [১২০ক] কি কহিব বাক্য নাঞি স্ফুরে ॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছে চারি জনা।
কারে দিব রাক্ষসেরে করিএ ভাবনা ॥ ৪২৮৯
মনুষ্য কিনিঞা দিব নাঞি হেন ধন।
সুহৃদ্ কুটুম্ব মোর নাহি এক জন ॥ ৪২৯০
কার মায়া ত্যাগিবারে নারি কোন জন।
সভে জাব কর্ম্মে জেই আছএ লিখন ॥ ৪২৯১
ব্রাহ্মণের এতেক করুণবাক্য সুনি।
সদয় হইআ বলে ভোজের নন্দিনী ॥ ৪২৯২
ভয় তেজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
সকুটুম্বে কেন জাবে রাক্ষসসদন ॥ ৪২৯৩
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ।
সত্য কহিলাঙ আমি তোমার সদন ॥ ৪২৯৪
ব্রাহ্মণ বলিলা ভাল বলিলে বিচার।
অতিত ব্রাহ্মণ আছ আশ্রমে আমার ॥ ৪২৯৫
আপনা কল্যাণ হেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অপযশ হব মজিবেক ধর্ম্ম ॥ ৪২৯৬
আত্ম দিআ দ্বিজে রাখি শাস্ত্রে হেন কহে।
আত্মবধে সুখ হএ উচিত না হএ ॥ ৪২৯৭
অজ্ঞাত ব্রাহ্মণবধে নাহি প্রতিকার।
জ্ঞানেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার ॥ ৪২৯৮
কুন্তী বৈল জতেক কহিলে দ্বিজমণি।
মোরে অগোচর নহে সব আমি জানি ॥ ৪২৯৯
লোকের বেদনা মোর না সহে পরাণে।
বিশেষে বিপ্রের দুঃখ দেখিব কেমনে ॥ ৪৩০০
দ্বিজ বলে হেন বোল না বলিহ মোরে।
এ পাপ মার্জ্জিব[1] আত্মা কত কাল তরে ॥ ৪৩০১

১। পুথিতে—'আর্জ্জিব'।

নিশবদে বলে কুন্তী সুন দ্বিজবর।
মোর পুত্রগণ দেখ মহাবলধর ॥ ৪৩০২
রাক্ষসে খাইব হেন না করিহ মনে।
রাক্ষসে করিল ক্ষয় আমা বিদ্যমানে ॥ ৪৩০৩
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে মোর পুত্রগণে।
পৃথিবীতে জিনে হেন নাহি কোন জনে ॥ ৪৩০৪
শত পুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
অর্ণ ব্যঞ্জন সব করহ সত্বর ॥ ৪৩০৫
কুন্তীর অদ্ভুত হেন সুনিঞা বচন।
মৃত শরীরেতে জেন পাইল চেতন ॥ ৪৩০৬
দ্বিজ সঙ্গে করি কুন্তী করিল গমন।
বৃকোদরে জানাইল সব বিবরণ ॥ ৪৩০৭
মাএর বচনে ভীম কৈল অঙ্গীকার। [১২০]
হরিযে ব্রাহ্মণ ঘরে গেলা আপনার ॥ ৪৩০৮
কথো ক্ষণে আল্যা তবে ভাই চারি জন।
যুধিষ্ঠির সুনিলা সকল বিবরণ ॥ ৪৩০৯
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিল মাএরে।
জিজ্ঞাসিলা কোথাএ উদ্যম বৃকোদরে ॥ ৪৩১০
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে এত করিলে উপায় ॥ ৪৩১১
কুন্তী বৈল আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর ॥ ৪৩১২
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে বহু ধর্ম্ম যশ।
বিশেষে বিপ্রের রক্ষা পরম পৌরষ ॥ ৪৩১৩
এত সুনি যুধিষ্ঠির হইলা বিরস।
কোন বুদ্ধে হেন মাতা কৈলেন সাহস ॥ ৪৩১৪
এমত দুষ্কর কর্ম্ম নাহি সুনি লোকে।
মাতা হয়্যা পুত্র দেহ রাক্ষসের মুখে ॥ ৪৩১৫
পুত্রের ভিতর পুত্র বিশেষ আছয়।
আমা সভার প্রাণ আছে জার ভুজাশ্রয় ॥ ৪৩১৬
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি নানা স্থানে বাস।
পুন রাজ্য পাব বলি মনে করি আশ ॥ ৪৩১৭

জার ভুজবলে নিদ্রা না জায় কৌরবে।
জার বলে জৌগৃহে রক্ষা পাইল সবে ॥ ৪৩১৮
কান্ধে করি নিল সভে হিড়িম্বকবনে।
হিড়িম্বা মারিআ কৈল সভার রক্ষণে ॥ ৪৩১৯
হেন পুত্র দিলে তুমি রাক্ষসভক্ষণে।
আমি সব জীব আর কিসের কারণে ॥ ৪৩২০
গর্ব্ভধারী হৈআ এহা কেহো নাহি করে।
বেদেতে এমন নাহি সংসার ভিতরে ॥ ৪৩২১
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুস্থ পায়্যা হতবুদ্ধি হৈল হেন বাসি ॥ ৪৩২২
কুন্তী বৈলা যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মোরে অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ ॥ ৪৩২৩
অযুত হস্তীর বল ধরে বৃকোদরে।
ভীম পরাজয় হয় নাহিক সংসারে ॥ ৪৩২৪
জন্মকালে পরাক্রম সুনহ তাহার। [১২১ক]
প্রসবি লইতে শক্তি নহিল আমার ॥ ৪৩২৫
কিছুমাত্র তুলিআ ফেলাল্য ভুমিতলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হল্য ভীমের আস্ফালে ॥ ৪৩২৬
বারণাবতেতে তুমি দেখিলে আপনে।
চারি হস্তিতেজ ধরে একা ভীমসেনে ॥ ৪৩২৭
আমা সহ তোমা লৈআ আল্য কান্ধে করি।
হিড়িম্বা রাক্ষসে বনে একলা সংহারি ॥ ৪৩২৮
ভীমপরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস সংহার হব ভীমভুজবলে ॥ ৪৩২৯
ভয়ার্ত্তকে ভয় দূর করে জেই জনে।
তার সম পুণ্য পুত্র নাহি ত্রিভুবনে ॥ ৪৩৩০
বিশেষ গো দ্বিজ হেতু দিব নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিআ দ্বিজে করিবেক ত্রাণ ॥ ৪৩৩১
রাজ্যপালে দ্বিজে রক্ষা অতুল পৌরষ।
হেন কর্ম্ম হেতু কেন হইলে বিরস ॥ ৪৩৩২
মাএর এমত নীত সুনিঞা বচন।
ধন্য ধন্য বলি বলে ধর্ম্মের নন্দন ॥ ৪৩৩৩

পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালুহৃদয়।
তোমা বিনু হেন কর্ম্ম আনের কি হয়॥ ৪৩৩৪
পরপুত্রত্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলে।
ব্রাহ্মণেরে পরম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে॥ ৪৩৩৫
তোমার ধর্ম্মেতে মাতা তরিব বিপদে'।
াক্ষসে মারিব ভীম তোমার প্রসাদে॥ ৪৩৩৬
র এক কথা মাতা কহ ব্রাহ্মণেরে।
এ সব প্রচার জেন না হয় নগরে॥ ৪৩৩৭
তবে কুন্তী সব তত্ত্ব কহিলা ব্রাহ্মণে।
র্ষ হয়্যা গেলা বিপ্র নিজনিকেতনে॥ ৪৩৩৮
রাক্ষসের ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুর করিল।
এমত সময়ে আসি শর্ব্বরী হইল॥ ৪৩৩৯
অর্ণ ব্যঞ্জন সব শকটে পুরিআ।
য়স পিষ্টক আদি প্রচুর করিয়া॥ ৪৩৪০
মেরে আসিআ বিপ্র কহিল সকল।
হরষিত হল্যা ভীম মহাবল॥ ৪৩৪১
তৃভ্রাতৃপদে তবে করিআ প্রণতি।
যথা বৈস্যে বনে বক গেলা শীঘ্রগতি॥ ৪৩৪২
ওরে বক নিশাচর আস্যহ সত্বর।
এত বলি অর্ণ খায় বীর বৃকোদর॥ ৪৩৪৩
পায়স পিষ্টক খায় মনের হরিষে।
অন্তরে হরষ হয়্যা মনে মনে হাসে॥ [১২১]৪৩৪৪
নাম ধরি ডাকে বকে কাঁপে থর থর।
ক্রোধ হয়্যা আস্যে জেন পর্ব্বতশিখর॥ ৪৩৪৫
মহাকায় মহাবেগে মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে॥ ৪৩৪৬
অর্ণ খায় বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু জেন অনলসমান॥ ৪৩৪৭
ডাক দিআ বলে বক আরে দুষ্টমতি।
মরিবারে আসি কেন করিস অনীতি॥ ৪৩৪৮
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণেরে খাব তোর দোষে।
তাহোরে খাইব তবে মনের হরিষে॥ ৪৩৪৯

এত বলি নিশাচর করএ তর্জ্জন।
উর্দ্ধবাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন॥ ৪৩৫০
দুই হাথে বজ্রমুষ্টি পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তত্রাপি ভুরুক্ষেপ নাহিখ বৃকোদরে॥ ৪৩৫১
পৃষ্ঠেতে রাক্ষস মারে হেলায় তা সহে।
নিশ্চিন্তে বসিআ বীর পায়সার্ণ খাএ॥ ৪৩৫২
দেখিআ অধিক ক্রোধ হৈল্য নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে॥ ৪৩৫৩
তত্রাপিহ অর্ণ খায় হাসে বৃকোদর।
বাম হাথে কাড়িআ লইল তরুবর॥ ৪৩৫৪
পুন বৃক্ষ উপাড়ি লইল নিশাচরে।
তর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপরে॥ ৪৩৫৫
ভোজনান্তে বৃকোদর কৈল আচমন।
বৃক্ষ এক উপাড়িল ঘোরদরশন॥ ৪৩৫৬
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ করে না জায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥ ৪৩৫৭
শিলাবৃষ্টি করে দুহেঁ দোহার উপর।
দুই জনে বাহুযুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর॥ ৪৩৫৮
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি।
ধরাধরি করি দোহেঁ জায় গড়াগড়ি॥ ৪৩৫৯
যুদ্ধেতে হইল শ্রম বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥ ৪৩৬০
বাম হস্তে দুই জানু সব্য হস্তে শির।
বুকে জানু দিআ টানে বৃকোদর বীর॥ ৪৩৬১
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিআ করিল দুইখান।
মহাশব্দ করি বক তেজিল পরাণ॥ ৪৩৬২
আর জত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইআ সভে গেলা বনান্তর॥ ৪৩৬৩
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ ভ্রাতৃ স্থানে সব নিবেদিল গিয়া॥ ৪৩৬৪
হরষিত কুন্তী দেবী চারি সহোদর।
আলিঙ্গিআ প্রশংসিলা বীর বৃকোদর॥ ৪৩৬৫

রজনী প্রভাত হৈল উদয় অরুণ। [১২২ক]
বাহির হইল জত নগরের জন॥ ৪৩৬৬
পড়ি আছে বক জেন পর্ব্বত আকার।
দেখিআ সকল লোক হৈল চমৎকার॥ ৪৩৬৭
সভে বলে এ কর্ম্ম করিল কোন জন।
নিঃশঙ্কে বসতি ইবে কর সর্ব্বজন॥ ৪৩৬৮
পরমহিংসক বক সদা হিংসা কৈল।
আপনার পাপে দুষ্ট আপনি মরিল॥ ৪৩৬৯
তবে সভে বিচারিল নগরের জন।
অনুমান বকে কেবা করিল নিধন॥ ৪৩৭০
কালিকার বলি ভোজ্য আছিলা পঞ্চক।
সেহ জানিবারে পারে বকের অন্তক॥ ৪৩৭১
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নিশ্চিত।
সভে মেলি ব্রাহ্মণেতে ডাকিল তুরিত॥ ৪৩৭২
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণে এ সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল সুন এহার কারণ॥ ৪৩৭৩
কালি বলি পঞ্চক হইল মোর ঘরে।
শোকাকুল দেখি মোরে এক দ্বিজবরে॥ ৪৩৭৪
সদয় হইয়া মোরে দিলেক অভয়।
বলি হয়্যা বকস্থানে গেলা মহাশয়॥ ৪৩৭৫
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এই ত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার॥ ৪৩৭৬
এত বলি মহাহৃষ্ট হল্যা সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণেরে নমস্কার কৈল ততক্ষণ॥ ৪৩৭৭
আনন্দে ব্রাহ্মণ আল্যা আপনার ঘরে।
দেবতুল্য পাণ্ডবেরে পূজে দ্বিজবরে॥ ৪৩৭৮
হেন মতে কথো দিন দ্বিজগৃহে জায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইলা তথায়॥ ৪৩৭৯
নানা দেশকথা কহে সেই দ্বিজবর।
কুন্তী সহ সুনে পাণ্ডব পঞ্চ সহোদর॥ ৪৩৮০
দ্বিজ বলে বহু দেশ করিল ভ্রমণ।
বহু তীর্থক্ষেত্র নদী না জায় গণন॥ ৪৩৮১
আশ্চর্য্য দেখিল আমি পঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর করিল দ্রুপদ নরবরে॥ ৪৩৮২
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে নাহি দেখি সংসার ভিতরে॥ ৪৩৮৩
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তেঞি বিখ্যাত জগতে॥ ৪৩৮৪
দ্রুপদের পুত্র এক লোকে অনুপাম।
দ্রোণ বিনাশিতে হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম॥ ৪৩৮৫
এত সুনি জিজ্ঞাসিল পাণ্ডুপুত্রগণ।
কহ সুনি দ্বিজবর এহার কারণ॥ [১২২] ৪৩৮৬
দ্বিজ বলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কথো দিনে কলহ হইল আচম্বিত॥ ৪৩৮৭
অভিমানে গেলা দ্রোণ হস্তিনা নগর।
অস্ত্রশিক্ষা করাইল কৌরবকোঙর॥ ৪৩৮৮
তবে দ্রোণ শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনহ বলিল॥ ৪৩৮৯
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরুব আজ্ঞা পায়্যা।
দ্রুপদ রাজারে আনি দিলেক বান্ধিয়া॥ ৪৩৯০
অর্দ্ধ রাজ্য দিল তারে পুন হৈল মিত।
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন তুরিত॥ ৪৩৯১
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অর্ণ জল।
কেমতে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল॥ ৪৩৯২
এই ত ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে।
গঙ্গার তটেতে রাজা করএ ভ্রমণে॥ ৪৩৯৩
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে পারগ বড় ব্রাহ্মণকোঙর॥ ৪৩৯৪
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল একদিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল দ্বিজের চরণে॥ ৪৩৯৫
বিনয় মধুর ভাষে করি জোড় কর।
উপযাজ প্রতি বলে পঞ্চালঈশ্বর॥ ৪৩৯৬
এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
জেই চাহ দিব আমি মন করি পূর্ণ॥ ৪৩৯৭

মোর ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে জান ভরদ্বাজের তনয় ॥ ৪৩৯৮
অস্ত্রধারী হয়্যাছেন নাহি বিপ্রমাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন দ্রোণ সঙ্গে জুঝে ॥ ৪৩৯৯
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন কর্ম্ম কর তারে জিনিএ সংগ্রামে ॥ ৪৪০০
ক্ষেত্রিতেজে শক্য নাহি হইব তাহার।
তব মন্ত্রবলে তার কর প্রতিকার ॥ ৪৪০১
হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইব নিধন ॥ ৪৪০২
উপযাজ বলে এহা মোর শক্তি নহে।
ব্রাহ্মণ বধের কর্ম্ম উচিত না হএ ॥ ৪৪০৩
দ্বিজের এতেক বোল স্তুনিঞা রাজন।
পুন বহু স্তুতি করি বলিল বচন ॥ ৪৪০৪
দ্রুপদের বচন স্তুনিঞা দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইআ বৈল স্তুন দণ্ডধর ॥ ৪৪০৫
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ সদা অরণ্যনিবাসী ॥[১২৩ক] ৪৪০৬
তাঁর স্থানে প্রার্থনা করহ জেবা মন।
তিহোঁ করিবেন দুস্থ তোমার মোচন ॥ ৪৪০৭
উপযাজবোলে রাজা গেলা তাঁর স্থানে।
প্রণমিঞা সকল করিল নিবেদনে ॥ ৪৪০৮
সদয় হইয়্যা যাজ কৈল অঙ্গীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে প্রসূতকুমার ॥ ৪৪০৯
রাণী সহ ব্রত আরম্ভিল নৃপবর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে জন্ম হইল কোঙর ॥ ৪৪১০
অগ্নিবর্ণ ধরে বীর হাথে ধনুঃ শর।
অঙ্গেতে কবচ ধরে মাথাএ টোপর ॥ ৪৪১১
সব্য হস্তে ধরে খড়্গ লোকে মনোহর।
পুত্রে দেখি আনন্দিত পঞ্চালঈশ্বর ॥ ৪৪১২
তবে সেই যজ্ঞ হৈতে কন্যার উৎপতি।
জন্মমাত্রে দশ দিগ করিল দীপতি ॥ ৪৪১৩

নীলোৎপল আভা অঙ্গ অমরবর্ণনী।
নিষ্কলঙ্ক আভা অঙ্গ পীনঘনস্তনী ॥ ৪৪১৪
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ববাঞ্ছিত ॥ ৪৪১৫
কন্যা পুত্র দুই জন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেন কালে আকাশেতে শূন্যবাণী হৈল ॥ ৪৪১৬
এই কন্যা জন্ম হৈল ভার নিবারণে।
এহা হৈতে ক্ষেত্রি সব হইব নিধনে ॥ ৪৪১৭
কুরুবংশে ভয় হৈব এ কন্যা হইতে।
এই পুত্রজন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে ॥ ৪৪১৮
এতেক আকাশবাণী স্তুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পঞ্চালের গণ ॥ ৪৪১৯
জত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিষাদ ॥ ৪৪২০
কন্যা পুত্র নাম তবে দিল ততক্ষণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম রাজা দিলেন তখন ॥ ৪৪২১
কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি নাম থুইল নন্দিনী।
দ্রুপদ রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী ॥ ৪৪২২
সেই কন্যা স্বয়ম্বর কৈলা নৃপবর।
পৃথিবীর আল্য জত রাজার কুঙর ॥ ৪৪২৩
দ্বিজমুখে এতেক স্তুনিঞা সমাচার।
জাইবারে উদ্বেগ হইল সভাকার ॥ ৪৪২৪
পুত্রগণমন বুঝি ভোজের নন্দিনী।
সভাকার প্রতি দেবী বলেন আপনি ॥ ৪৪২৫
বহু কাল হৈল ইথে করিতে বসতি। [১২৩]
এক ঠাঞি বহু কাল না শোভএ স্থিতি ॥ ৪৪২৬
পূর্ব্বমত ভিক্ষা এথা না মিলে এখন।
বড় দয়াবান্ বটে পঞ্চালরাজন ॥ ৪৪২৭
চল জাব তথাকারে জদি লয় মন।
স্তুনিঞা স্বীকার কৈল সব ভ্রাতৃগণ ॥ ৪৪২৮
পুত্র সহ কুন্তী দেবী করিল বিচার।
হেন কালে আল্যা সত্যবতীর কুমার ॥ ৪৪২৯

ব্যাস দেখি প্রণমিলা ভোজের কুমারী।
পঞ্চ ভাই ব্যাসের চরণে নমস্করি ॥ ৪৪৩০
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসে সকল।
যুধিষ্ঠির নিবেদিল সকল মঙ্গল ॥ ৪৪৩১
তবে মুনি বলে স্তুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা স্বয়ম্বর ॥ ৪৪৩২
পৃথিবীতে বৈসে জত রাজরাজেশ্বর।
স্বয়ম্বরে আইলা সভে পঞ্চাল নগর ॥ ৪৪৩৩
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে কার নাহিক শকতি ॥ ৪৪৩৪
অর্জ্জুন কাটিব লক্ষ্য সভার ভিতরে।
পঞ্চালের কন্যাপ্রাপ্তি হইব তোমারে ॥ ৪৪৩৫
শীঘ্রগতি চল তথা না কর বিলম্ব।
চিরদিন হল্য স্বয়ম্বরের আরম্ভ ॥ ৪৪৩৬
এত বলি ব্যাসদেব করাল্য প্রস্থান।
কুন্তী সহ পঞ্চ ভাই করিল পয়ান ॥ ৪৪৩৭
অন্তর্ধান হৈআ গেলা মুনি মহাশয়।
উত্তর মুখেতে জায় পাণ্ডুর তনয় ॥ ৪৪৩৮
দিবা নিশি পথ বাহে নাহিক বিশ্রাম।
নানা দেশ নদ নদী লঙ্ঘিলেন গ্রাম ॥ ৪৪৩৯
আগে জায় পার্থ বীর ঘোর নিশাকাল।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি উজ্জ্বল ॥ ৪৪৪০
কথো দিনে উত্তরিলা জাহ্নবীর তীরে।
ভার্য্যা সহ গন্ধর্ব্ব বিহরে গঙ্গাতীরে ॥ ৪৪৪১
পাণ্ডবের শব্দ পায়্যা বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মানুষ হইয়া ॥ ৪৪৪২
গঙ্গাপ্রয়াগমধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি এথা কেহো নাহি রয় ॥ ৪৪৪৩
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিচাশ ভূতগণ।
নিশাঅধিকারী হয় এই সর্ব্বজন ॥[১২৪ক]৪৪৪৪
পার্থ বলে শাস্ত্র নাঞি স্তুনহ দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নান কিবা দিবা রাতি ॥ ৪৪৪৫
গঙ্গার মহিমা নাহি জান মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকনন্দা ভূমে ভাগীরথী ॥ ৪৪৪৬
পিতৃলোকে বৈতরণী অধো ভোগবতী।
অকাল সকাল নাঞি স্তুন রে দুর্ম্মতি ॥ ৪৪৪৭
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ কর রে অজ্ঞানে।
এহার উচিত ফল পাবে মোর স্থানে ॥ ৪৪৪৮
অর্জ্জুনের বোলে কোপে গন্ধর্ব্বঈশ্বর।
ধনু টঙ্কারিআ [এড়ে] সর্প হেন শর ॥ ৪৪৪৯
হাথেতে আছিল উল্কা ইন্দ্রের নন্দন।
উল্কা ফিরাইআ কৈল অস্ত্র নিবারণ ॥ ৪৪৫০
ডাকিআ অর্জ্জুন বলে স্তুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্রবলেতে করিতেছিলি গর্ব্ব ॥ ৪৪৫১
তোর বাণ নিবারিল সহ মোর বাণ।
এই অস্ত্র পূর্ব্বে দিলা দ্রোণাচার্য্য নাম ॥ ৪৪৫২
গুরু দ্রোণাচার্য্য বাণ দিলেন আমারে ॥
এড়িলাঙ অস্ত্র এই রাখ আপনারে ॥ ৪৪৫৩
এত বলি ধনঞ্জয় অগ্নিঅস্ত্র এড়ি।
অগ্নিঅস্ত্রে গন্ধর্ব্বের রথ গেল পুড়ি ॥ ৪৪৫৪
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছু খেদি অর্জ্জুন চুলেতে ধরে গিআ ॥ ৪৪৫৫
স্বামীর অবস্থা দেখি সঙ্কটসময়।
নারীগণ গেলা যথা ধর্ম্মের তনয় ॥ ৪৪৫৬
গন্ধর্ব্বের নারী সেই কুম্ভ নাম ধরে ॥
যুধিষ্ঠিরপাএ ধরি নিবেদন করে ॥ ৪৪৫৭
সাধুজনশ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মঅবতার।
তোমার কৃপাতে দুস্থ খণ্ডিব সভার ॥ ৪৪৫৮
পরম সঙ্কট হৈতে কর পরিত্রাণ।
সহস্র সতিনী মোরা পতি দেহ দান ॥ ৪৪৫৯
নারীগণক্রন্দন স্তুনিঞা পাণ্ডুপতি।
অর্জ্জুনেরে আজ্ঞা কৈল ছাড় শীঘ্রগতি ॥ ৪৪৬০
ধর্ম্মের পাইআ আজ্ঞা ছাড়িল অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলএ তবে বিনয়বচন ॥ ৪৪৬১

মোর প্রাণদান তুমি দিলে মহাশয়।
করিব তোমার প্রীত জে উচিত হয় ॥ ৪৪৬২
অদ্ভুত রাক্ষসী বিদ্যা আছে মোর স্থানে।
এ বিদ্যা থাকিতে লোক দেখি সর্ব্বজনে ॥ ৪৪৬৩
এই বিদ্যা দিল পূর্ব্বে বিশ্বাবসুকরে।
বিশ্বাবসু কৃপা করি দিলেন আমারে ॥ ৪৪৬৪
মনুষ্যে অধিক আমি এই বিদ্যা হৈতে। [১২৪]
এই বিদ্যা দিব আমি তোমার পিরিতে ॥ ৪৪৬৫
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে এ অস্ত্র মারিল।
অসুরের মুণ্ড অস্ত্র তখনি হই[রি]ল ॥ ৪৪৬৬
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি।
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে বজ্র তার সেই ॥ ৪৪৬৭
অর্জ্জুন বলিলা তুমি হারিলে সমরে।
তোমা হৈতে লব অস্ত্র না রুচে আমারে ॥ ৪৪৬৮
তামার পুরুষক্রান্তি জানিএ তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে ॥ ৪৪৬৯
তত্রাপি রুন্ধিল অস্ত্রে আমার বিষয়।
বিশেষে স্ত্রী সহ মোর ক্রীড়ার সময় ॥ ৪৪৭০
আর জত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
সসৈন্যে সংহার সেই মোর শরানলে ॥ ৪৪৭১
পুরোহিত দ্বিজে দেখ আগেতে করিআ।
গৃহে হৈতে বাহিরায় প্রস্থান করিআ ॥ ৪৪৭২
সকল মঙ্গল তার যথাকারে জায়।
তাহারে হিংসিতে শক্তি নাহিক আমায় ॥ ৪৪৭৩
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী তুমি পঞ্চ জন।
আমারে জিনিতে শক্তি হৈল তেকারণ ॥ ৪৪৭৪
মোর বোল তাপত্য সুনহ একমনে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের বিহনে ॥ ৪৪৭৫
আপন মঙ্গল বাঞ্ছা করে জেই জন।
কভু না লঙ্ঘিব পুরোহিতের বচন ॥ ৪৪৭৬
সহজে পুরের হিত সদা হিতকারী।
পুরোহিত তেজিলেন ইন্দ্র অধিকারী ॥ ৪৪৭৭

অর্জ্জুন বলেন সুন গন্ধর্ব্বঈশ্বরে।
তাপত্য বলিআ কেন বলিলে আমারে ॥ ৪৪৭৮
জননী আমার কুন্তী আছএ সংহতি।
তাপত্য বলিআ কহ কেবা সে তাপতী ॥ ৪৪৭৯
গন্ধর্ব্ব কহিল সুন এহার কথন।
তব পূর্ব্ববংশকথা সুন দিআ মন ॥ [১২৫ক] ৪৪৮০
এই ত সূর্য্যের কন্যা হইল তাপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তার সম নাঞি রূপবতী ॥ ৪৪৮১
যৌবন সময়ে তার দেখি দিনকর।
চিন্তিত হইলা তার নাঞি যোগ্য বর ॥ ৪৪৮২
তোমার উপরবংশ রাজা সম্বরণ।
অনুবধি করে রাজা সূর্য্যের সেবন ॥ ৪৪৮৩
সেবাএ করিল তুষ্ট অষ্ট লোকপাল।
উপবাস নিয়ম করিল চিরকাল ॥ ৪৪৮৪
তার রূপ গুণে তুষ্ট হৈলা দিনকর।
মনে চিন্তা করিল তাপতীযোগ্য বর ॥ ৪৪৮৫
তবে কথো দিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেলা অরণ্য ভিতর ॥ ৪৪৮৬
একাএকি অশ্বে চড়ি ভ্রমেন কাননে।
বহু শ্রমে অশ্ব মৈল জলের বিহনে ॥ ৪৪৮৭
অশ্বহীনে পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিগ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর ॥ ৪৪৮৮
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতপুতলী জেন কাঞ্চনপ্রতিমা ॥ ৪৪৮৯
কন্যার রূপের তেজে দীপ্ত করে গিরি।
দেখিআ নৃপতি চিত্তে আপনা পাসরি ॥ ৪৪৯০
সফল আপন জন্ম বলে নৃপবর।
হেন রূপ নাঞি দেখি চক্ষুর গোচর ॥ ৪৪৯১
ত্রিভুবনরূপ কিবা বিধাতা মন্থিল।
সভাকার শ্রেষ্ঠ করি এহাকে নির্ম্মিল ॥ ৪৪৯২
স্তকিত হইআ রাজা করে নিরীক্ষণ।
চিত্রের পুতলী জেন না স্ফুরে বচন ॥ ৪৪৯৩

কথো ক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদু ভাষে।
মদনে পীড়িত হৈআ গেলা কন্যা পাশে॥ ৪৪৯৪
রাজা বলে কহ সুনি মন্মথমোহিনি।
নির্জ্জন কাননে কেন ভ্রম একাকিনী॥ ৪৪৯৫
যুগল রাতুল পদ্মযুগ্ম পদ চারু।
তাহাতে স্থাপন তব যুগ্ম রম্ভাউরু॥ ৪৪৯৬
অতুল যুগল কুচ কন্দর্পকলস।
ভুজঙ্গ যুগল ভুজ জঘন কলস॥ ৪৪৯৭
অনিন্দিত অঙ্গ কন্যা দেখিএ তোমার।
পরশিতে বাঞ্ছা করে রত্ন অলঙ্কার॥ ৪৪৯৮
না তুমি দেবকন্যা না তুমি অপ্সরী। [১২৫]
নাগিনী মানুষী নহ না তুমি কিন্নরী॥ ৪৪৯৯
কত দেখিআছি চক্ষে সুনিঞাছি কর্ণে।
এমত অদ্ভুত নাঞি কহে কোন জনে॥ ৪৫০০
কে তুমি কাহার কন্যা কহ শশিমুখি।
কে তুমি পর্ব্বতমাঝে আছহ একাকী॥ ৪৫০১
চাতকের প্রায় মোর কর্ণে করি আশা।
তৃপ্ত কর কর্ণ মোর কহ সত্যভাষা॥ ৪৫০২
এ বিধি অনেক মত নৃপতি বলিল।
কিছু না বলিআ কন্যা অন্তর্ধান হৈল॥ ৪৫০৩
মেঘের ভিতর জেন বিদ্যুত লুকায়।
উন্মত্ত হইআ রাজা চারি পানে চায়॥ ৪৫০৪
কন্যা না দেখিআ রাজা হরিল চেতন।
ভূমে গড়াগড়ি জায় রাজা সম্বরণ॥ ৪৫০৫
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিআ তপতী রাজার প্রতি বৈল॥ ৪৫০৬
কি কারণে অচেতন হৈলে নরবর।
উঠ উঠ নরপতি জাহ নিজ ঘর॥ ৪৫০৭
কন্যার এতেক রাজা সুনিঞা বচন।
মৃত শরীরেতে জেন পাইল চেতন॥ ৪৫০৮
চেতন পাইআ রাজা উর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে কন্যা দেখি বিদ্যুতের প্রায়॥ ৪৫০৯
রাজা বলে কামশরে ঘারিল শরীর।
বহু মতে শান্ত হই মনে নহে স্থির॥ ৪৫১০
তোমার বদন দেখি অন্য নাঞি মনে।
গরলে ব্যাপিল জেন ভুজঙ্গদংশনে॥ ৪৫১১
তোমা বিনু অন্য দেখি রাখিমু জীবনে।
কদাচিত নহে এই ইচ্ছব মরণে॥ ৪৫১২
মৈল প্রাণ পাইল পুন তোমার বচনে।
অনুকম্পা হৈল মোরে হেন লয় মনে॥ ৪৫১৩
কৃপা করি দয়া মোরে হইল তোমার।
পিতারে প্রার্থনা তুমি করহ আমার॥ ৪৫১৪
মোর পরিচয় [১২৬ক] তোরে দিএ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা নাম আমি ধরিএ তপতী॥ ৪৫১৫
তপঃক্লেশে ব্রত কর সূর্য্য আরাধন।
সূর্য্য দিলে মোরে তুমি পাইবে রাজন॥ ৪৫১৬
এত বলি তপতী হইলা অন্তর্ধান।
পুন পড়ে নরপতি হইআ অজ্ঞান॥ ৪৫১৭
এথা রাজমন্ত্রিগণ রাজসেনা লৈআ।
ভ্রমেন সকল বন রাজারে চাহিআ॥ ৪৫১৮
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়ি আছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর॥ ৪৫১৯
শীতল সলিলে সিঞ্চে জত মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল তবে করিআ যতন॥ ৪৫২০
চেতন পাইআ রাজা চারি দিগে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল রায়॥ ৪৫২১
কন্যার ভাবনা বিনু অন্য নাঞি মনে।
বিদায় করিল রাজা সর্ব্বসৈন্যগণে॥ ৪৫২২
বৃদ্ধ মন্ত্রী একজন রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি॥ ৪৫২৩
উর্দ্ধবাহু অধোমুখে সদা উপবাসে।
একচিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে॥ ৪৫২৪
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ॥ ৪৫২৫

াইলা বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরণে।
পতির ক্লেশ মুনি চিন্তে মনে মনে॥ ৪৫২৬
তপতী কারণে তপ মুনিবর জানে।
এত ভাবি মুনিরাজ চিন্তিল তখনে॥ ৪৫২৭
অন্তরীক্ষে উঠি গেলা আকাশমণ্ডল।
দ্বিতীয় ভাস্কর জেন দেখি মুনিবল॥ ৪৫২৮
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয় জানাইল আপনার নাম॥ ৪৫২৯
ভাস্কর বলিল মুনি কহ সমাচার।
কোন প্রয়োজনে আইলে নিলয়ে আমার॥ ৪৫৩০
কোন কার্য্য অভিলাষ কহ মুনিবরে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে॥ ৪৫৩১
পুন প্রণমিঞা মুনি বলে জোড়করে।
মোর এই নিবেদন তোমার গোঁচরে॥[১২৬]৪৫৩২
ভরথবংশের রাজা নাম সম্বরণ।
রূপে গুণে আতুল বিখ্যাত ত্রিভুবন॥ ৪৫৩৩
তোমার সেবনে রাজা বড় অনুরত।
চিরকাল সম্বরণ তোমার পালিত॥ ৪৫৩৪
তাহার বরণ হেতু তোমার আত্মজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রীঅনুজা॥ ৪৫৩৫
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে উত্তম।
এই হেতু জেই আজ্ঞা কর বিহঙ্গম॥ ৪৫৩৬
ভাস্কর বলিল তুমি মুনিতে প্রধান।
ক্ষেত্রিকুলে নাহি সম্বরণের সমান॥ ৪৫৩৭
তপতী নামেতে কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ হয় তুমি তিন জনা॥ ৪৫৩৮
তোমার বচন কভু না করিব আন।
তপতী কন্যারে দিল সম্বরণে দান॥ ৪৫৩৯
এত বলি কন্যা লৈআ কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈআ মুনিরাজ করিল গমন॥ ৪৫৪০
তপতী দেখিয়া তপ তেজে নৃপবর।
বশিষ্ঠেরে স্তব করে জোড় করি কর॥ ৪৫৪১

তবে ঋষিরাজ দুহাঁ বিভা করাইল।
রাজারে রাখিআ মুনি নিজাশ্রমে গেল॥ ৪৫৪২
বশিষ্ঠে মাগিআ আজ্ঞা রাজা সম্বরণ।
তপতী লইআ রাজা রহে সেই বন॥ ৪৫৪৩
জেই মন্ত্রী আছিলেন রাজার সংহতি।
তারে রাজ্যভার দিআ পাঠাল্য নৃপতি॥ ৪৫৪৪
বিহার করেন রাজা পর্ব্বত উপর।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসর॥ ৪৫৪৫
এথাএ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল॥ ৪৫৪৬
বৃক্ষ আদি জত শস্য গেল ভস্ম হৈআ।
অশ্ব গজ পক্ষ জত মরিল পুড়িয়া॥ ৪৫৪৭
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হৈল ডাকাচুরি।
মরিল অনেক লোক অর্ণ পরিহরি॥ ৪৫৪৮
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
মহামুনি বশিষ্ঠ আইলা কথো দিনে॥ ৪৫৪৯
রাজ্যভঙ্গ দেখিআ চিন্তিত মুনিবর।
রাজা আনিবারে গেলা[১২৭ক]পর্ব্বত উপর॥৪৫৫০
বার্ত্তা পায়্যা অনুতাপ করিল রাজনে।
তপতী সহিত দেশে আল্যা সেই ক্ষণে॥ ৪৫৫১
দেশে আসি যজ্ঞ দান কৈল নৃপবর।
তবে বৃষ্টি কৈল তথা দেব পুরন্দর॥ ৪৫৫২
বহু শস্য জন্মিল আনন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার কৈল সম্বরণ॥ ৪৫৫৩
তপতী সহিত ক্রীড়া কৈল চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হইল কুরু মহীপাল॥ ৪৫৫৪
কুরুর জতেক কর্ম্ম না জায় লিখনে।
কুরুবংশ খ্যাত তব হৈল তে কারণে॥ ৪৫৫৫
পুরোহিত বশিষ্ঠের কৃপাতে রাজন।
ধর্ম্ম অর্থ কামপ্রাপ্তি পাইল রাজন॥ ৪৫৫৬
তপতীর গর্ভে জন্ম কুরু বলধর।
জার বংশে জন্ম তুমি পঞ্চ সহোদর॥ ৪৫৫৭

তাপত্য বলিআ তেঞি বলিল তোমারে।
তব পূর্ব্বকথা এই খ্যাত চরাচরে ॥ ৪৫৫৮
সুনিঞা হরিষ হৈলা পার্থ ধনুর্দ্ধরে।
পুন জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্বঈশ্বরে ॥ ৪৫৫৯
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥ ৪৫৬০
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
বড়ই অপূর্ব্ব এই কথা পুরাতনে ॥ ৪৫৬১
সঙ্গীত নাহিক বুঝে সাধারণ জনে।
ভাষাকথা কহি আমি তথির কারণে ॥*॥ ৪৫৬২

[৬৮]

পরিক্ষিতস্থুত বলে স্থন মহামুনি।
ব্রহ্মবধে তব ভাষে তরিলাম আমি ॥ ৪৫৬৩
তোমার সাক্ষাতে বলি জোড় করি পাণি।
বিস্তার করিআ কহ স্থন মহামুনি ॥ ৪৫৬৪
বৈশম্পায়ন বলে স্থন ধরাধর।
একমনে স্থন সভে ব্যাসের উত্তর ॥ ৪৫৬৫
পিতামহে কৃপাতে রাখিল মহামুনি।
কেবা সে বশিষ্ঠ কহ তাঁর কথা সুনি ॥ ৪৫৬৬
গন্ধর্ব্ব বলিল স্থন মোর নিবেদন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না জায় কথন ॥ ৪৫৬৭
কাম ক্রোধ জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সে মুনির চরণে ॥ [১২৭] ৪৫৬৮
বিশ্বামিত্র বহু তারে ক্রোধ করাইল।
তত্রাপি তাহারে মুনি কিছু না বলিল ॥ ৪৫৬৯
অর্জ্জুন বলিল স্থন গন্ধর্ব্বরাজন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ ॥ ৪৫৭০
গন্ধর্ব্ব কহিল কথা পূর্ব্বপুরাতন।
কোনজ দেশেতে গাধি নামেতে রাজন ॥ ৪৫৭১
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুণযুত।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে ভুবনে অদ্ভুত ॥ ৪৫৭২
এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিলা মৃগয়া কারণ ॥ ৪৫৭৩
মারিল অনেক পশু বনের ভিতরে।
মৃগয়াতে শ্রান্ত বড় হৈলা নৃপবরে ॥ ৪৫৭৪
ক্ষুধাএ পীড়িত হৈআ বড় পাইলা শ্রম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মুনির আশ্রম ॥ ৪৫৭৫
মনোহর স্থান দেখি হৈলা হৃষ্টমন।
উত্তরিলা যথায় বশিষ্ঠ তপোধন ॥ ৪৫৭৬
রাজা দেখি পাদ্য অর্ঘ্য দিলা মুনিবর।
অতিথিবিধানে পূজা কৈল বহুতর ॥ ৪৫৭৭
রাজার জতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত দেখি।
নন্দিনী গাভীরে মুনি কহিলেন ডাকি ॥ ৪৫৭৮
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
জেই জাহা চাহে তোষ করহ সভার ॥ ৪৫৭৯
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পায়্যা স্থরভিনন্দিনী।
তাহার জতেক কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী ॥ ৪৫৮০
হুঙ্কারে জতেক দ্রব্য করিল সৃজন।
লেহ্য চর্ব্ব্য চোষ্য পেয় নানা রত্নধন ॥ ৪৫৮১
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন ॥ ৪৫৮২
জেই জাহা ইচ্ছে তাহা পায় ততক্ষণ।
পরম আনন্দ হৈল সর্ব্বসৈন্যগণ ॥ ৪৫৮৩
গাভীর দেখিআ কর্ম্ম বিস্ময় রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বৈল গাধির নন্দন ॥ ৪৫৮৪
এই গাভী মুনিরাজ আজ্ঞা কর মোরে।
এক কোটি গাভী দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুরে ॥ ৪৫৮৫
নতুবা সকল রাজ্য লেহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক জত সৈন্যগণ ॥ ৪৫৮৬
মুনি বলে এ দ্রব্য নাহিক প্রয়োজনে। [৪৫৮৭]
দেবতা অতিথি [১২৮ক] হেতু আছে মোর স্থানে।
রাজা বলে মুনি তুমি জাতিএ ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন ॥ ৪৫৮৮

সব দ্রব্য মুনি নৃপতিরে সাজে।
করিবে তুমি ইহা থাকি বনমাঝে ॥ ৪৫৮৯
াভী জদি নাঞি দিবে আপন ইচ্ছায়।
াশ্চএ লইব গাভী কহিল তোমায় ॥ ৪৫৯০
াগিলে না দিবে তুমি লয়্যা জাব বলে।
ক্ষত্রিধর্ম্ম আমার লইব বলে ছলে ॥ ৪৫৯১
নি বলে রাজা তুমি অধিকারী দেশে।
লিষ্ঠ ক্ষেত্রির সৈন্য বলিষ্ঠ বিশেষে ॥ ৪৫৯২
ত ইৎসা কর শীঘ্র না কর বিচার।
হজে তপস্বী দ্বিজ কি শক্তি আমার ॥ ৪৫৯৩
বে বিশ্বামিত্র বলে ডাকি সৈন্যগণে।
ামধেনু লৈঅা চল করিআ বন্ধনে ॥ ৪৫৯৪
নি জত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
লাইআ কামধেনু পিছে মারে বাড়ি ॥ ৪৫৯৫
হারে পীড়িল গাভী তবু নাহি জায়।
র্দ্ধমুখে সজলাক্ষে মুনি পানে চায় ॥ ৪৫৯৬
নি বলে নন্দিনি কি চাহ আমা ভিতে।
ামার জতেক দুস্থ দেখহ সাক্ষাতে ॥ ৪৫৯৭
পস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
লে তোমা লয় রাজা রাজ্যঅধিকারী ॥ ৪৫৯৮
বে রাজসৈন্যগণ গাভীকে লইয়া।
াগে লৈআ জায় তার গলে দড়ি দিয়া ॥ ৪৫৯৯
াভীকে ধরিআ লহে কান্দএ নন্দিনী।
াক দিয়া বলে গাভী হোর দেখ মুনি ॥ ৪৬০০
পরোধ কেন মুনি কর দুষ্ট লোকে।
ি করিব মুনি আজ্ঞা করহ আমাকে ॥ ৪৬০১
নি বলে তোমা আমি ত্যাগ নাঞি করি।
লে রাজা লৈআ জায় কি করিতে পারি ॥ ৪৬০
জ শক্তিবলে জদি পার থাকিবারে।
বে সে রাখিতে পারি কহিল তোমারে ॥ ৪৬০৩
নিরাজমুখে এত সুনি কামধেনু।
তিক্রোধে ভয়ঙ্কর বাড়াইল তনু ॥ ৪৬০৪

উর্দ্ধমুখ করি গাভী হাম্বা [১২৮] রবে ডাকে।
নানা জাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে ॥ ৪৬০৫
পল্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাথে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে ॥ ৪৬০৬
মুখেতে হইল বারি বহু ব্যাধগণ।
দুই পাসে হৈল বহু কিরাতজনম ॥ ৪৬০৭
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্যে দেখাদেখি হৈল মহারণ ॥ ৪৬০৮
বিশ্বামিত্রসৈন্যগণ জতেক আছিল।
একজন প্রতি তার দশ জন হৈল ॥ ৪৬০৯
সহিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্রসেনা।
রাজা বিদ্যমানে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা ॥ ৪৬১০
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
রাজসৈন্যে মুনিসৈন্য লঅ্যা জায় খেদি ॥ ৪৬১১
পলায় রাজার সৈন্য পাছু নাহি চায়।
বশিষ্ঠের সৈন্যগণ পাছু খেদি জায় ॥ ৪৬১২
বনের বাহির করি গাধির নন্দনে।
বাহুড়িআ সৈন্যগণ গেলা মুনি স্থানে ॥ ৪৬১৩
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির সদনে বড় পায়্যা অপমান ॥ ৪৬১৪
অদ্ভুত দেখিআ কর্ম্ম মনে অভিমানে।
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ মুনি জানিল এখনে ॥ ৪৬১৫
ধিক্ ক্ষেত্রি জাতি মোর ধিক্ রাজ্যপদে।
এক ঋষি তপস্বীর নারিল বিবাদে ॥ ৪৬১৬
এ প্রাণ রাখিআ মোর কোন প্রয়োজন।
তপস্যা করিআ আমি হইব ব্রাহ্মণ ॥ ৪৬১৭
ব্রাহ্মণ হইব কিম্বা জাউক পরাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র কৈল্য অনুমান ॥ ৪৬১৮
দেশে পাঠাইআ দিল সর্ব্বসেনাগণ।
তপস্যা করিতে গেলা গহন কানন ॥ ৪৬১৯
বিশ্বামিত্রতপকথা অদ্ভুত কথন।
জার তাপে তাপিত হইলা ত্রিভুবন ॥ ৪৬২০

গ্রীষ্মকালে চতুর্ভিতে জালিআ আগুনি।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকে নৃপমণি ॥[১২৯ক]৪৬২১
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র আহার পবন ॥ ৪৬২২
বর্ষাকালেতে জবে সদাই বরষে।
যোগাসন করি রাজা সদা তথা বৈসে ॥ ৪৬২৩
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপরে।
স্থাবর সদৃশ হৈঞা থাকে নৃপবরে ॥ ৪৬২৪
শীতকালে হীন বস্ত্র হয়্যা নিরাশ্রয়।
হেমন্ত পর্ব্বত যথা সদাশিব রয় ॥ ৪৬২৫
এই মত তপ দশ সহস্র বৎসর।
তবে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা দিতে আল্যা বর ॥ ৪৬২৬
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে মোরে করহ ব্রাহ্মণ ॥ ৪৬২৭
ব্রহ্মা বৈল বিশ্বামিত্র হয় ক্ষেত্রিজন্ম।
ক্ষেত্রি হৈঅ্যা বিপ্র হবে ডুষ্কর এ কর্ম্ম ॥ ৪৬২৮
অন্য বর চাহ তুমি জেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বৈল অন্যে নাহি প্রয়োজন ॥ ৪৬২৯
ব্রহ্মা বৈল আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ।
এখনে জে চাহ মোরে মাগহ রাজন ॥ ৪৬৩০
বিশ্বামিত্র বৈল আমি অন্য নাহি চাই।
কিবা প্রাণ জাকু কিবা ব্রহ্মতত্ত্ব পাই ॥ ৪৬৩১
এত শুনি প্রজাপতি করিল গমন।
পুন তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন ॥ ৪৬৩২
উর্দ্ধ ডুই বাহু করি উর্দ্ধমুখ হয়্যা।
এক পদঅঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া ॥ ৪৬৩৩
শুষ্ক কাষ্ঠবৎ অঙ্গ দেখি বরাবর।
কেবোল জাগএ প্রাণ মজ্জার ভিতর ॥ ৪৬৩৪
তার তাপে মহাতাপ পাল্য তিন লোকে।
ইন্দ্র আদি দেবে ভয় হইল সভাকে ॥ ৪৬৩৫
সহিতে না পারি ব্রহ্মা আল্যা আরবার।
ব্রহ্মা বৈল বর মাগ গাধির কুমার ॥ ৪৬৩৬

বিশ্বামিত্রে বৈল আমি মাগিআছি পুর্ব্বে।
ব্রাহ্মণ করহ মোরে জদি বর দিবে ॥ ৪৬৩৭
এড়াইতে না পারিলা সৃষ্টিঅধিকারী।
বিশ্বামিত্রগলে দিলা আপন উত্তরী ॥ ৪৬৩৮
বর দিআ প্রজাপতি করিলা গমন। [১২৯]
বিশ্বামিত্র মুনি হৈলা মহাতপোধন ॥ ৪৬৩৯
তপেতে সমান নাহি ক্রোধেতে শমন।
মনে সদা জাগে বশিষ্ঠের অপমান ॥ ৪৬৪০
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজি বুলে অনুক্ষণে ॥ ৪৬৪১
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা সর্ব্বগুণধাম।
পৃথিবীতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম ॥ ৪৬৪২
মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু মুনিরে করিল নিমন্ত্রিত ॥ ৪৬৪৩
বশিষ্ঠ বলিল কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥ ৪৬৪৪
মুনি না আইলা রাজা হল্যা ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬৪৫
বিশ্বামিত্রে সঙ্গে লঅ্যা আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্ত্রি বশিষ্ঠনন্দন ॥ ৪৬৪৬
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্ত্রি বলে পথ মোরে ছাড় দণ্ডধর ॥ ৪৬৪৭
রাজা বলে রাজপথ সর্ব্বলোকে জানে।
পথ ছাড় জাব আমি যজ্ঞের সদনে ॥ ৪৬৪৮
শক্ত্রি বলে বিপ্রপথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে জাইব তুরিত ॥ ৪৬৪৯
এই মত বলাবলি হল্য ডুই জনে।
কেহো না ছাড়িল পথ কোপিল ডুজনে ॥ ৪৬৫০
হাতেতে প্রবোধবাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনিঅঙ্গে রাজা করিল প্রহার ॥ ৪৬৫১
প্রহারে জর্জ্জর শক্ত্রি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধচক্ষে চাহিআ রহিল নৃপবরে ॥ ৪৬৫২

উত্তম কুলেতে জন্ম করিস অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা কর হইআ তুর্ম্মতি ॥ ৪৬৫৩
এই পাপে মোর শাপে হয় নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পুরুক উদর ॥ ৪৬৫৪
শাপ স্থনি ব্যস্ত হল্যা সৌদাসনন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয়বচন ॥ ৪৬৫৫
হেন কালে বিশ্বামিত্র পায়্যা অবসর।
স্থান ত্যাগ করিঅ্যা গেলেন মুনিবর ॥ ৪৬৫৬
রাক্ষসশরীরে রাজা হইলা অজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি[১৩০ক]হল্যা অন্তর্ধান ॥ ৪৬৫৭
সম্মুখে পাইআ শক্তি ধরিল রাজন।
পশু জেন ধরি ব্যাঘ্র করএ ভক্ষণ ॥ ৪৬৫৮
মোরে শাপ দিলে তুষ্ট ভুঞ্জ তার ফল।
এত বলি ঘাড় মড়া দিল মহাবল ॥ ৪৬৫৯
রক্ত পান করিয়্যা খাইল করিবর।
শক্তি মুনি খাঅ্যা মূর্ত্তি হল্য ভয়ঙ্কর ॥ ৪৬৬০
উন্মত্ত হইআ ফিরে বনের ভিতরে।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে ॥ ৪৬৬১
রাক্ষসে লইয়া সঙ্গে গেলা মুনিবর।
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কোঙর ॥ ৪৬৬২
একে একে দেখাইয়া দিল সর্ব্বজনে।
সভারে ধরিআ রাজা করিল ভক্ষণে ॥ ৪৬৬৩
বশিষ্ঠ আসিআ ঘরে দেখে শূন্যময়।
কাহারে না দেখি মুনি হইলা বিস্ময় ॥ ৪৬৬৪
ধ্যানেতে জানিল এত বিশ্বামিত্র কৈল্য।
শক্তি সহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল ॥ ৪৬৬৫
শত পুত্রশোকে মুনির দহেত শরীর।
মহাবীর্য্যমন্ত তবু হইলা অস্থির ॥ ৪৬৬৬
আপনার মরণ বাঞ্ছিল মুনিবর।
শোকাকুলে প্রবেশিলা সমুদ্র ভিতর ॥ ৪৬৬৭
মুনিরে দেখিআ সিন্ধু ছাড়ি গেলা কূলে।
মরণ নহিল মুনি সমুদ্রের জলে ॥ ৪৬৬৮
অতি উচ্চ পর্ব্বতে উঠিলা গিআ মুনি।
এথা হৈতে শোকাকুলে পড়িল্যা ধরণী ॥ ৪৬৬৯
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি।
তুলারাশি হেন মুনি জায় গড়াগড়ি ॥ ৪৬৭০
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিআ দাবানলমাঝ ॥ ৪৬৭১
যোজনপ্রমাণ অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে ॥ ৪৬৭২
তবে মুনি প্রবেশিলা অরণ্য ভিতর।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর ॥ ৪৬৭৩
বশিষ্ঠে দেখিআ সভে পলাইয়্যা জায়।
হেন মতে কৈল মুনি অনেক উপায় ॥ ৪৬৭৪
মরণ নহিল মুনির ভ্রমিঞা সংসার।
কথো দিনে মুনি গৃহে আল্য আপনার ॥ ৪৬৭৫
এক শত পুত্র শূন্য দেখি মুনিবর।
পুন শোকে অবশ [১৩০] হইলা কলেবর ॥ ৪৬৭৬
চতুর্দ্দিগে অনুক্ষণ বেদ অধ্যয়ন।
নানা শাস্ত্র পঠন করেন ছাত্রগণ ॥ ৪৬৭৭
[এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি হয় চিত[১] ॥] ৪৬৭৮
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিলা দেশান্তর।
মরিতে উপায় মুনি করিল বিস্তর ॥ ৪৬৭৯
এক গোটা নদী দেখি গহন গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছএ কুম্ভীর ॥ ৪৬৮০
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা করে মুনি।
হেন কালে পশ্চাতে স্থনিল বেদধ্বনি ॥ ৪৬৮১
বিস্ময় হইআ মুনি উলটিঅ্যা চায়।
শক্তিভার্য্যা আচম্বিতে দেখিল তথায় ॥ ৪৬৮২

১। ছাপা বই হইতে এ দুই ছত্র গৃহীত।

জোড় হাথ করি বলে শক্তি্র বনিতা।
তোমার সঙ্গতি আমি আইলাম এথা ॥ ৪৬৮৩
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোন জন।
ষড়ঙ্গ বেদধ্বনি কৈল উচ্চারণ ॥ ৪৬৮৪
শক্তি্র কণ্ঠের প্রায় স্থনিলাঙ স্বর।
এত্ত স্থনি বলে দেবী বিনয় মধুর ॥ ৪৬৮৫
শক্তি্র নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে ॥ ৪৬৮৬
এত স্থনি বশিষ্ঠ হইলা হৃষ্টমন।
বংশ আছে বলি নিবর্ত্তিলা তপোধন ॥ ৪৬৮৭
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিলা মুনিবর।
হেন কালে ভেটিলা রাক্ষস নরবর ॥ ৪৬৮৮
নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু মারি পূর্ণিত উদর ॥ ৪৬৮৯
নৃপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ॥ ৪৬৯০
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাথে কাষ্ঠদণ্ড।
দ্বিতীয় প্রহরে জেন প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ ৪৬৯১
নিকটে আইল মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
দেখিআ অদ্ভুত মুনি কাপে থর থর ॥ ৪৬৯২
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে স্থন মহাশয়।
মৃত্যুরূপ দেখি হেন রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥ ৪৬৯৩
রাক্ষসের হাথে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনে রাখে ইথে নাহি অন্য জন ॥ ৪৬৯৪
বশিষ্ঠ বলিল বধূ না করিহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয় ॥ ৪৬৯৫
এত্তেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে জায় দশন বিকটে ॥ ৪৬৯৬
মুনির হুঙ্কারেতে রহিল কথো দূরে। [১৩১ক]
কমণ্ডলুজল মুনি দিল তার শিরে ॥ ৪৬৯৭
রাক্ষসের অঙ্গ হৈতে হইল বাহির।
রাহু হৈতে মুক্ত জেন হইল মিহির ॥ ৪৬৯৮

পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ॥ ৪৬৯৯
অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপে নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ॥ ৪৭০০
মুনি বলে চল রাজা অযোধ্যা নগরে।
কদাচিত অমান্য না করিহ দ্বিজেরে ॥ ৪৭০১
রাজা বলে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী হব যাবৎ কলেবর ॥ ৪৭০২
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সৌদাসনন্দন।
হেন কর মোরে নাঞি নিন্দে কোন জন ॥ ৪৭০৩।
এত বলি নৃপতি মুনির আজ্ঞা পায়্যা।
অযোধ্যা-নগরে পুন রাজা হৈলা গিয়া ॥ ৪৭০৪
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইলা নিজ ঘর।
কথো দিনে জন্ম হৈলা মুনি পরাশর ॥ ৪৭০৫
পৌত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি স্নেহে মুনিরাজ যতনে পুষিল ॥ ৪৭০৬
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা বলি নিজ মনে বশিষ্ঠেরে জানি ॥ ৪৭০৭
এক দিন পরাশর মাএর গোচরে।
বাপ বাপ বলিআ ডাকিল বশিষ্ঠেরে ॥ ৪৭০৮
দেখি অদৃশ্যন্তী শোক হইল প্রচুর।
রোদন করিআ পুত্রে বলেন মধুর ॥ ৪৭০৯
বাপ নাঞি পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে বাপ বলি ডাক কি লাগিআ ॥ ৪৭১০
জেই কালে ছিলে তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বাপু খাল্য নিশাচরে ॥ ৪৭১১
মাএর মুখেতে স্থনি এতেক বচন।
বিশেষে মাএর স্থনি শোকের ক্রন্দন ॥ ৪৭১২
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন।
কি করিব মনেতে চিন্তিএ তপোধন ॥ ৪৭১৩
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের স্থানে মোর সংহারিল পিতা ॥ ৪৭১৪

াজি তার সব সৃষ্টি করিব নিধন।
এ তিন ভুবনে না রাখিব একজন ॥ ৪৭১৫
এত জদি মনে কৈল শক্তি্র কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল জে এ সব সমাচার ॥ ৪৭১৬
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে তাত তুমি কারে কর ক্রোধ ॥ ৪৭১৭
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম এই নহেত উচিত। [১৩১]
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥ ৪৭১৮
নানা যজ্ঞ দান রাজা কৈল অপ্রমিত।
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত ॥ ৪৭১৯
কর্ম্ম অনুসারে শক্তি্র হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর কি কারণ ॥ ৪৭২০
তাহার শকতি তারে পারে মারিবারে।
কর্ম্ম অনুসারে ফল ভুঞ্জএ সংসারে ॥ ৪৭২১
ক্রোধ শান্ত হয় তাত তত্ত্বে দেহ মন।
কারণে সৃষ্টি কেন করিবে নিধন ॥ ৪৭২২
র্ব্বের বৃত্তান্ত সুন কহিএ তোমারে।
ৃত্তবীর্য্য বলি ছিল এক নরবরে ॥ ৪৭২৩
র্ব্বধন দিআ রাজা গেলা স্বর্গবাসে।
নহীন হৈল জেই রাজা হৈল দেশে ॥ ৪৭২৪
ভৃগুবংশ দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
াগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া ॥][1] ৪৭২৫
য়েতে ব্রাহ্মণগণ বলিল বচন।
তার গৃহে জত আছে দিবে সব ধন ॥ ৪৭২৬
এত বলি ছাড়িল সকল দ্বিজগণে।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজনে ॥ ৪৭২৭
ভয়েতে সকল দ্বিজ ধন আনি দিল।
কেহো কেহো কথো ধন পুতিআ রাখিল ॥ ৪৭২৮
কথো ধন দিল লৈআ রাজার গোচর।
অল্প ধন দেখিআ রুষিল নৃপবর ॥৪৭২৯

অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন।
ঘরের ভিতরে পুতি ছিল জত ধন ॥ ৪৭৩০
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িলেক গিআ।
বাহির করিল ধন জে ছিল পুতিয়া ॥৪৭৩১
ধন দেখি ক্রোধ হৈল জত ক্ষেত্রিগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন ॥ ৪৭৩২
হাথে খড়্গ করিআ জতেক রাজবল।
জতেক ব্রাহ্মণগণে কাটিল সকল ॥ ৪৭৩৩
বাল যুবা বৃদ্ধ দ্বিজ জতেক আছিল।
দুগ্ধের বালক আদি সকল মারিল ॥ ৪৭৩৪
গর্ব্ভবতীর গর্ব্ভ জত চি[রি]ল উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর ॥ ৪৭৩৫
মহাকলরব হৈল ব্রাহ্মণনগরে।
স্ত্রী পুত্র লইআ দ্বিজ জায় দেশান্তরে ॥ ৪৭৩৬
এক বিপ্রপত্নী সে আছিল গর্ব্ভবতী। [১৩২ক]
স্বামিবংশ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী ॥ ৪৭৩৭
উদর হইতে গর্ব্ভ উরেতে থুইআ।
ক্ষেত্রিগণভয়ে দেবী জায় পলাইআ ॥ ৪৭৩৮
জতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
জাইতে না হল্য শক্তি পূর্ণগর্ব্ভভরে ॥ ৪৭৩৯
মহাভয়ে প্রসব হইলা সেইখানে।
দশ সূর্য্য সম তেজ ধরএ নন্দনে ॥ ৪৭৪০
দৃষ্টমাত্র ক্ষেত্রিগণ সব অন্ধ হৈল।
কথ কথ ক্ষেত্রিগণ ভস্ম হয়্যা গেল ॥ ৪৭৪১
পিতৃপিতামহ সব হইল সংহার।
মহা ক্রোধ হৈল ঔর্ব্ব ভৃগুর কুমার ॥ ৪৭৪২
মহাদুষ্ট ক্ষেত্রিগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজ করিল সংহার ॥ ৪৭৪৩
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিল তখন।
এই হেতু নাশ করিমু ক্ষেত্রিগণ ॥ ৪৭৪৪

১। এই দুই ছত্র ছাপা বই হইতে নিলাম।

এত চিন্তি তপস্যা করএ ভৃগুবর।
অনাহারে তপ ষাটি সহস্র বৎসর ॥ ৪৭৪৫
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন ॥ ৪৭৪৬
দেবগণ মেলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল পিতৃগণ ॥ ৪৭৪৭
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ ॥ ৪৭৪৮
আমা সভা হেতু দুস্খ না ভাব অন্তরে।
আমা সভা মারিবারে কার শক্তি পারে ॥ ৪৭৪৯
কাল উপস্থিত হৈল দৈবের লিখন।
তে কারণে ক্ষেত্রিহাথে হইল নিধন ॥ ৪৭৫০
আপনার ভাব জানি ক্ষেমা দিল মনে।
হীনতপি হীনকর্ম্মী নহি কোন জনে ॥ ৪৭৫১
পিতৃগণবচনে বল্লেন ঔর্ব্ব মুনি।
জতেক কহিলে তাত আমি সব জানি ॥ ৪৭৫২
পূর্ব্বে আমি ক্রোধেতে করিল অঙ্গীকার।
তপস্যা করিআ সৃষ্টি করিমু সংহার ॥ ৪৭৫৩
বিশেষে ক্ষত্রিয়গণ কৈল অবিচার।
দুষ্টে শাস্তি নাঞি দিলে মজিব সংসার ॥ ৪৭৫৪
দুষ্ট লোকে সমুচিত ফল জদি নহে।
সংসারের জত লোক সেই পথে বহে ॥ ৪৭৫৫
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষেত্রিগণ।
অল্প দোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ ॥ ৪৭৫৬
জখন ছিলাঙ আমি জননীউদরে।
ক্ষেত্রিভয়ে গর্ব্ভ মাতা রাখিলেন উরে ॥ [১৩২]৪৭৫৭
আর জত ব্রাহ্মণী পাইআ গর্ব্ভবতী।
উদর চিরিআ মাল্য ক্ষেত্রি দুষ্টমতি ॥ ৪৭৫৮
অনাথের প্রায় করি. মারিল সভারে।
সে সব স্মঙরি মোর পরাণ বিদরে ॥ ৪৭৫৯
এই হেতু ক্রোধ মোর হইল আপার।
নিবর্ত্ত না হয় ক্রোধ না কৈলে সংহার ॥ ৪৭৬০
এত সুনি পিতৃগণ মধুর বচনে।
পুনরপি কহিতে লাগিলা সর্ব্বজনে ॥ ৪৭৬১
ক্রোধতুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
জপ তপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে ॥ ৪৭৬২
নিবর্ত্ত করিতে জদি নাহিক শকতি।
উপাএ কহিএ তবে সুন মহামতি ॥ ৪৭৬৩
ত্রৈলোক্যজনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনু মুহূর্ত্তেকে না জীএ সংসারে ॥ ৪৭৬৪
তে কারণে জলমধ্যে তেজ ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইব সকল ॥ ৪৭৬৫
ঔর্ব্ব বৈল না লঙ্ঘিব সভার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন ॥ ৪৭৬৬
অদ্যাপি মুনির ক্রোধে আনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিত্য পুড়ে সিন্ধুমাঝে ॥ ৪৭৬৭
বশিষ্ঠ কহিলা তাত পূর্ব্বের কাহিনী
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি ॥ ৪৭৬৮
এত সুনি পরাশর ক্রোধ শান্তাইল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥ ৪৭৬৯
রাক্ষস মোহর তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিমু নিধন ॥ ৪৭৭০
রাক্ষস বলিআ না থুইব পৃথিবীতে।
এত পরাশর মুনি দৃঢ় কৈল চিত্তে ॥ ৪৭৭১
বশিষ্ঠের শক্তিতে জে নহে নিবারণ।
রাক্ষসনিধন যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ॥ ৪৭৭২
পরাশরসত্রকথা অদ্ভুত কথন।
জেই যজ্ঞে হৈল সব রাক্ষস নিধন ॥ ৪৭৭৩
ত্রিধানল[১] পৃথ্বীমধ্যে বলে বেদবাণী।
পরাশর মুনি হৈল চতুর্থ আগুনি ॥ ৪৭৭৪

১। পুথিতে—'ত্রিধানল'

বদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
ঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস সংহার ॥ [১৩৩ক] ৪৭৭৫
জ্ঞের অনল গিআ ছুঞিল আকাশে।
ন্ত্র আকর্ষিআ জত আনএ রাক্ষসে ॥ ৪৭৭৬
গিরি সিন্ধু কানন নগর নদী গ্রাম।
প দ্বীপান্তর জত রাক্ষসের ধাম ॥ ৪৭৭৭
ক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে।
াহাকার কলরব করিআ শবদে ॥ ৪৭৭৮
ঞ্জ পুঞ্জ হয়্যা পড়ে অগ্নির উপরে।
্যাকুল হইআ কেহো কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ৪৭৭৯
হাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্করে।
পঞ্চ সপ্ত মুণ্ড কার অষ্ট দশ শিরে ॥ ৪৭৮০
বকট দশন কার লোমাবলী দেহে।
কূপ সম চক্ষুতে বহিছে ঘন লোহে ॥ ৪৭৮১
পর্ব্বতআকার কেহো জিহ্বা লহ লহ।
পুরিল উদর জেন দেখি শুক্র দেহ ॥ ৪৭৮২
কর্কট সিংহেতে জেন জলদ বরিষে।
লিখনে না জায় জত অনলে প্রবেশে ॥ ৪৭৮৩
দশ দিগ কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয়কালেতে জেন মজএ সংসার ॥ ৪৭৮৪
আকুল হইআ কেহো শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পএ তনু জায় গড়াগড়ি ॥ ৪৭৮৫
কেহো কেহো প্রবেশিল পর্ব্বতকোটরে।
কেহো প্রবেশিল গিআ সমুদ্র ভিতরে ॥ ৪৭৮৬
পরাশরযজ্ঞে হৈল রাক্ষস সংহার।
পৌলস্ত পাইল এ সকল সমাচার ॥ ৪৭৮৭
পৌলস্ত নামেতে মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জার সৃষ্টি হৈল সব নিশাচরগণ ॥ ৪৭৮৮
রাক্ষস হইল নাশ চিন্তে মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর ॥ ৪৭৮৯
বড় যশ উপার্জ্জিলে শক্ত্রির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলে নিধন ॥ ৪৭৯০
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হয়্যা কর হেন কর্ম্ম।
কোন শাস্ত্রে আছে হেন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥ ৪৭৯১
পৃথিবীতে দ্বিজ নাঞি তোমার বিচারে।
আর কেহো দ্বিজ পারা তপ নাহি করে ॥ ৪৭৯২
তোমার বিচারে শক্ত্রি ছিল হীন জন।
তে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে নিধন ॥ ৪৭৯৩
মৃত্যু বলি সংসারেতে বড় হবে আধি।
ত্রিভুবনে নাঞি দেখি তাহার ঔষধি ॥ ৪৭৯৪
শতেক বচ্ছরে কেহো সহস্র বৎসরে। [১৩৩]
শরীর ধরিলে হয় অবশ্য সংহারে ॥ ৪৭৯৫
সকল জানহ তুমি শাস্ত্রের বিচার।
জানিঞা এমত কেন কর দুরাচার ॥ ৪৭৯৬
বিশেষে আপন দোষে শক্ত্রির নিধন।
মহাক্রোধ কৈলে অল্প দোষের কারণ ॥ ৪৭৯৭
রাক্ষসের কোন দোষ বুঝিলে আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস বধ কৈলে কি কারণে ॥ ৪৭৯৮
জে কর্ম্ম করিলে তুমি দ্বিজমত নহে।
দ্বিজ ক্রোধ কৈলে রোষ কার শক্তি সহে ॥ ৪৭৯৯
ক্রোধ করি দ্বিজ জদি সংসার নাশিব।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিব ॥ ৪৮০০
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে।
হতশেষ জে আছে রক্ষহ রক্ষোগণে ॥ ৪৮০১
আমার বচন জদি চিত্তে নাহি লয়ে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে আপন পিতামহে ॥ ৪৮০২
বশিষ্ঠ কহিল সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেতে হইল তাত এ সব কাহিনী ॥ ৪৮০৩
অকারণে জীবহিংসা উপার্জ্জিলে পাপ।
এ সব করিলে কিবা পাবে পুনু বাপ ॥ ৪৮০৪
এত সুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহু যত্নে কৈল আজ্ঞা অনল নির্ব্বাণ ॥ ৪৮০৫
নিবর্ত্ত নহিল অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।
সঙ্কল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস সংহারে ॥ ৪৮০৬

আহুতি না পায়্যা অগ্নি প্রবেশিলা বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দাহনে॥ ৪৮০৭
গন্ধর্ব্ব বলিল সুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিল এ সব কথা পূর্ব্বপুরাতন॥ ৪৮০৮
বশিষ্ঠের ক্ষমা হেন নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্রে সঙ্ঘারিল শতেক কুমারে॥ ৪৮০৯
তত্রাপি তাহারে ক্রোধ না করিল মুনি।
যম হৈতে নিতে পারে তত্রাপি না আনি॥ ৪৮১০
কারণ বুঝিআ মুনি অতিক্ষমাবান।
নৃপতি কল্মাষপাদে পুত্র দিলা দান॥ ৪৮১১
জেবা জার হেতু হৈল শত পুত্র নাশে। [৪৮১২
তারে পুত্র দান কৈল আপন ঔরসে॥ [১৩৪ক]
অর্জ্জুন বলিল কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন॥ ৪৮১৩
একেতে পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম॥ ৪৮১৪
গন্ধর্ব্ব বলিল সুন তাহার কারণ।
শক্তি শাপে নিশাচর হইল রাজন॥ ৪৮১৫
ক্ষুধা তৃষ্ণা আকুল সদাই কলেবর।
ভক্ষ্য অনুসারে ফিরে বনের ভিতর॥ ৪৮১৬
হেন কালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিআ পলাইল দুই জন॥ ৪৮১৭
দেখিআ ব্রাহ্মণে গিআ ধরিল নৃপতি।
দেখিআ বিলাপ করে ব্রাহ্মণযুবতি॥ ৪৮১৮
কাতর হইআ বলে বিনয়বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাসনন্দন॥ ৪৮১৯
তব বাপ সশরীরে গেলা স্বর্গবাসে।
এমত করিতে রাজা তোমারে নাইসে॥ ৪৮২০
শক্তি শাপে তোমার হয়্যাছে ভ্রষ্ট জ্ঞান।
সচেতন হয় মোরে স্বামী দেহ দান॥ ৪৮২১
তোমার বংশেতে সভে দ্বিজসেবা করে।
ব্রাহ্মণের বধ না করিহ নরবরে॥ ৪৮২২
আজি মোর প্রথম হয়্যাছে ঋতুস্নান।
প্রথম যৌবনে নাঞি জাই স্বামিস্থান॥ ৪৮২৩
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈআছ জদি তুমি।
মোহোরে ভক্ষণ কর ছাড় মোর স্বামী॥ ৪৮২৪
এতেক কাকুতি জদি ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা তাহা না সুনিল॥ ৪৮২৫
ব্যাঘ্র জেন পশু ধরি করএ ভক্ষণ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত পান করিল রাজন॥ ৪৮২৬
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিঞা বনের কাষ্ঠ জালিল অনল॥ ৪৮২৭
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে নৃপে।
আরে দুষ্ট কুবিচারী সুন মোর শাপে॥ ৪৮২৮
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না দিলি মোর স্বামী।
এই মত নৈরাশ হইবে দুষ্ট তুমি॥ ৪৮২৯
স্ত্রী পরশিলে হব অবশ্য মরণ। [৪৮৩০
দিল তোরে শাপ আমি নহিব খণ্ডন॥ [১৩৪]
সূর্য্যবংশ কারণ কহিএ উপদেশে।
বংশরক্ষা হব তোর ব্রাহ্মণ ঔরসে॥ ৪৮৩১
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝে।
দ্বাদশ বৎসর রাজা ফিরে বনমাঝে॥ ৪৮৩২
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইল রাজন।
সচেতন হৈয়া দেশে করিল গমন॥ ৪৮৩৩
স্নান দান তপ হোম করিল নৃপতি।
শয়ন করিতে গেলা যথা দময়ন্তী॥ ৪৮৩৪
দময়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণে।
ব্রাহ্মণী দিলেক শাপ দারুণ বচনে॥ ৪৮৩৫
স্ত্রী পরশিলে রাজা হইব মরণ।
তে কারণে মোরে নাঞি ছুইহ রাজন॥ ৪৮৩৬
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিলা নরপতি।
বংশরক্ষা কারণে চিন্তিত হৈলা মতি॥ ৪৮৩৭
বশিষ্ঠঔরসে হব সুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে॥ ৪৮৩৮

ঔর্ঔরসে তার হইল সন্ততি।
বংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥ ৪৮৩৯
এত সুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বে বলিল তবে বিনয় বচন ॥ ৪৮৪০
পূর্ব্বে রাজাগণ সব পুরোহিততেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পাল্য ক্ষিতিমাঝে ॥ ৪৮৪১
এ সব সুনিঞা বাঞ্ছা হৈল মোর মন।
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ॥ ৪৮৪২
গন্ধর্ব্ব বলিল জদি পুরোহিতে মন।
আছে যোগ্য পুরোহিত ধৌম্য তপোধন ॥ ৪৮৪৩
দেবল ঋষির ভাই ধৌম্য মহাশয়।
উৎকোচ তীর্থেতে সদা তাহার আলয় ॥ ৪৮৪৪
পুরোহিত করি তাঁরে করহ বরণ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হব তাহার কারণ ॥ ৪৮৪৫
এত সুনি পার্থ তারে প্রসন্নবদন।
অগ্নি নামে অস্ত্র তারে দিল ততক্ষণ ॥ ৪৮৪৬
কোটি অশ্ব পার্থে দিল গন্ধর্ব্বরাজনে।
পার্থ বৈল থাকু ইহা তোমার সদনে ॥ ৪৮৪৭
কার্য্যকালে অশ্ববর মাগিব তোমারে।
তখন এ অশ্ব জেন প্রাপ্তি হয় মোরে ॥ ৪৮৪৮
এত সুনি গন্ধর্ব্ব হইলা হৃষ্টমন।
একে একে পঞ্চ ভ্রাতা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৪৮৪৯
বিদায় হইয়া গেলা আপন আলয়।
উৎকোচক[১] তীর্থে গেলা কুন্তীর তনয় ॥ ৪৮৫০
পুরোহিত করি ধৌম্যে করিল বরণ।
উলসিতে কৈল ধৌম্য আশীষবচন ॥[১৩৫ক]৪৮৫১
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই পঞ্চালে চলিল।
পথেতে জাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিল ॥ ৪৮৫২
দ্বিজগণ বলে তুমি কেবা পঞ্চ জন।
কোথা হৈতে আসহ কোথাএ গমন ॥ ৪৮৫৩
যুধিষ্ঠির বৈল মোরা একচক্রা হৈতে।
পঞ্চ সহোদর মোরা জননী সহিতে ॥ ৪৮৫৪
দ্বিজগণ বলে চল আমার সংহতি।
কন্যা স্বয়ম্বর করে পঞ্চাল নৃপতি ॥ ৪৮৫৫
বহু দেশ হৈতে তথা আল্য দ্বিজগণ।
বহু রত্ন দেই দ্বিজে বিজয় কারণ ॥ ৪৮৫৬
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব রত্ন ধন।
আমার সংহতি তুমি চল পঞ্চ জন ॥ ৪৮৫৭
তুমি পঞ্চ ভাই দেখি দেবের আকারে।
মর্ত্তে নাই দেখি সম তোমা সভাকারে ॥ ৪৮৫৮
তোমা পঞ্চ জনে জদি পঞ্চাল দেখিব।
মনে হেন লয় তোমা অবশ্য বরিব ॥ ৪৮৫৯
তোমা পঞ্চ বিনা কৃষ্ণা বরিব কাহারে।
দেখিআ বিস্ময় তার জন্মিল অন্তরে ॥ ৪৮৬০
তোমা পঞ্চ জন সহ করিব গমন।
বিশেষ করিয়া পাব বহু রত্ন ধন ॥ ৪৮৬১
এত বলি দ্বিজগণ চলিলা সংহতি।
পঞ্চাল নগরমধ্যে হৈলা উপনীতি ॥ ৪৮৬২
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
শ্রবণে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ ৪৮৬৩
আদিপর্ব্বে বিচিত্র বশিষ্ঠ উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান ॥ * ॥ ৪৮৬৪

[৬৯]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাহি সুনি কোন কালে ॥ ৪৮৬৫
তব ভাষে স্নিগ্ধ হৈল মোর কলেবর।
তোমার সাক্ষাতে বলি জোড় করি কর ॥ ৪৮৬৬
পঞ্চালে গেলেন জদি পিতামহগণ।
বিস্তারিআ সেই কথা কহ তপোধন ॥ ৪৮৬৭

১। পুথিতে এখানে 'উক্তচেড়ি' এবং পূর্ব্বে 'উক্তিচেড়ি' আছে।

মুনি বলে অবধানে স্থন নৃপবর।
পঞ্চালে গেলেন জদি পাণ্ডুর কোঙর॥ ৪৮৬৮
কুম্ভকারগৃহমধ্যে করিল আশ্রয়।
সাদরে স্থনহ পরিক্ষিতের তনয়॥ ৪৮৬৯
ভিঁক্ষা মাগি আনি সভে ব্রাহ্মণের বেশে।
হেন মতে কথো দিন বঞ্চে সেই দেশে॥ ৪৮৭০
স্বয়ম্বর কৈল রাজা পঞ্চালঈশ্বর।
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য লোকে মনোহর॥ ৪৮৭১
জখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী। [৪৮৭২
সেই কালে মনে কৈল পঞ্চালাধিকারী॥ [১৩৫]
এই কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা এ কন্যা অন্যের যোগ্য নয়॥ ৪৮৭৩
জৌগৃহে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন।
এই মত ধরণীতে হইল ঘোষণ॥ ৪৮৭৪
দ্রুপদ বলিল এই চিত্তে নাঞি লয়।
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥ ৪৮৭৫
বহু দেশ দূত দিআ কৈল অন্বেষণ।
না পাইআ পাণ্ডবেরে চিন্তিল রাজন॥ ৪৮৭৬
হেন ধনু কৈল রাজা কেহ নাঞি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল লক্ষ্য অসম্ভব্য লোকে॥ ৪৮৭৭
মধ্যপথে যন্ত্র থুইল চন্দ্রবিরচিতে।
পঞ্চ শর সহ ধনু থুইল সভাতে॥ ৪৮৭৮
এই শর ধনু লয়্যা যন্ত্ররন্ধ্রপথে।
জে বিন্ধিব লক্ষ্য কন্যা ভজিব তাহাতে॥ ৪৮৭৯
দ্রুপদ নৃপতি কৈল এই মত পণ।
রাজ্যে রাজ্যে রাজাগণে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৪৮৮০
সাগর অবধি জত মহীপাল বৈসে।
সসৈন্যে আইল সভে পঞ্চালের দেশে॥ ৪৮৮১
রথ অশ্ব হস্তী পদা না জায় গণন।
চত্তুর্দ্দিগে মহাশব্দ বিবিধ বাজন॥ ৪৮৮২
জল স্থল কানন পর্ব্বত নদ নদী।
দশ দিগ যুড়িআ আইসে নিরবধি॥ ৪৮৮৩
ধ্বজ ছত্র পতকায় ঢাকিল মেদনি।
লোকমুখে কলরবে কিছুই না স্থনি॥ ৪৮৮৪
নগরঈশানভাগে পঞ্চালঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর॥ ৪৮৮৫
চত্তুর্দ্দিগে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিবিধ বসনে ধনে রতনে মণ্ডিল॥ ৫৮৮৬
কৈলাসশিখর জেন দেখিতে স্থন্দর।
রাজাগণে বসিবারে বিরচিল ঘর॥ ৪৮৮৭
স্থবর্ণ মুকুতা মণি রতন প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্টি বিরচিল স্থবর্ণের জাল॥ ৪৮৮৮
গুবাক কদলী রোপাইল স্থানে স্থানে।
ঊচ নীচ কাটি কৈল একুই সমানে॥ ৪৮৮৯
চন্দনের ছড়া দিআ মাল্য সব ধূলি।
স্থগন্ধি কুস্থম জত চতুর্দ্দিগে তুলি॥ ৪৮৯০
স্থানে স্থানে রাখিল স্থবর্ণসিংহাসন।
বিচিত্র তুলির শয্যা বিবিধ [১৩৬ক]বসন॥ ৪
ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহ্য লিখনে না জায়।
বহু দিন হইতে সঞ্চয় কৈল রায়॥ ৪৮৯২
বসিলা সকল রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দরশোভা জেন অমরভুবনে॥ ৪৮৯৩
মঞ্চের উপরেতে বসিলা রাজাগণ।
নানা চিত্র বিচিত্র দেখিতে স্থশোভন॥ ৪৮৯৪
শ্রবণে কুণ্ডল মণি গলে মুক্তাহার।
মাথায় মকুট গলে নানা অলঙ্কার॥ ৪৮৯৫
রূপমন্ত গুণমন্ত বলে মহাবলী।
সর্ব্বগুণে বিশারদ সর্ব্বগুণশালী॥ ৪৮৯৬
আইল জতেক রাজা না হয় বর্ণনা।
চতুরঙ্গদলেতে আইল সর্ব্বসেনা॥ ৪৮৯৭
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ শত আর॥ ৪৮৯৮
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর সোমদত্ত।
কোটি কোটি রথ অশ্ব হস্তিগণ মত্ত॥ ৪৮৯৯

রাসন্ধ জয়সেন রাজচক্রসঙ্গ।
শুপাল শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ লঙ্গ ॥ ৪৯০০
নি সুবল বৃহদ্বল মহাবীর।
াররাজার পুত্র বুদ্ধিমন্ত ধীর ॥ ৪৯০১
শুমান্ চেকীতান কাশীদণ্ডধর।
ৎস্যরাজা শ্বেতশঙ্খ বিরাটকোঙর ॥ ৪৯০২
তিভূই পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
ক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা ॥ ৪৯০৩
ত ভাই কলিঙ্গনৃপতি জয়দ্রথ।
লধ্বজ শ্রীবৎস রাজা সত্রাজিত ॥ ৪৯০৪

. ...

চিত্র উপচিত্র পুরানন্দের সহিত ॥ ৪৯০৫
হিতাক্ষ কৈতব উলুক জলসন্ধু।
গদত্ত চন্দ্রসেন সুষেণ নসুন্ধু ॥ ৪৯০৬
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন।
হারাজা শল্য আইলা মদ্রের নন্দন ॥ ৪৯০৭
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গাশৃঙ্গ বাহ্লীক মরু দীর্ঘপ্রজ্ঞোদয় ॥ ৪৯০৮
থাযোগ্য স্থানেতে বসিলা মঞ্চোপর।
রতের কালে জেন শোভে শশধর ॥ ৪৯০৯
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিঞা অমর।
দেখিবারে ইন্দ্র সহ আইলা [১৩৬] সত্বর ॥ ৪৯১০
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
দেবতা তেত্তিশ কোটি গন্ধর্ব্ব চারণ ॥ ৪৯১১
বিদ্যাধরগণ আইল অপ্ছর অপ্ছরী।
নৃত্য গীত রঙ্গেতে পুরিল স্বর্গপুরী ॥ ৪৯১২
গরুড়ে আরূঢ় আইলা দেব জগন্নাথ।
পাণ্ডবের বিভা হেতু সপ্তবংশনাথ ॥ ৪৯১৩
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ ॥ ৪৯১৪
উগ্রসেন কৃতবর্ম্মা উদ্ধব অক্রূর।
পৃথুজন্ম উপগদ শঙ্খ শঙ্খাসুর ॥ ৪৯১৫

শূন্যেতে রহিল্যা খগপতি আরোহণে।
উলসিতে শঙ্খধ্বনি কৈলা নারায়ণে ॥ ৪৯১৬
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রিলোক পূরিল।
জত সাধু জন সভামধ্যে বসি ছিল ॥ ৪৯১৭
পৃথিবীর জত বাদ্য সব মুকাইল।
গোবিন্দ আইলা বলি সম্ভ্রমে উঠিল ॥ ৪৯১৮
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রতু কৌশিক সহিত ॥ ৪৯১৯
কৃতাঞ্জলি করি সভে কৈল দণ্ডবত।
দেখিআ হাসিল দুষ্ট রাজাগণ জত ॥ ৪৯২০
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র।
জরাসন্ধ সহ জত দুষ্ট নৃপচক্র ॥ ৪৯২১
কেহো বলে কারে সভে করিলে প্রণাম।
গোপসুত তোমার কি পুরাইল কাম ॥ ৪৯২২
করতালি দিআ হাসি বলে শিশুপাল।
সভা হৈতে শঙ্খ ভাল বাজায় গোপাল ॥ ৪৯২৩
তেকারণে দ্রুপদ বলিল ইহাঁকারে।
বাদ্যকার সহ এই শঙ্খ বাজাবারে ॥ ৪৯২৪
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন লোক কেন হইলে অজ্ঞান ॥ ৪৯২৫
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণমোহ ক্ষেত্রির কি ধর্ম্ম ॥ ৪৯২৬
নন্দগোপগৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপঅর্ণ খাইথ রাখিথ গোরুপাল ॥ ৪৯২৭
সর্ব্বলোকখ্যাত এহা ভারথভূমিতে। [৪৯২৮
জানিঞা এমন কর্ম্ম করিলে কেমতে ॥[১৩৭ক]
ভীষ্ম বলে এত তত্ব আমি নাহি জানি।
পরাৎপরের জ্ঞান ঋষিমুখে সুনি ॥ ৪৯২৯
গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রিলোক ভিতর ॥ ৪৯৩০
ব্রহ্মাণ্ড বলিএ এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট্ পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥ ৪৯৩১

তিন অর্দ্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে দেহে।
এমন বিরাট্ জার নিশ্বাস প্রলএ ॥ ৪৯৩২
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াএ মনুষ্যদেহে দেব নৈরাকার ॥ ৪৯৩৩
লীলায় সৃজন জার চরাচরগণ।
নাভিকমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ৪৯৩৪
ললাটে জন্মিলা রুদ্র চক্ষুতে তপন।
এই সে মস্তকে বন্দো গোপালচরণ ॥ ৪৯৩৫
পঞ্চ শিরে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারি মুখে বিধাতা সহস্র মুণ্ডে শেষ ॥ ৪৯৩৬
হেন জনে প্রণমিতে আমি কিসে গণি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥ ৪৯৩৭
ভীষ্মের বচন সুনি হাসে জরাসন্ধ।
কোন মূঢ়বাক্যে তুমি হইআছ অন্ধ ॥ ৪৯৩৮
জখন মারিল দুষ্ট আমার জামতা।
কি করিল আমি তাহা নাঞি জানি বার্ত্তা ॥ ৪৯৩৯
ভয়েতে মথুরা তেজি গেল সিন্ধুকূলে।
সেই দিন মরিথ ক্ষেণেক লা[গ] পাইলে ॥ ৪৯৪০
কহ ভীষ্ম এই জদি দেব নারায়ণ।
মোর ভয়ে তবে পলাইল কি কারণ ॥ ৪৯৪১
ভীষ্ম বৈল সে সকল সব জানি আমি।
নাহি জা[নি]ন বলিআ জানহ চিত্তে তুমি ॥ ৪৯৪২
পূর্ব্বেতে আছিলে তুমি দৈত্যঅধিপতি।
কৃষ্ণহস্তে মরিলে জে পাইবে মুকতি ॥ ৪৯৪৩
তে কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিঞা বলভদ্র মারিতে পাড়িল ॥ ৪৯৪৪
শূন্যবাণী সুনি তিহোঁ না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইল রণে ॥ ৪৯৪৫
এত সুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত আঁখি।
পুনরপি বলে ভীষ্ম হয়্যা ক্রোধমুখি ॥ [১৩৭]৪৯৪৬
কি হেতু করহ তাপ মগধপ্রধান।
এই আমি এথা হৈতে জাই অন্য স্থান ॥ ৪৯৪৭
কৃষ্ণনিন্দা সুনি আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দকে মারিএ কিবা সে স্থান উপেখি ॥ ৪৯৪৮
এত বলি তথা হৈতে গেলা অন্য স্থান।
কাশীদাস কহে সদা সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৪৯৪৯

[৭০]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ৪৯৫০
তব ভাষে স্নিগ্ধ হইল আমার শরীর।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনি ধীর ॥ ৪৯৫১
বৈশম্পায়ন বলেন সুনহ রাজন।
একমনে সুন রাজা ব্যাসের কথন ॥ ৪৯৫২
হেন মতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা জবে সভাতে বসিল ॥ ৪৯৫৩
তবে রাজা দ্রুপদ আনিঞা ধাত্রীগণে।
আজ্ঞা দিল দ্রৌপদীরে করিতে সাজনে ॥ ৪৯৫৪
রাজার পাইআ আজ্ঞা জত ধাত্রীগণে।
নানা অলঙ্কার তারে করিল সাজনে ॥ ৪৯৫৫
নানা রত্নে সাজি দিল জেখানে জে সাজে।
বত্রিশ কলাতে জেন শোভে দ্বিজরাজে ॥ ৪৯৫৬
দ্রুপদের পুরোহিত পড়েন মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল ॥ ৪৯৫৭
সভামধ্যে দ্রৌপদী জখন উপনীত।
দেখি সব রাজাগণ হইলা মূর্চ্ছিত ॥ ৪৯৫৮
কামাগ্নি দহিল চিত্তে হল্যা অচেতন।
চিত্রের পুতলি জেন সব রাজাগণ ॥ ৪৯৫৯
কেহো কেহো সেই স্থানে পড়িল ঢলিয়া।
গড়াগড়ি জায় কেহো অজ্ঞান হইআ ॥ ৪৯৬০
অচেতন হৈআ কেহো নাহি চাহে আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার ॥ ৪৯৬১
ধন্য এই কন্যা জে দেখিল হেন রূপ। [১৩৮ক]
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ ॥ ৪৯৬২

হেন মতে রাজাগণ বিস্ময় অন্তর।
কাশীদাসে কহে সুখে সুনে সর্ব্বনর ॥*॥ ৪৯৬৩

[৭১]

শরতের চন্দ্র জেন বদন কমল হেন
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা
দেখি মনে মনে সুখ ॥ ৪৯৬৪
নেত্রযুগ মীন দেখিআ হরিণ
লাজে সেহ গেল বন।
চারু ভুরুলত[১] দেখিআ মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন ॥ ৪৯৬৫
জেন বিম্ববর জিনিআ অধর
পূর্ব্বেতে অরুণ ভালে।
মধ্য কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দুর চাঁচর বালে ॥ ৪৯৬৬
তড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুণ্ডল
হিমাংশুমণ্ডল আড়ে।
ক্ষীণ কুচকুম্ভ গঞ্জিআ দাড়িম্ব
হৃদএ ফুটিআ পড়ে ॥ ৪৯৬৭
কণ্ঠে দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেশিল বেণী লাজে ॥ ৪৯৬৮
মাঝা দেখি ক্ষীণ প্রবেশ বিপিন
করিল হরিণ লাজে।
কর কোকনদ শরদে বিশদ
দ্বিজুরাজ নখতেজে ॥ ৪৯৬৯
কনক কঙ্কন ভুজে ঝন ঝন
নূপুর হংস সারদা।
জঘন সুন্দর বিহার কন্দর
মার বারণের গদা ॥ ৪৯৭০

রামরম্ভা উরু চারু যুগ্ম ভুরু
দেখি নিন্দে হাথ হাথি।
উদর হেট কৃশ মাঝা মৃগ হংস
নিতম্ব আতুল ক্ষিতি ॥ ৪৯৭১
নীল সুকোমল শরীর কমল
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারর কারণ হীন অভরণ
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥ ৪৯৭২
কমল বদন কমল নয়ন
কমলবান্ধব গণ্ড।
দ্বিপদ কমল কমল পদতল
ভুজ কমলের দণ্ড ॥ ৪৯৭৩
মন্দ মন্দ বায় যোজনেক জায়
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইআ উন্মত ধায় চতুর্ভিত
কমলধ্বজরিপুবৃন্দ ॥ ৪৯৭৪
কুরুকুলধ্বংসে কমলার অংশে
কৈল কমলসম্ভূত।
কমলানিবাসী বন্দি কহে কাশী
কমলাকান্তের সুত ॥ * ॥ [১৩৮]৪৯৭৫

[৭২]

বৈশম্পায়ন বলে সুন নৃপমণি।
সুনহ অপূর্ব্ব কথা ভারথকাহিনী ॥ ৪৯৭৬
দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সভা হৈতে উঠে রাজাগণ ॥ ৪৯৭৭
হুড়াহুড়ি করি সভে ধায় বাউবেগে।
সভে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥ ৪৯৭৮
সুহৃদে সুহৃদে তথা উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িআ দাণ্ডাইল নৃপবৃন্দ ॥ ৪৯৭৯
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষেত্রিকুলে মহাতেজা ॥ ৪৯৮০

১। পুথিতে 'ভুরুযুত'।

ধনুক ধরিআ ঝাকারিল পুন পুন।
নোঙাইআ ধনুহুলে দিতে নারে গুণ ॥ ৪৯৮১
অতিশয় দুর্দ্ধরিষ ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হয়্যা নৃপতি পড়িল কথো দূরে ॥ ৪৯৮২
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিল বহুল।
ধনু ধরি জানু জাতি নোঙাইল হুল ॥ ৪৯৮৩
মুখে রক্ত স্রবিল কম্পিত কলেবর।
কথো দূরে মূর্চ্ছা হয়্যা ধূলাএ ধূসর ॥ ৪৯৮৪
তবে মৎস্যঅধিপতি বিরাট রাজন।
ঠেলাঠেলি করি ধনু লৈআ প্রাণপণ ॥ ৪৯৮৫
আছুক তুলিবার কার্য্য নাড়িতে নারিল।
হাসিআ সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি লৈল ॥ ৪৯৮৬
কন্যারে দেখিআ বুড়া খাইলে কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধি হাসাইলে রাজার সমাজ ॥ ৪৯৮৭
তুলিতে নহিল শক্তি গুণ দিতে চাহ।
এই মুখে মৎস্যরাজ্য রাজপনে খাহ ॥ ৪৯৮৮
এত বলি শীঘ্রগতি তুলি লৈল ধনু।
দেখিআ কীচক বীর ক্রোধে কম্পে তনু ॥ ৪৯৮৯
কথো দূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিআ ধনু লইল কাড়িয়া ॥ ৪৯৯০
পাএ চাপি ধনু ধরি গুণ দিতে চাহে।
কথো দূরে পড়িল হইআ মৃতপ্রাএ ॥ ৪৯৯১
মত্ত দশ মাতঙ্গ তাহার পরাক্রম।
ধনুকে দিবারে গুণ নাঞি হৈল ক্ষেম ॥ ৪৯৯২
শিশুপাল মহারাজা চেদির ঈশ্বর। [৪৯৯৩.
বড় লজ্জা পাইল তিহোঁ সভার ভিতর ॥ [১৩৯ক]
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে ক্ষীণবীর্য্য তনু ॥ ৪৯৯৪
ধনুহুল লাগি তার বুক উলটিল।
কথো দূরে রাজাগণের উপরে পড়িল ॥ ৪৯৯৫
মকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল জ্ঞানহীন।
মৃতপ্রায় হইআ রহিল দণ্ড তিন ॥ ৪৯৯৬

তবে একে একে জত নৃপতি সকল।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব মহাবল ॥ ৪৯৯৭
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাম্বো ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন গৌতম প্রভৃতি ॥ ৪৯৯৮
সত্যসেন শূরসেন রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘপিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল ॥ ৪৯৯৯
একে একে সভাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোঙাইতে কেহো নহিল সক্ষম ॥ ৫০০০
প্রাণপণে তুলিতে দুর্জ্জয় মহাধনু।
পরিশ্রম সার মাত্র হতবীর্য্য তনু ॥ ৫০০১
কোথায় ধনুক পড়ে কোথাএ আপনি।
কোথায় কুণ্ডল কোথাএ রত্ন মণি ॥ ৫০০২
কাহার ভাঙ্গিল হাথ ঘাড় হল্য নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলকে ॥ ৫০০৩
হাহাকার করে কেহো ভূমিতলে পড়ি।
ধূলাএ ধূসর তনু জায় গড়াগড়ি ॥ ৫০০৪
বড় বড় নৃপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহো নাঞি হয় আগুআন ॥ ৫০০৫
প্রথমে বিন্ধিব বলি হল্য মহাগোল।
লজ্জাএ কাহার মুখে নাঞি আর বোল ॥ ৫০০৬
দম্ভ করি উঠিলা বসিলা অধোমুখে।
লজ্জিত হইআ দৃষ্ট করিআ ধনুকে ॥ ৫০০৭
অজয় জানিঞা সভে বিজয়ধনুক।
জত ক্ষেত্রিগণ সভে হইলা বিমুখ ॥ ৫০০৮
রাজাগণ জখন হইলা ভঙ্গিয়ান।
কর জোড় করি বলে পাঞ্চালপ্রধান ॥ ৫০০৯
অবধান কর জত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করি মুঞি বড় পাইল লাজ ॥ ৫০১০
নিমন্ত্রিআ আনিল জতেক রাজাগণ।
না হইল কার্য্য সিদ্ধ কৈল প্রাণপণ ॥ ৫০১১
সভে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাঞি দেখি হেন ধনু বিপরীত ॥ ৫০১২

বহু স্থানে অনেক হয়্যাছে লক্ষ্য পণ। [১৩৯]
লক্ষ্য বিন্ধি সভে লভিআছে কন্যাগণ ॥ ৫০১৩
বিন্ধিবার কার্য্য থাকুক গুণ দিতে নারি।
আমা সভা বিড়ম্বিতে করাছে চাতুরি ॥৫০১৪
বহু ধনু দেখিআছি আপনার জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাঞি সুনি নাঞি কানে ॥ ৫০১৫
মদ্ররাজা পূর্ব্বেতে করিল কন্যাদান।
যোজনেক কৈল রাজা চক্র নিরমাণ ॥ ৫০১৬
তাহাতে দিলেক গুণ কোন কোন জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লইল লক্ষণা ॥ ৫০১৭
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেই এই মত পণ করিল নৃপতি ॥ ৫০১৮
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সেহ ধনু না হইব ইহার তুলনা ॥ ৫০১৯
তাহাতেহ গুণ দিআছেন রাজাগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে ॥ ৫০২০
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদনে।
কহ সুনি লক্ষ্য কর্ণ বিন্ধিল কেমনে ॥ ৫০২১
কহ সুনি ভানুমতীস্বয়ম্বরকথা।
কোন কোন রাজাগণ গিআছিল তথা ॥ ৫০২২
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশী কহে সুনিলে তরিএ ভববারি ॥*॥ ৫০২৩

[৭৩]

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রআগদেশে ভগদত্তকন্যা ভানুমতী ॥ ৫০২৪
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিআ আনাইল সব নৃপবর ॥ ৫০২৫
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামোদ মৎস্য পঞ্চালনন্দন ॥ ৫০২৬
শাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোজিত।
জয়দ্রথ শল্য শল কৌশিক সহিত ॥ ৫০২৭
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ [১৪০ক] মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেলা আসি সহস্রেক রাজা ॥ ৫০২৮
হেন মতে রাজাগণ করিল গমন।
ভগদত্ত রাজা তবে কৈল নিবেদন ॥ ৫০২৯
এই মৎস্যলক্ষ্য উর্দ্ধ অর্দ্ধেক যোজনে।
এই ক্ষেণে এই বাণে বিন্ধিব জে জনে ॥ ৫০৩০
সেই মোর লভিবেক কন্যা ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥ ৫০৩১
কন্যার দেখিআ রূপ মোহ রাজাগণ।
শীঘ্রগতি সভা হৈতে উঠে সর্ব্বজন ॥ ৫০৩২
হুড়াহুড়ি করে সভে ধায় বাউবেগে।
সভে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥ ৫০৩৩
সুহৃদে সুহৃদে তথা উপজএ দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িআ দাণ্ডাইল নৃপবৃন্দ ॥ ৫০৩৪
তবে মগধের জরাসন্ধ মহারাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষেত্রিকুলে মহাতেজা ॥ ৫০৩৫
ধনুক ধরিআ ঝাঁকারিল পুন পুন।
নোঙাইআ গুণ তাহে দিল প্রাণপণ ॥ ৫০৩৬
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল তখন।
ভূমিতলে নৃপতি পড়িল অচেতন ॥ ৫০৩৭
অচেতনে নৃপতি পড়িল ভূমিতলে।
লজ্জিত হইল রাজা রাজসভাতলে ॥ ৫০৩৮
একে একে লজ্জিত হইল রাজাগণ।
ধনুক লইল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥ ৫০৩৯
আকর্ণ পুরিআ ধনু দিলেক টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার ॥ ৫০৪০
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টভেদী।
এক বাণে মৎস্যলক্ষ্য ফেলাইল ছেদি ॥ ৫০৪১
দেখি হৃষ্টমন তবে হল্যা ভানুমতী।
কর্ণগলে মালা দিতে জায় শীঘ্রগতি ॥ ৫০৪২
পাছু হৈতে মালা দিতে কর্ণ মানা কৈল।
দেখিআ সকল রাজা বিস্ময় মানিল ॥ ৫০৪৩

রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা। [১৪০]
সুনিঞা কুপিল কর্ণ বলে মহাতেজা॥ ৫০৪৪
কর্ণ বলে লক্ষ্য আমি বিন্ধিল সভাতে।
ভানুমতী আইল মোহরে মালা দিতে॥ ৫০৪৫
মৈত্র হেতু তারে আমি কৈল নিবারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ॥ ৫০৪৬
জরাসন্ধ বলে অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মোর দত্ত গুণ দিআ বিন্ধিআছ তুমি॥ ৫০৪৭
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
হয় নয় বুঝ সভে করিআ বিচার॥ ৫০৪৮
এত সুনি কহিল জতেক নরপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ নরপতি॥ ৫০৪৯
জেই গুণ দিল তার অর্দ্ধ অধিকার।
ভানুমতী উপরে স্বামিত্ব দোহাকার॥ ৫০৫০
এখন ইহার এই দেখিএ বিধান।
দুহাঁকার মধ্যে জেই হব বলবান॥ ৫০৫১
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এই মত কহিল সকল রাজাগণ॥ ৫০৫২
সুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি॥ ৫০৫৩
বহু শক্তি দিলে গুণ করি প্রাণপণ।
বাণ আকর্ষিতে তাহে নহিলে ভাজন॥ ৫০৫৪
কন্যালোভে দগ্ধ ইবে মিথ্যা কর তুমি।
এহার উচিত ফল দিব তোরে আমি॥ ৫০৫৫
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শত বার।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পারি সহস্রেক বার॥ ৫০৫৬
নতুবা তথায় লক্ষ্য রাখ লয়্যা পুন।
পুন আমি বিন্ধিব ধনুকে দিআ গুণ॥ ৫০৫৭
এত বলি ডাকি বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
নতুবা আইস দুহেঁ করিব সমর॥ ৫০৫৮
সুনিঞা ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দুহাঁকারে দুহেঁ অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি॥ ৫০৫৯
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
বরিষএ শরবৃষ্টি রাধার নন্দন॥ ৫০৬০
প্রাণপণে [১৪১ক] ঘোর যুদ্ধ হল্য দুহাঁকার।
ধনু ছাড়ি গদা লৈল মগধকুমার॥ ৫০৬১
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল বার্হদ্রথ।
গদাঘাতে কর্ণের করিল চূর্ণ রথ॥ ৫০৬২
সারথি তুরঙ্গ রথ সব চূর্ণ হল্য।
লম্ফ দিআ কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল॥ ৫০৬৩
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেহ রথ চূর্ণ বীর করে ততক্ষণ॥ ৫০৬৪
মার মার করিআ ভীষণ ঘোর ডাকে।
বাউবেগবৎ গদা ফিরায় মস্তকে॥ ৫০৬৫
হেন মতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥ ৫০৬৬
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লয়্যা বীর কর্ণে প্রহারিল॥ ৫০৬৭
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল তিনখান।
পুন আর গদা লৈল মগধপ্রধান॥ ৫০৬৮
পুন পুন জরাসন্ধ জত গদা লয়।
তৃণবৎ কাটি পাড়ে সূর্য্যের তনয়॥ ৫০৬৯
বহু গদা কাটা গেল গদা নাঞি আর।
কর্ণ প্রতি বৈল তবে মগধকুমার॥ ৫০৭০
আমি অস্ত্রহীন রণে তুমি অস্ত্রধারী।
অস্ত্র তেজ দুহেঁ আস্য বাহুযুদ্ধ করি॥ ৫০৭১
সুনি কর্ণ সেই ক্ষেণে তেজে ধনুঃ শর।
বাহুযুদ্ধ করে দুহেঁ ভূমির উপর॥ ৫০৭২
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি।
চরণে চরণে ছান্দি জায় গড়াগড়ি॥ ৫০৭৩
গদাঘাত পদাঘাত মুষ্টিকপ্রহার।
চট চট শব্দে বাজে অঙ্গে দুহাঁকার॥ ৫০৭৪
কোথায় পড়িল অস্ত্র রত্ন কণ্ঠহার।
মাথার মকুট গেল হয়্যা চুরমার॥ ৫০৭৫

দুহাঁকার সংগ্রামের নাহিক উপাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু জেন রাবণ শ্রীরাম ॥ ৫০৭৬
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্যপরাক্রম।
ক্রোধে মূর্ত্তি দেখি জেন কালান্তক যম ॥ ৫০৭৭
ভুজবলে জরাসন্ধে ফেলিল ভূতলে।
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়া[১৪১]ধরে গলে ॥৫০৭৮
জরাসন্ধসঙ্কট দেখিআ রাজাগণ।
হাহাকার করিআ করিল নিবারণ ॥ ৫০৭৯
হারিআ পরাণ লৈয়া মগধের পতি।
আপনার দেশে গেল হয়্যা দুঃখমতি ॥ ৫০৮০
তবে ভানুমতী লয়্যা ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধনআগে লঅ্যা দিল ততক্ষণ ॥ ৫০৮১
হৃষ্ট হয়্যা দুই মিতে কৈল কোলাকুলি।
অনুমতি লয়্যা গেলা নিজ দেশে চলি ॥ ৫০৮২
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীদাস কহে সদা সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫০৮৩

[৭৪]

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তবে কোন কর্ম্ম কৈল পঞ্চালঈশ্বর ॥ ৫০৮৪
মুনি বলে অবধানে সুন নৃপমণি।
পুন পুন রাজাগণ কৈল্য কটুবাণী ॥ ৫০৮৫
উপহাস করিবারে নৃপতিমণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নৃপতি আনিলে ॥ ৫০৮৬
আমা সভা মধ্যে বিন্ধে নাঞি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তব জারে লয় মন ॥ ৫০৮৭
রাজাগণবাক্য সুনি নৃপতিকোঙর।
ডাকিআ বলিল তবে সভার ভিতর ॥ ৫০৮৮
ক্ষেত্রিকুলে আছএ জতেক সভাজন।
জে বিন্ধিব মোর ভগ্নী করিব বরণ ॥ ৫০৮৯
ভূপতি হউক নহু নাহিক বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা লক্ষ্য বিন্ধে শক্তি জার ॥ ৫০৯০
পুন পুন ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাকার আগে।
এই মত বচন কহিল ক্ষেত্রিভাগে ॥ ৫০৯১
তবে রাম নিবেদিলা কৃষ্ণের সদন।
ইঙ্গিত বুঝিআ তবে বলেন বচন ॥ ৫০৯২
আমা সভা[১৪২ক]কার ইথে নাহি কোন কাজ।
অকারণে সভাতে উঠিআ পাব লাজ ॥ ৫০৯৩
নিমন্ত্রিআ আনাইল এক লক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সভাকার কৈল পূজা ॥ ৫০৯৪
কেহো না পারিল নোঙাইতে জে ধনুক।
তোমা হেন রাজা জাহে হইল বিমুখ ॥ ৫০৯৫
আর বা সংসারমধ্যে আছে কোন জনে।
এ লক্ষ্য বিন্ধিআ কন্যা করিব বরণে ॥ ৫০৯৬
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পঞ্চদশ দিবস ছাড়িল দ্বারাবতী ॥ ৫০৯৭
গোবিন্দ বলিলা আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার জত কৌতুক দেখহ ॥ ৫০৯৮
জে বলিলে ইথিমধ্যে নাহি হেন ব্যক্তি।
এই লক্ষ্য বিন্ধিবার আছে কার শক্তি ॥ ৫০৯৯
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
বরুণ কুবের জে প্রভৃতি দিক্‌পালে ॥ ৫১০০
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে এক জন ক্ষম।
মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম ॥ ৫১০১
সুনিঞা বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছএ কোন জন ॥ ৫১০২
তিন লোকে বীর তার নহিল সমান।
নর হেন তোমা বিনে কেবা আছে আন ॥ ৫১০৩
তোমা হেন হত্যে শ্রেষ্ঠ আছএ মানুষে।
আশ্চর্য্য সুনিঞা মোর চিত্তে উপহাসে ॥ ৫১০৪
অবর্ণনীরূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
সংপূর্ণ চন্দ্রিমারূপ জাতিএ পদ্মিনী ॥ ৫১০৫
এ কন্যা লভিব সেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ আমা হত্যে আর কেবা ক্ষম ॥ ৫১০৬

গোবিন্দ বলিলা দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিব পার্থ না পারিব আন॥ ৫১০৭
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব মধ্যম। [১৪২]
লক্ষ্য বিন্ধিবারে সভে সেই হয় ক্ষম॥ ৫১০৮
হাসি বৈল রাম সুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহিলে আর এথা॥ ৫১০৯
এ তিন লোকের মধ্যে কেহো না পারিল।
সে পারিব দ্বাদশ বরষ জেবা মৈল্য॥ ৫১১০
আশ্চর্য্য লাগিছে মোরে সুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস॥ ৫১১১
অগ্নিমধ্যে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনে লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন॥ ৫১১২
তবে কে বিন্ধিব লক্ষ্য কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না বুঝি কারণ॥ ৫১১৩
কৃষ্ণ বৈল পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে॥ ৫১১৪
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
পৃথ্বীভার বিনাশিতে জন্ম তা সভার॥ ৫১১৫
তা সভা মারিব কেবা কাহার শকতি।
কথো কাল গুপ্তে গোঙাইল জথি তথি॥ ৫১১৬
এই সভামধ্যেতে আছএ পঞ্চ জন।
সুনিঞা বিস্ময় হল্যা রোহিণীনন্দন॥ ৫১১৭
রাম বৈল কহ কৃষ্ণ অদ্ভুত কথন।
তব ভাষে আশ্চর্য্য হইল মোর মন॥ ৫১১৮
অগ্নিতে পুড়িয়া মৈল বিখ্যাত জগতে।
এত কাল কোন দেশে বঞ্চিল গুপ্তেতে॥ ৫১১৯
কোনখানে কোন বেশে আছে পঞ্চ জন।
কহ পার্থ বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ॥ ৫১২০
এত সুনি কহিতে লাগিলা যদুবীর।
হোর দেখ দ্বিজসভামধ্যে যুধিষ্ঠির॥ ৫১২১
এখনে কেমতে উঠিবেক ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে দ্বিজে কেহো নাহি কয়॥ ৫১২২
জখনে ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিব।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি [১৪৩ক] উঠিব॥৫
সুনিঞা চাহিলা রাম যুধিষ্ঠির পানে।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটিতে বসনে॥ ৫১২৪
তৈল বিনে তাম্রবর্ণ লোমাবলী চুলি।
মস্তকে জর্জ্জর ছত্র কান্ধে ভিক্ষাঝুলি॥ ৫১২৫
রাম বৈলা গোবিন্দ করহ অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে বাখান॥ ৫১২৬
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠির।
অনাহারে মহাদুস্থ ক্লেশিত শরীর॥ ৫১২৭
রাজা দুর্য্যোধনে দেখ আতুল বৈভব।
সভাতে বসিআ আছে দ্বিতীয় বাসব॥ ৫১২৮
গোবিন্দ বলিল অবধান মহাশয়।
পাপআত্মা দুর্য্যোধন জানিহ নিশ্চয়॥ ৫১২৯
পাপেতে পাপীর বৃদ্ধি হয় নিতি নিতি।
পশ্চাতে হইব সমূলস্তে বিনশ্যতি॥ ৫১৩০
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মী জন।
দুখ সুখ কথো দিন দৈবনিবন্ধন॥ ৫১৩১
কৃষ্ণের এতেক বাক্য সুনি যদুগণ।
সভাই তেজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন॥ ৫১৩২
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান॥*॥ ৫১৩৩

[৭৫]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
পাণ্ডবেরে দয়াবান প্রভু নারায়ণ॥ ৫১৩৪
এমত আছিলা পূর্ব্বে পিতামহ পিতা।
তার সাক্ষী পাইল মুনি সুনি তব কথা॥ ৫১৩৫
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল্য কহ মুনিবরে।
বিস্তার করিআ কহ সুনিব সাদরে॥৫১৩৬
মুনি বলে নরপতি সুনহ সাদরে।
দ্রুপদ রাজন তবে বিরস অন্তরে॥ ৫১৩৭

তবে পুন ধৃষ্টদ্যুম্ন বলএ সকলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কহে ক্ষত্রিয়সকলে ॥ ৫১৩৮
শুনিঞা উঠিলা তবে কুরুকুলপতি।
ধনুক নিকটে গেলা ভীষ্ম মহামতি ॥ [১৪৩]৫১৩৯
তুলিআ ধনুকে ভীষ্ম দিআ বাম জানু।
হূলে ধরি নোঙাইল মহাবল ধনু ॥ ৫১৪০
টঙ্কারিআ ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পুরিআ বীর দিলেক টঙ্কার ॥ ৫১৪১
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
ডাকিআ বলিল তবে গঙ্গার নন্দন ॥ ৫১৪২
শুনহ পঞ্চাল আর জত বীরভাগ।
সভে জান দারা আমি করিআছি ত্যাগ ॥ ৫১৪৩
কন্যাএ আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইব দুর্য্যোধন ॥ ৫১৪৪
এত বলি ভীষ্ম বাণ জুড়িল ধনুকে।
হেন কালে শিখণ্ডীকে দেখিল সমুখে ॥৫১৪৫
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে জানে চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়এ ধনু শর ॥ ৫১৪৬
শিখণ্ডী দ্রুপদসুত নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু রাখে মহামতি ॥ ৫১৪৭
তবে ক্রমে ক্রমে ছিল জত ক্ষেত্রিগণ।
ধনু নোঙাঞিতে না পারিল কোন জন ॥ ৫১৪৮
রাজাগণ বিন্ধিবারে নহিল ভাজন।
তবে ডাক দিআ বলে পঞ্চালনন্দন ॥ ৫১৪৯
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
জে বিন্ধিব লইবেক কৃষ্ণা গুণবতী ॥ ৫১৫০
এত সুনি উঠিলা আচার্য্য দ্রোণ গুরু।
শিরেত ধবল ছত্র বান্ধিআছে ভুরু ॥ ৫১৫১
শুক্ল মলয়জ অঙ্গে শুক্ল লোম কচ।
কথো দন্ত হীন মুখে লোলে অঙ্গ ভুজ ॥ ৫১৫২
ধনুক লইআ দ্রোণ বলেন বচন।
জদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন ॥ ৫১৫৩

মোর যোগ্য নহে এই দ্রুপদকুমারী।
সখার কুমারী হয় আমার ঝিআরি ॥ ৫১৫৪
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব জদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিআ তুলিল বাম পাণি ॥ ৫১৫৫
টঙ্কারিআ ধনু তবে বলে মহারথা।
খসাইয়া দিব গুণ কত বড় কথা ॥ [১৪৪ক] ৫১৫৬
বিন্ধিবারে শক্তি জার গুণ দিতে কোন।
দুই স্থানে স্বামিত্ব নৃপতি দুর্য্যোধন ॥ ৫১৫৭
তে কারণে ঘুচাবার নাহি প্রয়োজন।
বিশেষে ভীষ্মের দত্ত নহে অন্য জন ॥ ৫১৫৮
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদের সুতে ॥ ৫১৫৯
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণমৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধপথে রাধাচক্র ফিরিতেছে ॥ ৫১৬০
অনুবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র জায় এক বাণ ॥ ৫১৬১
উর্দ্ধদৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই যন্ত্রছিদ্রপথে ॥ ৫১৬২
অধোমুখে চাহিতে থাকিব মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক সুনিতে অশক্য ॥ ৫১৬৩
টানিঞা ধনুক বীর জলছায়া চায়।
দেখিআ হৃদয়েতে চিন্তিলা যদুরায় ॥ ৫১৬৪
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাবীর।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শাস্ত্রে পূর্ণিত শরীর ॥ ৫১৬৫
বিশেষে সভার গুরু জেন ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত দৃষ্টে করে ভেদ ॥ ৫১৬৬
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কিছু চিত্র নহে দ্রোণে।
চিন্তিআ উপায় তবে কৈল নারায়ণে ॥ ৫১৬৭
সুদর্শনে আজ্ঞা তবে দিল চক্রধর।
মৎস্যচক্ষু আবরিয়া রহিলা সত্বর ॥ ৫১৬৮
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ ধনুকে পুরিআ।
চক্রছিদ্রপথে হানে জলেতে দেখিআ ॥ ৫১৬৯

ঘোর শব্দে উঠে অস্ত্র গগনমণ্ডলে।
সুদর্শন চক্রে ঠেকি পড়িল ভূতলে ॥ ৫১৭০
লজ্জিত হইআ দ্রোণ ছাড়িলা ধনুক।
সভাএ বসিলা গিআ হয়্যা অধোমুখ ॥ ৫১৭১
বাপের দেখিআ লজ্জা ক্রোধভরে দ্রোণি।
তুলিআ লইল ধনু ধরি বাম পাণি ॥৫১৭২
পুনঃ পুনঃ টঙ্কারিয়া চাহে জল পানে।
আকর্ণ পুরিআ চক্রছিদ্রপথে হানে ॥ ৫১৭৩
গর্জ্জিআ উঠিল অস্ত্র উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিআ হইল দুইখান ॥ [১৪৪]৫১৭৪
দ্রোণ দ্রোণি দুহেঁ জদি বিমুখ হইল।
লজ্জা ভয় পায়্যা আর কেহো না উঠিল ॥ ৫১৭৫
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুক নিকটে বীর করিল গমন ॥ ৫১৭৬
বাম হস্তে ধরি ধনু দিয়া পদভর।
খসাইআ পুন গুণ দিল বীরবর ॥ ৫১৭৭
টঙ্কারিআ ধনুকে জুড়িল বীর বাণ।
উর্দ্ধমুখে অধোকরে পুরিল সন্ধান ॥ ৫১৭৮
এড়িলেক বাণ বাউবেগবত ছুটে।
জলন্ত পাবক প্রায় অন্তরীক্ষে উঠে ॥ ৫১৭৯
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়্যা গেল।
তৃণবৎ হয়্যা বাণ ভূতলে পড়িল ॥ ৫১৮০
লজ্জা পায়্যা ধনু বীর ফেলিআ ত দিল।
অধোমুখ হয়্যা সভামধ্যেতে বসিল ॥ ৫১৮১
ভয়ে ধনুপানে কেহো নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার ॥ ৫১৮২
দ্বিজ হোক.ক্ষেত্রি হোক বশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক জদি ॥ ৫১৮৩
লভিব দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে দ্রুপদনন্দন ॥ ৫১৮৪
কেহো আর নাঞি চাহে ধনুকের ভিতে।
একোইশ দিন তথা গেল এই মতে ॥ ৫১৮৫

দ্বিজগণমধ্যে বসিছেন যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিগ বেড়িয়া বস্যাছে চারি বীর ॥ ৫১৮৬
বেড়িয়া বস্যাছে জত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
মরুত্বান্‌মধ্যে জেন শোভে আখণ্ডল ॥ ৫১৮৭
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন [১৪৫ক] পুনঃ পুন ডাকে
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ জাহার শক্তি থাকে ॥ ৫১৮৮
জে লক্ষ্য বিন্ধিব কন্যা লব সেই বীর।
সুনি ধনঞ্জয় বীর হইলা অস্থির ॥ ৫১৮৯
বিন্ধিব বলিআ লক্ষ্য কৈল হেন মনে।
অনুমতি লইতে চাহিল ধর্ম্ম পানে ॥ ৫১৯০
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি ইঙ্গিতে কহিল।
আজ্ঞা পায়্যা ধনঞ্জয় উঠিআ চলিল ॥ ৫১৯১
অর্জ্জুন চলিআ জায় ধনুকের ভিতে।
দেখি দ্বিজগণ সব লাগিল পুছিতে ॥ ৫১৯২
কোথাকারে জাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি জাহ কোন প্রয়োজন ॥ ৫১৯৩
অর্জ্জুন বলিল জাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইআ সভে আজ্ঞা কর মোরে ॥ ৫১৯৪
সুনিঞা হাসিল জত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিআ দ্বিজ হইলে পাগল ॥ ৫১৯৫
জে ধনুকে পরাজয় হল্যা রাজাগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন ॥ ৫১৯৬
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ জাহ কোন লাজে।
ব্রাহ্মণেরে হাসাইতে ক্ষেত্রির সমাজে ॥ ৫১৯৭
বলিবেক ক্ষেত্রি এই লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা কৈলে তে কারণ ॥ ৫১৯৮
বহু দূর হৈতে আসিয়াছি দ্বিজগণ।
বহু আশা করি আছি পাব কিছু ধন ॥ ৫১৯৯
সেই সব নষ্ট হব তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব দ্বিজ কেন ইচ্ছিলে করিতে ॥ ৫২০০
অনর্থ না কর আস্য বস্যহ ব্রাহ্মণ। [১৪৫]
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ ॥ ৫২০১

পুনঃ পুন ডাকিতেছে দ্রুপদতনয়।
সুনি ধৈর্য্য নাহি হয় বীর ধনঞ্জয় ॥ ৫২০২
পুন উঠিবারে বীর চিন্তে মনে মন।
হেন কালে শঙ্খধ্বনি কৈল নারায়ণ ॥ ৫২০৩
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পুরিল।
জত দুষ্ট রাজাগণ সুনি স্তব্ধ হৈল ॥ ৫২০৪
শঙ্খশব্দ সুনি পার্থ হইলা উল্লাস।
ভয়ার্ত্ত লোকেতে জেন পাইল আশ্বাস ॥ ৫২০৫
পুনঃ পুন পার্থ বীরে ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর ॥ ৫২০৬
গোবিন্দের আজ্ঞা পায়্যা উঠিলা অর্জ্জুন।
পুন গিআ ধরিল জতেক দ্বিজগণ ॥ ৫২০৭
দ্বিজগণ বলে বিপ্র হইলে বাতুল।
তোর কর্ম্ম দেখিএ মজিব দ্বিজকুল ॥ ৫২০৮
দেখিআ হাসিব জত দুষ্ট ক্ষেত্রিগণ।
বলিবেক লোভী এই জতেক ব্রাহ্মণ ॥ ৫২০৯
সভাকারে এথা হৈতে দিব খেদাড়িআ।
পাবার থাকুক সব লইব কাড়িআ ॥ ৫২১০
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণ প্রতি বৈল ॥ ৫২১১
কি কারণে নিবারণ কর দ্বিজগণ।
জার জত পরাক্রম সে জানে আপন ॥ ৫২১২
জে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজাগণে।
শক্তি না থাকিলে সে জাবেক কি কারণে ॥ ৫২১৩
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাব লাজ।
তারে নিবারণ আমা সভার কি কাজ ॥ ৫২১৪
যুধিষ্ঠিরবাক্য সুনি ছাড়ি দিলা সভে।
ধনুক নিকট ধনঞ্জয় গেলা তবে ॥ ৫২১৫
সকল ক্ষত্রিয়গণ করে উপহাস।
অসম্ভব্য কর্ম্ম দেখ দ্বিজের প্রয়াস ॥ [১৪৬ক]৫২১৬
সভামধ্যে ব্রাহ্মণার মুখে নাঞি লাজ।
জাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ ॥ ৫২১৭
সুরাসুর জত জত নিপুণ ধনুকে।
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে চাহে দরিদ্র ভিক্ষুকে ॥ ৫২১৮
কন্যা দেখি দ্বিজ পারা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল পারা বুঝি অনুমান ॥ ৫২১৯
কিবা মনে করিআছে দেখোঁ একবার।
পারিলে পারিব নহে কি জাব আমার ॥ ৫২২০
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণারে এমতে না ছাড়িব।
সমোচিত জে হয় অবশ্য শাস্তি দিব ॥ ৫২২১
কেহো বলে ব্রাহ্মণে না লএ মোর মনে।
সামান্য মানুষ বলি না জান্য এ জনে ॥ ৫২২২
দেখি দ্বিজ মনসিজ জিনিঞা মুরুতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশএ শ্রুতি ॥ ৫২২৩
অনুপাম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিআছে শোভা ॥ ৫২২৪
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ করে লাজ নাসিকা আতুল ॥ ৫২২৫
দেখি চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
গজস্কন্ধ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥ ৫২২৬
ভুজযুগে নিন্দে নাগে অজানুলম্বিত।
করিকরযুগ বর জানু সুবলিত ॥ ৫২২৭
বুক পাটা দন্তছটা জিনিঞা দামিনী।
দেখি ইহা ধৈর্য্য হয়্যা লইব কামিনী ॥ ৫২২৮
মহাবীর্য্য জেন সূর্য্য ঢাকিআছে মেঘে।
অগ্নিঅংশু জেন পাংশু আচ্ছাদন লাগে ॥ ৫২২৯
এই ক্ষেণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥ * ॥ ৫২৩০

[৭৬]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
সুনিল তোমার মুখে অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ ৫২৩১
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি সুনিব সাদরে ॥ ৫২৩২

মুনি বলে স্থন পরিক্ষিতের নন্দন।
স্থনহ ভারথকথা ব্যাসের বচন ॥ ৫২৩৩
এই মত রাজাগণ করএ [১৪৬] বিচার।
ধনুক নিকুটে গেলা কুন্তীর কুমার ॥ ৫২৩৪
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিল তিন বার।
শিবদাতা শিবেরে করিল নমস্কার ॥ ৫২৩৫
বাম করে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোঙাঞিঞা ঘুচাইল কর্ণদত্ত গুণ ॥ ৫২৩৬
পুন গুণ দিআ বীর দিলেক টঙ্কার।
শবদে কর্ণেতে তালি লাগিল সভার ॥ ৫২৩৭
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তিল হৃদয়।
সাক্ষাতে কিরূপে হয় অজ্ঞাতসময় ॥ ৫২৩৮
পূর্ব্বে গুরু দ্রোণাচার্য্য কহিলা আমারে।
মোরে জদি প্রণাম ইচ্ছহ করিবারে ॥ ৫২৩৯
আগে এক অস্ত্র মারি করিবে স্থাপনা।
আর অস্ত্র পাএ ধরি করিবে বন্দনা ॥ ৫২৪০
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তি মনে মনে।
ভূমিতে নাহিক স্থল লোকের গহনে ॥ ৫২৪১
বিশেষে সভারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যেতে স্থাপিল অস্ত্র পবনের ভরে ॥ ৫২৪২
দুই অস্ত্র মারি তবে ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণের জলে ধৌত করিল চরণ ॥ ৫২৪৩
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিআ পায়।
কল্যাণ করিআ দ্রোণ একদৃষ্টে চায় ॥ ৫২৪৪
বিস্ময় হইআ দ্রোণ চিন্তে মনে মন।
মোর প্রায় শিষ্য এই হব কোন জন ॥ ৫২৪৫
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
জোড়করে পার্থ তারে কৈল নমস্কার ॥ ৫২৪৬
দ্রোণ বৈল হোর দেখ গঙ্গার তনয়।
লক্ষ্যবিন্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময় ॥ ৫২৪৭
ভীষ্ম বৈল আমি ক্ষেত্রি উহ ত ব্রাহ্মণ।
আমারে সে প্রণাম করিব কি কারণ ॥ ৫২৪৮

দ্রোণ বৈল দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষেত্রিকুলে শ্রেষ্ঠ এই ছন্নদ্বিজরূপী ॥ ৫২৪৯
জেই বিদ্যা দেখাইল সভা বিদ্যমান।
মোর শিষ্য বিনে কেহো নাঞি জানে আন ॥৫২৫০
আর কোন শিষ্যে আমি এহা নাঞি দিএ।
অশ্বত্থামাধিক স্নেহ জাহারে করিএ ॥[১৪৭ক]৫২৫১
বড় বড় রাজপুত্র এহা নাঞি জানে।
এ বিদ্যা পাইব কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে ॥ ৫২৫২
বিশেষ তোমারে করিলেক নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম হয়্যাছে এহার ॥ ৫২৫৩
এখনে বিদিত আর হব মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণে লুকাইব জলন্ত পাবকে ॥ ৫২৫৪
ভীষ্ম বৈল আমিহ হৃদয়ে ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি এহারে কোথায় দেখিয়াছি ॥ ৫২৫৫
জেই ক্ষেণে এহার দেখ্যাছি আমি মুখ।
কহনে না জায় জত জন্মিতেছে সুখ ॥ ৫২৫৬
কহ কহ গুরু জদি জানহ এহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে ॥ ৫২৫৭
দ্রোণাচার্য্য কহিল বলিতে ভয় করি।
কেহো পাছে স্থনে আমি দুষ্ট লোকে ডরি ॥ ৫২৫৮
বিশেষে অনেক দিন মরিল জে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে ॥ ৫২৫৯
ভীষ্ম বৈল কহ গুরু কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন কি নাম তাহার ॥ ৫২৬০
দ্রোণ বৈল জেই বিদ্যা করিল সভায়।
পার্থ বিনা মোর ঠাঞি কেহো নাঞি পায় ॥ ৫২৬১
পূর্ব্বে আমি পার্থে সত্য কৈল অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সমান তোমার ॥ ৫২৬২
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাঙ ধনঞ্জয়ে।
যত্নে দিআছিলা মোরে ভৃগুর তনয়ে ॥ ৫২৬৩
অশ্বত্থামা আদি এহা কেহো নাহি জানে।
তেঞি পার্থ বলি এই লয় মোর মনে ॥ ৫২৬৪

পার্থের স্থুনিঞা নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকুল ॥ ৫২৬৫
কি বলিলে আচার্য্য করিলে কোন কর্ম্ম।
জালিলে নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলে মর্ম্ম ॥ ৫২৬৬
দ্বাদশ বচ্ছর নাঞি দেখি স্থুনি কানে।
আর কোথা পাব সেই সাধু পুত্রগণে ॥ ৫২৬৭
এত বলি কান্দে ভীষ্ম স্বজলনয়ন।
দ্রোণ বৈল ধৈর্য্য হয় তেজ শোকমন ॥৫২৬৮
নিশ্চএ জানহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেব হৈতে জন্ম [১৪৭] তারা পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৫২৬৯
পাণ্ডব মরিল বলি বলে সর্ব্বজন।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নহে মন ॥ ৫২৭০
বিদুরের মন্ত্রণাতে গেলা তাহে তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥ ৫২৭১
হেন নীতিশাস্ত্রে আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে ॥ ৫২৭২
এত বলি ভীষ্ম বীর তেজিল ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যাণ করিল হৃষ্টমন ॥ ৫২৭৩
জদি এই কুন্তীপুত্র হইব ফাল্গুনি।
লক্ষ্য বিন্ধি লভু এই দ্রুপদনন্দিনী ॥ ৫২৭৪
তবে পার্থ গোবিন্দে প্রণমি জোড়হাথে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হয় জেই ভিতে ॥ ৫২৭৫
দেখিআ কল্যাণ কৃষ্ণ কৈল হৃষ্টমতি।
হাসিআ বলিল তবে বলভদ্র প্রতি ॥ ৫২৭৬
অবধানে দেখ হোরো রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে মধ্যম পাণ্ডব ॥ ৫২৭৭
কল্যাণ করহ পার্থ বিন্ধে জেন লক্ষ্য।
স্থুনি বলদেব কম্পে হৃদি আর বক্ষ ॥ ৫২৭৮
রাম বৈল ধনঞ্জয় বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লহিবারে মাত্র নহিব সাপক্ষ ॥ ৫২৭৯
একা ধনঞ্জয় এত সমুহ বিপক্ষ
সসৈন্যেতে আসিআছে রাজা এক লক্ষ ॥ ৫২৮০
অনুপামারূপা কৃষ্ণা অনঙ্গমোহিনী।
সভাকার মন হরিআছে এ ভাবিনী ॥ ৫২৮১
এই হেতু সভাই করিব প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজাগণ ॥ ৫২৮২
বিশেষে ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সভে জানে।
অতেব হইব দ্বন্দ্ব স্থুন নারায়ণে ॥ ৫২৮৩
কৃষ্ণ বৈল অন্যায় করিব দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ ॥ ৫২৮৪
আমা বিদ্যমানেতে করিব বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥ ৫২৮৫
জগতজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা। [১৪৮ক]
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা ॥ ৫২৮৬
জদি সমোচিত শাস্তি আমি নাঞি দিব।
তবে জগন্নাথ নাম লোকে কেন লব ॥ ৫২৮৭
সুদর্শনে দহিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে জেন নিক্ষেত্রি করিল ভৃগুপতি ॥ ৫২৮৮
নিঃশেষ করিতে আমি অবনীর ভরা।
অবনীতে জন্ম দেব লভিআছি মোরা ॥ ৫২৮৯
গোবিন্দবচন স্থুনি রাম চিন্তামন।
গোবিন্দচরণে কাশীদাস বিরচন ॥ * ॥ ৫২৯০

[৭৭]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
স্থুনিল অপূর্ব্ব কথা তোমার সদন ॥ ৫২৯১
এত কৃপা গোবিন্দের পিতামহগণে।
কহ মুনি পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥ ৫২৯২
মুনি বলে অবধানে স্থুন ধরাধর।
একমনে স্থুন সভে ব্যাসের উত্তর ॥ ৫২৯৩
তবে পার্থ প্রণমোহে ধর্ম্মের চরণ।
দেখি যুধিষ্ঠির বলে চাহি দ্বিজগণ ॥ ৫২৯৪
লক্ষ্যবিন্ধা দ্বিজ প্রণমোহে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি ॥ ৫২৯৫

স্তুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্তি হোক দ্রুপদনন্দিনী॥ ৫২৯৬
ধনু লৈআ ধনঞ্জয় পাঞ্চালে ডাকিল।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলি জিজ্ঞাসিল॥ ৫২৯৭
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রমধ্যে এই পাইবে দেখিতে॥ ৫২৯৮
কনকের মচ্ছ তার মাণিক নয়ন।
এই মৎস্যচক্ষু ভেদিবেক জেই জন॥ ৫২৯৯
লহিব মোহর ভগ্নী দ্রুপদদুহিতা।
এত স্তুনি জলে দেখে পার্থ মহারথা॥ ৫৩০০
উর্দ্ধ বাহু করিআ আকর্ণ টানে গুণ।
অধোমুখ করি বাণ এড়িল অর্জ্জুন॥ ৫৩০১
সুদর্শন জগন্নাথ করিল আন্তর।
মচ্ছচক্ষু ভেদিলেক অর্জ্জুনের শর॥ [১৪৮] ৫৩০২
মহাশব্দে মৎস্য ভেদি অস্ত্র হৈল পার।
অর্জ্জুনের সমুখে আইল আর বার॥ ৫৩০৩
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজগণমধ্যে হৈল॥ ৫৩০৪
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
স্তুনিঞা বিস্ময় হৈলা জত নৃপমণি॥ ৫৩০৫
হাথেতে দধির পাত্র লৈআ পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে জায় দ্রুপদের বালা॥ ৫৩০৬
দেখি হতচিত্ত হৈলা জত নৃপমণি।
ডাকিআ বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি॥ ৫৩০৭
ভিক্ষুক দরিদ্র জে সহজে দ্বিজজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিতে কোথা তাহার শকতি॥ ৫৩০৮
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কোথা কন্যা পাইবে ব্রাহ্মণ॥ ৫৩০৯
ব্রাহ্মণ বলিআ চিত্তে উপরোধ করি।
এহার উচিত এই ক্ষেণে দিতে পারি॥ ৫৩১০
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধ লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানি নির্ণয়॥ ৫৩১১
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি মিথ্যা গোল কৈলে।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমতে বিন্ধিলে॥ ৫৩১
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ॥ ৫৩১৩
শিষ্টে বলে বিন্ধিআছে দুষ্টে বলে নহে।
ছায়া দেখি কেমতে হইব প্রত্যএ॥ ৫৩১৪
শূন্য হৈতে মৎস্য জদি কাটিআ পাড়িব।
সাক্ষাতে দেখিলে মনে প্রত্যয় জন্মিব॥ ৫৩১৫
কাটি পাটে মৎস্য জদি আছএ শকতি।
এইরূপে কহিলেক জত দুষ্টমতি॥ ৫৩১৬
স্তুনিঞা বিস্ময় হয়্যা পাণ্ডুর নন্দন।
হাসিআ অর্জ্জুন বীর বলএ বচন॥ ৫৩১৭
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর তুমি সভে। [৫৩
মিথ্যা বাক্যে কখন সুকার্য্য নাঞি লভে॥ [১৪৯
কথক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কথক্ষণ রহিবেক মিথ্যা সাক্ষী দিলে॥ ৫৩১৯
সর্ব্ব দিন অন্ধকার রাত্রি নাহি রহে।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য খ্যাত লোকে কহে॥
কতক্ষণ রহিবেক করিলে ভণ্ডনা।
লক্ষ্য কাটি ফেলাই দেখুক সর্ব্বজনা॥ ৫৩২১
এক বার থাকুক শত বার বৈলে।
জত বার কহিবে বিন্ধিব অবহেলে॥ ৫৩২২
এত বলি পার্থ বীর লৈল ধনুঃ শর।
আকর্ণ টানিঞা বিন্ধে ইন্দ্রের কোঙর॥ ৫৩২৩
সুরাসুর নাগলোকে দেখএ কৌতুকে।
কাটিআ ফেলিল লক্ষ্য সভার সমুখে॥ ৫৩২৪
অদ্ভুত দেখিআ তবে জত রাজাগণ।
বিস্ময় হইয়া তবে ভাবে মনে মন॥ ৫৩২৫
জয় জয় শব্দে ডাকে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
আকাশে কুসুমবৃষ্টি কৈল আখণ্ডল॥ ৫৩২৬
হাথে দধিপাত্র লৈআ দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥ ৫৩২৭

ধিপাত্র দিতে পার্থ কৈল নিবারণ।
দখি অনুমান করে জত রাজাগণ ॥ ৫৩২৮
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
হার দেখ ব্রাহ্মণ বরিতে নিষেধিল ॥ ৫৩২৯
সহজে দরিদ্র দ্বিজ অর্ণ নাহি মিলে।
ছড়া চর্ম্মপাদুকাযুগল পদতলে ॥ ৫৩৩০
পিন্ধন মলিন জীর্ণ ঢাকিআছে মলি।
তৈল বিনে শিরে দেখ হয়্যাছে জটিলী ॥ ৫৩৩১
হেন জনগৃহে কিবা রাজকন্যা শোভে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥ ৫৩৩২
ধর্ম্ম তেজি লক্ষ্য বিন্ধিলেক ধর্ম্মবলে।
কি করিব কন্যা তাহে অর্ণ নাঞি মিলে ॥ ৫৩৩৩
ধনের প্রয়াসী দ্বিজ বুঝিল ধারণে। [১৪৯]
দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব লেহ এই ক্ষণে ॥ ৫৩৩৪
এত রাজাগণ সভে বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া ॥ ৫৩৩৫
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজাগণ পাঠাইলা তোমার গোচর ॥ ৫৩৩৬
জে বৈল তোমার স্থানে করি নিবেদন।
তোমা সম কর্ম্ম নাঞি করে কোন জন ॥ ৫৩৩৭
দুর্য্যোধন রাজা এই কহিল আমায়।
মুখ্য পাত্র করি তোমায় রাখিব সভায় ॥ ৫৩৩৮
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
এক শত দ্বিজকন্যা বিভা করাইব ॥ ৫৩৩৯
আর জাগা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ করি দেহ দ্রুপদদুহিতা ॥ ৫৩৪০
সুনিঞা অর্জ্জুন বীর অগ্নি হেন জলে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দ্বিজ প্রতি বলে ॥ ৫৩৪১
হে দ্বিজ জেমত তুমি কহিলে বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥ ৫৩৪২
তে কারণে মোর ঠাঞি রহিল পরান।
এ কথা কহিয়া কে জীবেক মোর স্থান ॥ ৫৩৪৩
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মোর দূত হয়্যা তুমি জাহ পুনর্ব্বার ॥ ৫৩৪৪
দুর্য্যোধন আদি জত কহ রাজাগণে।
অভিলাষ তো সভার আছে জদি ধনে ॥ ৫৩৪৫
আমি দিব সসাগরা পৃথিবী শাসিআ।
নানা রত্ন ধন দিব কুবের জিনিয়া ॥ ৫৩৪৬
তোমা সভাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভারে কহিল দ্বিজমণি ॥ ৫৩৪৭
সত্বরে জানাহ গিআ মূঢ় নৃপবরে।
কেন হেন কহে বাক্য মরিবার তরে ॥ ৫৩৪৮
প্রায় বুঝি সভাকারে যম দিল কোল।
তেঞি সে কহিল মূঢ় এত বড় বোল ॥ ৫৩৪৯
সুনিঞা সত্বরে তথা গেলা দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত জত রাজার গোচর ॥[১৫০ক] ৫৩৫০
জলন্ত অনলে জেন ঘৃত ঢালি দিল।
ক্রোধ হয়্যা রাজাগণ গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ৫৩৫১
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি হৈল অহঙ্কার ॥ ৫৩৫২
রাজাগণে এতাদৃশ কুচ্ছিত বচন।
প্রাণে আশা থাকিলে কহিব কোন জন ॥ ৫৩৫৩
হেন জনে মারিলে নাহিক কোন পাপ।
ব্রাহ্মণ বলিআ মনে এত করে দাপ ॥ ৫৩৫৪
এতেক দুর্ভাষা কি কাহার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ॥ ৫৩৫৫
ক্ষেত্রিস্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হয়্যা কন্যা লবে ক্ষেত্রিকুলে লাজ ॥ ৫৩৫৬
এমত কহিয়া জদি রহিল জীবন।
এই মত দুষ্ট তবে হব দ্বিজগণ ॥ ৫৩৫৭
তে কারণে ইহার উচিত শাস্তি দিব।
অন্য স্বয়ম্বরে তবে এমত নহিব ॥ ৫৩৫৮
দেখহ পূর্ণিত হেন দ্রুপদ রাজার।
আমা সভা নাঞি মানে করি অহঙ্কার ॥ ৫৩৫৯

মহারাজাগণ তেজি ভজিল ব্রাহ্মণে।
এমত কুচ্ছিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥ ৫৩৬০
অমর কিন্নরগণে জে কন্যা বাঞ্ছিত।
দারিদ্র ব্রাহ্মণে দিব সভার বিদিত ॥ ৫৩৬১
মারহ দ্রুপদ আজি সপুত্র সহিত।
মারহ ব্রাহ্মণবধে নাহি কিছু ভীত ॥ ৫৩৬২
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৫৩৬৩

[৭৮]

জার জে লইয়া সৈন্য জত রাজাগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন ॥ ৫৩৬৪
শিশুপাল দন্তবক্র কাশীনরপতি।
রুক্মী ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি ॥ ৫৩৬৫
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
রোহিধ্বজ নীলধ্বজ বিরাট জে তেজা ॥ ৫৩৬৬
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু [১৫০] রাজন।
অনুবিন্দ চিত্রবৃক সুষেণ ভূষণ ॥ ৫৩৬৭
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভূষণ্ডি তোমর।
শেল শূল চক্র গদা পরশু মুদ্গর ॥ ৫৩৬৮
প্রলয়ের মেঘ জেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি ॥ ৫৩৬৯
দেখিআ দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিআ দেবী কহে সবিনয় ॥ ৫৩৭০
না দেখি এহার কিছু ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজাগণ সমুদ্রের প্রায় ॥ ৫৩৭১
ইথে কি করিব মোর পিতার শকতি।
নিশ্চয় জানিল আজি নাহিক নিষ্কৃতি ॥ ৫৩৭২
অর্জ্জুন বলিল তুমি রহ মোর কাছে।
দাণ্ডাইআ নির্ভয় দেখহ তুমি পিছে ॥ ৫৩৭৩
কৃষ্ণা বৈল কহ দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি ॥ ৫৩৭৪

হাসিআ অর্জ্জুন বলে সুন গুণবতি।
একেশ্বর নিবারিব সব নরপতি ॥ ৫৩৭৫
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে না পারে অর্ব্বুদ যূথপতি ॥ ৫৩৭৬
একেশ্বর গরুড় সকল আশীবিষে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥ ৫৩৭৭
একা ব্যাঘ্রে কি করিব লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মন্থিল সমুদ্র ॥ ৫৩৭৮
একা হনুমান জেন দহিলেক লঙ্কা।
তেমত নৃপতিগণে আমি হব একা ॥ ৫৩৭৯
এত বলি ধনঞ্জয় কৃষ্ণা আশ্বাসিল।
টঙ্কারিআ ধনুগুণ সন্ধান পুরিল ॥ ৫৩৮০
তবে ত দ্রুপদ রাজা পুত্র সমুদিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিত ॥ ৫৩৮১
মুহূর্ত্তেক করি যুদ্ধ নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিআ সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে ॥ ৫৩৮২
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল রাজাগণ।
দেখি ওষ্ঠ [১৫১ক] কামড়ায় পবননন্দন ॥ ৫৩৮৩
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিআ সঙ্কোচচিত্ত হল্য ধর্ম্মরায় ॥ ৫৩৮৪
যুধিষ্ঠির বৈল ভাই অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজাগণে অর্জ্জুনে বেড়িল ॥ ৫৩৮৫
শীঘ্র জাহ নিবারিআ আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥ ৫৩৮৬
যুধিষ্ঠিরআজ্ঞা পায়্যা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িআ লৈল এক দীর্ঘ তরুবর ॥ ৫৩৮৭
দশ ব্যোম দীর্ঘ তরু নিপত্র করিআ।
বাউবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিআ ॥ ৫৩৮৮
ক্ষেত্রিগণ দুষ্ট দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
ভীমের পশ্চাতে তারা ধায় সর্ব্বজন ॥ ৫৩৮৯
হের দেখ পাপিষ্ঠ ক্ষেত্রির দুরাচার।
সভামধ্যে দ্বিজ লক্ষ্য বিন্ধিল আমার ॥ ৫৩৯০

লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্তি নহিল তখনে।
ইবে দ্বন্দ্ব করে দেখ একাকী ব্রাহ্মণে॥ ৫৩৯১
এমত অন্যায় রণ কার প্রাণে সহে।
যুদ্ধ করি প্রাণ ইথে দিব দ্বিজচয়ে॥ ৫৩৯২
মারিব মরিব আজি করিব সমর।
হেন কর্ম্ম নহিব কাহার কলেবর॥ ৫৩৯৩
এত বলি দ্বিজগণ দণ্ড লৈআ করে।
মৃগচর্ম্মপাদুকা লঞা বান্ধিল কমরে॥ ৫৩৯৪
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বাউবেগে।
হাথে বাড়ি করিআ নৃপতিগণআগে॥ ৫৩৯৫
দেখিআ বলএ পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মস্তকে লইয়া দ্বিজগণপদধূলি॥ ৫৩৯৬
তুমি সব দ্বন্দ্বে আইলে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইআ কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥ ৫৩৯৭
জাহারে করিবে জয় মুখের বচনে।
তার সনে সম দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে॥ ৫৩৯৮
তোমা সভাকার মাত্র চরণপ্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষেত্রিগণেরে মারিব অপ্রমাদে॥ [১৫১] ৫৩৯৯
জেন মতে দুষ্ট আজি করিআছে সভে।
তাহার উচিত শাস্তি এই ক্ষণে পাবে॥ ৫৪০০
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজাগণমুখে ধায় ইন্দ্রের নন্দন॥ ৫৪০১
হাসিআ বলিলা রাম দেখ ভগবান্।
পূর্ব্বে জে কহিল আমি হৈল বিদ্যমান॥ ৫৪০২
এক লক্ষ রাজাগণ একত্র হইয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে স্বসৈন্য লইয়া॥ ৫৪০৩
একা পার্থ প্রবোধিব কত কত জনে।
প্রতিকার এহার না দেখি নারায়ণে॥ ৫৪০৪
প্রতিজ্ঞা করিল সব মেলি রাজাগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিব রাজা দুর্য্যোধনে॥ ৫৪০৫
রামের বচন সুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়নযুগল জেন রক্তআরবিন্দ॥ ৫৪০৬
ক্ষেণক রহিআ কৃষ্ণ করিলা উত্তর।
জে বলিলে সত্য দেব যাদবঈশ্বর॥ ৫৪০৭
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল একজনে।
কোথাএ জীবেক সেই মনুষ্য পরানে॥ ৫৪০৮
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তেকে নিতে পারে সসাগরা ভূমি॥ ৫৪০৯
মনুষ্য জতেক আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সহ জদি করিব কলহ॥ ৫৪১০
উদাম বনেতে জেন ময়মত্ত বাগ।
তারে কি করিতে পারে রাজাগণছাগ॥ ৫৪১১
কহিলে প্রতিজ্ঞা করিল রাজাগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিব রাজা দুর্য্যোধনে॥ ৫৪১২
শিশু কোথা চন্দ্রমাকে ধরিবারে পারে। [৫৪১৩
ব্যাঘ্রমুখে আমিষ শৃগাল কোথা ধরে॥ [১৫২ক]
তবে জদি অর্জ্জুনের নিনতা দেখিব।
সুদর্শন চক্রে আমি সভারে ছেদিব॥ ৫৪১৪
সুনি বলভদ্র হৈলা সভয়হৃদয়।
স্নেহশিষ্য দুর্য্যোধন প্রিয় অতিশয়॥ ৫৪১৫
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছএ অন্তরে।
এই হেতু কামপাল ভাবান্তর করে॥ ৫৪১৬
চিন্তিআ বলিল রাম চাহি নারায়ণ।
আমা সভাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥ ৫৪১৭
বিশেষে আপনে বৈলে পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতিসকল॥ ৫৪১৮
সেই কথা পরীক্ষা করিব এই ক্ষণে।
এথাএ থাকিয়া যুদ্ধ দেখিব দুজনে॥ ৫৪১৯
গোবিন্দ বলিলা আমি না জাইব রণে।
তব আজ্ঞা কদাচিত না করি লজ্ঘনে॥ ৫৪২০
একা পার্থ জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয় নয় এখনে দেখিবে বিদ্যমানে॥ ৫৪২১
সুমেরু চলিব শুষিবেক সিন্ধুজল।
শীতল হইব জদি জলন্ত অনল॥ ৫৪২২

পশ্চিমে উদয় জদি হব দিনমণি।
তত্রাপি অর্জ্জুনে কেহো না পারিব জিনি ॥ ৫৪২৩
গোবিন্দের মুখে স্থনি এমত বচন।
নিশব্দে রহিলা রাম হইয়া বিমন ॥ ৫৪২৪
এক লক্ষ নৃপতি রহিল্যা চতুর্দ্দিগে।
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ জেন মৃগে ॥ ৫৪২৫
হিমাদ্রি পর্ব্বতপ্রায় ধীর মহাবীর।
সমুদ্রসদৃশ বুদ্ধে জিনিঞা গভীর ॥ ৫৪২৬
জন্তুগণমধ্যে জেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন জেন ইন্দ্রপরাক্রম ॥ ৫৪২৭
অপূর্ব্ব সমর দেখি জতেক অমর। [১৫২]
অর্জ্জুন কারণে হৈলা চিন্তিত অন্তর ॥ ৫৪২৮
একা পার্থে কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ।
হাথে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবার লক্ষ্য ॥ ৫৪২৯
পুত্রের সাহায্য হেতু শতক্রতু তূর্ণ।
পাঠাইআ দিল তূণ অস্ত্রগণপূর্ণ ॥ ৫৪৩০
বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া ধনঞ্জয় ছাড়ে সিংহনাদ ॥ ৫৪৩১
টঙ্কারিআ ধনুর্গুণ এড়ে অস্ত্রগণ।
নিমিষেকে শরবৃষ্টি কৈল নিবারণ ॥ ৫৪৩২
জেন মহাবাএ নিবারিল মেঘমালা।
সমুদ্রলহরী জেন নিবারিতে ভেলা ॥ ৫৪৩৩
দাবাগ্নি নিবর্ত্ত জেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষেকে ধনঞ্জয় কাটিল সকলে ॥ ৫৪৩৪
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৪৩৫

[৭৯]

পরিক্ষিতস্থত বলে স্থন মহাশয়।
তোমার চরণে বলি করিআ বিনয় ॥ ৫৪৩৬
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বিস্তার করিআ কহ স্থনিব সাদরে ॥ ৫৪৩৭
মুনি বলে অবধানে স্থনহ রাজন।
একমনে কহি স্থন ব্যাসের বচন ॥ ৫৪৩৮
প্রলয়ের কালে জেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে জত নৃপবর ॥ ৫৪৩৯
চতুর্দ্দিগে সভাকার মুখে এই রব।
মার মার দুষ্টমতি জত দ্বিজবর ॥ ৫৪৪০
শঙ্খনাদ সিংহনাদ মুখে ঘোর নাদ।
স্থনিঞা ব্রাহ্মণগণে গুণিল প্রমাদ ॥ ৫৪৪১
দ্বন্দ্বস্থল দেখিলে ছাড়এ সাধু জন।
চতুর্দ্দিগে পলাএ জতেক দ্বিজগণ ॥ ৫৪৪২
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলএ দ্বিজ সব।
প্রলয়ের কালে [১৫৩ক] জেন উথলে অর্ণব ॥৫৪৪
উঠ উঠ দ্বিজ সব চলহ সত্বর।
নির্ভয় হইয়া আছ নাহি প্রাণে ডর ॥ ৫৪৪৪
এমন ব্রাহ্মণ দুষ্টে সঙ্গে আনিছিলে।
আপুনিহ মৈল সব দ্বিজে দুঃখ দিলে ॥ ৫৪৪৫
ক্ষেত্রি রাজাগণ সহ হইল বিবাদ।
আছুক দক্ষিণা কার্য্য হইল প্রমাদ ॥ ৫৪৪৬
এমন দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্ম ব্রাহ্মণে না শোভে।
রাজকন্যা দেখি মৎস্য বিন্ধিলেক লোভে ॥ ৫৪৪৭
এথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
ঐ স্থন দ্বিজে মার ডাকে ক্ষেত্রিগণ ॥ ৫৪৪৮
পলাহ পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর।
এত বলি ধরি লৈল জত দ্বিজবর ॥ ৫৪৪৯
প্রাণ লৈআ পলাইলা জত দ্বিজগণ।
উর্দ্ধমুখে চাহি শীঘ্র জতেক ব্রাহ্মণ ॥ ৫৪৫০
বিংশতি সহস্র শিষ্য লইআ মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ সহস্র লইয়া ধায় কৌণ্ড ॥ ৫৪৫১
বাইশ সহস্র শিষ্য লৈআ ধায় ব্যাস।
পৌলস্ত্য জৈমিনি ধায় বহে উর্দ্ধশ্বাস ॥ ৫৪৫২
দশ সহস্র শিষ্যে পলায় দুর্ব্বাসা।
দ্বাদশ সহস্র গর্গ নাঞি স্ফুরে ভাষা ॥ ৫৪৫৩

পঞ্চাবংশ সহস্রেতে পরাসর মুনি।
চতুর্দ্দিগে ধায় সভে নাঞি মুখে বাণী॥ ৫৪৫৪
দ্বন্দ দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
করতালি দিআ নাচে বলে হাসি হাসি॥ ৫৪৫৫
লাগ লাগ বলিআ সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষেণে ক্ষেণে সকল রাজারে গালি পাড়ে॥ ৫৪৫৬
ব্যর্থ ক্ষেত্রিকুলে জন্ম ব্যর্থ তুমি সব।
এক দ্বিজ করিল সভারে পরাভব॥ ৫৪৫৭
কন্যা লৈআ জাব জদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন লাজে লোকে তরা দেখাবি বদন॥ ৫৪৫৮
এত বলি উর্দ্ধবাহে নাচে তপোধন।
বাজিল তম্বুর যুদ্ধ না জায় লিখন॥ ৫৪৫৯
সভাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের কুমার। [৫৪৬০
নিজ অস্ত্রেতে রাজাগণে করিল [১৫৩] প্রহার॥
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ।
কাহার কাটিল খড়্গ কার কাটে গু[তূ]ণ॥ ৫৪৬১
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর শেল শূল শক্তি॥ ৫৪৬২
নিঅস্ত্র করিল তবে জত রাজাচয়।
দশ দশ বাণ বিন্ধে সভার হৃদয়॥ ৫৪৬৩
মুখে যুগ ভুজে চারি চারি হৃদে পায়।
মূর্চ্ছিত হইআ সভে রথে গড়ি জায়॥ ৫৪৬৪
রথ ফিরাইল তবে রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিগে জত নরপতি॥ ৫৪৬৫
পাছু পানে চাহি পার্থ কৃষ্ণারে আশ্বাসে।
তাহা দেখি কর্ণ বীর খল খল হাসে॥ ৫৪৬৬
কি কর্ম্ম করিলি দ্বিজ মুখে নাঞি লাজ।
পরনারী সম্ভাষহ এ সভার মাঝ॥ ৫৪৬৭
আপনার ভার্য্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কৈয়্য কথোপকথন॥ ৫৪৬৮
অদ্ভুতে হাসিব লোক উপহাসকথা।
ভিক্ষুক হইআ ইচ্ছ রাজার দুহিতা॥ ৫৪৬৯
নেউটিআ দেখে পার্থ রবির নন্দনে।
পার্থ বলে কহ কর্ণ আছএ জীবনে॥ ৫৪৭০
আরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীয়ন্ত আছহ তুমি খাঞ্যা মোর বাণ॥ ৫৪৭১
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ।
কোন দেশে ঘর তোর আমা না জানহ॥ ৫৪৭২
ব্রাহ্মণ বলিআ মুঞি করি উপরোধ।
কার প্রাণ রহিব করিলে আমি ক্রোধ॥ ৫৪৭৩
কর্ণবাক্য সুনি পার্থ হাসিআ বলিল।
দ্বিজ বলি আমি তোরে কখন কহিল॥ ৫৪৭৪
যুদ্ধভয় করি প্রায় কহ এইরূপে।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও এইরূপে॥ ৫৪৭৫
ক্ষেত্রিধর্ম্ম আছে এই শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ক্ষত্রিয় গুরু একুই সমান॥ ৫৪৭৬
তুমি বড় ধর্ম্মশীল ব্রহ্মবধে ভয়। [৫৪৭৭
তেঞি একজনেরে বেড়িলে রাজাচয়॥ [১৫৪ক]
হাসিয়া এখন বল কৈল উপরোধ।
কে বলে তোমারে শাম্য করিবারে ক্রোধ॥ ৫৪৭৮
জত শক্তি আছে তোর না করিহ ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিআ তুঞি না জানিস আমা॥ ৫৪৭৯
অর্জ্জুনের বাক্য সুনি কর্ণ কোপে জলে।
নানাবর্ণ অস্ত্র বীর পার্থপর ফেলে॥ ৫৪৮০
কর্ণ অর্জ্জুনের রণ নাহি পাঠান্তর।
হাথে বৃক্ষ উপনীত বীর বৃকোদর॥ ৫৪৮১
মার মার করি অস্ত্র ফেলে চতুর্দ্দিগে।
আষাঢ় শ্রাবণে জেন বরিষএ মেঘে॥ ৫৪৮২
মুষল মুদ্গর শূল ফেলে শক্তি জাঠি।
গদা চক্র পরশু ভূষুণ্ডি কোটি কোটি॥ ৫৪৮৩
মার মার চতুর্দ্দিগে বলি সব ডাকে।
বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্র ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে॥ ৫৪৮৪
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝাটিতে আচ্ছাদিল জেন দিবাকর॥ ৫৪৮৫

বাউর নন্দন বীর বাউপরাক্রম।
অজাযূথমধ্যে জেন ব্যাঘ্রে নাঞি ভ্রম ॥ ৫৪৮৬
পরম আনন্দ জার পাইলে বিক্রম।
এত অস্ত্রপ্রহারে তিলেক নাঞি শ্রম ॥ ৫৪৮৭
সংগ্রাম আহার আর রমণীমৈথুনে।
তিন ঠাঞি তৃপ্তি জার না হয় কখনে ॥ ৫৪৮৮
অনলের তেজ জেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে ভীম জত অস্ত্র পড়ে ॥ ৫৪৮৯
জন্তুগণমধ্যে জেন যুগান্ত কৃতান্ত।
দ্বিতীয় প্রহরে জেন দেখি মধ্যাকান্ত ॥ ৫৪৯০
প্রলয়ের মেঘ জেন জিনিঞা গর্জ্জন।
বৃক্ষ ফেলাইআ অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥ ৫৪৯১
আথালি পাথালি বীর মারে বৃক্ষবাড়ি।
সহস্র সহস্র চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি ॥ ৫৪৯২
ভাঙ্গিল অনেক রথ রথী আর ধ্বজ।
সহস্র সহস্র ঘোড়া লক্ষ লক্ষ গজ ॥ ৫৪৯৩
দক্ষিণ বামেতে বীর [১৫৪] ধায় আগে পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিবারিল গাছে ॥ ৫৪৯৪
মুখ তুলি বৃকোদর জেই ভিতে চায়।
পলায় সকল সৈন্য তুলা জেন বায় ॥ ৫৪৯৫
সিন্ধুজলমধ্যে জেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে জেন মত্ত করিবর ॥ ৫৪৯৬
মৃগেন্দ্র বিহরে জেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
দানবগণের মধ্যে জেন আখণ্ডলে ॥ ৫৪৯৭
দণ্ডহস্তে যম জেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র।
খেদাড়িআ লআ জায় সব নৃপবৃন্দ ॥ ৫৪৯৮
জেঁই দিগে বৃকোদর সৈন্য জায় খেদি।
দুই ভিতে তট জেন মধ্যে বহে নদী ॥ ৫৪৯৯
জতেক খেদিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে জেন গঙ্গা ॥ ৫৫০০
ব্যাঘ্রে জেন খেদি জায় ছাগলের পাল।
পলায় সকল রাজা নাঞি বান্ধে বাল ॥ ৫৫০১
সঙ্গেতে থাকে জার সদা নৃপবৃন্দ।
বিংশতি অক্ষৌহিণী রাজা জরাসন্ধ ॥ ৫৫০২
একাদশ অক্ষৌহিণী পাছু নাঞি চায়।
একাএকি প্রাণ লৈআ সভাই পলায় ॥ ৫৫০৩
মুকুট খসিল পড়ি হাথের ধনুক।
তুলিআ লইতে কেহো নাঞি বান্ধে বুক ॥ ৫৫০৪
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে পাছু নাঞি দেখে।
মার মার ক্ষেত্রি মার বৃকোদর ডাকে ॥ ৫৫০৫
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
জন্তুবধে জেন মৃগপতির নির্দ্দয় ॥ [১৫৫ক] ৫৫০৬
শরণ লইলে বলি মারে কাছাড়িআ।
পলাইলে কোথা জাবে মারে খেদাড়িয়া ॥ ৫৫০৭
পলাএ নৃপতিগণ নাহিক নিষ্কৃতি।
গর্জ্জিআ নেউটে পুন মদ্রঅধিপতি ॥ ৫৫০৮
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে ভীমের উপর।
ক্রোধে বৃক্ষ প্রহারিল বীর বৃকোদর ॥ ৫৫০৯
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হয়্যা গেল।
লম্ফ দিআ শল্য রাজা ভূমেতে পড়িল ॥ ৫৫১০
হয় রথ চূর্ণ হইল বৃক্ষের প্রহারে।
গদা লৈআ শল্য রাজা বৃকোদরে মারে ॥ ৫৫১১
গদাহস্তে শল্যরাজ তরুহস্তে ভীম।
দুহাঁকার মহাযুদ্ধ হইল অসীম ॥ ৫৫১২
কৌতুক দেখএ লোক থাকিআ আন্তরে।
মণ্ডলি করিআ দোহেঁ চারি ভিতে ফিরে ॥ ৫৫১৩
পর্ব্বত পড়িল জেন পর্ব্বত উপর।
মহাশব্দে প্রহারে দোহাঁর কলেবর ॥ ৫৫১৪
দুই মত্ত হস্তী জেন পর্ব্বত উপর।
দুই মত্ত বৃষ জেন গোঠের ভিতর ॥ ৫৫১৫
বিপরীত দুহাঁর দশন কড়মড়ি।
ভূমি কম্পে দুহাঁর চরণ দড়বড়ি ॥ ৫৫১৬
এই মত কথো ক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর ॥ ৫৫১৭

বুলাইয়া বৃক্ষ প্রহারিল সব্য হাথে।
খসিআ পড়িল গুরুতর গদা ঘাতে ॥ ৫৫১৮
নিঅস্ত্র হইল শল্য কিছু নাঞি আর।
লম্ফ দিআ ধরে তারে পবনকুমার ॥ ৫৫১৯
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষ। [১৫৫]
পাএ ধরি তাহারে বুলায় অন্তরীক্ষ ॥ ৫৫২০
দেখিআ হাসএ জত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
টিটকারি দিআ নাচে করে দিআ তালি ॥ ৫৫২১
আরে দুষ্ট ক্ষেত্রি সব অধর্ম্ম করিলি।
তাহার উচিত ফল হাথে হাথে পালি ॥ ৫৫২২
দয়াযুত হয়্যা তবে জতেক ব্রাহ্মণ।
ছাড় ছাড় করিআ করিল নিবারণ ॥ ৫৫২৩
এই মদ্রঅধিপতি ব্রাহ্মণে সেবয়।
তেকারণে মারিবারে উচিত না হয় ॥ ৫৫২৪
মরিল মরিল শল্য হরিল গেআন।
আর দুই তিন পাকে জাইথ পরান ॥ ৫৫২৫
তবে ভীম জতেক দ্বিজের অনুরোধে।
বিশেষে মাতুল বলি নিবারিলা ক্রোধে ॥ ৫৫২৬
মৃতপ্রায় করিআ শল্যেরে ছাড়ি দিল।
দেখিআ সকল রাজা বিস্ময় মানিল। ৫৫২৭
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনি নাহিক সংসারে।
একা হলধর আর বৃকোদর পারে ॥ ৫৫২৮
মনুষ্যের কর্ম্ম নএ জানিল নিশ্চএ।
ভীমের সম্মুখে আর কেহো স্থির নএ ॥ ৫৫২৯
প্রাণ লৈঞা পলায় জতেক নৃপবর।
খেদাড়িআ পাছু জায় বীর বৃকোদর ॥ ৫৫৩০
মহাভারথের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু সুনে অনুব্রত ॥*॥ ৫৫৩১

[৮০]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ৫৫৩২
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
বিস্তারিআ কহ মুনি সুনিব সাদরে ॥ ৫৫৩৩
মুনি বলে অবধানে সুন নরে[১৫৬ক]শ্বর।
একমনে সুন সভে ব্যাসের উত্তর ॥ ৫৫৩৪
অর্জ্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকে অনুপাম।
পূর্ব্বে যুদ্ধ হৈল জেন রাবণ শ্রীরাম ॥ ৫৫৩৫
জেন বৃত্র বৃত্রহা মারিল উমাধব।
বালি সুগ্রীব কিবা গজেন্দ্র কচ্ছব ॥ ৫৫৩৬
নানা অস্ত্র দুই জনে দুহাঁরে দেখায়।
দূরে থাকি রাজাগণ দাণ্ডাইআ চায় ॥ ৫৫৩৭
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর আউলপ্রতাপ।
এক বাণ লৈলে হয় সহস্রেক সাপ ॥ ৫৫৩৮
মহাশব্দে আস্যে সর্প জুড়িআ আকাশ।
দেখিআ নৃপতিগণে লাগিল তরাস ॥ ৫৫৩৯
হাসিআ গরুড়অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গে ধরি গরাসে সুপর্ণ ॥ ৫৫৪০
শত শত খগবর উঠএ আকাশে।
ভুজঙ্গে গিলিআ পার্থে গিলিবারে আস্যে ॥ ৫৫৪১
অগ্নিঅস্ত্র এড়ি পার্থ জালিল অনল।
অগ্নিতে পক্ষের পাখা পুড়িল সকল ॥ ৫৫৪২
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি পড়ে কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেক অস্ত্র জলধর ॥ ৫৫৪৩
বৃষ্টি করি নির্ব্বাণ করিল বৈশ্বানর।
মুষলধা[রা]য় জল বর্ষে পার্থোপর ॥ ৫৫৪৪
নানা অস্ত্র ফেলে দোহেঁ জেবা জত জানে।
মুষলধারায় জেন বরিষে শ্রাবণে ॥ ৫৫৪৫
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখিএ আর।
দিবসে দুফরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥৫৫৪৬
আকাশে প্রশংসা করে জতেক অমর।
বিস্ময় নৃপতি সব দেখিআ সমর ॥ ৫৫৪৭
কর্ণ বলে সত্য মোরে কহিবে বচন।
কহ তুমি বেশধারী [১৫৬] না হও ব্রাহ্মণ ॥ ৫৫৪৮

কিম্বা কৃষ্ণালোভে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ ॥ ৫৫৪৯
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদে হবে ভৃগুরাম।
কিম্বা তুমি জীয়ন্তে পাণ্ডবার্জ্জুন নাম ॥ ৫৫৫০
এত জনমধ্যে তুমি হবে কোন জন।
মোর ঠাঞি অন্য কে জীবেক এতক্ষণ ॥ ৫৫৫১
এত স্বুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
মোর কি হইব তোরে দিলে পরিচয় ॥ ৫৫৫২
মোর পরিচয় তোর হব কোন কাজ।
দরিদ্র ভিক্ষুক আমি তুমি মহারাজ ॥ ৫৫৫৩
একা দেখি বেড়িলে লইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় চাহ স্বুনিতে অশক্য ॥ ৫৫৫৪
জদি প্রাণে ভয় হৈল জাহ পলাইয়া।
কাতর দেখিয়া তোরে দিলাঙ ছাড়িয়া ॥ ৫৫৫৫
অর্জ্জুনের বাক্য স্বুনি অরুণি কোপিত।
অরুণ নয়নযুগ্ম দেখি বিপরীত ॥ ৫৫৫৬
অরুণনন্দন বীর অরুণপ্রতাপে।
অরুণসদৃশ শর বসাইল চাপে ॥ ৫৫৫৭
আকর্ণ পুরিআ কর্ণ জুড়িলেক বাণ।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় কৈল খান খান ॥ ৫৫৫৮
জত অস্ত্র এড়ে কর্ণ তত ফেলে কাটি।
নিঅস্ত্র করিআ অস্ত্র এড়িল কিরীটী ॥ ৫৫৫৯
চারি বাণে কাটিল রথের চারি হয়।
সারথি কাটিল তার বীর ধনঞ্জয় ॥ ৫৫৬০
বিরথি হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় জত নরবর ॥ ৫৫৬১
কর্ণের সাহায্য হেতু বেড়িল অর্জ্জুনে।
কুপিআ অর্জ্জুন অস্ত্র কৈল বরি[১৫৭ক]ষণে ॥৫৫৬২
বরিষা কালেতে জেন বরিষএ মেঘে।
দিনকরতেজ জেন সর্ব্ব ঠাঞি লাগে ॥ ৫৫৬৩
সভাকার অঙ্গে অস্ত্র করিল প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর করিল সংহার ॥ ৫৫৬৪
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটিল দেখিতে বিপরীত ॥ ৫৫৬৫
ধনুক সহিত কার কাটে বাম হাথ।
গড়াগড়ি বুলে কেহো বাজি শেলঘাত ॥ ৫৫৬৬
ভাদ্র মাসে পাকা তাল জেন পড়ে ঝড়ে।
পুঞ্জ পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে ॥ ৫৫৬৭
ভীষণদশন হস্তী পর্ব্বতআকার।
মুষল মুদ্গর শোভে মুণ্ডে সভাকার ॥ ৫৫৬৮
নবমেঘ ঘুরি জেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থবাণাঘাতে সভে গড়াগড়ি বুলে ॥ ৫৫৬৯
অনন্ত ফণীন্দ্র জেন মন্থে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজাগণে মারিল সকল ॥ ৫৫৭০
বিস্ময় হইআ চিত্তে সব রাজাগণ।
দুই ভাই আনন্দিতে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৫৫৭১
চতুর্দ্দিগ হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিআ করে আশীষবচন ॥ ৫৫৭২
মহাভারথের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হিত উপগার ॥ ৫৫৭৩
কাশীরামদাস কহে পাঁচালির ছন্দ।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ ॥*॥ ৫৫৭৪

[৮১]

রাজা বলে অবধানে স্বুন মুনিবর।
তোমার সাক্ষাতে কহি জোড় করি কর ॥ ৫৫৭৫
এমন মহত্ত্ব ছিলা পিতামহগণ।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ তপোধন ॥ ৫৫৭৬
মুনি বলে কহি স্বুন পূর্ব্বসমাচার।
তোমা হৈতে এই কথা হইল প্রচার ॥ ৫৫৭৭
দশ দশ যোজন চৌদিগে হৈল খেদা। [৫৫
আড়ে দীগে শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা ॥ [১
দ্বিজে মার দ্বিজে মার পূর্ব্বে শব্দ হৈল।
এই ভয়ে সকল ব্রাহ্মণ পলাইল ॥ ৫৫৭৯

াস হীনবাস আউদড়চুলি।
কমণ্ডলু পড়ে নাঞি লয় তুলি ॥ ৫৫৮০
ফেলিল পাদুকা চর্ম্ম হাথে হৈতে ছাতা।
চর্ম্ম ফেলে কেহো ছিণ্ডি ফেলে পৈতা ॥ ৫৫৮১
বেগে ধায় সভে পাছু নাঞি চাহে।
ক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিগে ব্রাহ্মণ পলাএ ॥ ৫৫৮২
ই দিগে পলাইল গেল সেই দিগে।
শ্চিমের বাসী পলাইল পূর্ব্বভাগে ॥ ৫৫৮৩
ত্তরের রাজাগণ পশ্চিমেরে গেল।
থাপথ জ্ঞান নাঞি জে দিগে জে পাল্য ॥ ৫৫৮৪
ড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইআ পন্থ।
কে চাপি জায় আর জেই বলবন্ত ॥ ৫৫৮৫
এক পদ কাটা কার কাটা দুই ভুজ।
দার প্রহারে কেহ হইল কুবুজ ॥ ৫৫৮৬
র্ব্বাঙ্গে বাহিআ পড়ে শোণিতের ধার।
ক্ত কেশ উলঙ্গ শ্রবণ কাটা কার ॥ ৫৫৮৭
াড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পসিআ।
লেতে পসিআ কেহ জায় সাঁতোরিআ ॥ ৫৫৮৮
ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষেত্রি লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে ॥ ৫৫৮৯
দ্বিজে ক্ষেত্রিভয় হৈল ক্ষেত্রি দ্বিজে ভয়।
দ্বিজ ক্ষেত্রিবেশ ধরে ক্ষেত্রি দ্বিজ হয় ॥ ৫৫৯০
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাথের গদা শূল।
মাথার মকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল ॥ ৫৫৯১
তুলিআ লইল ছত্র দণ্ড কুমণ্ডল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি লৈল ব্রাহ্মণ সকল ॥ ৫৫৯২
প্রাণভয়ে কেহো গিআ ডুবি রহে জলে।
কেহো কাটাবনে পৈশে কেহো রহে ডালে ॥৫৫৯৩
শবের ভিতরে কেহো শব হৈয়া রহে। [৫৫৯৪
দশ যোজনেতে গিআ কেহো স্থির নহে ॥ [১৫৮ক]
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেউল প্রাচীর।
বৃক্ষ লতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির ॥ ৫৫৯৫
পঞ্চালের রাজ্যেতে নাহিক বৃক্ষ ঘর।
কেবোল পাইল রক্ষা দ্রুপদনগর ॥ ৫৫৯৬
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৫৯৭

[৮২]

আশ্চর্য্য সুনিঞা তবে রাজা জন্মেজয়।
জিজ্ঞাসিলা মুনিবরে করিআ বিনয় ॥ ৫৫৯৮
কহ মুনিরাজ পুন অদ্ভুত জে কথা।
পৃথিবীর রাজাগণ আসিছিল তথা ॥ ৫৫৯৯
অসংখ্য অর্ব্বুদ সৈন্য না হয় গণন।
সকল দলিলা মাত্র ভাই দুই জন ॥ ৫৬০০
না চাহি দ্রুপদ নৃপে হেন অনোচিত।
ক্ষেত্রি হৈআ পালাইল রণে হয়্যা ভীত ॥ ৫৬০১
সমূহ ক্ষেত্রির মধ্যে রাখিআ কন্যারে।
কি বুঝিআ পলাইয়া গেল কি প্রকারে ॥ ৫৬০২
কোথা গেল ধর্ম্মরাজ সহ মাদ্রীসুত।
কোথা গেলা যদুবংশ শ্রীরাম অচ্যুত ॥ ৫৬০৩
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পাঞ্চাল নগর।
কেমতে রহিলা কুন্তী কুম্ভকারঘর ॥ ৫৬০৪
কহ সুনি অপূর্ব্ব কথন মুনিরাজ।
সুনিতে আনন্দ বড় হয় হৃদি মাঝ ॥৫৬০৫
ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যজিত শিখণ্ডী প্রভৃতি।
আর জত রাজাগণ গেলা তবে কথি ॥ ৫৬০৬
তিন অক্ষৌহিণী বলে কৈল মহারণ।
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রাণপণ ॥ ৫৬০৭
জরাসন্ধ সহিত দ্রুপদ নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ কীচক সংহতি ॥ ৫৬০৮
শিশুপাল সত্যজিত দুহাঁতে সংগ্রাম।
বিরাট শিখণ্ডী যুদ্ধ লোকে অনুপাম ॥ ৫৬০৯
দুর্য্যোধন ডাকিআ বলিলা দ্রোণাচার্য্য।
নিবর্ত্তহ দ্বিজ সহ যুদ্ধে নাহি কার্য্য ॥ [১৫৮] ৫৬১০

ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সভার বিদিত।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥ ৫৬১১
* * কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্মে নাঞি সহে।
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে কভু ভাল নহে ॥ ৫৬১২
অনাথ দুর্ব্বল জনে কৃষ্ণ বলবান।
দুষ্ট কর্ম্ম ভাল নহে তার বিদ্যমান ॥ ৫৬১৩
গরুড়ে আরূঢ় হোর আছে জগৎপতি।
কৃষ্ণবলে জুঝে দ্বিজ হেন লহে মতি ॥ ৫৬১৪
যাবৎ না হয় ক্রোধ দেব হৃষীকেশ।
চল ভালে প্রাণ লৈয়া জাই নিজ দেশ ॥ ৫৬১৫
ভীষ্ম বৈলা জাহা বৈলে হইল বিদিত।
কুন্তীসুত পার্থ এই জানিল নিশ্চিত ॥ ৫৬১৬
অচল পর্ব্বতপ্রায় দাণ্ডাইয়া আছে।
কার শক্তি নাঞিক জাইতে তার কাছে ॥ ৫৬১৭
মনুষ্যে কাহার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ্য।
কার শক্তি জিনিব জে এতেক বিপক্ষ ॥ ৫৬১৮
শরতের মেঘ জেন উড়ায় পবনে।
বড় বড় রাজাগণ ভঙ্গ দিলা রণে ॥ ৫৬১৯
ভীষ্ম বৈল দ্রোণাচার্য্য জাইব কেমনে।
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একক ব্রাহ্মণে ॥ ৫৬২০
গবার্থে দ্বিজার্থে সত্যে জেই তেজে প্রাণ।
হেন নীতিশাস্ত্রে কহে আগম পুরাণ ॥ ৫৬২১
সাক্ষাতে দেখিআ এহা জাইব কেমনে।
রাখিব ব্রাহ্মণ এই মারি রাজাগণে ॥ ৫৬২২
তোমাকেহ হেন কর্ম্ম না চাহি আচার্য্য।
প্রাণপণে করে লোক স্বজাতিসাহায্য ॥ ৫৬২৩
হোর দেখ নিঅস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগণ।
প্রাণপণে ধাইতেছে জাতির কারণ ॥ ৫৬২৪
দ্বিজ নহে এই জদি[১] [১৫৯ক] কুন্তীপুত্র হব।
এ কষ্ট দেখিআ এহার কেমতে জাইব ॥ ৫৬২৫
দ্রোণ বৈল এক পার্থ হয় ইথে ক্ষেম।
বিশেষ বুঝিব আমি পার্থের বিক্রম ॥ ৫৬২৬
তবে জদি অর্জ্জুন রণেতে হব শ্রম।
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্টগণে যম ॥ ৫৬২৭
মুহূর্ত্তেকে সভাকারে করিব সংহার।
এখানে রহিবা তেঞি ভদ্র নহে আর ॥ ৫৬২৮
হোর দেখ বেগে আইসে হাথে তরুবর।
অন্য কেহো নহে এই বীর বৃকোদর ॥ ৫৬২৯
জানি আমি ভাল মতে ভীমার চরিত।
নাঞি পরাপর জ্ঞান যুদ্ধেতে পিরিত ॥ ৫৬৩০
পূর্ব্বের বালক বলি না জানিহ ভীমা।
পিতামহ বলি তোমা না করিব ক্ষেমা ॥ ৫৬৩১
জউগৃহে পোড়াইলে সেহ ক্রোধ আছে।
ওই দেখ এই আইসে হাথে করি গাছে ॥ ৫৬৩
চল শীঘ্র নহিলে হইব পরমাদ।
প্রায় বুঝি বৃক্ষবাড়ি খাত্যে আছে সাদ ॥ ৫৬৩৩
দ্রোণের বচন স্নুনি চলিলা গাঙ্গব।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইআ সৈন্য সব ॥ ৫৬৩৪
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে স্নুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৬৩

[৮৩]

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাথে বৃক্ষ জেন ধায় যুগান্তের বির্ত্তি ॥ ৫৬৩৬
ভঙ্গ দিআ রাজাগণ ধায় চতুর্ভিত।
নগরেতে মহাগোল হল্য আচম্বিত ॥ ৫৬৩৭
হেন কালে আইল পুরের একজন। [৫
দ্রোপদীর কাছে কহে করিআ ক্রন্দন ॥ [১৫৯]
প্রাণ লৈআ দেশান্তরে গেলা প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে না জানি কি হল্য এতক্ষণ ॥ ৫৬৩৯

১। এই অংশটুকু দুইবার আছে।

নে প্রাণে রাজ্য দেশে সভার সহিত।
মার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত ॥ ৫৬৪০
নিঞা অধৈর্য্য হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
নকের স্থানে শীঘ্র পাঠাল্য কেশিনী ॥ ৫৬৪১
াহ শীঘ্র কেশিনি জনকে গিআ কহ।
তজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ ॥ ৫৬৪২
পনার প্রাণ রাখ রাখ পুত্রগণ।
ারা বধূ রাখ গিআ জতেক স্ত্রীগণ ॥ ৫৬৪৩
পনা রাখিলে তাত সকলি পাইবে।
মামার লাগিআ কেন সবংশে মরিবে ॥ ৫৬৪৪
জ পণ করিলে পিতা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সভার বিদিত ॥ ৫৬৪৫
মার ভাল মন্দ ইবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাঙ আছি তার ভাগে ॥ ৫৬৪৬
হ শীঘ্র না রহিঅ আমার শপথ।
নিঞা দ্রৌপদীবার্ত্তা বেথিত দ্রুপদ ॥ ৫৬৪৭
ত্রগণে কহে রাজা সকরুণ বাণী।
জতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী ॥ ৫৬৪৮
ল জাই পুত্রগণ সঙ্কলহ রণ।
এ সৈন্যসাগরে কেবা করিব তারণ ॥ ৫৬৪৯
সমানের সহিত সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ ॥ ৫৬৫০
বিশেষে না জানি অন্তঃপুরে ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণকোলাহল প্রলয়সমুদ্র ॥ ৫৬৫১
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুরজন।
আমি রহিলাঙ দ্বিজসাহায্য কারণ ॥ ৫৬৫২
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি তেজি আপনার।
কৃষ্ণার জে গতি আজি সে গতি আমার ॥ ৫৬৫৩
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে বুড়া মুখে নাঞি লাজ। [৫৬৫৪
ভগ্নীরে রাখিআ [১৬০ক] জাব সংগ্রামের মাঝ ॥
হেন প্রাণ রাখিবার কোন প্রয়োজন।
কোন লাজে লোকে আমি দেখাব বদন ॥ ৫৬৫৫

মরিব মারিব আজি করিব সমর।
তুমি জাহ রাখ গিআ আপনার ঘর ॥ ৫৬৫৬
পুত্রের বচন সুনি বলএ দ্রুপদ।
কৃষ্ণা আমার বাপু সকল সম্পদ ॥ ৫৬৫৭
জও দিন কৃষ্ণা জন্মিআছে মোর গৃহে।
কভু নাঞি লঙ্ঘি আমি কৃষ্ণা জাহা কহে ॥ ৫৬৫৮
বৃহস্পতিধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
জাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্য মোর সুখী ॥ ৫৬৫৯
কৃষ্ণা কহিলেন যুদ্ধে হৈতে নিবারণ।
তোমা সভা জাইতে বলি তথির কারণ ॥ ৫৬৬০
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে তুমি সভে জাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর ॥ ৫৬৬১
এত বলি প্রবোধি পাঠাল্য সভাকারে।
পুন ধৃষ্টদ্যুম্ন গিআ প্রবেশে সমরে ॥ ৫৬৬২
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নে করিল বিরথি ॥ ৫৬৬৩
গদার প্রহারে তার চূর্ণ হৈল যান।
হাথে হৈতে খসিআ পড়িল ধনুর্ব্বাণ ॥ ৫৬৬৪
নিরস্ত্র বিরথি হৈআ দ্রুপদনন্দন।
দ্বিজগণমধ্যে পশি রাখিল জীবন ॥ ৫৬৬৫
কান্দএ দ্রৌপদী দেবী করিআ বিলাপ।
[নাহি জানি] কিবা হৈল বৃদ্ধ মোর বাপ ॥ ৫৬৬৬
না জানিএ কিবা হৈল মাতৃভ্রাতৃগণ।
না জানিএ কিবা হৈল রাজ্যপ্রজাগণ ॥ ৫৬৬৭
কৃষ্ণার রোদন দেখি বলে ধনঞ্জয়।
কি হেতু কান্দসি দেবি কারে তোর ভয় ॥ ৫৬৬৮
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাঞি করি তাপ।
মোর হেতু সবংশে মজিল মোর বাপ ॥ ৫৬৬৯
পার্থ বলে কি হইব করিলে বিষাদ। [১৬০]
অভয়পঞ্জর স্মর গোবিন্দের পদ ॥ ৫৬৭০
মহাবিপত্তিসিন্ধু তরণের তরণী।
গোবিন্দের নাম বিনা নাহি যাজ্ঞসেনি ॥ ৫৬৭১

অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদ'ত্রাতা সভাকার তাত ॥ ৫৬৭২
তোমা বিনে রাখে মোরে নাঞি হেন জন।
এ ঘোর বিপত্তে্য রক্ষা কর নারায়ণ ॥ ৫৬৭৩
তাত মাত রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রাখ মোর জত প্রজাগণ ॥ ৫৬৭৪
তুমি জদি সত্যপাল আমি জদি সতী।
সভা জিনি মোরে লকু দ্বিজ মোর পতি ॥ ৫৬৭৫
দ্রৌপদীর আপদং জানিঞা জগন্নাথ।
নাঞি ভয় বলি বলে তুলি দুই হাথ ॥ ৫৬৭৬
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল জত রিপুসৈন্য ॥ ৫৬৭৭
সব যত্নগণে ডাকি গোবিন্দ বলিল।
দেখ এক লক্ষ রাজা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥ ৫৬৭৮
সৈন্যগণগতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্ন করি রাখ সভে দ্রুপদের ঘর ॥ ৫৬৭৯
সুনিঞা সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিআ গর্জ্জন ॥ ৫৬৮০
এই জদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু বলএ সংসার ॥ ৫৬৮১
এ মহাসঙ্কটমধ্যে পড়িআছে একা।
আর কোন কালে তুমি হবে তার সখা ॥ ৫৬৮২
তুমি ক্ষমা কৈলে না করিব আমি সব।
মারিআ ক্ষত্রিয়গণ রাখিব পাণ্ডব ॥ ৫৬৮৩
এত বলি চলে সভে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিআ বাসুদেব রাখিল সভারে ॥ ৫৬৮৪
এতক্ষণ আমি মন্থিতাঙ রাজাগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম কৈল নিবারণ ॥ ৫৬৮৫
রামের বচন লংঘিবারে কেবা [১৬১ক] ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম ॥ [illegible]

পৃথিবীর লোক জদি হয় একত্তিত।
পার্থেরে জিনিতে নারে কহিল নিশ্চিত ॥ ৫৬৮
অসুখ না হও কেহো অর্জ্জুন কারণ।
পঞ্চাল নগর গিআ করহ রক্ষণ ॥ ৫৬৮৮
কৃষ্ণের বচনে জত যাদবকোঙর।
রক্ষা হেতু গেলা সভে পঞ্চাল নগর ॥ ৫৬৮৯
অস্ত্র শস্ত্র হাথে প্রতি ঘরে জনে জন।
রাখিল সকল প্রজা মারি সৈন্যগণ ॥ ৫৬৯০
যথা কুন্তী আছে ভার্গবের কর্ম্মশালে।
তথা রক্ষা হেতু গেলা গোবিন্দ গোপালে ॥ ৫
মহাভার[থের] কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিএ অনুব্রত ॥*॥ ৫৬৯২

[৮৪]

মুনিবর বলে সুন রাজা জন্মেজয়।
জিনিঞা সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥ ৫৬৯৩
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে ধীরে চলিলা ভার্গবকর্ম্মশাল ॥ ৫৬৯৪
দুহাঁর পশ্চাতে চলে দ্রুপদনন্দিনী।
মত্ত হস্তী পিছে জেন চলিলা হস্তিনী ॥ ৫৬৯৫
চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত জতেক দ্বিজগণ।
কেমতে বাহির হব চিন্তি দুই জন ॥ ৫৬৯৬
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন বলএ দ্বিজগণে।
বিদায় হইএ আমি সভাকার স্থানে ॥ ৫৬৯৭
অর্জ্জুনের বাক্য সুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ কহ কি কারণ ॥ ৫৬৯৮
তোমা দোহাঁ সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
নাঞি জান দুষ্টমতি জত ক্ষেত্রিগণ ॥ ৫৬৯৯
নিশিযোগে আমা সভা নিসখা দেখিআ।
দুহাঁ মারি দ্রৌপদীরে জাবেক লইয়া ॥ ৫৭০০

দোহাঁরে বেড়িআ সভে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবৎ না সুনি ক্ষেত্রি নাঞি এ দেশেতে ॥ ৫৭০১
পার্থ বৈল সে ভয় নাহিক দ্বিজগণ। [১৬১]
আজি জাহ কালি সভে করিব মিলন ॥ ৫৭০২
অনেক প্রকারে পুন পুন বুঝাইল।
তত্রাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল ॥ ৫৭০৩
দ্বিজগণমধ্যে ছিলা ধৌম্য তপোধনে।
ডাকিআ নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে ॥ ৫৭০৪
কোথাকারে জাহ সভে এ দুহাঁর সঙ্গতি।
চিনিলে কি এই দুই হয় কোন জাতি ॥ ৫৭০৫
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দুহেঁ কোন দেশে ঘর ॥ ৫৭০৬
এহার সহিত তব কোন প্রয়োজন।
যথা ইৎসা তথাকারে করুক গমন ॥ ৫৭০৭
ধৌম্যবাক্য সুনি সভে প্রীত হৈল মন।
দোহাঁকার সঙ্গতি ছাড়িল দ্বিজগণ ॥ ৫৭০৮
দ্বিজের মধ্যেতে আছএ ধৃষ্টদ্যুম্ন।
ভগ্নীমায়ামোহেতে না ছাড়ে কদাচন ॥ ৫৭০৯
গুপ্তবেশে পিছে পিছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি ॥ ৫৭১০
হেন কালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে তিন ভাই।
জাইতে ভার্গবগৃহে মিলন তথাই ॥ ৫৭১১
এথা কুম্ভকারগৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী ॥ ৫৭১২
না দেখিআ পুত্রগণে কান্দএ ব্যাকুলে।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে ॥ ৫৭১৩
ভিক্ষার সময় গেল হইল রজনী।
এতক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি ॥ ৫৭১৪
চতুর্দ্দিগে সুনিএ সৈন্যের কোলাহল।
দ্বিজে মার দ্বিজে মার ডাকিছে সকল ॥ ৫৭১৫
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনে ভীমা নাঞি জানে।
না জানিএ বিরোধ করিল কার সনে ॥ ৫৭১৬
সেই হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষেত্রিগণ।
বহু বিলাপিআ কুন্তী করেন রোদন ॥ ৫৭১৭
হেন কালে উপনীত পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিলা বৃকোদর ॥ ৫৭১৮
আজি মাতা সমস্ত দিবস [১৬২ক] দুঃখ পাইলে।
উপবাসী একেশ্বর গৃহেতে রহিলে ॥ ৫৭১৯
অনেক কলহ আজি হইল জননি।
তেকারণে হৈল মাতা এতেক যামিনী ॥ ৫৭২০
রজনীতে পাইল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলে বিবর্ত্তিয়া খায় পঞ্চ ভ্রাতা ॥ ৫৭২১
তোমা সভাকার বাক্য কর্ণে সুনি সুধা।
আনন্দসমুদ্রে ডুবি গেল মোর ক্ষুধা ॥ ৫৭২২
আইস আইস পুত্র মোর প্রাণধন।
নিকটে আইস দেখি সভার বদন ॥ ৫৭২৩
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইল বাহির।
একে একে চুম্ব দিল সভাকার শির ॥ ৫৭২৪
সভাকার পিছে দেখে দ্রুপদনন্দিনী।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন শরতযামিনী ॥ ৫৭২৫
আশ্চর্য্য দেখিআ কুন্তী পুছে পঞ্চ সুতে।
এবা কে সুনিএ তাত সভার পশ্চাতে ॥ ৫৭২৬
ভীম বলে জননি এ দ্রুপদদুহিতা।
একচক্র নগরে সুনিলে জার কথা ॥ ৫৭২৭
এহার কারণে মাতা বহু দ্বন্দ্ব হৈল।
তোমার আশীষে সব রাজারে জিনিল ॥ ৫৭২৮
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
সুনিঞা বিস্ময় হৈলা ভোজের নন্দিনী ॥ ৫৭২৯
কেন হেন বৈলে পুত্র কি কর্ম্ম করিলে।
কন্যারে আনিঞা কেন ভিক্ষা বলি বৈলে ॥ ৫৭৩০
ভিক্ষা বলি বৈলে বাঁটি খাও পঞ্চ জন।
কেমতে মোহর বাক্য করিবে লঙ্ঘন ॥ ৫৭৩১
এত বলি ধরি কুন্তী দ্রৌপদীর হাথে।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥ ৫৭৩২

সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর।
স্থনিআছ আমি জাহা করিল উত্তর ॥ ৫৭৩৩
পুত্র হয়্যা মোর বোল লজ্বিবে কেমতে।
না লংঘিলে বিপরীত হইব স্থনিতে ॥ ৫৭৩৪
জেমনে লংঘন তাত নহে মোর বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নহে জেন দ্রুপদনন্দিনী ॥ [১৬২] ৫৭৩৫
বুঝিআ বিধান তাত করহ আপনি।
এত বলি কান্দে দেবী চক্ষে বহে পানি ॥ ৫৭৩৬
মাএর বচন স্থনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্ব হৈল স্মোঙরণ ॥ ৫৭৩৭
একচক্র নগরে কহিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে বলিলা শূলপাণি ॥ ৫৭৩৮
পঞ্চ স্বামী হব তোর না জাব খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন ॥ ৫৭৩৯
ভাবি জানি মাএ বৈল আশ্বাসবচন।
তোমার বচন মাতা নহিব খণ্ডন ॥ ৫৭৪০
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনের প্রতি কহে ধর্ম্মনৃপবরে ॥ ৫৭৪১
বড় কর্ম্ম কৈলে ভাই বহু কষ্ট পাইলে।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা সমরে জিনিলে ॥ ৫৭৪২
বহু কষ্টে প্রাপ্তি হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করহ আর কেনি ॥ ৫৭৪৩
ডাকাইআ আনি ধৌম্য আদি দ্বিজগণ।
বিবাহ করহ আজি দিন শুভক্ষণ ॥ ৫৭৪৪
এত স্থনি কৃতাঞ্জলি কহে ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥ ৫৭৪৫
লোকে বেদে নিন্দ্য জেই কর্ম্ম দুরাচার।
তুমি অবিভাতে বিভা হইব আমার ॥ ৫৭৪৬
প্রথমে তোমার বিভা ভীম তার পাছে।
তদন্তরে আমার শাস্ত্রেতে লেখা আছে ॥ ৫৭৪৭
পার্থবাক্য স্থনি ধর্ম্ম হৈলা হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিআ রাজা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৫৭৪৮
চক্রিচক্রশালে সভে করিল প্রবেশ।
হেনকালে আইলা শ্রীরাম হৃষীকেশ ॥ ৫৭৪৯
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৭৫০

[৮৫.]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে। [১৬৩ক]
এমত রহস্য নাহি স্থনি কোন কালে ॥ ৫৭৫১
মুনি বলে অবধানে স্থনহ রাজন।
চক্রিচক্রশালে আইলা রাম নারায়ণ ॥ ৫৭৫২
প্রণাম করিলা দুহেঁ কুন্তীর চরণে।
বস্থদেবস্থত মোরা ভাই দুই জনে ॥ ৫৭৫৩
স্থনি শূরসেনস্থতা দুহাঁ কৈল কোলে।
দুহাঁরে করাল্য স্নান লোচনের জলে ॥ ৫৭৫৪
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধলের লড়ি।
হাপুতির পুত্র মোর দরিদ্রের কড়ি ॥ ৫৭৫৫
দ্বাদশ বৎসর হৈল মুখ নাঞি দেখি।
নিরবধি তোমা দুহাঁ স্মোঙরিআ থাকি ॥ ৫৭৫৬
আজি সে রজনী মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বচ্ছর কষ্ট গেল আজি তাত ॥ ৫৭৫৭
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
তোমার জননীগণ ভ্রাতার আমার ॥ ৫৭৫৮
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাঞি দেখি স্থনি।
কেবা মরে কেবা জীএ একোহি না জানি ॥ ৫৭৫৯
না চাহি তোমারে তাত এত নিষ্ঠুরতা।
জানিলাঙ নির্দ্দয় তোমার মাতা পিতা ॥ ৫৭৬০
বনে বনে কত ভ্রমিলাঙ দেশে দেশে।
দ্বাদশ বৎসর মোর না কৈলে উদ্দেশে ॥ ৫৭৬১
কৃষ্ণ বৈল পিতৃস্বসা তেজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পাপাপাপ ॥ ৫৭৬২
গৃহদাহে মৈলে বলি হইল বারতা।
সাত দিন অর্ণ জল না খাইল পিতা ॥ ৫৭৬৩

আমারে পাঠাল্য তবে বুঝিতে কারণ।
বিদুরের ঠাঞি সব পাল্য বিবরণ ॥ ৫৭৬৪
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মোঙরিআ তাত ভাসি অশ্রুজলে ॥ ৫৭৬৫
শত্রুভয়ে তোমা সভা উদ্দেশ না কৈল। [৫৭৬৬
মন আত্মা সকল তোমার স্থানে ছিল ॥ [১৬৩]
অসুখ না হও দেবি দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিম্বা পরশু চলিবে নিজ দেশ ॥ ৫৭৬৭
কুন্তীরে প্রণাম করি গেলা ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা সকরুণ ভাষ ॥ ৫৭৬৮
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মরাজ কৈল আলিঙ্গন।
দুহাঁকার অশ্রুজলে ভাসে দুই জন ॥ ৫৭৬৯
স্নেহবশে দুহাঁরে না ছাড়ে দুই জন।
বহু ক্ষণে দুহাঁ মুখে না স্ফুরে বচন ॥ ৫৭৭০
তবে রাম কৃষ্ণ চারি জনে আলিঙ্গিয়া।
জতেক পূর্ব্বের কষ্ট পুছেন বসিআ ॥ ৫৭৭১
কহিল জতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জৌগৃহে জেন মতে করিল দাহন ॥ ৫৭৭২
বিদুরের মন্ত্রণাতে তরিল তাহাতে।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা পাইল জেমতে ॥ ৫৭৭৩
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর জত পাইলাঙ ক্লেশ ॥ ৫৮৭৪
একে একে কহিলা সকল বিবরণ।
সুনিঞা হাসিআ বলে দৈবকীনন্দন ॥ ৫৭৭৫
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল পাবে সুনহ রাজন ॥ ৫৭৭৬
যদি প্রীতে ছাড়িআ না দিব রাজ্যভার।
আমি সব মৌলি তবে করিব সংহার ॥ ৫৭৭৭
যুধিষ্ঠির বলেক দেব দামোদর।
কেমতে জানিলে আমি কুম্ভকারঘর ॥ ৫৭৭৮
কৃষ্ণ বৈলা জে কর্ম্ম করিল তব ভাই।
মনুষ্যে করিব হেন ক্ষিতিতলে নাঞি ॥ ৫৭৭৯
বিনা ভীমার্জ্জুন ইহা করিতে না পারে।
তেঞি জানি মনে তুমি আছ এই ঘরে ॥ ৫৭৮০
যুধিষ্ঠির বৈল আজি হৈল সুপ্র[ভ]াত।
তেঞি আমি নয়নে দেখিলু জগন্নাথ ॥ ৫৭৮১
একমাত্র বড় ভয় হৈয়াছে অন্তরে।
সভে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকারঘরে ॥ ৫৭৮২
বিশেষ তোমার হৈয়াছে আগমন। [৫৭৮৩
এ সকল বার্ত্তা পাছে সুনে দু[১৬৪ক]র্য্যোধন ॥
গোবিন্দ বলিলা রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে ॥ ৫৭৮৪
তিন লোক সহায় করিআ জদি আস্যে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥ ৫৭৮৫
সপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেনীসখা।
সভারে করিব জয় ভীমার্জ্জুন একা ॥ ৫৭৮৬
যুধিষ্ঠির বৈল আমি তাঁহা নাঞি গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে বড় ভয় মানি ॥ ৫৭৮৭
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই বেশে।
জেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥ ৫৭৮৮
এত বলি মেলানি করিল দুই জন।
বিদায় হইয়া গেলা রাম নারায়ণ ॥ ৫৭৮৯
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৭৯০

[৮৬]

ওথা যজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনীশোকে।
গড়াগড়ি দিআ রাজা কান্দে মনদুখে ॥ ৫৭৯১
রাজারে বেড়িআ কান্দে জত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুরজন ॥ ৫৭৯২
হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিলা তথা।
রাজা বলে একা দেখি কৃষ্ণা মোর কোথা ॥ ৫৭৯৩
হরি হরি বিধি মোর কৈল হেন গতি।
অবহেলে হারাইলাঙ কৃষ্ণা গুণবতী ॥ ৫৭৯৪

কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশলসমাচার।
কি হইল লক্ষ্যবিন্ধা ব্রাহ্মণকুমার ॥ ৫৭৯৫
এক দ্বিজে বেড়িছিল সব রাজাগণে।
কহ পুত্র সংগ্রাম জিনিল কোন জনে ॥ ৫৭৯৬
সর্ব্বনাশ কৈল মোরে ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার করিল স্বয়ম্বর ॥ ৫৭৯৭
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিআ নির্ম্মাণ।
বলিলা অর্জ্জুন বিনা না পারিব আন ॥ ৫৭৯৮
মোর কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমারে ফলিল ॥ ৫৭৯৯
কহ পুত্র কৃষ্ণা রাখি আইলে কো[১৬৪]থায়।
কৃষ্ণা রাখি কোন মুখে আইলে এথায় ॥৫৮০০
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মোর প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হয়্যা ॥ ৫৮০১
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে পিতা না কর ক্রন্দন।
সকল মঙ্গল রাজা তেজ দুস্থমন ॥ ৫৮০২
ব্যাসের বচন রাজা কিছু মিথ্যা নহে।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চএ ॥ ৫৮০৩
সুনি কহ বলি তবে উঠিলা রাজন।
কেমতে হইলা সত্য ব্যাসের বচন ॥ ৫৮০৪
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে অবধানে সুন পিতা।
কহনে না জায় জত ব্রাহ্মণের কথা ॥ ৫৮০৫
শতপুর করিআ বেড়িল রাজাগণে।
সভারে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণে ॥ ৫৮০৬
সহায় হইল আসি এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মনুষ্যে দুষ্কর কর্ম্ম তার ॥ ৫৮০৭
হাথে বৃক্ষে আইল জেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈআ জায় সব নৃ[প]বৃন্দ ॥ ৫৮০৮
এই মত যুদ্ধ তাত হইল রজনী।
দুই জন সঙ্গে তাত গেলা যাজ্ঞসেনী ॥ ৫৮০৯
সে দুহাঁর মূর্ত্তি তাত আর তিন জন।
পথেতে যাইতে হৈল তাহার মিলন ॥ ৫৮১০
ভার্গবের কর্ম্মশালে আশ্রয় আছিল।
পঞ্চ জন একত্রেতে তথা চলি গেল ॥ ৫৮১১
স্ত্রী এক আছিল তাত পরম সুন্দর।
তাঁর রূপে বিনা দীপে আল করে ঘর ॥ ৫৮১২
জননী হইব তাত বুঝি অভিপ্রায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিআ তথায় ॥ ৫৮১৩
তত রাত্রে গেল তাত ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন ॥৫৮১৪
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার শাশুড়ি বলিল প্রিয়ভাষে ॥ ৫৮১৫
আশে পাশে ডাকি আইস সুন পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি আছএ কোন জন ॥ ৫৮১৬
অতিথিরে দিআ জেই অন্ন শেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে ॥ ৫৮১৭
এক ভাগ দেহ [১৬৫ক] মাতা এহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পঞ্চ ভাগ কর ॥ ৫৮১৮
চারি ভাগ দেহ কৃষ্ণা এই চারি জনে।
এক ভাগ দ্রৌপদি করহ দুই স্থানে ॥ ৫৮১৯
তুমি অৰ্দ্ধ লহ অর্দ্ধ মোরে দেহ আনি।
ক্রোধে বলে দুষ্ট দ্বিজ চাহিআ জননী ॥ ৫৮২০
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে বড় ক্রোধ।
তুমি বল ভীমে নারি করিতে প্রবোধ ॥ ৫৮২১
এত রাত্রে অতিথিরে কোথাই পাইব।
ভুঞ্জিবা থাকুক কার্য্য নিদ্রায় থাকিব ॥ ৫৮২২
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।
বিশেষে যুদ্ধের শ্রম পেটে অগ্নি দহে ॥ ৫৮২৩
আজিকার মত মাতা অতিথ নহুক।
ভয়েতে জননী কহে হউক হউক ॥ ৫৮২৪
পুন বৈল অতিথের ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে জত ইৎসা দিহ অতিথিরে ॥ ৫৮২৫
দেহ দেহ বলি পুন ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিআ দিলেন যাজ্ঞসেনী ॥ ৫৮২৬

দুই তিনে তাহা সকল খাইল।
আন মণ্ড আন বলিআ ডাকিল॥ ৫৮২৭
া পাইআ মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষে চাহিল।
মার মনে দ্রৌপদীরে মারিআ ফেলিল॥ ৫৮২৮
াতা বলে তাত আজি মোরে দোষ খণ্ড।
নীতন রন্ধনি আজি না রাখিল মণ্ড॥ ৫৮২৯
াএর বচনে বহুমতে সাম্য• হৈল।
ভাজন করিআ গিআ আচমন কৈল্য॥ ৫৮৩০
ভাজন করিআ চাহে শয়ন করিতে।
ভার কনেষ্ঠে বৈল শয্যা পাতি দিতে॥ ৫৮৩১
ভার উপরে শয্যা কৈল জননীর।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ শয্যা তাঁর পদান্তর॥ ৫৮৩২
ভার চরণতলে কুশশয্যা পাতি।
হৃষ্টচিত্তে সুতিলা দ্রৌপদী গুণবতী॥ ৫৮৩৩
আন্তরে থাকিআ পিতা কৈনু নিরীক্ষণ।
তাহাতে জানিল ছদ্ম না হয় ব্রাহ্মণ॥ ৫৮৩৪
মহাভারথের কথা অমৃত সমান। [৫৮৩৫
কাশীরাম দাসে [১৬৫] কহে সুনে পুণ্যবান॥ * ॥

[৮৭]

সুনিঞা দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রজনী পোহাল্য জাগরণে॥ ৫৮৩৬
পূৰ্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণউদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিআ বিনয়॥ ৫৮৩৭
ক্রিচক্রশালে তুমি জাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তারা হয় কোন জাতি॥ ৫৮৩৮
রাজার পাইআ আজ্ঞা চলিলা ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ দেখিআ প্রণমিলা পঞ্চ জন॥ ৫৮৩৯
ধিষ্ঠিরে চাহিআ বলেন দ্বিজমণি।
সত্যশীলশ্রেষ্ঠ তুমি মৌনে অনুমানি॥ ৫৮৪০
জাহা জিজ্ঞাসিব নাঞি করিবে ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমাএ দ্রুপদ রাজন॥ ৫৮৪১
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর জে দিনে জন্মিল॥ ৫৮৪২
কুরুবংশে পাণ্ডু রাজা সখা নৃপবর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিব চিন্তিল অন্তর॥ ৫৮৪৩
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সভে এই কথা কয় প্রত্যয় না জাই॥ ৫৮৪৪
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ।
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিব কোন জন॥ ৫৮৪৫
এই হেতু মনে বড় সন্দেহ আছয়।
তুমি কে কাহার পুত্র দেহ পরিচয়॥ ৫৮৪৬
ধৰ্ম্মে বলে পরিচয়ে কোন প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাঞি লক্ষ্য কৈলে পণ॥ ৫৮৪৭
সেই পণে কন্যা ঞিহোঁ[১৬৬ক]আনিল জিনিঞা।
এখন কি আর জাতি বর্ণ জিজ্ঞাসিআ॥ ৫৮৪৮
পুরোহিত বৈল তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরিচয় দিআ প্রীত করহ রাজারে॥ ৫৮৪৯
যুধিষ্ঠির বৈল গিআ কহ নৃপতিরে।
হীনজাতি মনুষ্য কি বিন্ধিবারে পারে॥ ৫৮৫০
সুনি পুরোহিত গিআ দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইআ নৃপতি চিন্তিল॥ ৫৮৫১
পুত্রগণ সহ রাজা বিচার করিআ।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া॥ ৫৮৫২
পুত্রে পাঠাইল আগুসরি আনিবারে।
রথ লৈআ ধৃষ্টদ্যুম্ন গেলা তথাকারে॥ ৫৮৫৩
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন।
পাশক্রীড়া বেদবিদ্যা পুরাণপঠন॥ ৫৮৫৪
ধান্য যব নানা শস্য থুল্য দুই ভিতে।
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তূণের সহিতে॥ ৫৮৫৫
নট নটী নৃত্য কোথা গাএন সুস্বর।
বৃষ অশ্ব রথ সাজাইআ বহুতর॥ ৫৮৫৬
রথ লৈআ ধৃষ্টদ্যুম্ন গেলা শীঘ্রগতি।
সবিনয় বলে তবে ধৰ্ম্মরাজ প্রতি॥ ৫৮৫৭

পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই জাবে তথাকারে ॥ ৫৮৫৮
সুনি ধর্ম্মরাজ তবে বিলম্ব না কৈল।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে আরোহণ হৈল ॥ ৫৮৫৯
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল মঙ্গলবাদ্য সুমঙ্গলধ্বনি ॥ ৫৮৬০
ছুই ভিতে নানা রত্ন থুইল রাজন।
কার ভিতে না চাহিল্যা ভাই পঞ্চ জন ॥ ৫৮৬১
বিচারে জিনিল বিদ্যামন্ত জত জনে।
ভাঙ্গিল ধনুকগণ গুণটঙ্কারণে ॥ [১৬৬] ৫৮৬২
পাণ্ডবের কর্ম্ম দেখি সভার বিস্ময়।
লোকে ছদ্মদ্বিজ মনুষ্যের কর্ম্ম নয় ॥ ৫৮৬৩
যথায় নৃপতি আছে রত্নসিংহাসনে।
রাজাগণ বসি আছে তার সন্নিধানে ॥ ৫৮৬৪
দিব্য রাজআসনে বসিলা পঞ্চ জন।
উঠিআ আপনে রাজা কৈলা সম্ভাষণ ॥ ৫৮৬৫
কুন্তী সহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুরে নিল।
জত নারী হুলাহুলি মঙ্গল করিল ॥ ৫৮৬৬
মহাভারথের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে সুনে রসিকসকল ॥ * ॥ ৫৮৬৭

[০৮৮]

বসিলা দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্র মন্ত্রিগণ সহ দ্বিজ পুরোহিত ॥ ৫৮৬৮
পঞ্চ জনমুখ নৃপ করে নিরীক্ষণ।
হরষিত হৈআ তবে বলএ রাজন ॥ ৫৮৬৯
কে তুমি নিবাস কোথা কহ সত্যবাণী।
কাহার নন্দন তুমি কে তব জননী ॥ ৫৮৭০
মনুষ্য লোকের প্রায় নাঞি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেবমূর্ত্তি পঞ্চ জনে ॥ ৫৮৭১
পঞ্চ জন রূপেতে না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সভাই মানুষরূপ কে জ্যেষ্ঠ কনেষ্ঠ ॥ ৫৮৭২
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র রাম অশ্বিনীকুমার।
ইহামধ্যে হবে চিত্তে লআছে আমার ॥ ৫৮৭৩
সত্যসম ধর্ম্ম আর জত কর্ম্ম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥ ৫৮৭৪
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সভার গোচর।
কহ সত্য খণ্ড মোর বিস্ময় অন্তর ॥ ৫৮৭৫
এত সুনি বলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
সজল জলদ জেন বচন গম্ভীর ॥ ৫৮৭৬
আমি পঞ্চ ভাই হোই পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির এই ছুহেঁ ভীমার্জ্জুন ॥ ৫৮৭৭
এ নকুল সহদেব জান নর[১৬৭ক]পতি।
অন্তঃপুরে মাতা সহ সহিত পার্ষতি ॥ ৫৮৭৮
এত সুনি নরপতি হইলা উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাঞি স্ফুরে ভাষ ॥ ৫৮৭৯
কদম্বকুসুম জেন কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ ভিজে নয়ানের জলে ॥ ৫৮৮০
শীঘ্রগতি উঠি রাজা কৈল আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিলা ভাই পঞ্চ জন ॥ ৫৮৮১
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার আছিল।
সেই ফলে মনের বাসনা পূর্ণ হল্য ॥ ৫৮৮২
কহ সুনি তাত সে সকল বিবরণ।
অগ্নিদাহে মৈলে বলি বলে সর্ব্বজন ॥ ৫৮৮৩
যুধিষ্ঠির বলে সেহ গৃহদাহ নহে।
জৌউগৃহ কৈল পুরোচন পাপাশএ ॥ ৫৮৮৪
বিছুরের মন্ত্রণাতে তরিনু তাহাতে।
সুনিঞা দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিত্তে ॥ ৫৮৮৫
এত বড় নির্দ্দয়শরীর অন্ধরাজ।
নাহিক ধর্ম্মের ভয় মনে নাঞি লাজ ॥ ৫৮৮৬
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপনা কপটে ॥ ৫৮৮৭
গৃহদাহে মৈলে বলি বলে সর্ব্বজনে।
জৌউগৃহ কৈল বলি সুনিল এখনে ॥ ৫৮৮৮

স সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মার ধন রাজ্য পুত্র সকলি তোমার ॥ ৫৮৮৯
হাভারথের কথা অমৃত সমান।
াশীরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৮৯০

[৮৯]

নরপতি বলে মুনি করি নিবেদন।
বে কি প্রসঙ্গ হল্য কহ তপোধন ॥ ৫৮৯১
নি বলে কহি রাজা স্থন একমনে।
ড়ই রহস্যকথা করহ শ্রবণে ॥ ৫৮৯২
হিতে লাগিলা তবে [১৬৭] দ্রুপদ রাজন।
বভা কর ধনঞ্জয় দিন শুভক্ষণ ॥ ৫৮৯৩
নিঞা করিলা নাস্তি ধর্ম্মের কুমার।
াজা বলে জাহা ইৎসা বিচারে তোমার ॥ ৫৮৯৪
মি কিম্বা বৃকোদর বীর ধনঞ্জয়।
ই জন মধ্যে কিম্বা মাদ্রীর তনয় ॥ ৫৮৯৫
ধিষ্ঠির বৈল আমি মাএর বচনে।
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিব পঞ্চ জনে ॥ ৫৮৯৬
ধিষ্ঠিরবাক্য স্থনি বলএ নৃপতি।
লাকমুখে নাঞি স্থনি স্ত্রীর বহু পতি ॥ ৫৮৯৭
র্ব্বে সাধুগণ সব জাহা নাঞি করে।
াধু শত কৃতী সব জাহা না আচরে ॥ ৫৮৯৮
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাঞি স্থনি।
ইতরের প্রায় কেন তব মুখে বাণী ॥ ৫৮৯৯
ধিষ্ঠির বৈল রাজা জে বৈলে প্রমাণ।
পূর্ব্বসাধুগণপথ কে করিব আন ॥ ৫৯০০
লোকে বেদে জাহা কহে জানহ রাজন।
গুরুবাক্য আমি নাঞি করিএ লঙ্ঘন ॥ ৫৯০১
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
গুরুজনবাক্য নাঞি করিব অন্যথা ॥ ৫৯০২
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
তাঁর বাক্য কেমতে লঙ্ঘিব নৃপমণি ॥ ৫৯০৩
মাতা মোর গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি ॥ ৫৯০৪
মাতার বচন লঙ্ঘে জেই দুরাচার।
জতেক সুকৃত কর্ম্ম বিফল তাহার ॥ ৫৯০৫
যুধিষ্ঠিরবাক্য স্থনি বিস্মিত রাজন।
অধোমুখে বৈসে রাজা হইআ বিমন ॥ ৫৯০৬
কথোক্ষণে উত্তর করিলা নরপতি। [৫৯০৭
নারিল এ বিধি দিতে মোহর শকতি ॥ [১৬৮ক]
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি মোরে আসি কহ ॥ ৫৯০৮
মহাভারথের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিএ অনুব্রত ॥*॥ ৫৯০৯

[৯০]

জন্মেজয় বলে মুনি আশ্চর্য্য কহিলে।
এমত অপূর্ব্ব নাঞি স্থনি কোন কালে ॥ ৫৯১০
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ মুনিবরে।
তোমার মুখের ভাষ স্থনিব সাদরে ॥ ৫৯১১
মুনি বলে স্থন রাজা পূর্ব্ববিবরণ।
একমনে স্থন রাজা ব্যাসের বচন ॥ ৫৯১২
অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডবের বিভা হেতু করিল্যা গমন ॥ ৫৯১৩
সশিষ্যে মার্কণ্ড আল্যা মুনি পরাসর।
জমদগ্নি জেই মুনি অসিত দেবল ॥ ৫৯১৪
কৌণ্ডিল্য মাণ্ডব্য ভার্গব জরদ্গব।
গর্গ মুনি আইলা অগস্ত্য জলোদ্ভব ॥ ৫৯১৫
দুর্ব্বাসা অঙ্গিরা লোমশ অঙ্গিরা তপোধন।
ষাটি সহস্র শিষ্যে আল্যা দ্বৈপায়ন ॥ ৫৯১৬
জতেক আইলা মুনি লিখনে না জায়।
দুয়ারি সত্বরে গিআ রাজারে জানায় ॥ ৫৯১৭
সুনিঞা দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
আগুসরি প্রণমিলা ভূমে শির লুটি ॥ ৫৯১৮

আগেতে সামগ্রী করিছিলেন রাজন।
বসিবারে সভাকারে দিলা কৃষ্ণাজিন ॥ ৫৯১৯
পাদ্য অর্ঘ ধূপ দীপে করিলেন পূজা।
জোড় হাথে দাণ্ডাইলা পঞ্চালের রাজা ॥ ৫৯২০
মোহর ভাগ্যের সীমা কহনে না জায়।
তে কারণে মুনিগণ আইলা এথায় ॥ ৫৯২১
আছিল সন্দেহ মনে বিভার কারণে।
সংসারবিধানকর্ত্তা তুমি সর্ব্বজনে ॥ ৫৯২২
জে বিধান কহিবে করিব সেই মত।
বিচারিআ সভে মেলি দেহ এক পথ ॥ ৫৯২৩
মুনিগণ বলে রাজা [১৬৮] এখনি কি হব।
পূর্ব্বের জতেক সৃষ্ট কে অন্য করিব ॥ ৫৯২৪
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু প্রায় আগমন।
পঞ্চভাইপত্নী কৃষ্ণা ধাতার সৃজন ॥ ৫৯২৫
স্মৃতিশাস্ত্রবিচারে আগম আমি সব।
পঞ্চ ভাই তব কন্যা কৃষ্ণার বল্লভ ॥ ৫৯২৬
মুনিগণমুখে স্যুনি এতেক বচন।
স্তব্ধ হৈআ নিঃশব্দেতে রহিল্যা রাজন ॥ ৫৯২৭
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে হেন নাহি সংসারেতে।
লোক জাহা নাঞি করে করিব কেমতে ॥ ৫৯২৮
লোকনিন্দা কর্ম্ম মোর বড় উপহাস।
করিবারে আছুক কহিতে হয় ত্রাস ॥ ৫৯২৯
যুধিষ্ঠির বৈল আমি অন্য নাঞি জানি।
মাএর বচন আমি বেদতুল্য মানি ॥ ৫৯৩০
মুনিগণমুখে স্যুনিঞাছি পূর্ব্বকথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ॥ ৫৯৩১
বহু দ্বিজগণে তিহোঁ করাল্য পঠন।
বেদাগম ষট্‌শাস্ত্র নিগম পুরাণ[১] ॥ ৫৯৩২
[পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহি যে বিশেষ ॥ ৫৯৩৩
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিব পালন।
না করিবে দ্বিধা নহে বেদের বচন ॥ ৫৯৩৪
লোক বেদ হইতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি মানি।
সর্ব্বগুণ হইতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী ॥ ৫৯৩৫
জননী আমার আজ্ঞা দেন এই মত।
পঞ্চ জনে বাঁটি লহ অন্ন ভিক্ষা মত ॥ ৫৯৩৬
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে[২] ॥] ৫৯৩
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মোর মন নাহি রহে।
এ কর্ম্ম করিতে মোর চিত্তে বড় লএ ॥ ৫৯৩৮
তদন্তরে বলিতে লাগিল্যা বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর ॥ ৫৯৩৯
বেদশাস্ত্র লোক আমি সভার বাহির।
আমা সভা ধাতা কর্ত্তা রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ৫৯৪০
না মানিএ শাস্ত্র না মানিএ অন্য জন।
প্রাণপণে ধর্ম্মবাক্য করিএ পালন ॥ ৫৯৪১
কে লংঘিব জে আজ্ঞা করিব যুধিষ্ঠির।
সহিল অনেক বাক্য পঞ্চালপতির ॥ ৫৯৪২
পুনঃ পুনঃ বাক্য রাজা করহ হেলন।
অন্য জন হইতে না চাই কদাচন ॥ ৫৯৪৩
সম্বন্ধে শ্বশুর হৈলে গুরুমধ্যে গণি।
এই হেতু অঙ্গ দহে স্যুন নৃপমণি ॥ ৫৯৪৪
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির জে [১৬৯ক] আজ্ঞা করিব।
কাহার আছএ শক্তি তাহাকে দূষিব ॥ ৫৯৪৫
হেন কালে কুন্তী স্যুনি হইলা বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির ॥ ৫৯৪৬
ব্যাসের চরণ ধরি সকরুণে কহে।
নিস্তার করএ মোরে মিথ্যাবাক্যভএ ॥ ৫৯৪৭
জে কহিলা যুধিষ্ঠির কর সেই কথা।
জেমতে মোহর বাক্য না হয় অন্যথা ॥ ৫৯৪৮

১। পুথিতে—'নবজাগমন'। ছাপার আছে —'গ্রন্থ ব্যাকরণ'
২। বন্ধনীর অংশ ছাপা বই হইতে নেওয়া।

মুনি বলে তেজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে করে লঙ্ঘন ॥ ৫৯৪৯
মহাভারথের কথা স্থধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা স্থনে সাধু নর ॥*॥ ৫৯৫০

[৯১]

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
স্থনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ববিবরণ ॥ ৫৯৫১
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিলা দ্রৌপদী।
পতি বাঞ্ছা করি শিব পূজে অনুবধি ॥ ৫৯৫২
রচিআ মৃত্তিকালিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া।
ঘৃত দধি উপহার বাদ্য বাজাইআ ॥ ৫৯৫৩
অবশেষে প্রণমিঞা পড়ে ভূমিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ॥ ৫৯৫৪
হেন মতে বহু কাল পূজেন মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে যাচে ব্যোমকেশ ॥ ৫৯৫৫
পঞ্চ স্বামী হব তোর পরম স্থন্দর।
স্থনিঞা বিস্ময় হৈআ বলে জোড়কর ॥ ৫৯৫৬
হেন উপহাস কর স্থন শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অদ্ভুত কাহিনী ॥ ৫৯৫৭
মহাদেব বলে কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামী বর সদা মোরে মাগ পঞ্চ বার ॥ ৫৯৫৮
অকারণে কন্যা আর করিস রোদন।
খণ্ডন নহিব কভু আমার বচন ॥ ৫৯৫৯
পঞ্চ স্বামী হব তোর পঞ্চ মহারথি।
তথাপি ক্ষিতির মধ্যে বলাইবে সতী ॥ ৫৯৬০
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তোর নাম নিলে কন্যা হইব পবিত্র ॥ ৫৯৬১
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা মহেশ্বর।
গঙ্গাজলে কন্যা গিআ তেজে কলেবর ॥ ৫৯৬২
পুন সেই কন্যাজন্ম কাশীরাজগৃহে।
সেই জন্মে পতিহীন[১৬৯] যৌবনসমগ্র ॥ ৫৯৬৩
না হইল বিভা তার যুবাকাল গেল।
আপনারে তিরস্করি তপ আরম্ভিল ॥ ৫৯৬৪
হেমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিআ চমৎকার দেবগণ ॥ ৫৯৬৫
নিকটে আইলা সভে দেখিআ অদ্ভুত।
ইন্দ্র ধর্ম্ম পবন অশ্বিনী যুগ্ম স্থত ॥ ৫৯৬৬
জিজ্ঞাসিলা তপ তুমি কর কি কারণ।
এমত কঠোর তপ এ নব যৌবন ॥ ৫৯৬৭
স্বামী ইচ্ছি তপ পারা কর বরাননে।
জারে ইচ্ছ বর তুমি আমা পঞ্চ জনে ॥ ৫৯৬৮
এত স্থনি চাহে কন্যা পঞ্চজনমুখ।
নিরখিআ দেখে একাধিক আর রূপ ॥ ৫৯৬৯
কাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল।
অধোমুখ হই কন্যা নিশ্বাস ছাড়িল ॥ ৫৯৭০
কন্যার হৃদের কথা জানি পঞ্চ জন।
পঞ্চ জন বর তারে দিলা ততক্ষণ ॥ ৫৯৭১
তেজ তপ তেজ দেহ স্থন কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমি সব হব তোর স্বামী ॥ ৫৯৭২
এত বলি অন্তর্ধান হৈলা দেবগণ।
তপস্যা করিআ কন্যা তেজিল জীবন ॥ ৫৯৭৩
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা হৈল যজ্ঞ ভেদি ॥ ৫৯৭৪
ধর্ম্ম ইন্দ্র বাউ অশ্বিনী পঞ্চ জন।
পঞ্চজনঅংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৫৯৭৫
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৫৯৭৬

[৯২]

অগস্ত্য বলেন সত্য বৈলে দ্বৈপায়ন।
আমি জাহা জানি তাহা স্থনহ রাজন ॥ ৫৯৭৭
এক দিনে পূর্ব্বে যম যজ্ঞে দীক্ষা নিল।
মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল ॥ ৫৯৭৮

অহিংসা সকল হৈল প্রাণী না মারিল।
সব দেবগণ [১৭০ক] তবে ধাতারে কহিল ॥ ৫৯৭৯
সুনি ব্রহ্মা চলিল সকল দেবগণ।
নৈমিষকাননে যজ্ঞ করএ শমন ॥ ৫৯৮০
ব্রহ্মারে দেখিআ যম উঠি সম্ভাষিল।
কি কর্ম্ম করহ বলি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিল ॥ ৫৯৮১
সৃষ্টির উপর আমি দিল অধিকার।
পাপ পুণ্যে দেখি দণ্ড দিবে সভাকার ॥ ৫৯৮২
তাহা ছাড়ি আসি তুমি যজ্ঞে দিলে মন।
মোর বোল লংঘ তুমি হইআ শমন ॥ ৫৯৮৩
সুনিঞা শমন বলে করি জোড় পাণি।
মোর শক্তি এ কর্ম্ম নহিব পদ্মযোনি ॥ ৫৯৮৪
সব দেবগণমধ্যে মুঞি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলে মোর ॥ ৫৯৮৫
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈল দেব পুরন্দর।
সেহ যজ্ঞকর্ম্ম করে পায় অপসর ॥ ৫৯৮৬
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা হৈলে করে।
অপসর মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে ॥ ৫৯৮৭
না পারিল এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য জনে সমর্পণ করহ ও কাজ ॥ ৫৯৮৮
না পারিলাঙ পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কত কাল আউ সংখ্যা নাঞি হয় ॥ ৫৯৮৯
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
হেন কালে কাএস্ত হইলা উপনীতি ॥ ৫৯৯০
লিখন দক্ষিণ হস্ত তাম্রপট্ট বাম।
জাতিএ কাএস্ত হৈলা চিত্রগুপ্ত নাম ॥ ৫৯৯১
যমেরে বলিলা ঞিহোঁ তোমার সংহতি।
জে পুছিবে কহিবারে ঞিহার শকতি ॥ ৫৯৯২
আপনার কর্ম্ম ভোগ ভুঞ্জিব সংসারে।
তত্রাপিহ তোমার উপরে অধিকারে ॥ ৫৯৯৩

ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনীপুরে গেলা যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া ॥ ৫৯৯৪
যমে প্রবোধিয়া সভে নিজ স্থানে চলে।
জাইতে কনকপদ্ম দেখে গঙ্গাজলে ॥ [১৭০]৫৯৯৫
বিংশতি সহস্র পুষ্প ভাসি জায় স্রোতে।
দেখিআ বিস্ময় হৈল সভাকার চিত্তে ॥ ৫৯৯৬
অকৃত্রিম হেমপুষ্প গন্ধে মন মোহে।
বৃত্তান্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে ॥ ৫৯৯৭
ইন্দ্রের আদেশে বাউ চলে শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ বিলম্বে চিন্তিত সুরপতি ॥ ৫৯৯৮
তাহার পশ্চাত ধর্ম্মে পাঠাল্য তুরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইলা চিন্তিত ॥ ৫৯৯৯
তাহার পশ্চাত পাঠাইল দুই জনে।
ত্বরাত্বরি গেলা শীঘ্র অশ্বিনীনন্দনে ॥ ৬০০০
হইল অনেক ক্ষণ বাহুড়ি না আইল।
দেখি ইন্দ্র দেবরাজ আপুনি চলিল ॥ ৬০০১
বৃত্তান্ত জানিতে তবে গেলা সুরপতি।
[হিমালয় গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতি ॥ ৬০০২
তার অশ্রুজলে হয় কনককমলে।
খরস্রোতে ভাসি জায় মন্দাকিনীজলে ॥ ৬০০৩
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ[১]।]
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কাজ ॥ ৬০০৪
নয়ন কুরঙ্গ তোর সুরঙ্গ অধর।
নির্ধূম জলন্তানল অঙ্গ মনোহর ॥ ৬০০৫
মুখ তোর নিন্দে ইন্দু মধ্য মৃগরাজ।
তব রূপে আলা করে দেবের সমাজ ॥ ৬০০৬
এ রূপ যৌবন তোর তপ একাকিনী।
আমারে বরহ তুমি সুন বিরহিণি ॥ ৬০০৭
কন্যা বলে আমি হোই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িল সকল সুখ জন্মতপস্বিনী ॥ ৬০০৮

১। বন্ধনীর অংশ ছাপা বই হইতে নেওয়া।

মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়।
পাপচক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায় ॥ ৬০০৯
এই মত আমারে কহিলা চারি জন।
তা সভার জত কষ্ট না জায় কথন ॥ ৬০১০
ইন্দ্র বলে কহ [তারা আছয়ে][1] ক্বোথায়।
কন্যা বলে তবে ইচ্ছি আইসহ এথায় ॥ ৬০১১
কন্যার সহিত গেলা দেব পুরন্দর।
পর্ব্বতউপরে দেখে পুরুষ সুন্দর ॥ ৬০১২
কেতকা বলিল দেব আমি তপস্বিনী।
এ পুরুষ বলে মোরে উপহাসবাণী ॥ ৬০১৩
শিব বলে মত্ত গর্ব্বে না দেখ নয়নে।
প্রতিফল এহার পাইবে এই ক্ষেণে ॥ ৬০১৪
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ॥ ৬০১৫
পর্ব্বতকন্দরে এক আছে [১৭১ক] কারাগার।
চরণে নিগড় বন্দী আছএ আপার ॥ ৬০১৬
ধর্ম্ম বাউ অশ্বিনীকুমার চারি জন।
দেখিআ হইলা ভয় সহস্রলোচন ॥ ৬০১৭
করজোড়ে হরে স্তব অনেক করিল।
তুষ্ট হঅ্যা সদানন্দ আশ্বাস বলিল ॥ ৬০১৮
হর বলে তোর স্তবে হৈলাঙ সন্তোষ।
তোর স্তবে ক্ষেমিলাঙ এ চারির দোষ ॥ ৬০১৯
লক্ষ্মীঅংশ কেতকা আজন্ম তপচারি।
তার উপরোধ আমি খণ্ডিতে না পারি ॥ ৬০২০
বিষ্ণুর সদনে লৈআ জাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞামত কার্য্য করহ বাসব ॥ ৬০২১
এত বলি সভা লৈআ গেলা ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় বৈসেন নারায়ণ ॥ ৬০২২
কহিল সকল কেতকার বিবরণ।
সুনিঞা করিলা আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন ॥ ৬০২৩
ইন্দ্রত্ব পাইয়্যা তবু নাঞি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্তে জন্ম হয়্যা ভুঞ্জ জত আছে ক্ষোভ ॥ ৬০২৪
কর্ম্মভোগ অবশ্য ভুঞ্জিএ জাহা করি।
হইব তোমার ভার্য্যা কেতকা সুন্দরী ॥ ৬০২৫
পঞ্চ জন জন্ম গিআ হও নরযোনি।
কেতকা হইব তোমার পঞ্চের ভামিনী ॥ ৬০২৬
তোমা সভার প্রীত হেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাদশ ক্ষেত্রির ভার নিঃশেষ করিব ॥ ৬০২৭
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশে।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশে ॥ ৬০২৮
সুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকা হইলা যাজ্ঞসেনী ॥ ৬০২৯
মহাভারথের কথা অমৃতসাগর।
কাশীরাম দাস কহে সুনে সাধু নর ॥ * ॥ ৬০৩০

[৯৩]

জন্মেজয় বলে মুনি সুনি তপোধন।
কার কন্যা কেতকা তপস্বী কি কারণ ॥ ৬০৩১
কি হেতু রোদন করে গঙ্গাতীরে বসি।
এহার বৃত্তান্ত মোরে কহ মহাঋষি ॥ ৬০৩২
মুনি বলে সুন কহি তাহার কাহিনী।
সত্যযুগে ছিলা তিহোঁ দক্ষের নন্দিনী ॥ ৬০৩৩
না হইল বিভা তার কন্যাধর্ম্ম নৈল।
হিমালয় পর্ব্বত হরের ঠাঞি[১৭১] গেল ॥ ৬০৩৪
হর বৈল থাক তুমি এই গিরিবরে।
আমার নিকটে থাক নির্ভয় অন্তরে ॥ ৬০৩৫
পুরুষ হইআ তোরে করিব সম্ভাষ।
শীঘ্রগতি তাত আনিবে মোর পাশ ॥ ৬০৩৬
হরের আশ্বাস পায়্যা কেতকা রহিল।
একাসনে ধেয়ানে জনম গোঙাইল ॥ ৬০৩৭

১। ছাপা হইতে নেওয়া

দৈবে এক দিন তথা আইল স্নুরভি।
পাছু ধায় ষাণ্ড দেখি ঋতুবতী গাভী ॥ ৬০৩৮
পঞ্চ গোটা ষাণ্ড একা স্নুরভির পাছে।
ষাণ্ড ষাণ্ড মহাযুদ্ধ কেতকার কাছে ॥ ৬০৩৯
ষাণ্ডের গর্জ্জনে কেতকার ধ্যান ভাঙ্গে।
পঞ্চ গোটা ষাণ্ড একা স্নুরভির সঙ্গে ॥ ৬০৪০
দেখিআ কেতকা তারে ঈষত হাসিল।
কেতকা হাসিল তাহা স্নুরভি জানিল ॥ ৬০৪১
উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হৈল তাপ।
ক্রোধ হৈআ গোমাতা তাহারে দিল শাপ ॥৬০৪২
নাহিখ এহাতে লজ্জা গরু জাতি আমি।
নরযোনি হৈআ তোর হব পঞ্চ স্বামী ॥ ৬০৪৩
পুনঃ পুনঃ জন্ম তোর হব নরযোনি।
দুই জন্ম বৃথা তোর হব বিরহিণী ॥ ৬০৪৪
তৃতীয় জন্মেতে হব স্বামী পঞ্চ জন।
পাইবে লক্ষ্মীর অংশ হব বিমোচন ॥ ৬০৪৫
দেবঅংশে তাহারা জন্মিব পঞ্চ জন।
ভেদাভেদ নহিবেক সভে একমন ॥ ৬০৪৬
কেতকা পুছিল তবে করি জোড় হাথ।
অল্প দোষে এত মোরে শাপিলে নির্ঘাত ॥ ৬০৪৭
কত কালে হব মোর শাপ বিমোচন।
একজনঅংশে কে হইব পঞ্চ জন ॥ ৬০৪৮
তুমি শাপ দিলে মোরে ভুঞ্জিবারে চাই।
এহার বৃত্তান্ত আরে কহ স্নুনি মাই ॥[১৭২ক]৬০৪৯
স্নুরভি কহিল স্নুন তাহার কারণ।
একজনঅংশেতে হইব পঞ্চ জন ॥ ৬০৫০
বৃত্রাস্নুর নামে ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিবেক সকল ভুবন ॥ ৬০৫১
ব্রহ্মবধি বিশ্বাসঘাতকি দুরাচার।
কেমনেতে সহিতেছে এ পাপীর ভার ॥ ৬০৫২
ত্রিশিরস পুত্র তার তপেতে আছিল।
অনাহারে মৌনব্রতে কাহ্না না হিংসিল ॥ ৬০৫৩
হেন পুত্র মারে মোর দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিআ বৃত্রে করিল সংহার ॥ ৬০৫৪
আজি দৃষ্টিমাত্র ভস্ম করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধভরে ॥ ৬০৫৫
বাউ বলে দেবরাজ নিশ্চিন্তে আছহ।
ক্রোধে ত্বষ্টা মুনি হোর আইসে দেখহ ॥ ৬০৫৬
করে কর কচালে উরাতে মারে চড়।
দুপাটি দশন ঘন করে কড়মড় ॥ ৬০৫৭
ক্ষিতি কম্পে চলিতে চরণ তড়বড়ি।
দীঘল জটিল দাড়ি করে লড়বড়ি ॥ ৬০৫৮
সঘনে গর্জ্জএ জেন মেঘে গড়গড়।
নাসিকার বাউ জেন ঘন বহে ঝড় ॥ ৬০৫৯
নেত্রানলে পোড়ে বন স্নুনি চড়চড়।
আগুলিআ অর্দ্ধ পথে আড় হৈআ পড় ॥ ৬০৬০
নহিলে নাঞিখ রক্ষা কহিলাঙ দড়।
দুই পাএ বান্ধি দেহ চরণে নিগড় ॥ ৬০৬১
গলাএ কুঠারি বান্ধি দন্তে কর খড়।
স্নুনিঞা ইন্দ্রের আত্মা করে ধড়ফড় ॥ ৬০৬২
না স্ফুরে মুখেতে বাক্য হৈল জেন জড়।
কোথায় লুকাব হেন না দেখে নিঅড় ॥ ৬০৬৩
আজ্ঞা কৈল আনিবারে জত হস্তী বড়।
ঐরাবত আদি করি হস্তী বড় বড় ॥ ৬০৬৪
চতুর্দ্দিগে বেড়িআ রাখিল জেন গড়।
নতুবা পালাও শীঘ্র আইলা নিয়ড় ॥ [১৭২]৬০৬৫
ত্বষ্টার দেখিআ ক্রোধ ইন্দ্রে লাগে ত্রাস।
কোথা জাব রক্ষা পাব গেলে কার পাশ ॥ ৬০৬৬
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিলা চারি জন।
চারি জনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ ॥ ৬০৬৭
পঞ্চ ঠাই[১] পঞ্চ আত্মা কৈল পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিআ রহিলা কলেবর ॥ ৬০৬৮

১। পুথিতে—'ভাই'।

র চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঞি।
বাউ অশ্বিনীকুমার দুই ভাই ॥ ৬০৬৯
ন কালে উপনীত ত্বষ্টা মহাঋষি।
ত্র পুরন্দরে কৈল্য ভস্মরাশি ॥ ৬০৭০
ন্দ্র ভস্ম করিআ বসিলা ইন্দ্রাসনে।
ামি ইন্দ্র বলিআ বলিলা দেবগণে ॥ ৬০৭১
তকার তরে তবে সুরভি বলিল।
ন মতে ইন্দ্রঅংশ পঞ্চ ঠাঞি হৈল ॥ ৬০৭২
াই পঞ্চ অংশ হৈতে হব পঞ্চ জন।
মি তার ভার্য্যা হবে না হয় খণ্ডন ॥ ৬০৭৩
তকা বলিল কহ সুনি গো জননি।
কমতে পাইল প্রাণ পুন বজ্রপাণি ॥ ৬০৭৪
ল ত্বষ্টা ইন্দ্রে করিআ সংহার।
াপনি হইলা স্বর্গে ইন্দ্রঅধিকার ॥ ৬০৭৫
ত দেবগণ গিআ ব্রহ্মারে কহিল।
ন্দ্র বিনে আমরা রহিতে না পারিল ॥ ৬০৭৬
াঙ্গিল ইন্দ্রের সভা দেবের নগর।
ত্য গীত নাঞি আর অপ্‌ছরি অপ্‌ছর ॥ ৬০৭৭
নুক্ষণ হইল অসুরউপদ্রব।
াই হেতু রহিতে না পারি আমি সব ॥ ৬০৭৮
াত সুনি ব্রহ্মা পাঠাইলা নারদেরে।
ারদ কহিলা সব ত্বষ্টার গোচরে ॥ ৬০৭৯
ন্দ্রত্ব লইলে মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য।
ইন্দ্র বিনা উপদ্রব হৈল সব রাজ্য ॥ ৬০৮০
ুনি বলে ইন্দ্রত্বে কি মোর প্রয়োজন।
জপ তপ ব্রত হোম মোর[১৭৩ক]অনুক্ষণ ॥ ৬০৮১
জাহার ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা সেই লেকু আসি।
ত্বষ্টাবাক্য সুনিঞাঁ বলিলা রাজঋষি ॥ ৬০৮২
ইন্দ্রেরে করিল ধাতা সৃষ্টির রক্ষণ।
বিনা ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লইব কোন জন ॥ ৬০৮৩
আপনি ইন্দ্রত্ব জদি না করিবে মুনি।
ক্রোধ তেজি সজীব করহ বজ্রপাণি ॥ ৬০৮৪

বিধাতার সৃষ্টি রাখ আমার বচন।
সুনি স্বীকার তবে কৈল তপোধন ॥ ৬০৮৫
ইন্দ্রভস্ম জে ছিল অগ্রেতে আনি দিল।
শাম্যদৃষ্টি চাহি ত্বষ্টা মুনি জিআইল ॥ ৬০৮৬
হেন মতে দেবরাজ পুন পাইল প্রাণ।
তোমারে কহিল এই কথার পুরাণ ॥ ৬০৮৭
এত বলি সুরভি হইলা অন্তর্ধান।
চিন্তিআ কেতকা চিন্তে করিআ ধেয়ান ॥ ৬০৮৮
গঙ্গাজলে পশি কান্দে পড়ে অশ্রুজল।
তাহে দিব্য হয় জন্ম কনককমল ॥ ৬০৮৯
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
আকাশে থাকিআ তবে দেবগণ বৈল ॥ ৬০৯০
জে কহিলে মহামুনি কিছু নহে আন।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মাণ ॥ ৬০৯১
শীঘ্র কর বিভাকর্ম্ম সুরপতি ডাকে।
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি কৈল ঝাকে ঝাকে ॥ ৬০৯২
ইন্দ্র পাঠাইআ দিল দিব্য অভরণ।
কেউর বলয়া হার নপুর কঙ্কন ॥ ৬০৯৩
অপূর্ব্ব অম্বর পারিজাত পুষ্পরাজ।
চিত্ররথ আনি দিল অঙ্গনাসমাজ ॥ ৬০৯৪
হেন কালে আল্যা তথা রাম নারায়ণ।
দ্বারকার আল্যা জত স্ত্রীপুরুষগণ ॥ ৬০৯৫
বিভার মঙ্গলদ্রব্য বাসুদেব লৈয়া।
স্ত্রীগণ লইয়া আল্যা বিমানে চাপিয়া ॥ ৬০৯৬
আইলা দৈবকী দেবী রোহিণী রেবতী।
রুক্মিণী কালিন্দী সত্যভামা জাম্ববতী ॥ ৬০৯৭
নগ্নজিতা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষণা।
আর জত যদু[১৭৩]নারী কে করে গণনা ॥ ৬০৯৮
নানা রত্ন আনিলা ভূষণ অলঙ্কার।
দশ কোটি রথ দশ কোটি অশ্ববার ॥ ৬০৯৯
দশ কোটি মাতঙ্গ বৃষ অগণন।
উঠ খর বহু জত শকটেতে ধন ॥ ৬১০০

এ সকল দিলা কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে।
নিলেন সকল কৃষ্ণের প্রীতের কারণে ॥ ৬১০১
মাতুলানী মাতুলে প্রণমে পঞ্চ জন।
এঁকে একে সম্ভাষিল জত যদুগণ ॥ ৬১০২
নিকল্টের রাজাগণ পাইআ বারতা।
বিভার সামগ্রী লৈআ শীঘ্র আল্যা তথা ॥ ৬১০৩
জার জেই সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন।
সাদরে করিল পূজা দ্রুপদ রাজন ॥ ৬১০৪
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৬১০৫

[৯৪]

সুন রাজা জন্মেজয় কহিল তোমারে।
দ্রৌপদীর বিভাকথা সুনহ সাদরে ॥ ৬১০৬
মুনিগণ দেবগণ দিলেন সম্বায়।
বিভা হেতু আজ্ঞা দিলা পঞ্চালের রায় ॥ ৬১০৭
পঞ্চ ভাই বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিঠালি গন্ধতৈল উদ্‌বর্ত্তনে ॥ ৬১০৮
পঞ্চ তীর্থজল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রদত্ত অভরণ ভূষণ করিল ॥ ৬১০৯
বিভার মঙ্গল জত হইল সুবেশ।
রত্নবেদিমধ্যস্থানে করিল প্রবেশ ॥ ৬১১০
সিংহাসনে বসাইলা দ্রুপদকুমারী।
পঞ্চ ভাই সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করি ॥ ৬১১১
পঞ্চ ভাগ করি কৃষ্ণা তবে বসাইল।
পঞ্চ ভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল ॥ ৬১১২
কৃষ্ণাবামবৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠিরহাথ।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুলি পার্থ ॥ ৬১১৩
নকুল অমৃতাঙ্গুলি কনিষ্ঠ কনেষ্ঠ। [৬১১৪
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ[১৭৪ক]জনে কৃষ্ণা কৈল্য দৃষ্ট ॥
দুন্দুভির বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলি মঙ্গল গাএন নরনারী ॥ ৬১১৫

পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ বাদ্য বাজে না জায় গণন ॥ ৬১১৬
কল্যাণ করিল জত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেতে দক্ষিণা দিল না জায় লিখন ॥ ৬১১৭
হেন মতে সম্পূর্ণ করিআ বিভাকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেলা জার জেই রাজ্য ॥ ৬১১৮
মুনিগণ দেবগণ গেলা নিজস্থান।
দ্বারাবতী চলি গেলা রাম ভগবান ॥ ৬১১৯
জাইতে গোবিন্দে হৈল বিদুরে স্মরণ।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে জান নারায়ণ ॥ ৬১২০
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসন পূজিল বিশেষে ॥ ৬১২১
দ্বাদশ বচ্ছর এথা নাঞি গতাআত।
বড় ভাগ্য কি হেতু হস্তিনায় জগন্নাথ ॥ ৬১২২
কহ কৃষ্ণ জান কিছু পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কিরূপে আছেন তাঁরা জান গেলা কোথা ॥ ৬১
মরিল কি জীএ কিছু না জানি বৃত্তান্ত।
কেবল ভরসা তুমি রুক্মিণীর কান্ত ॥ ৬১২৪
হাহা কুন্তি হাহা পার্থ পুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিআ আছে এ পাপশরীর ॥ ৬১২
এত বলি বিদুর পড়িলা মূর্চ্ছা হৈয়া।
দুই হাথে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিআ ॥ ৬১২৬
হাসিআ বিদুরে তবে বলে জগন্নাথ।
শুভ বার্ত্তা লহ তুমি ওহে খুল্লতাত ॥ ৬১২৭
পাণ্ডবের বিভা বলি ত্রিলোক জানিল।
লক্ষ লক্ষ রাজা দলবলে আস্যাছিল ॥ ৬১২৮
আজি নিশা বিভা কৈল দ্রুপদনন্দিনী।
পঞ্চ ভাই বি[১৭৪]ভা কৈল একক রমণী ॥ ৬১
আমিহ ছিলাঙ সব কুটুম্ব সংহতি।
বিভা দিআ জাই এই সভে দ্বারাবতী ॥ ৬১৩০
সুনিঞা বিদুর বড় আনন্দ হইয়া।
গোবিন্দচরণে পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৬১৩১

কথা এখানে কৃষ্ণ না বলিহ আর।
স্তুনি দুষ্টগণ পাছে করে কুবিচার ॥ ৬১৩২
হাসিআ বলিলা কৃষ্ণ ডরাই কাহারে।
সভে পলাইআ আইল পাণ্ডবের ডরে ॥ ৬১৩৩
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম কৈল ভূমণ্ডলে।
এক লক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে ॥ ৬১৩৪
বিদুরেরে প্রবোধি চলিলা নারায়ণ।
শীঘ্র গেলা অন্ধস্থানে করিলা গমন ॥ ৬১৩৫
বিদুর বলিল আজি শুভবার্ত্তা পাল্য।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে আল্য ॥ ৬১৩৬
ধৃতরাষ্ট্র স্তুনি হৈলা আনন্দে বিভোর।
আগুসরি আন গিআ পুত্রবধূ মোর ॥ ৬১৩৭
নানা রত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
আগুসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিআ ॥ ৬১৩৮
বিদুর বলিলা রাজা এথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদদুহিতা ॥ ৬১৩৯
ধৃতরাষ্ট্র স্তুনি জেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি রাজা বলে মুখে ॥ ৬১৪০
দুর্য্যোধন হৈতে মোর পুত্র যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা স্তুনি হৃষ্ট হইল শরীর ॥ ৬১৪১
কহ স্তুনি বিদুর আছএ তারা কোথা।
কার ঠাঞি পাল্যে তুমি এ সব বারতা ॥ ৬১৪২
ক্ষত্তা বলে দ্রুপদ করিল লক্ষ্য পণ।
লক্ষ্য বিন্ধি লৈল্য কন্যা ইন্দ্রের নন্দন ॥ ৬১৪৩
কন্যা হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন করিল সভার পরাভব ॥ ৬১৪৪
মুনিগণ দেবগণ সহায় হইয়া। [৬১৪৫
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে কৃষ্ণা দিলা বিভা ॥ [১৭৫ক]
যদুবংশ সহ গিআছিলা যদুপতি।
মোরে বার্ত্তা দিয়া তিহোঁ গেলা দ্বারাবতী ॥ ৬১৪৬
এত বলি বিদুর গেলেন নিজ স্থানে।
অধোমুখে চিন্তে অন্ধ করিআ ধেয়ানে ॥ ৬১৪৭
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশী কহে স্তুনিলে তরিএ ভববারি ॥ * ॥ ৬১৪৮

[৯৫]

বার্ত্তা উপরান্তে তার তৃতীয় দিবসে।
দণ্ডভগ্ন দুর্য্যোধন উত্তরিলা দেশে ॥ ৬১৪৯
রাজার সঙ্গেতে গেলা দশ অক্ষৌহিণী।
পঞ্চ অক্ষৌহিণীতে আইলা নৃপমণি ॥ ৬১৫০
কার রথে নাঞি ধ্বজ দন্তিদন্ত কাটা।
কানা খোড়া কুবুজ কেহো কেহো বুচ্চা ঠুটা ॥ ৬১৫১
অধোমুখে নাঞি কথা নাহিক বাজনা।
নাহিক চামর ছত্র নাহি চিহ্নবানা ॥ ৬১৫২
বাপের চরণে গিআ নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥ ৬১৫৩
কহ তাত যুধিষ্ঠির সহিত মিলিলে।
হালাহোলা করিআ সংপ্রীতে বিভা দিলে ॥ ৬১৫৪
কিরূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন।
আইল কি তব সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥ ৬১৫৫
স্তুনি দুর্য্যোধন কর্ণে লাগে চমৎকার।
জানিল ব্রাহ্মণ নহে পাণ্ডুর কুমার ॥ ৬১৫৬
কর্ণ বলে কি কথা কহিলে মহাশয়।
হেন বার্ত্তা বাহির কেমতে মুখে হয় ॥ ৬১৫৭
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
আমি দেখা পাল্যে কোথা জীথ পঞ্চ জন ॥ ৬১৫৮
ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
তখনি জানিথ জদি মারিথুঁ তাহারে ॥ ৬১৫৯
পাণ্ডুপুত্র বলি স্তুনি তোমার মুখেতে।
দুর্য্যোধন বলে তুমি জানিলে কেমতে ॥ ৬১৬০
দুর্য্যোধন বলে এহা জানিব কেমনে।
মরিল বলিআ জানে এ তিন ভুবনে ॥ ৬১৬১
ধিক্ ধিক্ পুরোচন ভা[১৭৫]লে মৈল পুড়ি।
না করিল কার্য্য লজ্জা হৈল ক্ষিতি জুড়ি ॥ ৬১৬২

এখনে কি হইবেক এহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায় ॥ ৬১৬৩
এই সন্নিকটে জদি উপায় করিব।
পশ্চাত্ হইলে বড় অনর্থ হইব ॥ ৬১৬৪
লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিআ পঞ্চালরাজনে ॥ ৬১৬৫
সহস্রেক রথ দিব সহস্রেক হাথী।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি ॥ ৬১৬৬
সখা হব তব পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ ॥ ৬১৬৭
নতুবা পাঠাআ দিএ দিব্য নারীগণ।
পাণ্ডবের সহ কহু কথোপকথন ॥ ৬১৬৮
দ্রৌপদীরে তাহার হোউক অনাদর।
তবে ক্রোধ হইব দ্রুপদ নরবর ॥ ৬১৬৯
নহে ত সুহৃদ্ দ্বিজ তথাকে পাঠাই।
প্রকারেতে বিভেদ করাকু পঞ্চ ভাই ॥ ৬১৭০
পঞ্চ ভাই তারা জদি বিভেদ হইব।
কোন ছার পাণ্ডবেরে নিমিষে মারিব ॥ ৬১৭১
নতুবা জাউক এক অন্তঃপুরলোক।
আমা সভার নিন্দা তারে অনেক কহুক ॥ ৬১৭২
তবে তারে পাণ্ডুপুত্র হইব বিশ্বাস।
বিষ দিআ বৃকোদরে করুক বিনাশ ॥ ৬১৭৩
ভীমা মৈলে পাণ্ডুপুত্র হইব অনাথ।
ভীম বিনে কর্ণের সমান নহে পার্থ ॥ ৬১৭৪
দুর্য্যোধনবচন সুনিঞা কর্ণ বলে।
কিছু নাঞি লয় চিত্তে জতেক কহিলে ॥ ৬১৭৫
দ্রুপদেরে রাজ্য রত্ন লোভ করাইবে।
ত্রিলোক পাইলে সেহ না তেজে পাণ্ডবে ॥ ৬১৭৬
একেতে জামাতা তাহে দ্বিতীয় বলিষ্ঠ।
এখনে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বদিষ্ট ॥ ৬১৭৭
শূদ্র আদি দ্বিজ তার কি করিতে পারি।
ভেদ নইবেক পঞ্চ স্বামী এক নারী ॥ ৬১৭৮
ভীমেরে মারিব হেন আছে কোন জন।
কত না করিলে দেশে আছিল জখন ॥ ৬১৭৯
বিষ দিলে নানা যন্ত্র গর্ত্ত খুলিছিলে।
অবশেষে জোউগৃহে দাহন করিলে ॥[১৭৬ক]৬১
না হইল জত কিছু করিলে উপায়।
এখনে হইল তার অনেক সহায় ॥ ৬১৮১
নারীগণ কি করিব পাণ্ডবের ঠাঞি।
চক্ষুকোণে পরস্ত্রী না চাহে পঞ্চ ভাই ॥ ৬১৮২
কহিলে জতেক নাঞি লহে মোর মনে।
বিনাশ না হয় আর পাণ্ডুর নন্দনে ॥ ৬১৮৩
যাবত গোবিন্দ নাঞি আস্যে যদুবলে।
যাবত না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে ॥ ৬১৮৪
রজনীর মধ্যে গিআ রজনীর চোর।
দ্রুপদ পাণ্ডবে মার সুন বোল মোর ॥ ৬১৮৫
কর্ণের বচন সুনি অন্ধ নরবর।
সাধু সাধু বলিআ প্রশংসে বহুতর ॥ ৬১৮৬
এ বিচার করিতে তুমি সে যোগ্য দেখি।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তারে আন ডাকি ॥ ৬১৮৭
তারা সব আসি দেখি কি করে যুগতি।
এত বলি সভারে ডাকিল শীঘ্রগতি ॥ ৬১৮৮
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৬১৮৯

[৯৬]

জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি সুনি কোন কালে ॥ ৬১৯০
মুনি বলে সুন রাজা পূর্ব্ববিবরণ।
মোর বাক্য অবধানে সুনহ রাজন ॥ ৬১৯১
রাজার আদেশে আইল্যা জত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন ॥ ৬১৯২
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিন পুর ॥ ৬১৯৩

ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
সুনিল পাণ্ডব জীএ সহ কুন্তী মাত ॥ ৬১৯৪
এত কাল কোথা ছিল লুকাইআ কেনে।
কিছু ত এহার আমি না বুঝি কারণে ॥ ৬১৯৫
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি তাসভার স্থানে নাঞি করি দোষ ॥ ৬১৯৬
তবে কেন গুপ্তবেশে পঞ্চালে থাকিআ।
বিভা কৈল পঞ্চ ভাই মোরে না বলিআ ॥ ৬১৯৭
কহ কি করিব ইবে বিধান এহার।
সুনিঞা উত্তর কৈলা গঙ্গার[১৭৬] কুমার ॥ ৬১৯৮
তব পুত্রাধিক তোমা সেবিথ পাণ্ডব।
তুমি ত পুত্রেরধিক করিথে গৌরব ॥ ৬১৯৯
কি বুদ্ধি হইল তোমার না বুঝি কারণ।
বারণাবতেরে পাঠাইলে পুত্রগণ ॥ ৬২০০
না জানি তথায় কি করিল পুরোচন।
জোউগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন ॥ ৬২০১
ত্রিভুবন জুড়ি মোর অবযশ হৈল।
আপনি থাকিআ ভীষ্ম এতেক করিল ॥ ৬২০২
জত দিন জোউগৃহে হইল দাহন।
তোর ভিতে না চাহিল মেলিআ বদন ॥ ৬২০৩
জননী সহিত জীএ পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার ॥ ৬২০৪
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের কর্ম্ম উদয় হইল ॥ ৬২০৫
এখনেতে এক কর্ম্ম করহ রাজন।
পাণ্ডুপুত্র সহ কর সম্প্রীতিমিলন ॥ ৬২০৬
আমি একা নহি কুরুসভার বিচার।
জেন তুমি তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার ॥ ৬২০৭
জেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধারনন্দিনী।
জেন দুর্য্যোধন তেন যুধিষ্ঠিরে মানি ॥ ৬২০৮
তার বাপ পাণ্ডু ছিলা পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য লোক জন প্রজা ॥ ৬২০৯
সে জীঅন্তে তাহারে তেজিব কোন জন।
তব হিত হেতু তেঞি বলিল বচন ॥ ৬২১০
অর্দ্ধ রাজ্য দিআ কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী জুড়িআ রাজা হব তোর যশ ॥ ৬২১১
কীর্ত্তি রাখ নরপতি কীর্ত্তি বড় ধন।
অপকীর্ত্তি লোক রাজা জীয়ন্তে মরণ ॥ ৬২১২
কীর্ত্তিবলে নরপতি যাবত ধরণী।
জত পূর্ব্বদোষ তোর খণ্ডে নৃপমণি ॥ ৬২১৩
ভীষ্মের বচন অন্তে বলে দ্রোণ গুরু।
সর্ব্বগুণযুত জেমন কল্পতরু ॥ ৬২১৪
আপনার হিততত্ত্ব বিচা[১৭৭ক]র কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিআছে সব মন্ত্রিগণ ॥ ৬২১৫
তে কারণে হিতকথা চাহি কহিবারে।
সুনহ ক্ষত্রিয়গণ মোর জে বিচারে ॥ ৬২১৬
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয়ঃ সভার কল্যাণ।
সকল কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান[১] ॥ ৬২১৭
এখনেতে এই কর্ম্ম করহ তৎকাল।
প্রিয়ম্বদ লোক এক পাঠাহ পঞ্চাল ॥ ৬২১৮
বিভার সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল রাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিআ সাজন ॥ ৬২১৯
দ্রৌপদীরে তুষিব অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে তোষ তুমি পঞ্চ সহোদরে ॥ ৬২২০
পুনঃ পুনঃ শান্তাইআ কুন্তীরে কহিবে।
জেন পূর্ব্ব স্মঙরিআ ক্রোধ না করিবে ॥ ৬২২১
দ্রুপদ রাজার মান্য দেহ বহু ধন।
প্রত্যক্ষ করিআ তোষ তার পুত্রগণ ॥ ৬২২২
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে জেন করে একবুদ্ধি ॥ ৬২২৩

১। পুথিতে—সকল গঙ্গার স্রোত চন্দ্র মতিমান।

এতেক বচন জদি বৈল ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন ॥ ৬২২৪
ভাল মন্ত্রী আনিলে মন্ত্রণা করিবারে।
সভাই শত্রুর অংশ বিখ্যাত সংসারে ॥ ৬২২৫
মুখেতে সরস তোর অন্তরেতে কাল।
এক বাক্য কোন জন না কহিলে ভাল ॥ ৬২২৬
তত্রাপি পাণ্ডব অংশ তোমার সহিত।
জিহ্বাতে অন্তরবার্ত্তা হৈতেছে বিদিত ॥ ৬২২৭
রাজা হৈআ জেই জন আপনি না বুঝে।
দুষ্টমন্ত্রিমন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে ॥ ৬২২৮
সুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের নন্দন।
আরে দুষ্ট কহ সুনি তোহর বচন ॥ ৬২২৯
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ।
নিকটে জাইতে পারা চাহ যমগৃহ ॥ ৬২৩০
ভালে ভালে জানি আমি তোর বীরপনা।
পঞ্চালের রাজ্যেতে দেখিল সর্ব্বজনা ॥ ৬২৩১
লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইআ গেলে তেঞি রহিল জীবনে ॥ ৬২৩২
হেন জন সহ চাহ দ্বন্দ্ব করিবারে।
তোর প্রায় নির্লজ্জ কে[১৭৭]আছএ সংসারে॥৬২৩৩
কেমতে কহিব আমি এমর্ত বিচার।
সর্ব্ব সহ হবে জায় সভার সজ্যার ॥ ৬২৩৪
এত সুনি বলেন বিদুর মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দে তুমি আছ নরপতি ॥ ৬২৩৫
আপনে বুঝিআ কেন না কর বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার ॥ ৬২৩৬
এ দুহাঁর সম কে আছএ ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু আছএ অখলে ॥ ৬২৩৭
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনখ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে জেন ছিলা রঘুনাথ ॥ ৬২৩৮
এখনহ তব মন্দ মুখে নাঞি আসে।
সর্ব্বত্র তোমার হিত লোকে ইহা ঘোষে ॥ ৬২৩৯
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি ॥ ৬২৪০
ভীষ্ম দ্রোণ জে বলিলা সভার স্বীকার।
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর ॥ ৬২৪১
কলহ করিতে পারা চাহ নরপতি।
কে তব জুঝিব কহ পার্থের সংহতি ॥ ৬২৪২
এই কর্ণ দুর্য্যোধন স্বসৈন্য সংহতি।
পঞ্চালেতে ছিলা এক লক্ষ নরপতি ॥ ৬২৪৩
সভারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
সুনিঞা থাকিবে জে করিল বৃকোদর ॥ ৬২৪৪
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়া প্রবেশিলা রণে।
এক লক্ষ নৃপসৈন্য করিল মন্থনে ॥ ৬২৪৫
এখনে সহায় হব সেই রাজাগণ।
সঅস্ত্রে করিব যুদ্ধ ভাই পঞ্চ জন ॥ ৬২৪৬
সহায় সর্ব্বস্ব জার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর জত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী ॥ ৬২৪৭
মাতুলনন্দন বলভদ্র সখা জার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ জতেক কুমার ॥ ৬২৪৮
বিশেষ তোমার জত দেখ রথিগণ।
ভাল মতে জানি আমি সভাকার মন ॥ ৬২৪৯
আমি জানি সভে হব পাণ্ডবসহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায় ॥ ৬২৫০
আর বার্ত্তা তুমি নাঞি জান নরপতি।
তাহা সহ দ্বন্দ্বে ভদ্র নহে মহা[১৭৮ক]মতি ॥৬২৫১
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মোর বাক্য সুন রাজা হিত জে তোমার ॥ ৬২৫২
জৌউগৃহে পোড়াইলে লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ ফেল পুরোচনের উপরে ॥ ৬২৫৩
প্রীতবাক্যে এথাকে আনহ পাণ্ডুসুতে।
সব লজ্জা ঘুচি যশ লভিব জগতে ॥ ৬২৫৪
বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র তুষ্ট হৈল।
জে বলিলে বিদুর মোহর মনে লৈল ॥ ৬২৫৫

পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাঞি অন্য জন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন ॥ ৬২৫৬
এতেক বলিলা জদি অন্ধ নরপতি।
সুনিঞা সভার জন হৈল হৃষ্টমতি ॥ ৬২৫৭
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশীরাম কহে শ্রবণেতে ভব তরি ॥ * ॥ ৬২৫৮

[৯৭]

খেনেক বিদুর আর বিলম্ব না কৈল।
বহু রত্ন ধন লৈয়া পঞ্চালেতে গেল ॥ ৬২৫৯
একে একে সভাকারে সম্ভাষি বিদুর।
কুন্তী সহ বসি আছে জত অন্তঃপুর ॥ ৬২৬০
দ্রৌপদীরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে ভূষিলেক পঞ্চ সহোদরে ॥ ৬২৬১
বিদুর দেখিআ বড় হরষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয় জেন হর্ষ কোকনদ ॥ ৬২৬২
পঞ্চ ভাই দেখিআ বিদুর মহাশয়।
আনন্দনয়নজলে ভাসিল হৃদয় ॥ ৬২৬৩
বিদুরচরণে প্রণমিলা পঞ্চ জন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল জত বন্ধুজন ॥ ৬২৬৪
বিদুর কহিল জত কুশলসম্বাদ।
একে একে কহেন সভার আশীর্ব্বাদ ॥ ৬২৬৫
তবেত বিদুরে লৈআ দ্রুপদ রাজন।
মিষ্ট অন্ন পানে তারে করাল্য ভোজন ॥ ৬২৬৬
ভোজনান্তে সর্ব্বজন বসিলা সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিলা বলিতে ॥ ৬২৬৭
পাণ্ডবেরে বিভা দিলে তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হল্যা ধৃতরাষ্ট্র সুনি ॥ ৬২৬৮
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পাল্য। [৬২৬৯
তে কারণে মান্য দিয়া মোরে পাঠাইল ॥ [১৭৮]
অনেক কহিল ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা সহ সম্বন্ধে হইলা প্রীতমন ॥ ৬২৭০
প্রিয়সখা করি তোমা দিল আলিঙ্গন।
কহিল তোমার তরে বিনয়বচন ॥ ৬২৭১
চিরদিন দেখি নাঞি পাণ্ডুপুত্রগণে।
সভাই উদ্বেগ বড় ইহার কারণে ॥ ৬২৭২
গান্ধারী প্রভৃতি জত কুরুকুলনারী।
দেখিবারে উত্তরোল তোমার কুমারী ॥ ৬২৭৩
রাজ্যের জতেক লোক আনন্দ আপার।
দেখিবারে সাধ বড় পাণ্ডুর কুমার ॥ ৬২৭৪
পাণ্ডবেরে বহু দিন হয়্যাছে হাইবাস।
চিরদিন নাঞি বন্ধুজনের সম্ভাষ ॥ ৬২৭৫
দ্রুপদ বলএ মনে করএ যুগতি।
জাইতে পাণ্ডবগণ আপন বসতি ॥ ৬২৭৬
দ্রুপদ বলএ ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল ॥ ৬২৭৭
জে বলিলে বিদুর মোহর মনোনীত।
পাণ্ডবেরে নিজগৃহে জাইতে উচিত ॥ ৬২৭৮
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনকসমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হএত বিধান ॥ ৬২৭৯
ভয় আছে তথা জদি হেন লয় মনে।
তোমা সহ বিরোধিব কাহার পরানে ॥ ৬২৮০
তত্রাপিহ নহে আর হস্তিনাতে স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি ॥ ৬২৮১
দ্রুপদের বচন সুনিঞা পঞ্চ জন।
মাতৃসহ বিদায় হইলা ততক্ষণ ॥ ৬২৮২
রথে কুন্তী পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
হস্তিনা নগরে গেলা হয়্যা হরষিত ॥ ৬২৮৩
পাণ্ডব হস্তিনা আইল সুনি প্রজাগণ।
বাল যুবা বৃদ্ধ ধায় দর্শনকারণ ॥ ৬২৮৪
লজ্জা ভয় তেজি জায় কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়্যা জায় নারী গর্ভবতী ॥ ৬২৮৫
তবে পঞ্চ ভাই গেলা জথা জেষ্ঠ্যতাত।
একে একে গুরুজনে কৈল প্রণিপাত ॥ ৬২৮৬

কুন্তী সহ অন্তঃপুরে গেলা যাজ্ঞসেনী।
একে একে সম্ভাষিল কৌরব[১৭৯ক]রমণী॥ ৬২৮৭
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চ জনে।
হস্তিনাবসতি আর নহে সুশোভনে॥ ৬২৮৮
খাণ্ডবপ্রস্থেরে জাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রসমসর॥ ৬২৮৯
সুনি যুধিষ্ঠির তবে কৈল অঙ্গীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেরে তবে কৈল আগুসার॥ ৬২৯০
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে আরম্ভিলা করিতে নগর॥ ৬২৯১
প্রাচীর করিল উচ্চ যোজনপ্রমাণ।
চতুর্দ্দিগে গড়খাই সমুদ্রসমান॥ ৬২৯২
উচ্চ উচ্চ জগদি করিল মনোরম।
জেমন অমরাবতী ভোগবতী সম॥ ৬২৯৩
প্রাচীর উপর সব অস্ত্রে পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতি রাউতগণ থুল্য॥ ৬২৯৪
কুবেরভাণ্ডার জিনি পুরাইল ধনে।
শুক্লবর্ণ সব গৃহ বিচিত্র শোভনে॥ ৬২৯৫
বেদবেদী জগরক্ষ শূদ্র বৈশ্য আদি।
নগরের মধ্যে সভে করিল বসতি॥ ৬২৯৬
পাঠক লিখন বৈদ্য তিকিৎসকগণ।
বর্ণিক্ জৌতিষ গোপ জত শূদ্রোত্তম॥ ৬২৯৭
বসিল সকল লোক নগরভিতরে।
পাণ্ডবনগরে বসি ইন্দ্রে নাহি ডরে॥ ৬২৯৮
স্থানে স্থানে নগরে রুপিল বৃক্ষগণ।
পিপলি কদম্ব আম্র পলাশ কাঞ্চন॥ ৬২৯৯
ডুমুর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর চম্পক কেতকী রাজফুল॥ ৬৩০০
পাটলি খদির বেল বদরি করবী।
পারিজাত কর্কটি মাধবী আমলকী॥ ৬৩০১
কদলি গুবাক নারিকেল জে খাজুর।
নানা বর্ণে পুষ্প শোভে জেন সুরপুর॥ ৬৩০২
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষগণ সদা করে ধ্বনি॥ ৬৩০৩
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুরী দেখিএ শোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ বলি নাম থুল্যা নারায়ণ॥ ৬৩০৪
পাণ্ডব স্থাপিল্যা [১৭৯] তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া গেলা দ্বারকা নগরী॥ ৬৩০৫
পাণ্ডবের রাজ্য প্রাপ্তি জেই জন সুনে।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র্য খণ্ডনে॥ ৬৩০৬
আদিপর্ব্ব ভারথ ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম কহে সভে সুন একচিত॥ *॥ ৬৩০৭

[৯৮]

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
সুনিবারে ইৎসা বড় এহার বিধান॥ ৬৩০৮
পঞ্চ ভাই স্ত্রী এক কেমনে আচরিল।
বিভেদ নহিল দিন কেমতে বঞ্চিল॥ ৬৩০৯
মুনি বলে নরপতি কর অবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা জবে ভাই পঞ্চ জনে॥ ৬৩১০
কথো দিনে আইলা নারদ মুনিবর।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল বহুতর॥ ৬৩১১
করজোড়ে হৈয়া দাণ্ডাইলা ছয় জনে।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা করিলা তখনে॥ ৬৩১২
নারদ বলিলা সুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নী পতি তুমি ভাই পঞ্চ জন॥ ৬৩১৩
ভাই ভাই বিভেদ হইআ থাকে পাছে।
স্ত্রী লাগি বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে॥ ৬৩১৪
সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর লাগি দ্বন্দ্ব করি দুই ভাই মৈল॥ ৬৩১৫
যুধিষ্ঠির বলে কহ সুনি মুনিবর।
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব দুই সহোদর॥ ৬৩১৬
নারদ কহিলা পূর্ব্বে কশ্যপনন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুই জন॥ ৬৩১৭

নিকুম্ভ অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ হৈলা তাহার ঔরসে ॥ ৬৩১৮
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
কশ্যপকুলের শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর ॥ ৬৩১৯
দুই ভাই একবাক্য একুহি জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ তারা না হয় কখন ॥৬৩২০
দুই ভাই মেলি তারা যুক্তি কৈল সার। [৬৩২১
তপোবলে করিল ত্রিলোক অধিকার ॥ [১৮০ক]
হেমন্ত পর্ব্বতে গিআ তপ আরম্ভিল।
অনেক দিবস বাতাহারেতে রহিল ॥ ৬৩২২
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা।
জতেক কঠোর কৈল না হয় গণনা ॥ ৬৩২৩
দুহাঁর কঠোর দেখি আল্যা পিতামহ।
ডাকি বৈল মনোমত বর মাগি লহ ॥৬৩২৪
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর।
ব্রহ্মা বৈল এহা ছাড়ি মাগ অন্য বর ॥ ৬৩২৫
দুই ভাই বলে আমি অন্য নাহি চাই।
তবে তপ তেজি জদি এই বর পাই ॥ ৬৩২৬
ব্রহ্মা বৈল জন্ম হৈলে অবশ্য মরণ।
মরণবিধান তোরা কহ দুই জন ॥ ৬৩২৭
দৈত্য বলে ভেদ জবে হব দুই ভাই।
তবে মৃত্যু হব মোরা সুনহ গোসাঞি ॥ ৬৩২৮
স্বস্তি বলি বর দিআ গেলা প্রজাপতি।
সুন্দ উপসুন্দ গেলা আপন বসতি ॥ ৬৩২৯
ত্রিলোক জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর।
নানা বর্ণের অস্ত্র লৈআ গেলা সুরপুর ॥ ৬৩৩০
অমর জিনিল, ব্রহ্মা দিআছেন বর।
ছাড়াআ্যা অমরপাল হৈলা পুরন্দর ॥ ৬৩৩১
বিনা যুদ্ধে পালাইয়া গেলা দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুই জন ॥ ৬৩৩২
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সভে পলাইয়া গেলা দুই দৈত্যভয় ॥ ৬৩৩৩

যজ্ঞ হোম ব্রত যথা দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উচ্ছন্ন করিল দুই জন ॥ ৬৩৩৪
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্‌ছরী কিন্নরী।
ত্রিলোকে পাইলা জত অপূর্ব্ব সুন্দরী ॥ ৬৩৩৫
স্থানভ্রষ্ট হঅ্যা তবে জত দেবগণ।
ব্রহ্মারে সকল গিআ কৈল নিবেদন ॥ ৬৩৩৬
সুনিঞা সকল ব্রহ্মা চিন্তিল হৃদয়।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আজ্ঞা কৈল মহাশয় ॥ ৬৩৩৭
মনোহর এক কন্যা করহ নির্ম্মাণে।
তুলনা না হয় জেন এ তিন [১৮০]ভুবনে ॥ ৬৩৩৮
রচন করিতে বিশ্বকর্ম্মা বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পায়্যা করিল রচন ॥ ৬৩৩৯
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥ ৬৩৪০
তবে প্রজাপতি সেই কন্যা পানে চাহে।
জেই অঙ্গে পড়ে দিঠি সেই অঙ্গে রহে ॥ ৬৩৪১
ব্রহ্মা বৈল সুন্দ উপসুন্দ মহাসুর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিন পুর ॥ ৬৩৪২
ভেদ হইলে দুই ভাই হইব সংহার।
উপায় করিআ ভেদ করহ দুহাঁর ॥ ৬৩৪৩
ব্রহ্মার পাইআ আজ্ঞা চলিলা সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি ॥ ৬৩৪৪
কন্যা দেখি মোহিত হইলা ত্রিলোচন।
চারি ভিতে চারি গোটা হইল বদন ॥ ৬৩৪৫
জেই ভিতে চায় মুখ সেই ভিতে হয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হল্যা মৃত্যুঞ্জয় ॥ ৬৩৪৬
মদনে পীড়িত হৈআ চাহে পুরন্দর।
দশ শত চক্ষু তার হৈলা কলেবর ॥ ৬৩৪৭
আর জত দেবগণ একদৃষ্টে চাহে।
অধৈর্য্য হইলা সভে দেখিআ কন্যায়ে ॥ ৬৩৪৮
দেবগণ বলে প্রভু কার্য্য সিদ্ধ হৈব।
এহারে দেখিআ কোন জন না ভুলিব ॥ ৬৩৪৯

তবে তিলোত্তমা গেলা যথা দুই জন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ ॥ ৬৩৫০
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্বরথ গজ সহ পূর্ণিত সংসার ॥ ৬৩৫১
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লঅ্যা দুই জনে।
বিন্ধ্যগিরিমধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে ॥ ৬৩৫২
রঙ্গবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প তোলে সেই পর্ব্বতউপরি ॥ ৬৩৫৩
ধীরে ধীরে যথা দৈত্য করিল গমন।
দুরে থাকি কন্যারে দে[১৮১ক]খিল দুই জন ॥৬৩৫৪
বরে মত্ত বলে মত্ত মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুই জনে ॥ ৬৩৫৫
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্য কর।
বাম হস্ত ধরিল কনেষ্ঠ সহোদর ॥ ৬৩৫৬
পরম আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিআ।
ছাড় ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥ ৬৩৫৭
মোর ভার্য্যা তোহোর গুরুর মধ্যে গণি।
এহারে ধরহ তুমি কেমত কাহিনী ॥ ৬৩৫৮
উপসুন্দ বলে এই মোহোর রমণী।
ভ্রাতৃবধূ হয় ভাই ছাড়ি দেহ পাণি ॥ ৬৩৫৯
সুন্দ বলে আগে আমি দেখিল কন্যারে।
উপসুন্দ বলে কন্যা ধরিল আমারে ॥ ৬৩৬০
ছাড় ছাড় বলিআ দুজনে বলাবলি।
ক্রোধ হয়্যা দুই জনে দুহাঁরে নিহালি ॥ ৬৩৬১
মধুপানে কামবাণে হইলা অজ্ঞান।
ক্রোধে দুই জন হৈলা অগ্নির সমান ॥ ৬৩৬২
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দুহাকারে প্রহার করিল দুই জন ॥ ৬৩৬৩
যুগল পর্ব্বতপ্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিআ পড়িল জেন যুগল মিহির ॥ ৬৩৬৪
আর জত দৈত্যগণ এরূপ দেখিআ।
কালরূপী কন্যা দেখি জায় পলাইয়া ॥ ৬৩৬৫

দেবগণ লয়্যা ব্রহ্মা আল্যা ততক্ষণ।
বর দিলা কন্যা প্রতি করিআ বঞ্চন ॥ ৬৩৬৬
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কার দৃষ্টি নহে জেন তোর কলেবর ॥ ৬৩৬৭
তপ যোগ ভঙ্গ হব তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হব লোক তোমার কারণে ॥ ৬৩৬৮
তে কারণে সূর্য্যঅংশুমধ্যে সদা রহ।
এত বলি অন্তর্ধান হল্যা পিতামহ ॥ ৬৩৬৯
নারদ বলিলা সুন ধর্ম্ম নৃপবর।
তুমি জেন অতিপ্রিয় পঞ্চ সহোদর ॥ ৬৩৭০
এই মত প্রীত তারা ছিলা দুই জন। [১৮১]
হেন গতি হৈলা দুহেঁ নারীর কারণ ॥ ৬৩৭১
ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ তুমি পঞ্চ জন।
বিভেদ না হয় জেন ভার্য্যার কারণ ॥৬৩৭২
এত সুনি পঞ্চ ভাই নারদ গোচরে।
কিরূপে বঞ্চিব আজ্ঞা কর মুনিবরে ॥ ৬৩৭৩
বৎসরেক কৃষ্ণা সহ থাক এক গৃহে।
অন্য জন অধিকার তথিপর নহে ॥ ৬৩৭৪
কৃষ্ণা সহ তারে জদি দেখে অন্য ভাই।
দ্বাদশ বচ্ছর সেই অরণ্যেকে জাই ॥ ৬৩৭৫
নির্ব্বন্ধ করিআ গেলা ব্রহ্মার নন্দন।
হেন মত কৃষ্ণা সহ বঞ্চে পঞ্চ জন ॥ ৬৩৭৬
তবে কথো দিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গাভী বলে লয়্যা জায় চোরে ॥ ৬৩৭৭
রোদন করিআ দ্বিজ গেলা পার্থ পাশ।
তোর রাজ্যে বসি মোর হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ৬৩৭৮
গালি পাড়ে ব্রাহ্মণ জতেক মুখে আস্তে।
সঙ্কোচ হইআ পার্থ ব্রাহ্মণে আশ্বাসে ॥ ৬৩৭৯
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
বিপ্র বলে অস্ত্র লয়্যা চল এই ক্ষণ ॥ ৬৩৮০
গাভী মোর বলে লৈয়া জায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ ॥ ৬৩৮১

দ্বিজের বচন স্তুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে ব্যস্তে চলি গেলা আউধমন্দির ॥ ৬৩৮২
দৈবযোগে অস্ত্রগৃহে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হইলা বাহির ॥ ৬৩৮৩
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল।
উচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজ বহে অশ্রুজল ॥ ৬৩৮৪
দ্বিজের রোদনে পার্থ [১৮২ক] পাল্যা বড় ভয়।
কি করিব চিন্তিতে লাগিলা ধনঞ্জয় ॥ ৬৩৮৫
গৃহে প্রবেশিলে দুস্থ হব কলেবরে।
দ্বাদশ বচ্ছর জাব অরণ্যভিতরে ॥ ৬৩৮৬
ব্রাহ্মণের লোতক ভূমেতে জত পড়ে।
অনেক দুষ্কৃত পাপ মোর কন্ধে চড়ে ॥ ৬৩৮৭
দ্বিজআর্ত্তি ভাঙ্গিলে হইব বড় কর্ম্ম।
বিনা ক্লেশে উপার্জ্জিত নহেক ভূধর্ম্ম ॥ ৬৩৮৮
এত বলি অর্জ্জুন চলিলা অস্ত্রগৃহে।
অস্ত্র ধনু লৈয়া বীর শীঘ্র বাহিরায়ে ॥ ৬৩৮৯
ব্রাহ্মণ সহিত গেলা যথা চোরগণ।
চোরে মারি আনিল দ্বিজের জত ধন ॥ ৬৩৯০
দ্বিজে প্রবোধিআ তবে চলিলা ফাল্গুনি।
বিনয়ে বলিলা যথা ধর্ম্ম নৃপমণি ॥ ৬৩৯১
অতিক্রম কৈনু মুঞি লংঘিনু সময়।
বনবাস জাব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥ ৬৩৯২
রাজা বলে কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বে নারদের আগে করিল সময় ॥ ৬৩৯৩
কনিষ্ঠ ভায়্যার সঙ্গে কৃষ্ণা জদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই দেখিলে জাইব অরণ্যেকে ॥ ৬৩৯৪
তুমি মোর কনিষ্ঠ এহাতে দোষ নাঞি।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই ॥ ৬৩৯৫
পার্থ বলে স্নেহবশে বল মহাশয়।
কপট এ কর্ম্ম কভু মোর মনে নয় ॥ ৬৩৯৬
সত্যে বিচলিত হৈতে নাহি মোর মন।
আজ্ঞা কর মহারাজা জাব আমি বন ॥ ৬৩৯৭
এত বলি ধনঞ্জয় কৈল নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ মন্ত্রী সখা জত ছিল আর ॥ ৬৩৯৮
সভারে বিদায় হৈয়া চলিলা কানন।
জত বন্ধুগণ সভে হইলা বিমন ॥ [১৮২] ৬৩৯৯
অর্জ্জুনের সহিত চলিলা দ্বিজগণ।
যুধিষ্ঠির হৈলা বড় বিরস বদন ॥ ৬৪০০
মহাবনে প্রবেশ করিলা মতিমান।
বহু বহু পুণ্যতীর্থে কৈল স্নান দান ॥ ৬৪০১
কথো দিনে গেলা গঙ্গা হরিদ্বার স্থানে।
দেখিআ হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দনে ॥ ৬৪০২
স্নান করি অগ্নিহোত্র কৈল দ্বিজগণ।
গঙ্গা প্রবেশিআ পার্থ করএ তর্পণ ॥ ৬৪০৩
তর্পণ সঙ্কলি আইসে অগ্নিহোত্রস্থানে।
জলে হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে ॥ ৬৪০৪
বলে ধরি লৈআ গেলা আপন মন্দিরে।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থ বীরে ॥ ৬৪০৫
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখে ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয় ॥ ৬৪০৬
কন্যা প্রতি বলে পার্থ কাহার আলয়।
নিঃশঙ্কশরীর পার্থ নাহি ভ্রম ভয় ॥ ৬৪০৭
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলে এই পুরী ॥ ৬৪০৮
কন্যা বলে ঐরাবত নাগরাজঅংশে।
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরী বৈসে ॥ ৬৪০৯
তার কন্যা হইএ উলুপি মোর নাম।
তোমারে দেখিআ মোর পীড়িলেক কাম ॥ ৬৪১০
তোমারে আনিল আমি এই ত কারণ।
তোমারে ভজিল মোর তৃপ্ত কর মন ॥ ৬৪১১
পার্থ বলে কন্যা তুমি না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী হৈয়া আমি ভ্রমি বনে বন ॥ ৬৪১২
দ্বাদশ বচ্ছর পূর্ব্বে করিল নিয়মে। [৬৪১৩
কেমতে লংঘিব তাহা করিআ সঙ্গমে ॥ [১৮৩ক]

কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভালে জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম করিলা মহামুনি ॥ ৬৪১৪
অন্য স্ত্রী লহিএ দোষ নাহি মহাশয়।
তাহে আর্ত্তজনরক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥ ৬৪১৫
আর্ত্তজন আমি বাঞ্ছা করিএ তোমারে।
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহি মহাবীরে ॥ ৬৪১৬
অনুগত জন আমি কহিল নিশ্চয়।
এক পুত্র দান মোরে দেহ মহাশয় ॥ ৬৪১৭
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ ॥ ৬৪১৮
এক নিশা বঞ্চি তথা ধনঞ্জয় বীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈত্যে হইল বাহির ॥ ৬৪১৯
বিস্ময় হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকলি কহিল ॥ ৬৪২০
তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর কুমার।
হেমন্ত পর্ব্বতোপর কৈল আগুসার ॥ ৬৪২১
অগস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ঠ আশ্রমে।
নানা তীর্থস্নান তবে কৈল ক্রমে ক্রমে ॥ ৬৪২২
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন মনে।
পূর্ব্বসিন্ধুতীরে তবে করিল গমনে ॥ ৬৪২৩
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ নৈমিষারণ্য আদি।
পৃথিবীতে জত তীর্থ জত নদ নদী ॥ ৬৪২৪
অঙ্গবঙ্গমধ্যে জতেক তীর্থ বৈইসে।
স্নান করি চলিলা কলিঙ্গনামা দেশে ॥ ৬৪২৫
কলিঙ্গ না পশি বাহুড়িলা দ্বিজগণ।
কলিঙ্গ পশিলে ভ্রষ্ট হএত ব্রাহ্মণ ॥ ৬৪২৬
কলিঙ্গনগর প্রবেশিলা ধনঞ্জয়।
ক্রমে ক্রমে দেখিল সকল তীর্থচয় ॥ ৬৪২৭
পূর্ব্বমাহেন্দ্র নাম সমুদ্র ভিতরে। [১৮৩]
মণিপুর নামে এক আছএ নগরে ॥ ৬৪২৮
চিত্রভানু নামে তার রাজ্যঅধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী ॥ ৬৪২৯
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণ রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল অর্জ্জুনে ॥ ৬৪৩০
কন্যা দেখি মোহিত হইলা ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলা তার বাপের আলয় ॥ ৬৪৩১
ধনঞ্জয় বলে রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারী নৃপ মোরে দেহ দান ॥ ৬৪৩২
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন বংশে জন্ম তোমার কাহার কোঙর ॥ ৬৪৩৩
তীর্থবাসী হৈয়া তুমি বাঞ্ছ মোর সুতা।
কেমন সাহসে তুমি কহিলে এ কথা ॥ ৬৪৩৪
অর্জ্জুন বলিল আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তীগর্ভে জন্ম মোর নাম ধনঞ্জয় ॥ ৬৪৩৫
এত সুনি শীঘ্রগতি উঠিলা রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন ॥ ৬৪৩৬
রাজা বলে এত দূর আল্যে কি কারণে।
একে একে সব কথা কহিল অর্জ্জুনে ॥ ৬৪৩৭
রাজা বলে মোর ভাগ্যে আইলে এথায়।
মোর বিবরণ সুন কহিএ তোমায় ॥ ৬৪৩৮
ভ্রূভঙ্গ নামেতে তীর্থ বড় অভিলাষে।
পুত্র বাঞ্ছা করি আমি সেবিনু মহেশে ॥ ৬৪৩৯
তুষ্ট হৈয়া বর মোরে দিলা মহেশ্বর।
তোর বংশে হব রাজা একটি কোঙর ॥ ৬৪৪০
কুলক্রমে এক বিনে দ্বিতীয় নহিব।
জেই পুত্র হব সেই রাজ্যে রাজা হব ॥ ৬৪৪১
পূর্ব্বেতে এমন বর দিলেন ধূর্জ্জটি।
পুত্র নহিল মোর হইল কন্যা গুটি ॥ ৬৪৪২
পুত্রবৎ করি কন্যা করিএ [১৮৪ক] পালন।
মোর অন্তে রাজা ইথে নাঞি অন্য জন ॥ ৬৪৪৩
তে কারণে মনে আমি কর্যাছি বিচার।
এই কন্যা দিআ তারে দিব রাজ্যভার ॥ ৬৪৪৪
কুরুবংশশ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এক সত্য কর মোরে দিব তবে সুতা ॥ ৬৪৪৫

এহার গর্ভেতে জেই জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে।
মোর রাজ্যে রাজা করি তাহারে স্থাপিবে ॥ ৬৪৪৬
সত্য কৈল অর্জ্জুন নৃপতি কন্যা দিল।
সম্পূর্ণ বচ্ছর তিন তথায় বঞ্চিল ॥ ৬৪৪৭
তবে ধনঞ্জয় গেলা দক্ষিণসাগরে।
জত তীর্থ তথা স্নান কৈল পার্থ বীরে ॥ ৬৪৪৮
এক স্থানে তথায় দেখিল ধনঞ্জয়।
পঞ্চ তীর্থ বলি তারে মুনিগণ কয় ॥ ৬৪৪৯
অশ্বমেধস্নানফল হএত বিশেষে।
অন্ধ হৈয়া পড়ি আছে কেহো না পরশে ॥ ৬৪৫০
বিস্ময় হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসিলা লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাকে ॥ ৬৪৫১
মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহো না পরশে পানি ॥ ৬৪৫২
সুনিঞা চলিলা স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধ করিল জাইতে জত লোকজন ॥ ৬৪৫৩
সৌভগ নামেতে তীর্থ বসি ধনঞ্জয়।
স্নান করে মহাবীর নিঃশঙ্কহৃদয় ॥ ৬৪৫৪
শব্দ সুনি কুম্ভিরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরি দশন বিকটে ॥ ৬৪৫৫
বলে ধরি কূলে তারে তুলিল অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ তেজি কন্যা হৈল ততক্ষণ ॥ ৬৪৫৬
বিস্ময় হইআ পার্থ জিজ্ঞাসিলা তারে। [৬৪৫৭
কে তুমি কি হেতু হৈলে কুম্ভীরশরীরে ॥ [১৮৪]
কন্যা বলে মোর নাম বরাহ অপ্‌ছরী।
কুবেরের ইষ্টা মোরা পঞ্চ বিদ্যাধরী ॥ ৬৪৫৮
সুবেশ হইআ জাই যথা ধনেশ্বর।
পথে জাইতে দেখি তপ করে দ্বিজবর ॥ ৬৪৫৯
সূর্য্যের সমান তেজ মহাতপোধন।
মদগর্ব্বে মোরা তাঁরে কৈলু বিড়ম্বন ॥ ৬৪৬০
তপ ভঙ্গ করিবারে গেনু তাঁর পাশ।
নৃত্য গীতে বহু বাদ্যে কৈনু উপহাস ॥ ৬৪৬১
কদাচিত বিচলিত না হল্য ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মোসভারে দিলা ততক্ষণ ॥ ৬৪৬২
অনেক দিবস থাক গ্রাহরূপ ধরি।
সুনি করজোড়ে মোরা কৈনু স্তুতি করি ॥ ৬৪৬৩
অবধ্য স্ত্রীজাতি মোরা সুন মুনিবরে।
বধাধিক শাস্তি কৈলে আমা সভাকারে ॥ ৬৪৬৪
ব্রাহ্মণের শম শান্তি সর্ব্বলোকে জানি।
কৃপায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি ॥ ৬৪৬৫
মুনি বলে গ্রাহ হও তীর্থের ভিতরে।
তবে মুক্ত হবে জবে তোলে কোন নরে ॥ ৬৪৬৬
ব্রাহ্মণের বচন সুনিঞা পঞ্চ জন।
বাহুড়িআ জাই ঘরে হইয়া বিমন ॥ ৬৪৬৭
আচম্বিতে দেখিল নারদ মুনিবর।
তাঁরে নিবেদন কৈনু জোড় করি কর ॥ ৬৪৬৮
মুনি বলে তোরা সব না হয্য বিমনা।
পঞ্চ তীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চ জনা ॥ ৬৪৬৯
তীর্থযাত্রা হেতু আসিবেন ধনঞ্জয়।
তাঁহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥ ৬৪৭০
সত্য হৈল জে বলিল ব্রাহ্মণ[১৮৫ক]কুমার।
মুক্ত হৈনু আজি আমি পরশে তোমার ॥ ৬৪৭১
চারি তীর্থে চারি সখী আছএ আমার।
কৃপা করি মহাশয় করহ উদ্ধার ॥ ৬৪৭২
বিনয় দেখিআ তার পার্থে দয়া হৈল।
চারি তীর্থ হৈতে চারি জনে উদ্ধারিল ॥ ৬৪৭৩
মুক্ত হৈয়া পঞ্চ জন নিজ স্থানে গেল।
নিঃশঙ্কেতে তীর্থ করি ফাল্গুনি চলিল ॥ ৬৪৭৪
[পুন বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুন হইল মিলন ॥ ৬৪৭৫
চিত্রাঙ্গদাগর্ভে জন্মাইলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন ॥][১] ৬৪৭৬

১। বন্ধনীর অংশ ছাপা বই হইতে নেওয়া।

কথো দিন বৈই পুত্রে স্থাপিআ রাজ্যেতে।
পুন তীর্থবাসে বীর চলে তথা হৈতে ॥ ৬৪৭৭
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করিআ সম্ভ্রমে।
প্রভাস তীর্থেরে গেলা পৃথিবীদক্ষিণে ॥ ৬৪৭৮
দ্বারকায় গোবিন্দ পাইল সমাচার।
প্রভাসে আইলা পার্থ কুন্তীর কুমার ॥ ৬৪৭৯
অতিশীঘ্র জগন্নাথ করিলা গমন।
প্রভাসে পার্থের সহ কৈল সম্ভাষণ ॥ ৬৪৮০
আলিঙ্গন করিআ কুশল জিজ্ঞাসিল।
সকল বৃত্তান্ত ধনঞ্জয় নিবেদিল ॥ ৬৪৮১
অর্জ্জুন দেখিআ তবে দৈবকীনন্দন।
রৈবত নামেতে গিরি করিল গমন ॥ ৬৪৮২
কৃষ্ণঅনুমতিতে তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বতে পার্থ করিল মুণ্ডন ॥ ৬৪৮৩
অতিশয় রমণীয় গিরি রয়বত।
নানা ধাতুবিভূষিত মণি মরকত ॥ ৬৪৮৪
নানাজাতি বৃক্ষ ফল নানা বর্ণে শোভে।
নানা বর্ণে পুষ্প তাহে আমোদ সৌরভে ॥ ৬৪৮৫
কৃষ্ণের সম্মতিতে দ্বারকাবাসী সব। [১৮৫]
রৈবত পর্ব্বতমধ্যে কৈল মহোৎসব ॥ ৬৪৮৬
উগ্রসেন বসুদেব অক্রুর উদ্ধব।
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সারণ সাদ্যব ॥ ৬৪৮৭
দৈবকী রোহিণী আর সহিত রেবতী।
ভীষ্মকনন্দিনী সত্যভামা জাম্বুবতী ॥ ৬৪৮৮
নগ্নজিতা কালস্তুষা কালিন্দী কালসা।
ভদ্রা মিত্রবৃন্দা আদি বাণপুত্রী উষা ॥ ৬৪৮৯
এ আদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র কামিনী।
চন্দ্রবতী প্রভাবতী প্রভৃতি রমণী ॥ ৬৪৯০
রৈবত পর্ব্বতমধ্যে করেন বিহার।
হেন কালে গেলা তথা ইন্দ্রের কুমার ॥ ৬৪৯১
অর্জ্জুন আইল বলি পড়িল ঘোষণা।
আগুসরি আনিবারে গেলা সর্ব্বজনা ॥ ৬৪৯২

কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ এক রথে।
দুহেঁ একমূর্ত্তি কেহো না পারে চিনিতে ॥ ৬৪৯৩
দুহেঁ নীলঘন বর্ণ অরুণ অধর।
কিরীটীর পীতাম্বর হার মনোহর ॥ ৬৪৯৪
কেহো বল্লে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি।
দুহাঁকার মূর্ত্তি দেখি মূর্চ্ছা বরনারী ॥ ৬৪৯৫
তবে ধনঞ্জয় বীর রথে হৈতে উলি।
বসুদেবপাএ ধরি লোটাএন ধূলি ॥ ৬৪৯৬
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
জতেক বৃত্তান্ত সব বলেন বসিয়া ॥ ৬৪৯৭
অর্জ্জুন বলিলা সব নিজবিবরণ।
নারদনিয়ম হেতু ফিরি তীর্থগণ ॥ ৬৪৯৮
বসুদেব বৈল তাত থাক মোর ঘরে।
জত দিন পূর্ণ নহে দ্বাদশ বচ্ছরে ॥ ৬৪৯৯
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যকি সাত্তক।
একে একে সম্ভাষিল জতেক যাদব ॥ ৬৫০০
লইআ আইলা সভে রয়বত গিরি। [৬৫
নানা পুষ্পবৃক্ষ[১৮৬ক]তথা শোভে সারি সারি॥
সম্ভাষিতে আল্যা জত যদুনারীগণ।
অর্ঘ্য দিয়া কল্যাণ করিলা সর্ব্বজন ॥ ৬৫০২
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিল।
আর জত যদুনারী গৌরব জে ছিল ॥ ৬৫০৩
হেন কালে ভদ্রা নামে শূরসেনসুতা।
প্রথমযৌবনী সর্ব্বরূপগুণযুতা ॥ ৬৫০৪
বিচিত্র কবরিভার সুচাচর চুলে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন কুরুবক ফুলে ॥ ৬৫০৫
তার গন্ধে মকরন্দে তেজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ ঘোররবে বুলে ॥ ৬৫০৬
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি সম মূর্ত্তি শোভে নানা ফুলে ॥ ৬৫০
বদন মদন শোভে নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন টলে ॥ ৬৫০৮

কুচযুগ সম গ্রীব ঢাকিয়া দুকুলে।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুলে ॥ ৬৫০৯
কর পদ কোকনদসমান রাতুলে।
জঘন সরস ঘন কি তুল আতুলে ॥ ৬৫১০
যাতিযুথিহার গলে মালতী বকুলে।
সভাকার পাছে রামা জায় কুতূহলে ॥ ৬৫১১
ভদ্রা দেখি ধনঞ্জয় গোবিন্দেরে পুছে।
কেবা এ সুন্দরী সখা সভাকার পিছে ॥ ৬৫১২
অবিবাহী কন্যা সখা লহে মোর মনে।
সুনিঞা বলিলা তবে শ্রীমধুসূদনে ॥ ৬৫১৩
বসুদেবসুতা হয় আমার ভগিনী।
বলদেবসহোদরা সুভদ্রানামিনী ॥ ৬৫১৪
বিভা নাঞি হয় নাঞি মিলে যোগ্য বর।
সুনিঞা লজ্জিত হৈলা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥ ৬৫১৫
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা লজ্জিত।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে[১৮৬] ভূমে আচম্বিত ॥ ৬৫১৬
সত্যভামা বলে ভদ্রা না আইস কেনে।
সভে গেল একক রহিলে কি কারণে ॥ ৬৫১৭
সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লেহ।
কণ্টক ফুকিল পায় বাহির করহ ॥ ৬৫১৮
সুনি সত্যভামা তবে তুলি লৈল হাথে।
নাহিক কণ্টকঘাত দেখিল পদেতে ॥ ৬৫১৯
সত্যভামা বলে রামা কি হেতু ভাণ্ডিলে।
নাহিক কণ্টকঘাত তোর পদতলে ॥ ৬৫২০
নিভৃতে সুভদ্রা কহে সুন প্রাণসখি।
জে কণ্টক ফুকিল কোথাহ পাবে দেখি ॥ ৬৫২১
অর্জ্জুনের চাহনি কটাক্ষ তীক্ষ্ণ শর।
বাজিআ মোহর তনু হইল জর্জ্জর ॥ ৬৫২২
দেখ মোর অঙ্গে তাপ ঘন কম্পমান।
ছটপট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥ ৬৫২৩
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি জাইতে।
এত বলি দেখে পার্থে ফিরিয়া পশ্চাতে ॥ ৬৫২৪
সত্যভামা বলে কি খাইলে তুমি লাজ।
করিলি কলঙ্ক লিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ ॥ ৬৫২৫
বাপ বসুদেব ভাই রাম নারায়ণ।
তিন লোকমধ্যে জারে পূজে সর্ব্বজন ॥ ৬৫২৬
সভাকার লজ্জা তুঞি করিতে চাহসি।
দেখিআ পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারসি ॥ ৬৫২৭
কার কন্যা অবিভাত নাহি রাজকুলে।
তোমা হৈতে বয়োধিক আছএ বহুলে ॥ ৬৫২৮
তোমা হেন নির্লজ্জ নাহিক ত্রিভুবনে। [১৮৭ক]
ঝাট করি চল ঘরে কেহো পাছে সুনে ॥ ৬৫২৯
ভারথির এতেক নিষ্ঠুর বাক্য সুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা চক্ষে পড়ে পানি ॥ ৬৫৩০
ধিক্ ধিক্ বৃথা জন্ম স্ত্রীযোনি ভূতলে।
পরবশ দহে তনু বিরহ অনলে ॥ ৬৫৩১
সত্যভামা বলে কেন নিন্দসি স্ত্রীযোনি।
নারীরূপা দেখ পৃথ্বী সংসারধারিণী ॥ ৬৫৩২
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপা রক্ষা করে সভার জীবন ॥ ৬৫৩৩
স্ত্রীর নাম আগে করে বেদে উচ্চারণ।
আগে লক্ষ্মী বলিএ পশ্চাতে নারায়ণ ॥ ৬৫৩৪
কৃষ্ণ রাধা বলি কেন নাম নাঞি লয়[হ]।
গৃহিণী থাকিলে সে বলিএ তারে গৃহ ॥ ৬৫৩৫
সংসারে দেখহ নারী বিনা নাঞি প্রিয়।
অতেব স্ত্রীজাতিনিন্দা মুখে না কহিয় ॥ ৬৪৩৬
স্ত্রী হৈতে হয় ভদ্রা সভার উৎপতি।
স্ত্রী বিনা সংসার করি কাহার শকতি ॥ ৬৫৩৭
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলে সকল।
কিন্তু পুরুষের সুন জনম সফল ॥ ৬৫৩৮
সত্যভামা বলে রামা নহ উত্তরোলি।
করাইব বিভা তোর শাশুড়িকে বলি ॥ ৬৫৩৯
কুল বংশ তেজ হব বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হব তোর মনোনীত ॥ ৬৫৪০

ভদ্রা বলে কহ তুমি মনপাতিয়ান।
এখনি তেজিব প্রাণ তব বিদ্যমান ॥ ৬৫৪১
কুলীন বংশজ সুপণ্ডিত বলবান।
ধনঞ্জয় বিনা আর নাঞি দেখোঁ আন ॥ ৬৫৪২
আজি অর্জ্জুনেরে জদি মোরে নাঞি দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে[১৮৭]লাগিবে ॥৬৫৪৩
সত্যভামা বলে তুমি চলহ এখন।
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন ॥ ৬৫৪৪
সত্যভামামুখে সুনি এতেক সরস।
চলিলা সুভদ্রা চিত্তে হইয়া হরষ ॥ ৬৫৪৫
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিএ কর্ণ ভরি ॥*॥ ৬৫৪৬

[৯৯]

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদনে।
তবে কি প্রসঙ্গ হৈল কহ তপোধনে ॥ ৬৫৪৭
আমারে কৃতার্থ তুমি কৈলে মহামুনি।
এমন রহস্যকথা কভু নাঞি সুনি ॥ ৬৫৪৮
মুনি বলে সুন পরিক্ষিতের নন্দন।
বড়ই অপূর্ব্ব কথা সুভদ্রাহরণ ॥ ৬৫৪৯
তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
গোবিন্দের স্থানে কহে ভদ্রার কাহিনী ॥ ৬৫৫০
তোমার ভগিনী দেব ভদ্রা তেজে প্রাণ।
তার হেতু অদ্যাপি না কৈলে অবধান ॥ ৬৫৫১
জতক্ষণ দেখিআছে পার্থের বদন।
তিল এক নাঞি ছাড়ে আমার সদন ॥ ৬৫৫২
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করি।
নহে নারীবধ দিব তোমার উপরি ॥ ৬৫৫৩
গোবিন্দ বলিলা আমি বিচার‍্যাছি মনে।
বহু দিনে পার্থ এথা করিল গমনে ॥ ৬৫৫৪
কোন ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল সুভদ্রার বিভা দিব তারে ॥ ৬৫৫৫
করাইব বিভা তার করিআ প্রকার।
আজি[১৮৮ক]নিশা বোধ তুমি করহ ভদ্রার ॥৬৫[৫৬]
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিব সর্ব্বথা ॥ ৬৫৫৭
গোবিন্দ বলিলা তবে মোর আত্য নহে।
কর গিয়া জেন মতে সংঘটন হএ ॥ ৬৫৫৮
কৃষ্ণআজ্ঞা পাইআ চলিলা সত্রাবতি।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহামতি ॥ ৬৫৫৯
সুযন্ত্র খিলনি দিয়া দ্বারের কপাট।
শুতি আছে ধনঞ্জয় রত্নময় খাট ॥ ৬৫৬০
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকিল ভারথি।
কে তুমি বলিয়া পার্থ পুছে শীঘ্রগতি ॥ ৬৫৬১
সত্যভামা বলে আমি সত্রাজিতসুতা।
ঘুচাহ কপাট কিছু আছে গুপ্ত কথা ॥ ৬৫৬২
পার্থ বৈল হৈল আসি অর্দ্ধেক রজনী।
এত নিশাকালে এথা কি হেতু গোসানি ॥ ৬৫৬[৩]
জদি কার্য্য থাকিথ পাঠাত্যে ভৃত্যগণ।
আজ্ঞামাত্র তথাকারে করিথুঁ গমন ॥ ৬৫৬৪
এহা না করিআ তুমি আইলে আপনি।
জে আজ্ঞা করিবে হোকু প্রভাত রজনী ॥ ৬৫৬[৫]
সত্যভামা বলে এই দূতকর্ম্ম নহে।
তে কারণে আইলাঙ তোমার আলয়ে ॥ ৬৫৬৬
তোমার কষ্টের কথা সুনিঞা শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মোর তাপ উঠে মনে ॥ ৬৫৬৭
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখে বিলাস।
জেই হেতু দ্বাদশ বচ্ছর বনবাস ॥ ৬৫৬৮
তে কারণে আইলাঙ হৃদয়ে বিচারি। [১৮৮]
বিভা দিব আর এক উত্তম কুমারী ॥ ৬৫৬৯
পার্থ বৈল এই মত স্নেহ কর মোরে।
পালিব তোমার আজ্ঞা গোবিন্দবিচারে ॥ ৬৫[৭০]
সত্যভামা বলে তবে বিলম্বে কি কাজ।
করহ গন্ধর্ব্ববিভা রজনীর মাঝ ॥ ৬৫৭১

পার্থ বলে জে কহ অদ্ভুত এই কথা।
কেবা সে সুন্দরী কহ কাহার দুহিতা ॥ ৬৫৭২
না জানিঞা না সুনিঞা তদন্ত তাহার।
বিভা করিবারে বল কেমত বিচার ॥ ৬৫৭৩
সত্যভামা বলে তুমি ঘুচাহ দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ॥ ৬৫৭৪
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথমযৌবনী।
বিদ্যুতবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥ ৬৫৭৫
পার্থ বলে নহে এই আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি ॥ ৬৫৭৬
তাঁহার আজ্ঞায় বিভা করিব যাদবী।
লজ্জা মোর করাইতে চাহ মহাদেবি ॥ ৬৫৭৭
দেবী বলে মোর বোলে করিবে কেমনে।
মন বান্ধিআছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥ ৬৫৭৮
পঞ্চালের কন্যা জানে ঔষধের গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামী নাঞি ছাড়ে কাছ ॥ ৬৫৭৯
লোভেতে নারদবাক্য করিলে হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমি বুল বনে বন ॥ ৬৫৮০
এহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাঞি হয়।
কেমতে করিবে বিভা দ্রৌপদীর ভয় ॥ ৬৫৮১
পার্থ বলে সত্যভামা নিন্দহ দ্রৌপদী।
ত্রিজগতে জানে খ্যাত তোমার ঔষধি ॥ ৬৫৮২
ঔষধের গুণে কৃষ্ণ তোমাকে ডরায়। [৬৫৮৩
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যেরে না চায় ॥[১৮৯ক]
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
জেখানে জে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥ ৬৫৮৪
অন্য জনে দিলে তুমি পরান না ধর।
কহ মহাদেবি তুমি কোন গুণে কর ॥ ৬৫৮৫
রুক্মিণীরে দিলা কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে জত জগতে বিখ্যাত ॥ ৬৫৮৬
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদন।
কহ মুনি পারিজাতহরণকথন ॥ ৬৫৮৭
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণীর সহিত।
সুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার চরিত ॥ ৬৫৮৮
মহাভারথের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনু সুখ নাঞি আর ॥ ॥৬৫৮৯

[১০০]

মুনি বলে সুন কুরুবংশচূড়ামণি।
পারিজাত হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ৬৫৯০
এক দিন নারায়ণ বিহার কারণ।
রয়বত গিরিমধ্যে করিল গমন ॥ ৬৫৯১
হেন কালে তথায় নারদ উপনীত।
বাজান সুনাদ বীণা গান কৃষ্ণগীত ॥ ৬৫৯২
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হাথে লৈয়া দিলা ততক্ষণ ॥ ৬৫৯৩
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত জায় জাহার সৌরভ ॥ ৬৫৯৪
দেখিয়া আনন্দ হৈলা দেব হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া করিল রুক্মিণীর কেশবেশ ॥ ৬৫৯৫
একে ত রুক্মিণী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাতে সুবেশ [১৮৯] হইল সভা জিনি ॥৬৫৯৬
ক্ষেণেক নারদ ছিলা কথোপকথনে।
বিদায় হইআ তবে গেলা তপোধনে ॥ ৬৫৯৭
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
পথেতে জাইতে মুনি চিন্তে মনে মন ॥ ৬৫৯৮
সত্যভামা আগে কহি পারিজাতকথা।
সুনিঞা কি বলে দেখি সত্রাজিতসুতা ॥ ৬৫৯৯
এত চিন্তি গেলা মুনি দ্বারকা নগর।
ত্বরা করি গেলা মুনি সত্যভামাঘর ॥ ৬৬০০
মুনি দেখি সত্যভামা করিল বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বসিবারে সিংহাসন ॥ ৬৬০১
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসিল সতী।
বলিতে লাগিলা তবে মুনি মহামতি ॥ ৬৬০২

আজি আমি আছিলাঙ ইন্দ্রের নগরে।
পারিজাতে আমারে পূজিল পুরন্দরে॥ ৬৬০৩
মনুষ্যে অদৃশ্য পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
মোর তরে দিলা ইন্দ্র করিআ গৌরব॥ ৬৬০৪
পুষ্প দেখি আমি তবে চিন্তিল হৃদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়॥ ৬৬০৫
তে কারণে পুষ্প আমি দিলা নারায়ণে।
পুষ্প দেখি গোবিন্দ আনন্দ হৈলা মনে॥ ৬৬০৬
সেই ক্ষেণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
নিজ হস্তে ভূষণ করিলা পারিজাত॥৬৬০৭
সেই পুষ্প ভূষিমাত্র ভীষ্মকদুহিতা।
ত্রৈলোক্যের নারীরূপে হইল বিজিতা॥৬৬০৮
সভা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।[১৯০ক]
ইবে সে জানিল কৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণী॥ ৬৬০৯
মুনির এতেক বাক্য সুনিঞা সুন্দরী।
চিত্রের পুতলিপ্রায় রহে ধ্যান করি॥ ৬৬১০
ছিণ্ডিআ ফেলিল জে কণ্ঠের কণ্ঠহার।
ঘুচাইয়া ফেলিল অঙ্গের অলঙ্কার॥ ৬৬১১
ছিণ্ডিয়া পুষ্পের মাল্য ফেলিল কুণ্ডল।
হাহাকার করিআ পড়িল ভূমিতল॥ ৬৬১২
সতীর দেখিআ কষ্ট মনে মনে হাসি।
রৈবত পর্ব্বত অতি শীঘ্র গেলা ঋষি॥ ৬৬১৩
পরশে রুক্মিণী কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেন কালে উপনীত হৈলা তপোধন॥ ৬৬১৪
গোবিন্দ বলেন মুনি কহ সমাচার।
পুনরপি কোন হেতু গমন তোমার॥ ৬৬১৫
মুনি বলে অবধানে শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকা নগর আমি গেলাঙ এখন॥ ৬৬১৬
সত্যভামা জিজ্ঞাসিলা তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাতকথা॥ ৬৬১৭
এমত করিব বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলে পুষ্প সুনিল শ্রবণে॥ ৬৬১৮
সেই ক্ষেণে মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িলা ধরণী।
হাহাকার করিআ কান্দএ উচ্চবাণী॥ ৬৬১৯
ছিণ্ডিআ ফেলিল জত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার হস্ত করে ঘনে ঘন॥ ৬৬২০
সর্ব্বসখীগণ মেলি করএ প্রবোধ।
না সুনে কিছুই দ্বিগুণ হয় ক্রোধ॥ ৬৬২১
প্রাণ জায় প্রাণ জায় এই মাত্র ডাকে। [৬৬২২
দেখিআ কহিতে শীঘ্র আলাঙ তোমাকে॥ [১৯০
সুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি করিব কি হইব চিন্তেন হৃদয়॥ ৬৬২৩
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ হইল।
ক্ষেণেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণীরে কহিল॥ ৬৬২৪
কি করিবে বৈদর্ভি করহ তুমি ক্ষেমা
জেমন চরিত্র তুমি জান সত্যভামা॥ ৬৬২৫
ক্রোধে আপনার আত্মা ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে॥ ৬৬২৬
সুনিঞা রুক্মিণী দেবী চিত্তে হৈল দুখ।
গোবিন্দের প্রতি বলে হৈয়া অধোমুখ॥ ৬৬২৭
দিআছিলে পুষ্প পুন লইবে মুরারি।
সহজে দুর্ভগা আমি কি বলিতে পারি॥ ৬৬২৮
মোরে পুষ্প দিলে বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া পুষ্প কেন দিব তারে॥ ৬৬২৯
রুক্মিণীর বাক্য সুনি চিন্তে নারায়ণ।
জিজ্ঞাসিলা নারদে পুষ্পের বিবরণ॥ ৬৬৩০
কোথাএ পাইল পুষ্প সহস্রলোচন।
আপনি নারদ তথা করহ গমন॥ ৬৬৩১
গোবিন্দ বলিলা মুনি তুমি জাহ তথা।
মোর নাম লইয়া ইন্দ্রেরে কয় কথা॥ ৬৬৩২
ক্ষীরোদ মন্থনে হৈল পুষ্পের উৎপতি।
একলা বিভোগ তুমি কর শচীপতি॥ ৬৬৩৩
দেহ পারিজাত পুষ্প ভাগ মোর আছে।
না দিলে সুহৃদে পুষ্প দুস্থ পাবে পিছে॥ ৬৬৩৪

ং প্রীতেতে প্রথমে মাগিহ তপোধন।
া দিলে কহিবে পাছে এ সব বচন ॥ ৬৬৩৫
এত বলি নারদে পাঠাল্যা নারায়ণ।
আপনি চলিলা সত্যভামার ভুবন ॥ [১৯১ক] ৬৬৩৬
হাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশীদাস কহে সাধু জন ভুব তরি ॥*॥ ৬৬৩৭

[১০১]

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
ক্ত কেশ গড়াগড়ি ধূলাএ ধূসর ॥ ৬৬৩৮
অধোমুখে পড়ি আছে ধরণীর তলে।
অচেতন হৈয়া রামা গড়াগড়ি বুলে ॥ ৬৬৩৯
তুর্দ্দিগে বিউনি বিচএ সখীগণ।
গন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপএ চরণ ॥ ৬৬৪০
ঘনে নিশ্বাস বুঝে হস্ত দিআ নাকে।
দখিয়া কৃষ্ণের বহে নয়নে লোতকে ॥ ৬৬৪১
আপনি বিউনি লৈলা সখীহস্ত হৈতে।
ন্দ মন্দ বাএ কৃষ্ণ লাগিলা সিঞ্চিতে ॥ ৬৬৪২
গাবিন্দের গমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ড়্ঋতু লৈয়া জেন উপনীত কাম ॥ ৬৬৪৩
আমোদ হইল গন্ধে অঙ্গের সৌরভে।
হস্র সহস্র অলি ধায় মধুলোভে ॥ ৬৬৪৪
অচেতনে ছিল দেবী পাইল চেতনে।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণের গমনে ॥ ৬৬৪৫
উচ্চস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাঞি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখীগণে বলে ॥ ৬৬৪৬
ক মোর দহএ অঙ্গ হুতাশনবায়।
রুক্মিণীবল্লভ এথা আইলেন প্রায় ॥ ৬৬৪৭
এত সুনি মারে শিরে কঙ্কনের ঘাত।
ই হস্তে হস্তেতে ধরিলা জগন্নাথ ॥ ৬৬৪৮
কন হেন বলহ রুক্মিণীর পতি বলি।
ত্যভামাদাস আমি চাহ চক্ষু মেলি ॥ ৬৬৪৯
কোন অপরাধ কৈনু তোমার সদনে। [১৯১]
কি হেতু এতেক কষ্ট মোরে ক্রোধ কেনে ॥ ৬৬৫০
এতেক বলিআ কৃষ্ণ ধরি বসাইল।
বসনআঁচল দিয়া বদন মুছিল ॥ ৬৬৫১
গোবিন্দের এতেক বিনয়বাক্য সুনি
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদগদ বাণী ॥ ৬৬৫২
মুখেতে তোমার সুধা হৃদয়ে নিষ্ঠুর।
ইবে সে জানিল তুমি জত বড় ক্রূর ॥ ৬৬৫৩
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলে আমা করিয়া নৈরাশ ॥ ৬৬৫৪
কার শক্তি করিব এতেক অপমান।
এখনি তেজিব প্রাণ তব বিদ্যমান ॥ ৫৬৫৫
গোবিন্দ বলিলা দেবি তেজহ বিলাপ।
কোন দ্রব্য পারিজাত তার হেতু তাপ ॥ ৬৬৫৬
এক পুষ্প হেতু তব দুস্থ হইয়াছে।
তোমারে আনিঞা দিব সহ পুষ্পগাছে ॥ ৬৬৫৭
সুনি সত্যভামা দেবী উলসিত মন।
হাসিয়া কৃষ্ণেরে চাহে মেলিয়া নয়ন ॥ ৬৬৫৮
শীঘ্র উঠি গোবিন্দে আসনে বসাইল।
সুগন্ধি উদক দিআ চরণ ধুয়াল্য ॥ ৬৬৫৯
ভোজন করাল্য কৃষ্ণে পরম হরিষে।
তাম্বূল জোগান দেবি বসি বাম পাশে ॥ ৬৬৬০
রত্নময় পালঙ্গেতে করিল শয়ন।
আনন্দিতে রজনী বঞ্চিলা দুই জন ॥ ৬৬৬১
প্রভাতে উঠিআ কৃষ্ণ কৈল স্নান দান। [৬৬৬২
হেন কালে উপনীত হল্যা ঢেকিযান ॥ [১৯২ক]
দ্বন্দ্বের উপায় জানে দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
গোবিন্দের কাছে কহে গদগদ ভাষি ॥ ৬৬৬৩
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
জত কটূত্তর মোরে বৈল দেবরাজ ॥ ৬৬৬৪
সুন সুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ হইয়া আইলা গোপালের দূত ॥ ৬৬৬৫

দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মনুষ্যের হেতু মাগ মুখে নাঞি লাজ ॥ ৬৬৬৬
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের কথন প্রায় সব পাসরিল ॥ ৬৬৬৭
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল পলাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপঅন্ন খায়্যা ॥৬৬৬৮
এক দিন চুরি করি খাইলেক লুনি।
চুলে ধরি মারিলেক নন্দের গৃহিণী ॥ ৬৬৬৯
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংঘার।
সেই হেতু দেখি প্রায় এত অহঙ্কার ॥ ৬৬৭০
জরাসন্ধভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকায়্যা রহিল গিআ সমুদ্রভিতরে ॥ ৬৬৭১
হেন জনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাঞি দিলে বলিআছে করিব প্রমাদ ॥ ৬৬৭২
হেন কটূত্তর কি মোহর প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্য জন নহে ॥ ৬৬৭৩
জাহ জাহ নারদ না থাক মোর কাছে।
কহ গিআ করুক জতেক শক্তি আছে ॥ ৬৬৭৪
নারদের মুখে স্তনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে রাতুল হৈলা কমললোচন ॥ ৬৬৭৫
গোবিন্দ বলিলা ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব ॥ [১৯২] ৬৬৭৬
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ সাক্ষাতে মুনি দেখ আপনার ॥ ৬৬৭৭
সে সব কথন পাস্যা হৈল্য পাসরণ।
গোকুলে ইন্দ্রত্ব দূর করিনু জখন ॥ ৬৬৭৮
সাত দিন ছিল্যা জত কৈল পরাক্রম।
গোকুলে লইতে পূজা না হইল ক্ষম ॥ ৬৬৭৯
কত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চ স্থানে বৈসে সে আমরা বৈসি ক্ষিতি ॥ ৬৬৮০
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবতপরে।
আর অহঙ্কার তার বজ্র অস্ত্র ধরে ॥ ৬৬৮১
আর অহঙ্কার তার সহস্র লোচন
মত্ততা তাহার দূর করিব এখন ॥৬৬৮২
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারেতে গজরাজ করিব অচলে ॥ ৬৬৮৩
অব্যর্থ মুনির অস্থি জেই অস্ত্ররাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ ॥ ৬৬৮৪
ভাঙ্গিআ সমূলেতে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমতে করএ শচীনাথ ॥ ৬৬৮৫
এত বলি গোবিন্দ স্মঙরি খগেশ্বর।
দাণ্ডাইলা খগপতি করি জোড়কর ॥ ৬৬৮৬
কৃষ্ণ বৈল জাব আমি ইন্দ্রের নগর।
আনিব তথায় পারিজাত তরুবর ॥ ৬৬৮৭
গরুড় বলিল প্রভু তুমি জাবে কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি জাই ইন্দ্রের ভুবনে ॥ ৬৬৮৮
নন্দন বনের সহ পুষ্প পারিজাত।
এই ক্ষেণে এখানে আনিব জগন্নাথ ॥ ৬৬৮৯
কৃষ্ণ বৈল এই কোন তোমার কর্ম্মেতে। [৬৬৯০
কিন্তু আমি লঘু তারে করিব সাক্ষাতে ॥ [১৯৩ক]
এত বলি গোবিন্দ লইলা প্রহরণ।
কৌমোদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন ॥ ৬৬৯১
ধরিআ শারঙ্গ ধনু চড়াইলা গুণ।
গরুড়েতে চড়াইল অক্ষয় যুগ তূণ ॥ ৬৬৯২
বিভূষণ কৈল দিব্য কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিত জেন মিহিরমণ্ডল ॥ ৬৬৯৩
কণ্ঠেতে ভূষিত দিব্য মুকুতার হার।
ঝিলিমিলি করে জেন বিদ্যুতআকার ॥ ৬৬৯৪
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ ভূষিল কৌস্তুভ।
দেখিআ মূর্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব ॥ ৬৬৯৫
অঙ্গদ বলয়া আদি করিল ভূষণ।
আঁটিআ পরিল দিব্য কনকভূষণ ॥ ৬৬৯৬
সর্ব্বাঙ্গেতে লেপিলেন কুমকুম কস্তুরি।
কাঁকালেতে বন্ধন করিল খড়্গা ছুরি ॥ ৬৬৯৭

গরুড়ে আরূঢ় হইলা জগন্নাথ।
সত্যভামা দেবী বলে আমি জাব সাথ ॥ ৬৬৯৮
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমত ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ জুঝে বজ্রপাণি ॥ ৬৬৯৯
সুনি জগন্নাথ ধরি বসাইলা বামে।
তবে ডাকি আনিল সাত্যকি আর কামে ॥ ৬৭০০
দোহাঁকারে বলিলা চলহ মোর সঙ্গে।
ইন্দ্র সহ সমর দেখিবে জদি রঙ্গে ॥ ৬৭০১
কৃষ্ণবাক্য পায়া খগে হল্যা আরোহণ।
হেন মতে গরুড়ে চড়িল্যা চারি জন ॥ ৬৭০২
হেন কালে বলভদ্র জতেক যাদব।
বলিলা তোমার সহ জাব আমি সব ॥ ৬৭০৩
গোবিন্দ বলিলা থাক দ্বারকারক্ষণে।
শূন্য দেখি[১৯৩]দ্বন্দ্ব করিবেক দুষ্ট জনে ॥ ৬৭০৪
এত বলি প্রবোধি দোহাঁরে বসাইল।
চলহ বলিয়া গরুড়ে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭০৫
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সদা সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৬৭০৬

[১০২]

নারদ কহিলা তবে দেব নারায়ণে।
অদিতি কলহ জত কুণ্ডল কারণে ॥ ৬৭০৭
নরক আনিল বলে অদিতিকুণ্ডল।
লুটিয়্যা অমরাবতী অমরী সকল ॥ ৬৭০৮
সুনিঞা গোবিন্দ তথা করিলা গমন।
নরক বধিয়া তথা পাল্য কন্যাগণ ॥ ৬৭০৯
ষোল সহস্র কন্যা জত দেবের কুমারী।
এককালে নারায়ণ সভে বিভা করি ॥ ৬৭১০
অদিতিকুণ্ডল আনি দিলা অদিতিরে।
তথা হৈতে চলি গেলা অমরনগরে ॥ ৬৭১১
নন্দনকাননমধ্যে হল্যা উপনীত।
দেখিল কুসুমরাজগন্ধে আমোদিত ॥ ৬৭১২
সাত্যকিরে বলিল আনহ তরুবর।
সুনিঞা সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর ॥ ৬৭১৩
বৃক্ষের রক্ষণে ছিল বহু বহু রক্ষ।
হাথে অস্ত্র করিআ চলিলা লক্ষ লক্ষ ॥ ৬৭১৪
সাত্যকি বলিল তোরা প্রাণ জদি চাহ।
না করিহ দ্বন্দ্ব গিআ ইন্দ্রেরে জানাহ ॥ ৬৭১৫
ধাইয়া ইন্দ্রের স্থানে সভে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সহে ॥ ৬৭১৬
গরুড়েতে আরূঢ় মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন ॥ ৬৭১৭
সুনিঞা ইন্দ্রের চিত্তে হৈল স্মঙরণ।
পারিজাত লইতে আইলা নারায়ণ ॥ ৬৭১৮
ক্রোধে থর থর কম্পে সহস্রেক চক্র। [৬৭১৯
ক্রোধেতে আকুল জেন ফিরে[১৯৪ক] কাল নক্র ॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে হৈল্যা সাজ।
হাথে অস্ত্র করিয়া চড়িলা গজরাজ ॥ ৬৭২০
শচী বলে জাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপে হইব যুদ্ধ দেখিব দুহাঁর ॥ ৬৭২১
সুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্ত কুমার ॥ ৬৭২২
হেন মতে আরোহণ হল্যা চারি জন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ ॥ ৬৭২৩
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশী কহে সুনিলে তরিএ ভববারি ॥ * ॥ ৬৭২৪

[১০৩]

অস্ত্রে অস্ত্রে দুই জনে হইল বিরোধ।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী হৈলা ক্রোধ ॥ ৬৭২৫
কহ লো ভারথি এত বড় গর্ব্ব তোর।
লইবারে আস্যাছ ভূষণ পুষ্প মোর ॥ ৬৭২৬
মর্য্যাদা থাকিতে বেগে জাহ পলাইয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া ॥ ৬৭২৭

খর্ব্ব হয়্যা ধরিবারে চাহসি চন্দ্রিমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা ॥ ৬৭২৮
সত্যভামা বলে শচি মিথ্যা তোর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোহোর জানিএ আমি সর্ব্ব ৬৭২৯
শাশুড়ির কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলি আনিতে তুঞি বলি আখণ্ডলে ॥ ৬৭৩০
লুটিয়া পুড়িয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিতে নারিল তবে তোহর ভাতার ॥ ৬৭৩১
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সভার ॥ ৬৭৩২
তুমি পুষ্প বিভোগ করিবে [১৯৪] একা কেনে।
দেখ আজি লয়্যা জাব রাখিবে কেমনে ॥ ৬৭৩৩
শচী সতী হুহাকার দেখিআ কন্দুল।
মুখে বস্ত্র দিআ হাসে দেবতা সকল ॥ ৬৭৩৪
আনন্দলহরী নারদ মুনি ভাসে।
সুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে ॥ ৬৭৩৫
ইন্দ্র গোবিন্দের রণ নাহিখ উপাম।
ত্রিভুবন চমকিত দোহাঁর সংগ্রাম ॥ ৬৭৩৬
নানা অস্ত্র দুই জনে করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার ॥ ৬৭৩৭
মন্মথ জয়ন্ত যুদ্ধ না হয় বর্ণনা।
গর্জ্জনে অস্থির হৈল্যা ত্রিলোকের জনা ॥ ৬৭৩৮
দশনের ঘাতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গজেন্দ্রে গরুড় ওষ্ঠ নখেতে বিদারে ॥ ৬৭৩৯
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ ৬৭৪০
ইন্দ্র বলে কৃষ্ণ গর্ব্ব না করিহ তুমি।
সমরে ন্যূনতা হয়্যা নাঞি পড়ি আমি ॥ ৬৭৪১
বাহন অস্থির হৈল গরুড়ের ঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে ॥ ৬৭৪২
ইন্দ্রবাক্য সুনিঞা হাসিলা ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা জাব সেই স্থান ॥ ৬৭৪৩
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত উপর ॥ ৬৭৪৪
করীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থির হল্যা আখণ্ডল ॥ ৬৭৪৫
গোবিন্দ বলিলা তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাথে লয়্যা আস্যে সুরপতি ॥ ৬৭৪৬
সুদর্শনে এই অস্ত্র তিল তিল করি। [১৯৫ক]
মুনিবাক্য ব্যর্থ হব এই হেতু ডরি ॥ ৬৭৪৭
এহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পাখা ফেলি দেহ অস্ত্রের উপর ॥ ৬৭৪৮
ঠোঁটে উপাড়িয়্যা পাখা গরুড় ফেলিল।
পাখা চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল ॥ ৬৭৪৯
একবার বিনা অস্ত্র আর নাঞি চলে।
দেখিআ বিস্ময়চিত্ত হল্যা আখণ্ডলে ॥ ৬৭৫০
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৬৭৫১

[১০৪]

ইন্দ্র গোবিন্দ রণ নাহি অবসান।
ত্রৈলোক্যের লোক শব্দে হরিল গেয়ান ॥ ৬৭৫২
দেখিয়া নারদ মুনি হইলা চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ স্থানে গেলেন তুরিত ॥ ৬৭৫৩
মুনি বলে কশ্যপ আছহ কোন কাজে।
প্রমাদ হইল তব পুত্র দেবরাজে ॥ ৬৭৫৪
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
নাঞি মারে কৃষ্ণ তেঞি জীএ এতক্ষণ ॥ ৬৭৫৫
সুদর্শন চক্র জদি এড়ে নারায়ণ।
কাটিলে ইন্দ্রের শির রাখে কোন জন ॥ ৬৭৫৬
সুনিঞা কশ্যপ মুনি চিন্তে মনে মন।
কেমনে দুহাঁর দ্বন্দ্ব হব নিবারণ ॥ ৬৭৫৭
দোহাঁ মধ্যে শিব বিনা অন্য কেহো নারে।
এত বলি কশ্যপ হরেরে স্তুতি করে ॥ ৬৭৫৮

কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হল্যা ত্রিলোচন।
যুদ্ধস্থানে চলিলা করিতে নিবারণ ॥ ৬৭৫৯
খগেন্দ্রতে উপেন্দ্র গজেন্দ্রে ইন্দ্র জুঝে।
যোগেশ্বর বৃষারূঢ়ে দাণ্ডাইলা মাঝে ॥ ৬৭৬০
হর বলে শ্রীহরি করহ অবধান।
তোমার সহিত জুঝে ইন্দ্র বলবান ॥ ৬৭৬১
দেবরাজ করি [১৯৫] তুমি করিলে স্থাপিত।
এখন নিগ্রহ তারে না হয় উচিত ॥ ৬৭৬২
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গ ভোগ করে।
এক পারিজাতবৃক্ষ না দেই আমারে ॥ ৬৭৬৩
সতন্তর তার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথনে পাইল সুরাসুরকুল ॥ ৬৭৬৪
মথনের দ্রব্য সভাকার ভাগ আছে।
বিশেষে মথনে উপার্জ্জিত সেই গাছে ॥ ৬৭৬৫
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত স্বর্গে জত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি সে বৈমুখ ॥ ৬৭৬৬
এক পারিজাতমাত্র মাগিলাঙ আমি।
উচিত কি তার দ্বন্দ্ব করে দেখ তুমি ॥ ৬৭৬৭
গোবিন্দের মুখে সুনি এতেক বচন।
হয় হয় বলিআ চলিলা পঞ্চানন ॥ ৬৭৬৮
শিব বলে পুরন্দর হইলে অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষপ্রধান ॥ ৬৭৬৯
তাঁর সহ সম দ্বন্দ্ব না হএ বিধান।
মোর বোলে সুরপতি দেহ সমাধান ॥ ৬৭৭০
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি জত জান ॥ ৬৭৭১
শচী বজ্র পারিজাত নন্দনকানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রের স্বর্গের ভূষণ ॥ ৬৭৭২
পারিজাত লব জদি দৈবকীকুমার।
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব তবে কি রহে আমার ॥ ৬৭৭৩
মহেশ বলেন হরি খর্ব্ব অবতার।
তোমার কনিষ্ঠ জন্ম অদিতিকুমার ॥ ৬৭৭৪
কনিষ্ঠের ভাগ মাগে দেব নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্দ্ব হোগু নিবারণ ॥ [১৯৬ক]৬৭৭৫
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই জদি ভগবান ॥ ৬৭৭৬
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের জেন আছে ব্যবহার।
তাহা না করিআ কেন করি বলাৎকার ॥ ৬৭৭৭
না করিআ মান্য মোরে লয়্যা জাব বলে।
বলে নৈল বলিআ ঘুষিব ভূমণ্ডলে ॥ ৬৭৭৮
এত সুনি বলে শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ তেজ জগন্নাথ আমারে দেখিয়া ॥ ৬৭৭৯
অজ্ঞানে হইল মত্ত দেব সুরপতি।
তেকারণে করে যুদ্ধ তোমার সংহতি ॥ ৬৭৮০
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ ওহারে।
বিবিধ উৎপাতে রাখিআছ বারে বারে ॥ ৬৭৮১
আপন আৰ্জ্জিত জদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে উচিত না হয় ॥ ৬৭৮২
পারিজাত পুষ্প লয়্যা জাহ জগন্নাথ।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাত ॥ ৬৭৮৩
আপন বচন দেব করহ পালন।
শিববাক্য স্বীকার করিলা নারায়ণ ॥ ৫৭৮৪
গোবিন্দে লইয়া দেব গেলা ইন্দ্রস্থানে।
প্রণাম করিলা হরি কনিষ্ঠবিধানে ॥ ৬৭৮৫
হৃষ্ট হয়্যা দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাতবৃক্ষ দিলা বিনয় করিয়া ॥ ৬৭৮৬
যাবৎ থাকিবে তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবৎ থাকিয়া পুষ্প আসিব সকালে ॥ ৬৭৮৭
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেরে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল ॥ ৬৭৮৮
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীদাস কহে এহা সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৬৭৮৯

[১০৫]

শচী দেখি হাসি সতী করে অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান ॥ ৬৭৯০
প্রণাম করিলে তুমি ইন্দ্রের চরণে। [১৯৬]
ইন্দ্রাণী হাসিয়া মোরে দেখায় নয়নে ॥ ৬৭৯১
প্রতিজ্ঞা করিল শচী সব হৈল্য পূর্ণ।
কহিছিলেন গর্ব্ব করিব তোর চূর্ণ ॥ ৬৭৯২
কি কারণে এমত করিলে জগন্নাথ।
নহিলে নহিত মোর পুষ্প পারিজাত ॥ ৬৭৯৩
হাসিআ বলিলা কৃষ্ণ কমললোচন।
এই হেতু সতি কেন ভাব দুঃখ মন ॥ ৬৭৯৪
জতেক দেখহ প্রিয়ে এ তিন ভুবনে।
আমা হইতেধিক প্রিয়ে নাঞি কোন জনে ॥ ৬৭৯৫
আপনারে নমস্কার করিএ আপনে।
তোমার এহাতে লজ্জা হল্য কি কারণে ॥ ৬৭৯৬
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলে।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃতি হইলে ॥ ৬৭৯৭
সহস্র নয়নে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের মত্ত বল্যাছ তখন ॥ ৬৭৯৮
ক্ষেত্রির প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষে শচীর হাসি মোর অঙ্গ দহে ॥ ৬৭৯৯
কৃষ্ণ বৈলা আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তের বিক্রীত দেবি আমার শরীর ॥ ৬৮০০
না পারিল শিববাক্য করিতে হেলন।
ইন্দ্রঅপরাধ ক্ষেমিলাঙ তে কারণ ॥ ৬৮০১
সতী বলে প্রায় আমি অভক্ত তোমার।
তে কারণে কলেবর দহিলে আমার ॥ ৬৮০২
গোবিন্দ বলিলা দেবি ক্রোধ তেজ মনে।
এখনি লুটিব ইন্দ্র তোমার চরণে ॥ ৬৮০৩
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকীতনয়।
ডাকিয়া বলিল স্তন দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥ ৬৮০৪
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি ॥ ৬৮০৫
ইন্দ্রেতে আমায় কিবা সম্বন্ধ নির্ণয়।
কত অবতার মোর অবনীতে হয় ॥ ৬৮০৬
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন। [১৯৭ক]
প্রতাপে লইআছিল সকল ভুবন ॥ ৬৮০৭
নৃসিংহরূপেতে তারে কৈনু বিনাশন।
তপস্যায় বলি লৈল এ তিন ভুবন ॥ ৬৮০৮
দুই পায় ব্যাপিলাঙ ব্রহ্মাণ্ড সকল।
আর পায় বলিরে নিলাঙ রসাতল ॥ ৬৮০৯
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষসঅধিপতি।
সকল জানহ ইন্দ্রে করিল জে গতি ॥ ৬৮১০
তাহারে মারিল আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাঙ ওহারে ॥ ৬৮১১
ওহায় আমায় দেব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য ওহারে বলহ সদানন্দ ॥ ৬৮১২
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ু সতীর চরণে ॥ ৬৮১৩
তবে তার অপরাধ ক্ষেমা করি দূর।
নতুবা এখনি অন্যে দিব স্বর্গপুর ॥ ৬৮১৪
তবে শিব সকলি কহিল পুরন্দরে।
স্তুনি ক্রোধে কম্পিত হইলা কলেবরে ॥ ৬৮১৫
না কৈল স্বীকার ইন্দ্র কহিল গোপালে।
গরুড়ে ডাকিয়া তবে নারায়ণ বলে ॥ ৬৮১৬
জাহ শীঘ্র খগেশ্বর পাতালভুবনে।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দনে ॥ ৬৮১৭
বলিকে করিব আমি স্বর্গে অধিপতি।
সাধু সর্ব্বগুণে বীর আমাতে ভকতি ॥ ৬৮১৮
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দচরণে পড়ে সখার নিমিত ॥ ৬৮১৯
সবিনয় বচনে বলএ খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলে চক্রধর ॥ ৬৮২০

কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে অভিমানে। [৬৮২১
দেখোঁ মুঞি কেমতে তো[১৯৭]মাকে নাঞি মানে॥
এত বলি আপনি চলিলা খগেশ্বর।
কহিলা অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর॥ ৬৮২২
জাহার সৃজন সৃষ্টি পালন সংহার।
জেই প্রভু তোমাকে দিআছে অধিকার॥ ৬৮২৩
তাঁর বাক্য লঙ্ঘহ করিআ অবহেলা।
দেখিতে না পাও চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা॥ ৬৮২৪
আস্যহ আমার সঙ্গে ক্ষেমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব॥ ৬৮২৫
এত বলি গরুড় করিআ হাথাহাথি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি॥ ৬৮২৬
অনিমিখ সহস্র লোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাথাড়িআ বুলি॥ ৬৮২৭
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান॥*॥৬৮২৮

[১০৬]

ত্রিপদি।

কথো দূরে সতী আগে শিরে দিআ করযুগে
প্রণমি পড়িল শচীনাথ।
স্তব করে সুরপতি অষ্টাঙ্গ পড়িয়া ক্ষিতি
মস্তকে ধরিআ দুই হাথ॥ ৬৮২৯
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী রতি সতী অরুন্ধতী
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধ ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়বারতা॥ ৬৮৩০
অনাদি পুরুষপ্রিয়া কে জানে তোমার ক্রিয়া
মায়ায় মানুষদেহধারী।
তুমি বিধাতার মাতা সভা[১৯৮ক]কার জন্মদাতা
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি॥ ৬৮৩১
বেদপতি বহু ক্ষেণে না পাইল চতুর্ব্বর্গে
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলে স্বর্গ এই হেতু হৈল গর্ব্ব
না জানিলুঁ তোমার চরণ॥ ৬৮৩২
করহ এবার কৃপা তুমি দেবি বুদ্ধিরূপা
সুমতি কুমতিপ্রদায়িনী।
তুমি সর্ব্ব জল স্থল পৃথিবী পর্ব্বতানল
সর্ব্বগৃহে জননীরূপিণী॥ ৬৮৩৩
শরণ লইলু পদে ক্ষমা কর অপরাধে
অজ্ঞান কুমতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
না চিনিলু আপন ঠাকুর॥ ৬৮৩৪
এত বলি সুরপতি পুন পুন লোটে ক্ষিতি
ধূলিতে ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার ছত্র দণ্ড অলঙ্কার
ধূলি লুটে অবনীনিবাস॥ ৬৮৩৫
ধূলিতে লুটিতে তনু নয়নে পূরিল রেণু
দেখিতে না পায় পুরন্দর।
দেখি চিত্তে করি ক্ষেমা আজ্ঞা দিলা সত্যভামা
ইন্দ্রেরে উঠাও খগেশ্বর॥ ৬৮৩৬
মন্দাকিনীজল লয়্যা চক্ষু ধৌত কর গিয়া
নির্ম্মল হইব চক্ষু তবে।
সুনিঞা সতীর বাণী আনি মন্দাকিনীপানি
স্নান করাইলেন বাসবে॥ ৬৮৩৭
নয়ন নির্ম্মল হয়্যা ঐরাবত আরোহিয়া
ইন্দ্র গেলা হইআ বিদায়।[১৯৮]
লয়্যা পুষ্প পারিজাত নারদে লইয়া সাথ
দ্বারকা গেলেন যদুরায়॥ ৬৮৩৮
মহাভারথের কথা শ্রবণে বিনাশে ব্যথা
অধর্ম্ম সকল জায় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিলা কাশীরাম দাস॥*॥ ৬৮৩৯

[১০৭]

রুপিল কুসুমরাজ সত্যভামা দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধাইল তরুবরে ॥ ৬৮৪০
শত শত চন্দ্র জিনি করিলেক শোভা।
পৃথিবী জুড়িআ দীপ্তি করিলেক আভা ॥ ৬৮৪১
উপরে চাঁদোয়া দিল আনি রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণ সহ করেন বিলাস ॥ ৬৮৪২
হেন কালে আইলা নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা তাঁরে পূজিল বিস্তর ॥ ৬৮৪৩
নারদ বলিলা দেবি তুমি ভাগ্যবান।
না হইব না হয়্যাছে তোমার সমান ॥ ৬৮৪৪
দেবের দুর্ল্লভ এই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রুপিলেন জগন্নাথ ॥ ৬৮৪৫
এখনে করহ দেবি এহার জে কাজ।
অবহেলে হইব তোমার ব্রতরাজ ॥ ৬৮৪৬
এই ব্রতফলে হবে সোহাগে আগলি।
জন্মে জন্মে করিবে গোবিন্দে লয়্যা কেলি ॥ ৬৮৪৭
ব্রহ্মাণ্ডে তপের ফল পাইবে এ ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইব জগতে ॥ ৬৮৪৮
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমানন্দিনী।
সোহাগে আগলি সেই ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ ৬৮৪৯
পর্ব্বতনন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত কৈল। [১৯৯ক]
সেই ফলে গঙ্গাধর অর্দ্ধ অঙ্গ দিল ॥ ৬৮৫০
আর জে করিল স্বাহা অগ্নির গৃহিণী।
জার ফলে অগ্নির হইল সোহাগিনী ॥ ৬৮৫১
সুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
মুনি মোরে সেই ব্রত করাহ আপনে ॥ ৬৮৫২
মুনি বলে লহ আগে কৃষ্ণঅনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন তব সতন্তর পতি ॥ ৬৮৫৩
নাহি জান দেবি তুমি এ ব্রতবিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হব স্বামী দিতে দান ॥ ৬৮৫৪
সত্যভামা বলে হেন কেন কহ মুনি।
মোরে বিরোধিব হেন কে আছে সতিনী ॥ ৬৮[৫৫]
করিব গোবিন্দে দান জে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে দিব দান ইথে কি আছে বিস্ময় ॥ ৬৮৫৬
মুনি বলে তবে আর বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন উপায় না কর ব্রতরাজ ॥ ৬৮৫৭
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ পৌটী।
দক্ষিণা সামগ্রী কর ষোল লক্ষ কোটি ॥ ৬৮৫৮
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব গজ রথ বৃষ জত রত্ন দান ॥ ৬৮৫৯
জতেক বলিলা মুনি সত্যভামা কৈল।
শুভ দিন করি ব্রত আরম্ভ করিল ॥ ৬৮৬০
গোবিন্দেরে একান্তে কহিল সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করিল স্বীকার ॥ ৬৮৬১
নিমন্ত্রিয়া আনিল জতেক মুনিগণ।
দ্বারকার মধ্যে জত নিবসে ব্রাহ্মণ ॥ ৬৮৬২
করিল ব্রতের সজ্জ জে ছিল বিহিত।
বসিলা নারদ মুনি হয়্যা পুরোহিত ॥[১৯৯] ৬৮[৬৩]
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাথে করি কুশে ॥ ৬৮৬৪
রুক্মিণীর সহ ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সভাকার চক্ষে পড়ে পানি ॥৬৮৬৫
সত্যভামা কৈলা দান দেব জগন্নাথ।
স্বস্তি বলি নারদ লইল হাথে হাথ ॥ ৬৮৬৬
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ * ॥ ৬৮৬[৭]

[১০৮]

মুনি বলে অবধানে সুনহ রাজন।
বড়ই অপূর্ব্ব এই ব্যাসের বচন ॥ ৬৮৬৮
দান পায়্যা নারদ নাচেন উর্দ্ধবাহে।
জতেক দক্ষিণা পাইল ব্রাহ্মণে বিলাএ ॥ ৬৮৬৯

ারকানাথেরে নারদ লঞ্যা জায়।
ুনি দ্বারকার লোক স্ত্রী পুরুষে ধায় ॥ ৬৮৭০
ারিজাতবৃক্ষ হত্যে খসায়্যা বন্ধন।
গাবিন্দে বলিল সব তেজ অভরণ ॥ ৬৮৭১
খন গোপাল আর ই বেশে কি কাজ।
পস্বী হইলে ধর তপস্বীর সাজ ॥ ৬৮৭২
কিরীট ফেলিয়া ধর শিরে পিঙ্গ জটা।
নকপইতা ফেল ধর যোগপাটা ॥ ৬৮৭৩
নকমুকুতাহার ফেল বনমালা।
পাছে পিছে চল জেন সন্ন্যাসীর চেলা ॥ ৬৮৭৪
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
গ্রসেন বসুদেব করেন রোদন ॥ ৬৮৭৫
এ দ্বারকালোক জত নারী শিশু।
ন্যের আছুক কাজ কান্দে বনপশু ॥ ৬৮৭৬
ল বৃদ্ধ যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
বকী রোহিণী কান্দে জায় গড়াগড়ি ॥ ৬৮৭৭
ক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
াছু পাছু চলিলেন জতেক কামিনী ॥ ৬৮৭৮
ারদ বলেন তুমি সব জাহ কোথা। [৬৮৭৯
ক্মিণী বলেন তুমি লয়্যা জাবে যথা ॥ [২০০ক]
ুনি বলে তোমা সবে কোন প্রয়োজন।
ানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥ ৬৮৮০
ক্মিণী বলেন তুমি দান পাইলে মুনি।
যৌতুক পাইলে ষোল সহস্র রমণী ॥ ৬৮৮১
ুনি বলে সতি তুমি বৃথা কর দ্বন্দ্ব।
ক্রোধ না করিহ বৈলে ভাল মন্দ ॥ ৬৮৮২
করিল দান সত্রাজিতসুতা।
নেহ কেহো না কহিলে এক কথা ॥ ৬৮৮৩
আগে কহিবারে নহিলে ভাজন।
র সহিত তব কোন প্রয়োজন ॥ ৬৮৮৪
বলে অবধান কর মুনিরায়।
ভামা কৈল দান আমার কি দায় ॥ ৬৮৮৫

প্রাণনাথ লয়্যা জাহ আমা সভাকার।
আমরা জাইব মুনি কোথাকারে আর ॥ ৬৮৮৬
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥ *

[১০৯]

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি জায়।
দুই হাথে আগলিয়া মুনিরে রহায় ॥ ৬৮৮৮
বুঝিলু নারদ মুনি চাতুরালি তোর।
ভাণ্ডিয়া লইয়া জাসি প্রাণনাথ মোর ॥ ৬৮৮৯
বালকে ভাণ্ডায় জেন হাথে দিআ কলা।
কাঁতি দিআ লয়্যা জাসি কাঞ্চনের মালা ॥ ৬৮৯০
শিলা দিয়া লয়্যা জাসি পরশরতন।
আমারে বধিয়া লয়্যা জাহসি জীবন ॥ ৬৮৯১
না চাহিএ ব্রত না চাহিএ ফল তার।
বাহুড়িয়া প্রাণনাথ দেহত আমার ॥ ৬৮৯২
মুনি বলে সত্যভামা সত্যভ্রষ্ট হল্যে।
সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান কৈলে॥ ৬৮৯৩
এখন বলহ ব্রতে নাঞি প্রয়োজন। [৬৮৯৪
দান পাইআছি আমি দিব কি কারণ ॥ [২০০]
একঁক দেখিআ চাহ বল করিবারে।
মোর ঠাঞি লইতে কাহার শক্তি পারে ॥ ৬৮৯৫
এত বলি নারদ ঘুরায় দুই আখি।
শরীর কম্পিত হৈল মুনিমুখ দেখি ॥ ৬৮৯৬
সত্যভামা বলে তব ক্রোধে নাঞি ডরি।
বড় ক্রোধ করিলে ফেলিবে ভস্ম করি ॥ ৬৮৯৭
গোবিন্দবিচ্ছেদে মরি সেই মোর সুখ।
না দেখি কৃষ্ণেরে আমি এই বড় দুখ ॥ ৬৮৯৮
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে জে বলিলে ব্রত করিল ইন্দ্রাণী ॥ ৬৮৯৯
পার্ব্বতী করিলা আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামী পাল্য কেমন করিয়া ॥ ৬৯০০

নারদ বলিলা সর্ব্বভক্ষ হুতাশন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ ॥ ৬৯০১
নিরন্তর ভূত প্রেত লয়্যা জার মেলা।
না লইল তারে আমি করি অবহেলা ॥ ৬৯০২
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন ॥ ৬৯০৩
কভু ঐরাবতে কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥ ৬৯০৪
তারে না লহিল আমি এহার লাগিয়া।
তত্রাপিহ আছে স্বর্গে আজ্ঞাকারী হয়্যা ॥ ৬৯০৫
তোমার স্বামীর রূপের নাঞি সীমা।
তিন লোকমধ্যে কার করিব উপামা ॥ ৬৯০৬
যথায় জাইব তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥ ৬৯০৭
জনমে জনমে মোর এই বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল ॥ ৬৯০৮
ধেয়ানেতে অনুক্ষণ ধিয়াই জাহারে।
হেন জনে পাইল ফিরিআ দিব তোরে ॥ ৬৯০৯
এ বোল সুনিঞা সতী হইল মূর্চ্ছিত।
শরীরে নাহিখ প্রাণ হরিল সম্বিত ॥[২০১ক]৬৯১০
দেখিআ সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদের প্রতি বৈল ছাড় মুনি মায়া ॥ ৬৯১১
মুনি বলে কথা জত ভুঞ্জুক এক্ষণ।
তোমারে তেজিআ জেন ব্রতফলে মন ॥ ৬৯১২
কৃষ্ণ বৈলা সহজেতে অবলা স্ত্রীজাতি।
তোমারে বিশ্বাস করে কাহার শকতি ॥ ৬৯১৩
দেখিয়া সতীর কষ্ট হাথ দিলা নাকে।
উঠ উঠ বলিয়া নারদ মুনি ডাকে ॥ ৬৯১৪
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইল চেতন।
উঠিয়া ধরিল পুন মুনির চরণ ॥ ৬৯১৫
মুনি বলে সত্যভামা এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লইতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর ॥ ৬৯১৬

গোবিন্দে তউলি মোরে দেহ রত্নদান।
তোমারে গোবিন্দ দিয়্যা জাই নিজ স্থান ॥ ৬৯১
সুনি সত্যভামা মনে হইল উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ ॥ ৬৯১৮
করহ তুলের সজ্জ জে আছে বিহিত।
মোর গৃহ হৈতে রত্ন আনহ তুরিত ॥ ৬৯১৯
আজ্ঞা পায়্যা কাম আদি জত পুত্রগণ।
কনকনির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ ॥ ৬৯২০
এক ভিতে বসাইলা দৈবকীনন্দন।
আর ভিতে বসাইল জত রত্নধন ॥ ৬৯২১
সত্যভামাগৃহে ধন জতেক আছিল।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল ॥ ৬৯২২
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতা জাম্বুবতী।
জে জাহার ঘরে হৈতে আনে শীঘ্রগতি ॥ ৬৯২৩
তুলে চড়াইল তবু সমসর নহে।
ষোল সহস্র কন্যাগণ নিজ ধন বহে ॥ ৬৯২৪
কৃষ্ণের ভণ্ডারে ধন কুবের জিনিঞা।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লয়্যা ॥ [২০১] ৬৯২৫
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর সোনা জার ছিল যথা ॥ ৬৯২৬
শকট উঠেতে তথা বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম বিস্মিত বদন ॥ ৬৯২৭
পর্ব্বতআকার বসাইল রত্ন ধন।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিলা নারায়ণ ॥ ৬৯২৮
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন ॥ ৬৯২৯
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলাসি এই মুখে।
রত্ন দিয়া উদ্ধারিতে নারিল স্বামীকে ॥ ৬৯৩০
শিশুপ্রায় পুন পুন করিসি রোদন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥ ৬৯৩১
নিশ্চএ জানিল ধন না পারিলি দিতে।
উঠ উঠ বলি পুন ধরে কৃষ্ণহাথে ॥ ৬৯৩২

দেখি সত্যভামার মুখেতে উঠে ধূলি।
ভূমে গড়াগড়ি জায় আউদড়চুলি ॥ ৬৯৩৩
হেন মতে কান্দে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ॥ ৬৯৩৪
আপনি শ্রীমুখে বলিআছ বারে বারে।
আমা হত্যে নাম বড় এ তিন সংসারে ॥ ৬৯৩৫
চিন্তিয়া বলেন তবে মোর বোল ধর।
জত রত্ন তুলে আছে ফেলাহ সত্বর ॥ ৬৯৩৬
একেক ব্রহ্মাণ্ড জার এক লোমকূপে।
কোন ধনে সম করি তুলিবে তাঁহাকে ॥ ৬৯৩৭
এত বলি নিল এক তুলসীর দাম।
তাথে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥ ৬৯৩৮
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
ভার হৈলা তুলসী উঠিলা জগন্নাথ ॥ ৬৯৩৯
দেখি উলসিত হল্যা জতেক রমণী।
সাধু সাধু উদ্ধবেরে হল্য মহাধ্বনি ॥ ৬৯৪০
কৃষ্ণনামগুণের নাহিক দিতে সীমা।
বৈষ্ণবে সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা ॥ ৬৯৪১
কৃষ্ণ হত্যে কৃষ্ণনাম [২০২ক] করি হৈল বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম মন করি দড় ॥ ৬৯৪২
কৃষ্ণনাম বলিতে পশিবে কৃষ্ণ দেহে।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিখ সন্দেহে ॥ ৬৯৪৩
নামপত্র লয়্যা মুনি তুষ্ট হয়্যা জায়।
সত্যভামা জত রত্ন ব্রাহ্মণে বিলায় ॥ ৬৯৪৪
পারিজাত হরণের কহিল কথন।
এখনে কহিব সুন সুভদ্রাহরণ ॥ ৬৯৪৫
মহাভারথের কথা অমৃতের ধার।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হয় ভবপার ॥ ৬৯৪৬
পারিজাতহরণ হরির রসকথা।
শ্রবণে সুনিলে খণ্ডএ ভববেথা ॥ ৬৯৪৭
পুরুষ সুনিলে হয় কৃষ্ণপদে মতি।
নারীগণ সুনিলে সৌভাগ্য হয় পতি ॥ ৬৯৪৮
আউ যশ বংশ বৃদ্ধ সর্ব্বত্র কল্যাণ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা ইথে নাহি আন ॥ ৬৯৪৯
কাশীদাস কহে সুন রসিক সুজন।
একমনে স্থন সভে ব্যাসের বচন ॥ * ॥ ৬৯৫০

[১১০]

এতেক বলিলা জদি বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে সত্যভামা কয় ॥ ৬৯৫১
ঔষধ করিয়া[এ]পার্থ স্ত্রীর হয় বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি ॥ ৬৯৫২
ভণ্ডনা করিয়া হয়্যাছ ব্রহ্মচারী।
ঔষধ করিআ ভুলাইলে পরনারী ॥ ৬৯৫৩
পার্থ বলে প্রণাম করিএ সত্যভামা।
নিশিশেষে নিদ্রা জাই মোরে কর খেমা ॥ ৬৯৫৪
জিতেন্দ্রিয় হই তাহে ব্রহ্মচারিবেশ।
তীর্থযাত্রা করিএ ভ্রমিএ দেশে দেশ ॥ ৬৯৫৫
অকারণে মিথ্যাবাদ দেহ কেন মোরে।
সুনিলে মোহর নিন্দা বলিব সংসারে ॥ ৬৯৫৬
বুঝিআ পার্থের মন উঠিলা ভারতী।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা জাহ সতি ॥ ৬৯৫৭
সতী বলে আস্য আমি করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লয়্যা নিজগৃহে জায় ॥ ৬৯৫৮
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া। [৬৯৫৯
সখী দিয়া শীঘ্রগতি আনিল ডাকিয়া ॥ [২০২]
গুপতে কহিল জত ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণি এ কোন চরিত্র ॥ ৬৯৬০
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্ম অনাহারী পারি মোহিবারে ॥ ৬৯৬১
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়নে কজ্জলে ॥ ৬৯৬২
জাহ দেখি এখনি জাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥ ৬৯৬৩

সুনিঞা রতির বোল আনন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা লয়্যা গেলেন চলিয়া ॥ ৬৯৬৪
হস্ত দিতে কপাটের খিল ঘুচি গেল।
পার্থের সমুখে গিয়া ভদ্রা দাণ্ডাইল ॥ ৬৯৬৫
বত্তিশ কলাতে জেন শোভিত চন্দ্রিমা।
চিত্রকরে চিত্র জেন কাঞ্চনপ্রতিমা ॥ ৬৯৬৬
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিলা ফাল্গুনি।
স্ত্রীজাতি নহিলে খড়্গে কাটিথুঁ এখনি ॥ ৬৯৬৭
জাহ শীঘ্র এথা হইতে প্রাণ লয়্যা বেগে।
নহিলে নাসিকা কান কাটিব খড়্গে ॥ ৬৯৬৮
এত বলি উঠে পার্থ হাতে লয়্যা ছুরি।
দেখিআ সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥ ৬৯৬৯
সিথায় সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিআ পড়িলা পার্থ হইয়া বিহ্বল ॥ ৬৯৭০
হরিল পার্থের মন কামের বিভোলে।
শীঘ্রগতি উঠিয়া চাপিয়া ধরে কোলে ॥ ৬৯৭১
আস্যহ বস্যহ তুমি প্রাণতুল্য সখি।
পুনরপি তোমার বদনচান্দ দেখি ॥ ৬৯৭২
হাহাকার করে ভদ্রা মুখে বস্ত্র ঢাকে। [২০৩ক]
জাতিনাশ হল্য বল্যা ছাড় ছাড় ডাকে ॥ ৬৯৭৩
কেন ধনঞ্জয় তোর এমত বেভার।
অবিবাহি কন্যা আমি কর বলাৎকার ॥ ৬৯৭৪
বাহিরে থাকিয়া বলে সত্রাজিতসুতা।
কহ পার্থ এত গণ্ডগোল কেন এথা ॥ ৬৯৭৫
সুভদ্রা বলিল সখি দেখ না আসিয়া।
আমারে ধরিল পার্থ কিসের লাগিয়া ॥ ৬৯৭৬
সত্যভামা বলে পার্থ অবিভাত নারী।
কেমতে ধরহ বলে হয়্যা ব্রহ্মচারী ॥ ৬৯৭৭
বসুদেবসুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
জিতেন্দ্রিয় হয়্যা হেন কর্ম্ম কর কেনি ॥ ৬৯৭৮
সুনিঞা বলেন তবে ইন্দ্রের কোঙর।
ইত্যাদি নারীর মায়া নাঞি বুঝে নর ॥ ৬৯৭৯
তোমার অশেষ মায়া বিধিঅগোচর।
আমি কি বুঝিব নারে দেব দামোদর ॥ ৬৯৮০
না জানিঞা তব আজ্ঞা করিলু লঙ্ঘন।
ক্ষেমহ তোমার পাএ লইলু শরণ ॥ ৬৯৮১
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্ট হইলা ভারথি।
হাসিয়া বলিল ভীত নহ মহামতি ॥ ৬৯৮২
জেই জান অর্জ্জুন বুঝহ সব কর্ম্ম।
করহ গন্ধর্ব্ববিভা আছে জেই ধর্ম্ম ॥ ৬৯৮৩
পাঁচ সাত সখী মেলি দেই হুলাহুলি।
দোহাঁকার গলে মালা দুহেঁ দিল তুলি ॥ ৬৯৮৪
হেন মতে দুহাকার বিভা করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহিল সব গিয়া ॥ ৬৯৮৫
সত্যভামা বলে দেব আজ্ঞা দিলে তুমি।
গন্ধর্ব্ববিবাহ দিয়া আইলাঙ আমি ॥ ৬৯৮৬
কালি প্রাতে করহ এহার বিভা কাজ। [২০৩]
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্বসমাজ ॥ ৬৯৮৭
তে কারণে বলিএ বিলম্ব নাঞি সয়।
গোবিন্দ বলিলা সতি এই মত হয় ॥ ৬৯৮৮
কিন্তু বলভদ্রের পাণ্ডবে নহে প্রীত।
পার্থে দিতে তাহার নইব মনোনীত ॥ ৬৯৮৯
সত্যভামা বৈল তবে হইব কেমন।
উপায় করিব বলি বৈল্য নারায়ণ ॥ ৬৯৯০
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান ॥ * ॥ ৬৯৯১

[১১১]

প্রভাতে উঠিয়া সভে কৈল স্নান দান।
একত্রে বসিলা সব যাদবপ্রধান ॥ ৬৯৯২
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ শ্রীরাম মাধব ॥ ৬৯৯৩
প্রসঙ্গ করিলা তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিআ মোর স্থির নহে মন ॥ ৬৯৯৪

বিভাযোগ্য কন্যা জদি অবিভাত থাকে।
অন্ন জল অস্পরশ জননী জনকে ॥ ৬৯৯৫
অবিভাত কন্যা জদি হয় রজোবতী।
উভয় সপ্তম কুল হয় অধোগতি ॥ ৬৯৯৬
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
তে কারণে কন্যা দিতে না করিএ ব্যাজ ॥ ৬৯৯৭
সপ্তম বরষে তার করিবে উপায়।
তেঞি বলি ইহাতে বিলম্ব না জুয়ায় ॥ ৬৯৯৮
আমার সম্বন্ধযোগ্য না দেখিএ আর।
একচিত্তে লয় মোর কুন্তীর কুমার ॥ ৬৯৯৯
কুলে শীলে রূপে গুণে মহাবলবান। [৭০০০
পার্থযোগ্য বটে কন্যা [২০৪ক] কৈল অনুমান ॥
সুনি বসুদেব তবে করিল স্বীকার।
জে বলিল কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার ॥ ৭০০১
সাত্যকি বলিল জদি কুলভাগ্য থাকে।
তবে ভদ্রা বিবাহ হইব অর্জ্জুনেকে ॥ ৭০০২
অর্জ্জুনসমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি বৈল যাদব সকলে ॥ ৭০০৩
এতেক সভার বাক্য সুনি হলধর।
বক্র মুখ ক্রোধ করি করিল উত্তর ॥ ৭০০৪
কেন চিন্তা কর সভে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিআছি মনে ॥ ৭০০৫
কৌরবকুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উভয় কুলেতে শুদ্ধ বিখ্যাত ভুবন ॥ ৭০০৬
বলে জিনে মত্ত দশ সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধনে বৈশ্রবণ ॥ ৭০০৭
তার কুলে পার্থ আমি শতাংশে না গুনি।
না বুঝিয়া হেন বাক্য মুখে আন কেনি ॥ ৭০০৮
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা নগর।
দুর্য্যোধনে এথা গিয়া আনহ সত্বর ॥ ৭০০৯
সেই ক্ষেণে রাম তবে আনি দূতগণে।
রাজ্যে রাজ্যে পত্র লিখি দিল জনে জনে ॥ ৭০১০
দুর্য্যোধনে লিখিল সকল সমাচার।
বিবা হেতু সুসজ্জে আসিবে আপনার ॥ ৭০১১
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশীদাস কহে সাধুজনভবতরী ॥ * ॥ ৭০১২

[১১২]

দিন অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেলা যদুগণ জার জে আলয় ॥ ৭০১৩
সত্যভামা জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দের স্থানে। [২০৪]
কেন বিবাহের হেলা কৈলে ভগবানে ॥ ৭০১৪
গোবিন্দ বলিলা দেবি কিসের বিভাহ।
পার্থনাম সুনি রামের অঙ্গ হৈল দাহ ॥ ৭০১৫
বৈল দুর্য্যোধন বর বরিআছি আমি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগামী ॥ ৭০১৬
সুনি সত্যভামা মনে হইলা বিস্মিত।
অধোমুখ হইয়া রহিলা পৃথিবীত ॥ ৭০১৭
সতী বলে কহ দেব কি হবে এখন।
অনর্থ হইল বড় সুভদ্রা কারণ ॥ ৭০১৮
অর্জ্জুন সুনিলে পাছে জায় পলাইয়া।
ভগ্নীর কি করাইবে অন্য বরে বিভা ॥ ৭০১৯
উপায় না করি মৌনে কেমতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক রাখিলে যদুকুলে ॥ ৭০২০
গোবিন্দ বলিলা দেবি কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি নহ উত্তরোল ॥ ৭০২১
সত্যভামা বলে বিলম্বের কার্য্য নহে।
এই কথা জদি কেহো বসুদেবে কহে ॥ ৭০২২
এই লজ্জাভএ মোর হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ কারে জলে দিব ঝাঁপ ॥ ৭০২৩
স্ত্রীলোকে সে জানে স্ত্রীর মর্ম্মের বেদন।
শাশুড়ির ঠাঞি আমি করি নিবেদন ॥ ৭০২৪
দৈবকীর স্থানে দেবী করিলা গমন।
কহিল জতেক সুভদ্রার বিবরণ ॥ ৭০২৫

সুভদ্রা আসক্ত হৈলা বীর ধনঞ্জয়ে।
কহিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে॥ ৭০২৬
গন্ধর্ব্ব [২০৫ক] বিবাহ আমি দিলাঙ তাহার।
ইবে স্থনি ভাশুর করিল বর আর॥ ৭০২৭
স্থনিঞা দৈবকী দেবী হইলা বিস্মিত।
বলভদ্রগৃহে গেলা রোহিণী সহিত॥ ৭০২৮
দৈবকী বলিলা তাত স্থন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥ ৭০২৯
রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হব কেন কর আন॥ ৭০৩০
রাম বৈল জননি না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবগণের কথা সকলি জানহ॥ ৭০৩১
আমার কুটুম্বযোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধে মাতা কুল নষ্ট হয়॥ ৭০৩২
তেকারণে দুর্য্যোধনে পাঠাইল দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বযোগ্য হয় কুরুসুত॥ ৭০৩৩
তিন লোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাতা।
হেন জনে কি কারণে দিতে চাহ সুতা॥ ৭০৩৪
রোহিণী বলিল তাত সভার বিচার।
তাত ভ্রাত তোমার জতেক জ্ঞাতি আর॥ ৭০৩৫
কি হেতু সভার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সভার কারণ॥ ৭০৩৬
সাধু ধর্ম্মশীল গুণী পার্থ সর্ব্বগুণে।
তারে নাঞি দিয়া ভদ্রা দিবে অন্য জনে॥ ৭০৩৭
জে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
প্রভাতে পার্থেরে ভদ্রা বিভা দিব আমি॥ ৭০৩৮
স্থনিঞা মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।
তম্বুর দু চক্ষু জেন হৈল্য বৈশ্বানর॥ ৭০৩৯
বাতুলের প্রায় মাতা কহসি বচন।
অন্য জন হৈলে[২০৫]কোথা রহিথ জীবন॥ ৭০৪০
গোবিন্দের বাক্যে তাত করিল স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিখ বিচার॥ ৭০৪১
ভক্তি করি তাঁর তরে জেই জন কহে।
নাহি পরাপর জ্ঞান সেই বুদ্ধি হএ॥ ৭০৪২
কালি তাঁর পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নবকুটুম্বিতা॥ ৭০৪৩
কার শক্তি দিতে পারি ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
জাহ মাতা আর কিছু না বলিহ মোরে॥ ৭০৪৪
এতেক রামের বাক্য স্থনিঞা রোহিণী।
উঠি গেলা দুই জন বিষাদবদনী॥ ৭০৪৫
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদন।
কৃষ্ণের কোন পুত্রে কন্যা দিলা দুর্য্যোধন॥ ৭০৪৬
না কহিলে মুনি মোর ইহার কথন।
কহ স্থনি মুনিরাজ সব বিবরণ॥ ৭০৪৭
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান ৭০৪৮

[১১৩]

মুনি বলে অবধানে স্থন নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর॥ ৭০৪৯
ভানুমতীগর্ভে জন্ম একোহি দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপাম সর্ব্বগুণযুতা॥ ৭০৫০
সর্ব্বসুলক্ষণপূর্ণ ভুবনমোহনা।
তেকারণে নাম তার থুইল লক্ষ্মণা॥ ৭০৫১
যুবাকাল হৈল কন্যা দেখি নৃপবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর॥ ৭০৫২
নিমন্ত্রিয়া আনিল জতেক রাজাগণে।
পৃথিবীতে আছএ জতেক ক্ষেত্রিগণে॥ ৭০৫৩
আনাইল জত রাজা কত নিব নাম।
ধ্বজ ছত্র পতকা দেখিতে অনুপাম॥[২০৬ক]৭০৫৪
সভাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিলা নৃপতিগণ জার জেই স্থান॥ ৭০৫৫
নারদের মুখে বার্ত্তা পাল্য শাম্ব বীর।
স্থনিঞা কন্যার রূপ হইলা অস্থির॥ ৭০৫৬

একেশ্বর রথে চড়ি করিলা গমন।
কেমনে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন ॥ ১০৫৭
অলক্ষিতে একান্তে রহিলা রথোপরে।
হেন কালে বাহির করিল লক্ষ্মণারে ॥ ১০৫৮
পূর্ণ শশধর জিনি অধর বঙ্কিম।
ভ্রূভঙ্গ অধুর চাপ জিনিঞা বঙ্কিম ॥ ১০৫৯
দৃষ্টিমাত্রে রাজাগণ হরিলা চেতন।
দেখি জাম্ববতীসুত পীড়িল মদন ॥ ১০৬০
শীঘ্রগতি হাথে ধরি তুলিলেক রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারিকার পথে ॥ ১০৬১
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লয়্যা ধায় জতেক কৌরব ॥ ১০৬২
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ ॥ ১০৬৩
হস্তী অশ্ব রথ পদা পড়ে সারি সারি।
জতেক পড়িল যুদ্ধে লিখিতে না পারি ॥ ১০৬৪
ভয়েতে সমুখে আর কেহো নাঞি রয়।
ক্রোধ করি আগে হল্যা সূর্য্যের তনয় ॥ ১০৬৫
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লয়্যা জাসি অগ্রেতে আমার ॥ ১০৬৬
প্রতিফল এহার পাইবি এই ক্ষেণে।
এত বলি কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণে ॥ ১০৬৭
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দনে।
নিবারিতে নারি শাম্ব পড়িল বন্ধনে ॥ ১০৬৮
ধরিল ধরিল চোরে বলি শব্দ হল্য।
কাট লয়্যা চোরেরে নৃপতি আজ্ঞা দিল ॥ ১০৬৯
না আনিহ চোরাকেহ মোহর অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লয়্যা কাট এই পথে ॥ ১০৭০
নৃপতির আজ্ঞা পায়্যা [২০৬] ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া লৈল করিআ বন্ধন ॥ ১০৭১
কর্ণেরে পুছিলা তবে রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলে কি চোরা বটে কাহার নন্দন ॥ ১০৭২
কর্ণ বলে মহারাজা এত গর্ব্ব কার।
চোরপুত্র বিনা চুরি কে করিব আর ॥ ১০৭৩
সুনি দুর্য্যোধনের কম্পএ কলেবর।
ক্রোধে দুর্য্যোধন জে কচালে করে কর ॥ ১০৭৪
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খায়্যা।
ক্ষেত্রিকুলে কন্যা কেহো নাঞি দেই বিভা ॥ ১০৭৫
চুরি করি এই মত সব ঠাঞি লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয় ॥ ১০৭৬
সর্ব্বত্রে করিআ চুরি বাড়িআছে মন।
নাঞি জানে দুষ্ট এই যমের সদন ॥ ১০৭৭
সভাতে আসিয়া লজ্জা করিল আমার।
কাট লয়্যা চোরারে বিলম্ব নাঞি আর ॥ ১০৭৮
এতেক বলিলা জদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়্যা বৈলা ধর্ম্মের নন্দন ॥ ১০৭৯
যুধিষ্ঠিরবাক্য সুনি বলে দুর্য্যোধন।
চোরা বলি না জানিবে ধর্ম্মের নন্দন ॥ ১০৮০
ভাই ভাই বলি জারে বলহ আপুনি।
গোকুলে করিল চুরি জতেক রমণী ॥ ১০৮১
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মকদুহিতা।
পুত্র কাম চুরি কৈল বল্লবের সুতা ॥ ১০৮২
পৌত্র কাম চুরি কৈল বাণের নন্দিনী।
তিন পুরুষেতে চোর বিখ্যাত ধরণী ॥ ১০৮৩
এত সুনি বিস্ময়[২০৭ক] হইলা ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা সুনিঞা দুঃখিত হৃদিমাঝ ॥ ১০৮৪
যুধিষ্ঠির বলে ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা কর সভার বিদিত ॥ ১০৮৫
জে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শকতি কৃষ্ণে কি করিতে পারি ॥ ১০৮৬
দুর্য্যোধন বলে ভাল বৈলে ধর্ম্মরাজ।
জাহার কারণে হৈল ভুবনেতে লাজ ॥ ১০৮৭
মোর কন্যা চুরি করিলেক দুরাচার।
তাহারে কহিতে এই উত্তর তোমার ॥ ১০৮৮

দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন কার্য্য এথা।
কেহ হোক শীঘ্র লয়্যা কাট তার মাথা ॥ ৭০৮৯
যুধিষ্ঠির বৈল জদি কৃষ্ণের নন্দন।
তারে মাইলে ভাল কি হইব দুর্য্যোধন ॥ ৭০৯০
কৃষ্ণ বৈরী হইলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থুইব আর ॥ ৭০৯১
যুধিষ্ঠির বলেন স্তুনহ বৃকোদর।
শাম্ব রক্ষা হেতু তুমি চলহ সত্বর ॥ ৭০৯২
মশানেতে দুঃশাসন ধরিআছে চুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে ॥ ৭০৯৩
বাউবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাথে হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া ॥ ৭০৯৪
বৈল রে নির্ব্বুদ্ধি তোর কেমন বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার ॥ ৭০৯৫
ধর্ম্ম আজ্ঞা দিলা মোরে লহিতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিণ্ডিল বন্ধন জত দড়ি ॥ ৭০৯৬
হাথে ধরি কোলে করি শাম্বরে[২০৭] লহিল।
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির হাহাকার কৈল ॥ ৭০৯৭
জাম্বুবতীনন্দন এ শাম্ব ত আমার।
শির চুম্বি কোলে কৈল ধর্ম্মের কুমার ॥ ৭০৯৮
দেখি দুর্য্যোধন ক্রোধে কাঁপে থরহরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলিলা সভাকারে ॥ ৭০৯৯
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ জে পাণ্ডব তব হিত ॥ ৭১০০
যুধিষ্ঠির বৈল ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এরূপে সভার মধ্যে আছে কোন জন ॥ ৭১০১
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
লক্ষ্মণা এহাঁরে দেহ কহি বারে বার ॥ ৭১০২
এহাঁরে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবে।
পরপূর্ব্বা এই কন্যা কলঙ্ক করিবে ॥ ৭১০৩
কে আর করিব বিভা পৃথিবীমণ্ডলে।
সবাই দেখিল শাম্ব করিলেক কোলে ॥ ৭১০৪
দুর্য্যোধন বলিল তোমার নাঞি দায়।
এই মত গৃহে আমি রাখিব কন্যায় ॥ ৭১০৫
মারিব দুষ্টেরে আমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন হইলি কুমতি ॥ ৭১০৬
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোহোর।
কৃষ্ণপুত্রে মারিবে জে অগ্রেতে মোহোর ॥ ৭১০৭
কে আসিবে আসু দেখোঁ তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥ ৭১০৮
ভীমের বচন স্তুনি দুর্য্যোধনে ক্রোধ।
বলে ওরে দুরাচার নাঞি তোর বোধ ॥ ৭১০৯
ভীম বলে জদি তুমি ইহাঁরে মারিবে।
গোবিন্দ স্তুনিলে বড় অনর্থ হইবে ॥ ৭১১০
যুদ্ধে জদি গোবিন্দে করিবে পরাজয়।
তবেত মারিবে ইহা গৃহেতে আছয় ॥ ৭১১১
স্তুনি ধর্ম্মরাজ তবে ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে[২০৮ক]দেহ চরণে শিকুলি ॥ ৭১১
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান ॥*॥ ৭১১৩

[১১৪]

বন্দীতে আছেন শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ তপোধন ॥ ৭১১৪
গোবিন্দের অগ্রে কহে গদ গদ কথা।
স্তুনহ গোবিন্দ শাম্ব কুমারের কথা ॥ ৭১১৫
দুর্য্যোধনকন্যা স্বয়ম্বরা হয়্যাছিল।
স্বয়ম্বরস্থানে তারে শাম্ব জে হরিল ॥ ৭১১৬
কর্ণ যুদ্ধ করি বন্দী কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব জতেক মারিলে ॥ ৭১১৭
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিল পাঠায়্যা ভীমসেনে ॥ ৭১১৮
তোমাকে অনেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব পাছু স্তুনিবে আপন ॥ ৭১১৯

শুনিঞা গোবিন্দ ক্রোধে হইলা অস্থির।
সেই ক্ষেণে যদুসৈন্য হইল বাহির ॥ ৭১২০
এ সব বৃত্তান্ত তবে শুনি হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু চিন্তা হইল অন্তর ॥ ৭১২১
ক্রোধে জাইতেছেন কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশে মারিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে ॥ ৭১২২
এত চিন্তি আপনি চলিলা শীঘ্রগতি।
বহু বহু বচনে শান্তাল্যা যদুপতি ॥ ৭১২৩
তুমি তথাকারে জাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এখন ॥ ৭১২৪
রামের বচন কৃষ্ণ লংঘিতে নারিল।
আপনি চলিলা রাম[২০৮]কৃষ্ণেরে রাখিল ॥৭১২৫
হস্তিনা নগরে গিয়া হৈল উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত দিয়া পাঠাল্য তুরিত ॥ ৭১২৬
না বুঝিএ দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বন্দী করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার ॥ ৭১২৭
জে করিলে সব দোষ খেমিল তোমার।
পুত্রবধূ আন শীঘ্র গোচরে আমার ॥ ৭১২৮
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরহর অঙ্গ করএ গর্জ্জন ॥ ৭১২৯
জা জা দূত বল গিআ এ বোল আমার।
ভালে ভালে গৃহে তুমি জাহ আপনার ॥ ৭১৩০
দূত গিয়্যা কহিল জতেক বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিতলোচন ॥ ৭১৩১
ক্রোধে হলধর জে মুষল লৈল হাথে।
লম্ফ দিয়া রথে হত্যে লাম্বিল ভূমিতে ॥ ৭১৩২
ক্রোধে থরহর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল তাড়িল সেই স্থলে ॥ ৭১৩৩
রাজা প্রজা পাত্র মন্ত্রী সহিত সকলে।
নগর সহিত ফেলাইলা গঙ্গাজলে ॥ ৭১৩৪
হস্তিনা নগর পঞ্চ যোজন বিস্তারে।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদারে ॥ ৭১৩৫
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে রামের গোচরে ॥ ৭১৩৬
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সহিত।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃত ॥ ৭১৩৭
করজোড় করুণবচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি ॥ ৭১৩৮
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি বিশ্বনাথ।
অনাদি পুরুষ তুমি তোমা হৈতে জত ॥ ৭১৩৯
তুমি ক্রোধ কৈলে ভস্ম হইব সংসার।[৭১৪০
তোমার ক্রোধেতে দেব হস্তিনা কি ছার॥[২০৯ক]
এতেক সভার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলা লাঙ্গল দেব ক্রোধ হল্যা শম ॥ ৭১৪১
ততক্ষণে দুর্য্যোধন শাম্বরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥ ৭১৪২
লক্ষ্মণা সহিত তবে চাপাইয়া রথে।
আনিঞা দিলেন তবে রামের অগ্রেতে ॥ ৭১৪৩
দেখি আনন্দিত হল্যা রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়্যা শীঘ্র করিলা গমন ॥ ৭১৪৪
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিএ ভববারি ॥ * ॥ ৭১৪৫

[১১৫]

মুনি বলে অবধানে কর নরপতি।
সুভদ্রাহরণকথা সুন মহামতি ॥৭১৪৬
অধোমুখে বসিলেন দেবকী রোহিণী।
সতী বলে সর্ব্বনাশ হল্য ঠাকুরাণি ॥ ৭১৪৭
না দিলে ভদ্রারে পার্থে জুঝিবেক রোষে।
আর কত মারিবেক না জানি বিশেষে ॥ ৭১৪৮
মরিব অনেক লোক সুভদ্রাকারণ।
এখনে হবেক দেবি সুভদ্রামরণ ॥ ৭১৪৯
গরল খাউক কিম্বা প্রবেশুক জলে।
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে ॥ ৭১৫০

ভাবিয়া এ সব মোর ব্যাকুল পরান।
পুন উঠি গেলা দেবী গোবিন্দের স্থান ॥ ৭১৫১
কহিল জতেক বৈল দেবকী রোহিণী।
গোবিন্দ বলিলা দেবি ভয় কর কেনি ॥ ৭১৫২
দূত পাঠায় আনিবারে বীর ধনঞ্জয়।
সতী বলে আমি জাব দূতকর্ম্ম নয় ॥ ৭১৫৩
একেশ্বর গেলা দেবী পার্থের সদন।
দেখিল সুভদ্রা সহ আ[ছে] রঙ্গমন ॥ ৭১৫৪
সত্যভামা বলে পার্থ নিশ্চিন্তে আছহ।
এতেক প্রমাদ হইল কিছু না জানহ ॥ ৭১৫৫
পার্থ বলে ঠাকুরাণি কিসের প্রমাদ।
জাহার সহায় দেবি তব পদ্মপাদ ॥ ৭১৫৬
তবে সতী পার্থে লয়্যা [২০৯] গেলা কৃষ্ণ স্থানে।
হাথে ধরি পালঙ্গে বসাল্যা নারায়ণে ॥ ৭১৫৭
গোবিন্দ বলিলা সখে কর অবধান।
রামে বৈল তোমারে সুভদ্রা দিতে দান ॥ ৭১৫৮
সুনি বৈল দুর্য্যোধনে বরিয়াছি আমি।
এত বলি দূত পাঠাইল্যা শীঘ্রগামী ॥ ৭১৫৯
কি করিব কহ সখা উপায় এহার।
এত সুনি হাসি বলে কুন্তীর কুমার ॥ ৭১৬০
এই হেতু সখা চিন্তা কেন কর মনে।
তোমার প্রসাদে আমি এ তিন ভুবনে ॥ ৭১৬১
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রেরে না ডরি।
কামপালশক্তি মোর কি করিতে পারি ॥ ৭১৬২
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখিব হলধর।
সুভদ্রা লইআ জাব তাঁহার গোচর ॥ ৭১৬৩
কৃষ্ণ বৈলা এত দ্বন্দ্বে নাঞি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়্যা করহ গমন ॥ ৭১৬৪
মোর রথে চড়ি জাবে মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব তথা স্নান হেতু জলে ॥ ৭১৬৫
সেই পথে লয়্যা তুমি করহ গমন।
প্রভাতে উঠিলা পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥ ৭১৬৬

কি করিব বলিয়্যা ভাবেন মনে মন।
একেত অনর্থ হব রাম সহ রণ ॥ ৭১৬৭
কিছু না জানিল ইহা ধর্ম্ম মহামতি।
মনে মনে মহাবীর করেন যুগতি ॥ ৭১৬৮
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে লোক পাঠাইল।
সকল বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজেরে লিখিল ॥ ৭১৬৯
সুভদ্রা দিলেন মোরে কমললোচন।
কামপাল স্বীকার না কৈল কদাচন ॥ ৭১৭০
তে কারণে কৃষ্ণ বৈলা লহ লুকাইয়া।
তাহার বিধান মোরে দিবে পাঠাইয়া ॥ ৭১৭১
সুনিঞা বলিলা তবে ধর্ম্মের নন্দন।
সখা বল বুদ্ধি জার মন্ত্রী নারায়ণ ॥ ৭১৭২
তিহোঁ জেই কহিব করিবে সেই কাজ। [২১০ক]
সুনি পার্থ আনন্দ হইলা হৃদিমাঝ ॥ ৭১৭৩
হেন মতে সপ্ত দিন পথে হৈল তথা।
ওথা দুর্য্যোধন রাজা পাইল বারতা ॥ ৭১৭৪
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরষ সর্ব্বজন।
গোবিন্দের ভগ্নী বিভা হব দুর্য্যোধন ॥ ৭১৭৫
পাণ্ডবের কেবোল সহায় নারায়ণ।
দুর্য্যোধন আপ্তবন্ধু হইল এখন ॥ ৭১৭৬
দ্রোণ বৈলা কৃষ্ণ নহে কুটুম্বেতে প্রীত।
নাহি পরাপর তাঁর ভক্তির রহিত ॥ ৭১৭৭
বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য কহে ইহা কদাচিত হয় ॥ ৭১৭৮
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইব কর্ম্ম মনে নাঞি লয় ॥ ৭১৭৯
দূত স্থানে পুছিল সকল বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥ ৭১৮০
দ্বারকায় আছেন গোবিন্দ কুন্তীসুত।
তাঁরে ভদ্রা দিব বলি বলিলা অচ্যুত ॥ ৭১৮১
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না কৈলা স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বৈল রোহিণীকুমার ॥ ৭১৮২

গোবিন্দের চিত্তে নাঞি দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু কি হয় পশ্চাতে ॥ ৭১৮৩
ভীষ্ম বৈল চল সভে জাইব সংহতি।
কেহো বিভা করু তাহে আমরা বর‍্যাতি ॥ ৭১৮৪
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৭১৮৫

[১১৬]

সুন রাজা জন্মেজয় অদ্ভুত কথনে।
দুর্য্যোধন দূত পাঠাইলা ধর্ম্ম স্থানে ॥ ৭১৮৬
সবিনয়ে তোমারে করিএ নিবেদন।
সদলে আসিবে জাব বিভার কারণ ॥ [২১০]৭১৮৭
সুনিঞা ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকিয়া পুছিল্যা নরবর ॥ ৭১৮৮
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রাবিবরণ।
দুর্য্যোধন হেন পত্র লিখিল এখন ॥ ৭১৮৯
অনর্থের প্রায় কথা লএ মোর মনে।
কহ সহদেব ইথে হইব কেমনে ॥ ৭১৯০
সহদেব বলে অবধান নরনাথ।
ভদ্রার বিবাহ আজি গেল দিন সাত ॥ ৭১৯১
সত্যভামা স্থানে আজ্ঞা কৈলা জগন্নাথ।
লুকাইয়া দিল বলরামের অজ্ঞাত ॥ ৭১৯২
বলভদ্রইৎসা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
সেই হেতু জাইতেছে রামের বচনে ॥ ৭১৯৩
এহার বিধান কৃষ্ণ করিব আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হয়্য নৃপমণি ॥ ৭১৯৪
যুধিষ্ঠির বৈল-হল্য লজ্জার বিষয়।
আমারে জাইতে তথা উচিত না হয় ॥ ৭১৯৫
না গেলে হইব দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন ॥ ৭১৯৬
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী বলে চলিলা সত্বর ॥ ৭১৯৭
নানা বর্ণে বাদ্য বাজে না হয় বর্ণনা।
হয় হস্তী রথ পদা না জায় গণনা ॥ ৭১৯৮
দুর্য্যোধনবেশ দেখি ভীম হৈলা ক্রোধ।
ডাকিয়া বলিলা তোরা সভাই অবোধ ॥ ৭১৯৯
কালি কিম্বা পরশু তোমারে দূত আল্য।
সুভদ্রার বিভা আজি দিন সাত হল্য ॥ ৭২০০
অকারণে সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঞি বলিলাঙ বরবেশে নাঞি কাজ ॥ ৭২০১
পাছু জাব তোর [২১১ক]কেন না জাইয়া আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিলা বীর বেগে ॥ ৭২০২
বিস্ময় শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন সুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি ॥ ৭২০৩
দুঃশাসন বলে জে বলিলা বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় আমার অন্তর ॥ ৭২০৪
না জান কি ভীমারে জনমবুদ্ধিখল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল ॥ ৭২০৫
বাতুলের প্রায় বৈল জেই আইসে মুখে।
চল শীঘ্র দেখিআ ফাটয়ে জেন বুকে ॥ ৭২০৬
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুগতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥ ৭২০৭
রোহিণী নক্ষত্র মেষ অক্ষয়তৃতীয়া।
তৃতীয় প্রহরে কালি উত্তরিব গিয়া ॥ ৭২০৮
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কালি নিশা বিবাহ উত্তম লগ্ন তিথি ॥ ৭২০৯
দূত গিয়া দিল পত্র বলভদ্রহাথে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে ॥ ৭২১০
করহ ভদ্রার গন্ধঅধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি ॥ ৭২১১
বলভদ্রআজ্ঞা পায়্যা জত নারীগণ।
পিঠালি হরিদ্রা তৈলে কৈল উদ্বর্ত্তন ॥ ৭২১২
তৈল আমলকি গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেলা সরস্বতীজলে ॥ ৭২১৩

কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়্যা দেবী সত্রাবতী।
ভদ্রা সহ গেলা লয়্যা অনেক যুবতী ॥ ৭২১৪
অর্জ্জুনে ডাকিয়্যা তবে বৈলা নারায়ণ।
স্নুনিলে কি অর্জ্জুন আইলা দুর্য্যোধন ॥ ৭২১৫
আজি অধিবাস হেতু সভে আজ্ঞা দিল।
সেই হেতু তারে সরস্বতী পাঠাইল ॥ ৭২১৬
মৃগয়ার ছলে চড়ি জাহ মোর রথে।
সুভদ্রা লইয়া[২১১]তুমি জাহ অই পথে ॥ ৭২১৭
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিলা ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইআ তুমি জাহ মোর রথে ॥ ৭২১৮
জে কহিবে পার্থ নাঞি করিবে অন্যথা।
জথারে বলিব রথ লয়্যা জাবে তথা ॥ ৭২১৯
কৃষ্ণের পাইয়া আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজিয়া আনিল রথ পার্থবরাবর ॥ ৭২২০
সুসজ্জ হইয়া রথে লয়্যা ধনুঃ শর।
খড়্গা ছুরি শূল চক্র গদা লৈল কর ॥ ৭২২১
কৃষ্ণরথে আরোহণ হয়্যা মহাবীর।
চালাইয়া দিল রথ সরস্বতীতীর ॥ ৭২২২
যথা স্নান করে ভদ্রা স্ত্রীগণের মাঝে।
ধীরে ধীরে অর্জ্জুন চলিলা পথব্রজে ॥ ৭২২৩
ধরিআ ভদ্রারে তুলি চড়াইল রথে।
চালাইয়া দিলা রথ ইন্দ্রপ্রস্থপথে ॥ ৭২২৪
হাহাকার করিয়া ডাকিল কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া নিল কুন্তীর নন্দন ॥ ৭২২৫
শব্দ স্নুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে হেদে রে পাণ্ডব ॥ ৭২২৬
না পালা না পালা বলি পাছেতে ধাইল।
শৃগালের শব্দে জেন সিংহ নেউটিল ॥ ৭২২৭
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া কৈল শরজাল।
নিমেষে কাটিল তিন লক্ষ সভাপাল ॥ ৭২২৮
সভাপাল মারি চালাইয়্যা দিল রথ।
নিমেষেকে লঙ্ঘিলেক দশ ক্রোশ পথ ॥ ৭২২৯
চলিতে তুরঙ্গ রথ নাহিক বিশ্রাম।
স্নুনি ক্রোধে তুরিতে বাহির হল্যা রাম ॥ ৭২৩০
ধর ধর বিনা আর শব্দ নাঞি মুখে।
ধর গিয়া বলি বলে আগে জারে দেখে ॥ ৭২৩১
ধর গিয়্যা বলি আজ্ঞা দিলা বলরাম। [২১২ক]
সভার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিলা কাম ॥ ৭২৩২
রামআজ্ঞা পাইয়া ধাইল সর্ব্বজনা।
গদ শাম্ব আইল লইয়্যা বহু সেনা ॥৭২৩৩
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
রামের নিকট আল্যা জতেক যাদব ॥৭২৩৪
ক্রোধে বলভদ্রতনু কাঁপে থরথর।
ফুলিআ হইলা জেন কৈলাস সোঁসর ॥ ৭২৩৫
রাম বলে এত গর্ব্ব পাণ্ডবার হল্য।
শ্বানেতে যজ্ঞের হবি খাত্যে ইংসা কৈল্য ॥ ৭২৩৬
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হল্য দুরাচার।
চুরি করি লয়্যা জায় ভগিনী আমার ॥ ৭২৩৭
এই দোষে তারে আমি মারিব মুষলে।
বাতি দিতে না থুইব পাণ্ডবের কুলে ॥ ৭২৩৮
ইন্দ্রপ্রস্থে মাটি আজি তাড়িব লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব আজি সমুদ্রের জলে ॥ ৭২৩৯
জানি আমি পাণ্ডবেরে অবিশ্বাস জাতি।
না জানিঞা করে কৃষ্ণ তাহারে পিরিতি ॥ ৭২৪০
অন্তঃপুরে দেই তাঁরে রহিবারে স্থিতি।
নহে কেন মোর মুণ্ডে মারিবেক লাথি ॥ ৭২৪১
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হইলা রাম সাজি ॥ ৭২৪২
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা জেন পাল্য আখণ্ডল ॥ ৭২৪৩
কৃষ্ণে ডাক বলি দূত দিল পাঠাইয়া।
প্রিয়সখার কর্ম্ম তিহোঁ দেখুন আসিয়া ॥ ৭২৪৪
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে স্নুনে পুণ্যবান ॥*॥ ৭২৪৫

[১১৭]

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ প্রহ্যুম্ন সারণ।
চালাইয়া দিলা রথ পবনগমন ॥ ৭২৪৬
না পালা না পালা পার্থ ডাকে যত্নগণ।
সুনিঞা দারুক প্রতি বলেন অর্জ্জুন ॥ ৭২৪৭
ফিরাহ দারুক রথ ডাকে ক্ষেত্রিগণে। [৭২৪৮
না দিয়া প্রবোধ তারে জাইব কেমনে ॥ [২১২]
দারুক কহিল পার্থ কহত অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখি কামদেব সুত ॥ ৭২৪৯
ইহাঁর সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া জুঝ আছে ক্ষেত্রিনীত ॥ ৭২৫০
এ কৰ্ম্মে আমার শক্তি নহিব অর্জ্জুন।
পলাইতে যথা চাহ লব সেই ক্ষণ ॥ ৭২৫১
যথা আজ্ঞা কর রথ নিব বীরবর।
ইন্দ্রপ্রস্থে বল কিম্বা ইন্দ্রের নগর ॥ ৭২৫২
[কেবল না পারি আমি][১] রথ ফিরাইতে।
কেমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে ॥ ৭২৫৩
কৃষ্ণপুত্রে সঞ্চারিবে চড়ি কৃষ্ণরথে।
মোর শক্তি নহিব তুরঙ্গ চালাইতে ॥৭২৫৪
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধেতে ডাকিছে ক্ষেত্রি পশ্চাতে আমার ॥ ৭২৫৫
নহে ক্ষেত্রিধৰ্ম্ম এই জাইতে ছাড়িয়া।
বিশেষ আমার পাছু জাবেক তাড়িয়া ॥ ৭২৫৬
হেন অপযশ মোর ঘুষিব সংসারে।
শৃগালের প্রায় জাব কি কাজ শরীরে ॥ ৮২৫৭
কৃষ্ণপুত্র কিম্বা আপনি কৃষ্ণ আস্থে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরেতে পৈশে ॥ ৭২৫৮
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিব ক্ষেত্রি হয়্যা।
কেমতে জাইব আমি ইহাতে ফিরিয়া ॥ ৭২৫৯

বিশ্বাস না হয় তোমা এই রণস্থলী।
ফেলাহ প্রবোধবাড়ি হাথের কড়্যালি ॥ ৭২৬০
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি কাড়ি বাড়ি লইল সত্বর ॥ ৭২৬১
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে করিআ বন্ধনে।
বান্ধিল রথের স্তম্ভে আপন দক্ষিণে ॥ ৭২৬২
এক পদে কড়িআলি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি ॥ ৭২৬৩
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে। [৭২৬৪
আজ্ঞা কৈলে আমি চালাইব অশ্বগণে ॥ [২১৩ক]
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
তিন পুর ভ্রমণ করিএ মহারঙ্গে ॥৭২৬৫
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া মুঞি চালাইথাঙ হয় ॥ ৭২৬৬
মোর রথ চালাইবা দেখি দামোদর।
ধন্য ধন্য বলিআ প্রশংসে বহুতর ॥ ৭২৬৭
আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোন পথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাথে ॥ ৭২৬৮
চালাইয়া দিল রথ বাউবেগ চলে।
না দেখিএ গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে ॥ ৭২৬৯
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
বিজুলির প্রায় বৈসে মেঘের ভিতর ॥ ৭২৭০
প্রদক্ষিণ করিআ সকল দৈত্যগণ।
শূন্যমধ্যে ফিরে জেন নর্ত্তক খঞ্জন ॥ ৭২৭১
বিদ্যুতবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর ॥ ৭২৭২
দৃষ্টিমাত্র জতেক যাদববীরগণ।
মোহিত হইয়া পড়ে রথে সর্ব্বজন ॥ ৭২৭৩
অনেক মারিল সেনা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথ পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর ॥ ৭২৭৪

১। বন্ধনীর অংশ ছাপা পুথি হইতে গৃহীত। মূল পুথিতে এ স্থল মুছিয়া গিয়াছে।

রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তেতে সাঁতরে।
কালরূপী দেখি পার্থ ভঙ্গ দিল ডরে ॥ ৭২৭৫
কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
পাঠাইলা দূত রামে জানিতে কারণ ॥ ৭২৭৬
মহাভারথের কথা অমৃতসমান।
কাশীদাস কহে সদা সাধু করে পান ॥*॥ ৭২৭৭

[১১৮]

সসৈন্যেতে সাজিয়া বাহির হল্যা রাম।
হেন কালে দূত গিয়া করিলা প্রণাম ॥ ৭২৭৮
উর্দ্ধশ্বাসে কহে দূত কান্দিতে কান্দিতে।
রক্ষা নাঞি দেখি প্রভু অর্জ্জুনের হাথে ॥ ৭২৭৯
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে। [২১৩]
ক্ষেণেকে আকাশে উঠে ক্ষেণে পৃথিবীতে ॥ ৭২৮০
কখন উঠায় মেঘে ক্ষেণে শূন্যমাঝে।
নর্ত্তক খঞ্জন প্রায় ঘন ফিরিতেছে ॥ ৭২৮১
ঘন ঘন সৈন্যমাঝে ফণিবত চলে।
ঘন প্রদক্ষিণ করে বন্দী জেন জালে ॥ ৭২৮২
দক্ষিণ বামেতে জায় বাউ জেন ছুটে।
ক্ষেণে ক্ষেণে থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে ॥ ৭২৮৩
তার কর্ম্ম দেখিআ পাইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল জতেক কুমার ॥ ৭২৮৪
বলভদ্র বৈল দূত কহ সত্য কথা।
এমত তুরঙ্গ রথ পাইল সে কোথা ॥ ৭২৮৫
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথ সে সুগ্রীব আদি হয় ॥ ৭২৮৬
সারথি দারুক বসি আছে সেই রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে ॥ ৭২৮৭
দূতমুখে বলভদ্র সুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলা করিআ হেট মাথা ॥ ৭২৮৮
অভিমানে রামের নয়নে বহে জল।
অঙ্গের কস্তুরি জল ভাসিল সকল ॥ ৭২৮৯
সর্ব্ব অঙ্গে বাহিয়্যা পড়িছে কাল ঘাম।
যদুগণে চাহিয়্যা বলেন তবে রাম ॥ ৭২৯০
গোবিন্দ সে করায় মোহর অপমান।
আপুনি সারথি দিল অশ্ব রথ দান ॥ ৭২৯১
অর্জ্জুনের কি শক্তি জে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষ আমি দিএ অর্জ্জুনেরে ॥ ৭২৯২
মোহর সাক্ষাতে কহে কপটবচন।
কোন লাজে লোকে আমি দেখাব বদন ॥ ৭২৯৩
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু করিবারে বিভা।
অধিবাস হেতু বসি আছে দ্বিজসভা ॥ ৭২৯৪
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেন কালে আইলেন নবঘনশ্যাম ॥ ৭২৯৫
ভূমি পড়ি বলপদে করিল প্রণাম।
মাথা তুলি ক্রোধেতে না চাহে বলরাম ॥ ৭২৯৬
গোবিন্দ বলিলা প্রায় ক্রোধ মোরে স্বামি।
তব পদে কোন অপরাধ কৈনু আমি॥[২১৪ক]৭২৯
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বৈলে নহে তব ধর্ম্ম ॥ ৭২৯৮
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলে তারে।
তোমারে না দিআ দোষ দিবেন কাহারে ॥ ৭২৯৯
গোবিন্দ বলিলা ইহা সর্ব্বলোকে জানে।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণে ॥ ৭৩০০
কেমতে জানিব জে সুভদ্রা নিব হরি।
নরমায়া বুঝিবারে নারায়ণ নারি ॥ ৭৩০১
ইথে অকারণে নাথ আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা জদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥ ৭৩০২
কহ সত্য দূত পুন দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের তথা ॥ ৭৩০৩
দূত বলে দারুক আপন বশে নাঞি।
বন্ধন করিয়া তারে রাখ্যাছে গোসাঞি ॥ ৭৩০৪
কৃষ্ণ বৈলা সুন সুন জতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিআ অনুভব ॥ ৭৩০৫

আদিপর্ব্ব ভারথ অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে সুনে পুণ্যবান॥ *॥ ৭৩০৬

[১১৯]

পুনরপি কহে দূত করি জোড় হাথ্।
কি কারণে নিঃশব্দ হইলে যদুনাথ॥ ৭৩০৭
আজ্ঞা কর ইবে মুঞি করিব কি কাজ।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইলা কুমারসমাজ॥ ৭৩০৮
কামদেব মহাবীর যাদবপ্রধান।
তিন লোকমধ্যে জার অপূর্ব্ব সন্ধান॥ ৭৩০৯
তিন ধনু গেল কাটা সপ্ত ধনুর্গুর্ণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হল্য তূণ॥৭৩১০
কৃষ্ণ বৈলা জে বলিলে সকল প্রমাণ।
পার্থ যুদ্ধ করিলে কাহার বাঁচে প্রাণ॥ ৭৩১১
ক্ষেত্রিধর্ম্ম আছে হেন শাস্ত্রের বিচারে।
রণে জিনি বিভা করে প্রশংসিএ তারে॥ ৭৩১২
কেমতে দূষিব আমি বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগ্নীর কর্ম্ম দেখ মহাশয়॥ [২১৪] ৭৩১৩
অর্জ্জুনে তাহারে জদি নাঞি ছিল মন।
তবে তার অশ্ব কেন চালায় এখন॥ ৭৩১৪
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এখনি ভাঙ্গিতে পারি তাহার গরিমা॥ ৭৩১৫
কিন্তু পার্থে জীয়ন্তে ধরিতে না পারিব।
অনেক করিব শক্তি প্রাণেতে মারিব॥ ৭৩১৬
সুভদ্রা তেজিব তবে আপন জীবন।
কহ দেব ইথে হব কি ধর্ম্ম সাধন॥ ৭৩১৭
এখন মোহোর মনে এই মহাশয়।
সভাকার মত জদি তব আজ্ঞা হয়॥ ৭৩১৮
প্রিয়ম্বদ দূত এক জাউক আমার।
প্রীত করি আনি এথা কুন্তীর কুমার॥ ৭৩১৯
এইখানে আমি দুহাঁ করাইব বিভা।
সম্প্রীতে সুভদ্রা আনি দেহ সমর্পিয়া॥ ৭৩২০
সকল মঙ্গল হব লোকেতে সম্মান।
মোর চিত্তে ইহা বিনে নাঞি লয় আন॥ ৭৩২১
কৃষ্ণের এতেক বাক্য সুনি হলধর।
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে করিলা উত্তর॥ ৭৩২২
মোর তরে আর কি জিজ্ঞাস অকারণ।
করহ আপনি তবে জেই লয় মন॥ ৭৩২৩
জাহা চিত্তে করিআছ সেই সে হইব।
তুমি জে করিবে তাহা কে অন্য করিব॥ ৭৩২৪
তব বাক্য আমি জদি না করি হেলন।
তবেত মোহোর লজ্জা হব কি কারণ॥ ৭৩২৫
সত্য করি মোর বোলে করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥ ৭৩২৬
এত বলি পাঠাইয়্যা সাত্যকিরে দিল।
ততক্ষণে রথে চড়ি গমন করিল॥ ৭৩২৭
আদিপর্ব্ব ভারথ অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥*॥ ৭৩২৮

[১২০]

এথা দুর্য্যোধন রাজা সর্ব্বসৈন্য লয়্যা।
যাদবসৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥ ৭৩২৯
সুনিল লইল পার্থ সুভদ্রা হরিয়া। [৭৩৩০
মহাক্রোধভরে তবে উঠিল গর্জ্জিয়া॥ [২১৫ক]
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর॥ ৭৩৩১
জেই কন্যা হেতু রাম মোহরে আনিল।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম তাহারে হরিল॥ ৭৩৩২
কর্ণ বলে মহারাজা বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি॥ ৭৩৩৩
বৃকোদর বলে কোথা জাসি সূতসুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে জাসি সুনিতে অদ্ভুত॥ ৭৩৩৪
আরে মূর্খ দুরাচার এত গর্ব্ব তোর।
এমত প্রতিজ্ঞা তোর অগ্রেতে মোহোর॥ ৭৩৩৫

মোর হাথে জদি তোর রহিব জীবন।
তবে পার্থসন্নিকটে করিস গমন॥ ৭৩৩৬
এত বলি লম্ফ দিয়া পড়িলা ধরণী।
গদা ফিরাইয়া জায় জেন দণ্ডপাণি॥ ৭৩৩৭
বিদুর বলিলা তাত সুন দুর্য্যোধন।
পার্থ সহ দ্বন্দ্ব তব কোন প্রয়োজন॥ ৭৩৩৮
বরণ করিয়া তোমায় আনিল জে জন।
তাঁর ঠাঞি গিয়া আগে জিজ্ঞাস কারণ॥ ৭৩৩৯
সে জে মত কহিব করিবে সেই মত।
পার্থ সহ দ্বন্দ্বে আমা নহেত সম্মত॥ ৭৩৪০
ভীষ্ম দ্রোণ কহিলেন এই সুবিচার।
জে আনিল তার ঠাঞি উচিত জাবার॥৭৩৪১
অনেক কহিল্যা দুহেঁ কৈলা নিবারণ।
হস্তিনা চলিলা তবে রাজা দুর্য্যোধন॥ ৭৩৪২
হেন কালে উপনীত হইয়া সাত্যকি।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি॥ ৭৩৪৩
ক্রোধ তেজ ধনঞ্জয় কি হেতু আক্রোশ।
না জানিঞা শিশুগণ কৈল বড় দোষ॥ ৭৩৪৪
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিঞা।
রাম কৃষ্ণ বহু মন্দ বলিল ডাকিয়া॥ ৭৩৪৫
সাত্যকির এতেক বিনয়বাক্য সুনি।
তেজিয়া সংগ্রাম শান্ত হইলা ফাল্গুনি॥ ৭৩৪৬
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয় কহিতে লাগিলা মহাবলী॥[২১৫]৭৩৪৭
জেন কৃষ্ণ তেন তুমি ইথে নাঞি আন।
কৈল অপরাধ মোরে ক্ষেম অভিমান॥ ৭৩৪৮
দারুক বলিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নয় মোর রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম॥ ৭৩৪৯
ইথিমধ্যে জদি মোর নহিথ বন্ধন।
কোন লাজে রামে আমি দেখাথুঁ বদন॥ ৭৩৫০
এই মত লেহ মোরে তাঁহার সাক্ষাতে।
নহিলে রামের ক্রোধ হব মোর চিত্তে॥ ৭৩৫১
অর্জ্জুন বলিল হেন না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হব ক্রোধচিত্ত॥ ৭৩৫২
রাম চিত্তে করিবেন কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলা ততক্ষণ॥ ৭৩৫৩
তবে যদুগণ সব একত্র হইয়া।
অর্জ্জুনেরে লৈল সব আদর করিয়া॥ ৭৩৫৪
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি॥ ৭৩৫৫
সর্ব্বসৈন্য লয়্যা ভীম অর্জ্জুনের আগে।
পশ্চাতে যাদব কাম শাম্ব বীরভাগে॥ ৭৩৫৬
আগুসরি লইতে আইলা নারায়ণ।
হুলাহুলি কৈল জত রমণীর মন [গণ]॥ ৭৩৫৭
রত্নময় সিংহাসনে দোহে বসাইয়া।
সুভদ্রার বিভা দিল আনন্দ করিয়া॥ ৭৩৫৮
হাথে ধরি বসুদেব ভদ্রা দিলা দান।
জতেক যৌতুক দিলা না হয় বাখান॥ ৭৩৫৯
পুণ্যকথা ভারথের সুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে[২১৬ক]নাহি সুখ ইহার সমান॥ ৭৩৬০
সুভদ্রাহরণকথা সুনে জেই জন।
মনের বাঞ্ছিত ফল ব্যাসের বচন॥ ৭৩৬১
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার॥ ॥ ৭৩৬২

[১২১]

তবে কথো দিনে তথা পার্থ নারায়ণে।
নিদাঘ সমুদ্র গেলা ক্রীড়ার কারণে॥ ৭৩৬৩
যমুনার কূলে দোঁহে করেন বেহার।
সত্যভামা ভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার॥ ৭৩৬৪
যমুনার কূলে কৈল উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিল বিবিধ দ্রব্যচয়॥ ৭৩৬৫
ক্রীড়া অন্তে দুই জনে বসিলা আসনে।
হেন কালে বিপ্ররূপে আসি হুতাশনে॥ ৭৩৬৬

মাথায় ত্রিজটা শোভে পিঙ্গল নয়ন।
দশবান সনা জিনি অঙ্গের বরণ ॥ ৭৩৬৭
কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্রে দাণ্ডাইলা হুতাশন।
দোঁহারে আশিষ করি বলিল বচন ॥ ৭৩৬৮
যদুকুলের শ্রেষ্ঠ আর কুরুকুলের সার।
ত্রিভুবনে নাঞি দেখি সমান দোঁহার ॥ ৭৩৬৯
এই হেতু আইনু মুঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই জনে মেলি মোরে করাহ ভোজন ॥ ৭৩৭০
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে সুন দ্বিজবর।
কোন ভক্ষ্য দিলে তুষ্ট হব কলেবর ॥ ৭৩৭১
ভক্ষ্য হেতু এত কষ্ট কহ কি কারণে।
জে কিছু মাগিবে ভক্ষ্য দিব এই ক্ষণে ॥ ৭৩৭২
আশ্বাস পাইয়্যা বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি বলিআ দিলেন পরিচয় ॥ [২১৬]৭৩৭৩
ব্যাধিযুক্ত বহু কাল আমার শরীরে।
নির্ব্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীরে ॥ ৭৩৭৪
খাণ্ডববনেতে সব জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয় ॥ ৭৩৭৫
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পক্ষ পশুগণ।
জতেক আছএ তাঁহা করাহ ভোজন ॥ ৭৩৭৬
এত সুনি জিজ্ঞাসিলা রাজা জন্মেজয়।
কহ মুনিরাজ মোরে খণ্ডুক বিস্ময় ॥ ৭৩৭৭
কি হেতু হইলা রোগী দেব হুতাশন।
কোন হেতু করি চাহে খাণ্ডবদাহন ॥ ৭৩৭৮
মুনি বলে সুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল্যা শ্বেতকী নৃপমনি ॥ ৭৩৭৯
যজ্ঞ বিনে অন্য কর্ম্ম না জানে রাজন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ ॥ ৭৩৮০
বহু কাল যজ্ঞ রাজা করে হেন মতে।
দ্বিজগণ কষ্ট রাজা নারিল সহিতে ॥ ৭৩৮১
যজ্ঞ তেজি নিজগৃহে গেলা দ্বিজগণ।
বিনয় করিয়া রাজা বলএ বচন ॥ ৭৩৮২

পতিত না হই আমি নহি কোন দোষী।
কোন হেতু মোর যজ্ঞ নাঞি কর ঋষি ॥ ৭৩৮৩
দ্বিজগণ বলে রাজা না দুষিএ তোরে।
শক্তি নাঞি আমা সভার যজ্ঞ করিবারে ॥ ৭৩৮৪
দ্বিজগণবচন সুনিঞা নৃপমণি।
পুন বহু বিনয়ে কহিল স্তুতিবাণী ॥ ৭৩৮৫
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তোর যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ॥[২১৭ক]৭৩৮৬
ত্রিদশঈশ্বর শিব সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনু যজ্ঞ করে নাহিঁ অন্য জন ॥ ৭৩৮৭
দ্বিজগণবোলে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল ॥ ৭৩৮৮
তুষ্ট হয়্যা বৈল শিব মাগ তুমি বর।
রাজা বলে কৃপা জদি কৈলে দিগম্বর ॥ ৭৩৮৯
মোর যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি মোহোর যজ্ঞ কর পঞ্চানন ॥ ৭৩৯০
হাসিয়্যা বলিলা শিব সুন মহারাজ।
মোর কর্ম্ম নহে এই ব্রাহ্মণের কাজ ॥ ৭৩৯১
মহেশ কহিল্যা তোর যজ্ঞে এত মন।
মোর অংশে রাজা আছে দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ ॥ ৭৩৯২
তাঁহারে লইয়া যজ্ঞ কর নৃপবর।
যজ্ঞের সামগ্রী গিয়া করহ সত্বর ॥ ৭৩৯৩
শিবআজ্ঞা পায়্যা রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী কৈল দ্বাদশ বৎসর ॥ ৭৩৯৪
পূর্ণ করি রাজা গিয়া জানাইল্যা হরে।
মহেশ করিলা আজ্ঞা দুর্ব্বাসার তরে ॥ ৭৩৯৫
হৃদয়ে ক্রোধিত হয়্যা সেই তপোধন।
ছিদ্র কিছু পায়্যা আজি নাশিব রাজন ॥ ৭৩৯৬
এত মত গর্ব্ব হৈল শ্বেতকী রাজন।
যজ্ঞ হেতু আমারে করিল আহরণ ॥ ৭৩৯৭
এত মনে করিআ চলিলা মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেলা সহ দণ্ডধর ॥ ৭৩৯৮

আরম্ভ করিলা যজ্ঞ মহাতপোধন।
জখন জে মাগে মুনি জোগায় রাজন ॥ ৭৩৯৯
শ্বেতকীর যজ্ঞকর্ম্ম আতুল সংসারে।
ছুর্ব্বাসা স্থনেন[২১৭]হবি মুষলের ধারে ॥ ৭৪০০
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিন লোকে অপূর্ব্ব জে যজ্ঞ অনুপাম ॥ ৭৪০১
সেই যজ্ঞহবি খাইয়া মন্দানল।
জরাযুত হয়্যা অগ্নি হইলা ছুর্ব্বল ॥ ৭৪০২
রোগযুত হয়্যা অগ্নি গেলা ধাতা স্থানে।
ব্রহ্মারে আপন ছুস্থ কৈল নিবেদনে ॥ ৭৪০৩
হাসিয়া বলিলা ব্রহ্মা লোঁভে ছুস্থ পাই।
ব্যাধিমন্ত হইলে অনেক হবি খাই ॥ ৭৪০৪
ইহার ঔষধি আছে স্থন হুতাশন।
খাণ্ডববনেতে আছে বহু জীবগণ ॥ ৭৪০৫
সেই বন দগ্ধ জদি পার করিবারে।
তবে সে নির্ব্ব্যাধি তোর হইব শরীরে ॥ ৭৪০৬
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পায়্যা।
অতি শীঘ্র লাগিল খাণ্ডববনে গিয়্যা ॥ ৭৪০৭
খাণ্ডবে আছিল জত জীবের আলয়।
আনল দেখিয়া সভে হইলা বিস্ময় ॥ ৭৪০৮
কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
শুণ্ডে করি জল আনি নিবারে আগুনি ॥ ৭৪০৯
মুখেতে করিয়া জল নিবারে আনল।
আর জত আছে জীব জার জত বল ॥ ৭৪১০
নিবর্ত্ত হইলা অগ্নি নারিলা দহিতে।
বহু বার উপায় করিলা হেন মতে ॥ ৭৪১১
খাণ্ডব দহিতে শক্য নহে হুতাশন।
ক্রোধ হয়্যা গেলা পুন ব্রহ্মার সদন ॥ ৭৪১২
বিনয় করিয়া নিবেদিল বিরিঞ্চিরে। [২১৮ক]
নহিল আমার শক্তি বন দহিবারে ॥ ৭৪১৩
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিলা প্রজাপতি।
না কর বিস্ময় তুমি স্থির কর মতি ॥ ৭৪১৪
নর নারায়ণ হব জন্ম পৃথিবীতে।
খাণ্ডব দহিবে তুমি তাহার বলেতে ॥ ৭৪১৫
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি ধৈর্য্য হয়্যা মন।
কথো কাল রোগাঙ্গ হইলা হুতাশন ॥ ৭৪১৬
দ্বাপরের শেষে হল্যা ছুহেঁ অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেলা আর বার ॥ ৭৪১৭
ব্রহ্মার পাইয়্যা আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেলা যথা নরনারায়ণ ॥ ৭৪১৮
অগ্নির বচনে পার্থ কৈল অঙ্গীকার।
আশ্বাস পাইয়্যা অগ্নি বলে পুনর্ব্বার ॥ ৭৪১৯
সে বন দহিতে বিঘ্নি আছে বহুতর।
বন রক্ষা সদাই করেন পুরন্দর ॥ ৭৪২০
অর্জ্জুন বলিলা দেব নাহি মোর ভয়।
বহু ইন্দ্র আইলে আমি করিব বিজয় ॥ ৭৪২১
মোর যোগ্য ধনুক নাহিক হুতাশন।
ইন্দ্র সহ যুদ্ধে যোগ্য নাহি অস্ত্রগণ ॥ ৭৪২২
বিনা উপায়েতে কার্য্য না হয় সাধন।
ইহার উপায় মোরে কহ হুতাশন ॥ ৭৪২৩
এত স্থনি মনেতে চিন্তিলা হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ ॥ ৭৪২৪
অগ্নির স্মরণে তথা আল্যা জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিলা বৈশ্বানর ॥ ৭৪২৫
এমত সময়ে সখা কর উপগার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে নিলয়ে আ[তো]মার ॥ ৭৪২৬
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে সখা খণ্ডে মোর ছুখ ॥ ৭৪২৭
এত স্থনি জলেশ্বর দিলা শীঘ্রগতি।
আপনার পাশ[২১৮]অস্ত্র দিলা মহামতি ॥ ৭৪২৮
স্থরাস্থরে পূজিত গাণ্ডীব নাম ধনু।
কপিধ্বজ রথ জোড়ি জিনি চন্দ্র ভানু ॥ ৭৪২৯
শুক্লবর্ণ চারি ঘোড়া রথে নিয়োজন।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্র স্থশোভন ॥ ৭৪৩০

তবে হুতাশন পার্থে নিজ অস্ত্র দিল।
জে শক্তিশেলে অগ্নি দানবে দহিল ॥ ৭৪৩১
দুই রথে আরোহণ হল্যা নিজ সাজে।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে পার্থ কপিধ্বজে ॥ ৭৪৩২
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল আনল উঠে পর্ব্বত আকার ॥ ৭৪৩৩
প্রাণভয়ে পশুগণ পালাইয়া জায়।
অস্ত্রে কাটি দুই জন অগ্নিতে ফেলায় ॥ ৭৪৩৪
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণে।
হরষিতে হুতাশন করয়ে ভক্ষণে ॥ ৭৪৩৫
নানা বর্ণে পুড়িয়া মরএ পক্ষগণ।
পর্ব্বত জিনিঞা অঙ্গ না জায় কথন ॥ ৭৪৩৬
আকাশে উঠএ কেহো করি মহাতেজে।
অর্জ্জুনের অস্ত্রে কাটি ফেলে অগ্নিমাঝে ॥ ৭৪৩৭
অজ্ঞান জতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল জেন উথলে আর্ণব ॥ ৭৪৩৮
ভয়েতে লভিল সভে ইন্দ্রের শরণ।
দেবগণে জানাইল খাণ্ডবদাহন ॥ ৭৪৩৯
তোমার পালন বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈছে নর দুই জন ॥ ৭৪৪০
এত সুনি কোপিত হইলা দেবরাজ।
জুঝিবারে লয়্যা চলে দেবের সমাজ ॥ ৭৪৪১
আদিপর্ব্ব ব্যাসউক্তি খাণ্ডবদাহন।
কাশীদাস কহে সাধু করহ শ্রবণ ॥*॥৭৪৪২

[১২২]

অতি ক্রোধে পুরন্দর চড়ি ঐরাবতপর
বজ্র করে চলিলা সত্বরে।
ক্রোধেতে সহস্রআখি লোহিত[২১৯ক]বরণ দেখি
আজ্ঞা দিলা জত সহচরে ॥ ৭৪৪৩
জত আছে দেবগণ লৈয়া নিজ প্রহরণ
আইসহ আমার পশ্চাতে।
সুনিবারে উপহাস তিলেক নাহিক ত্রাস
মোর বন পোড়ে কোন মতে ॥ ৭৪৪৪
সহায় জনের সহ বিনাশিব হব্যবাহ
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার জত উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত
চারি মেঘ চৌষট্টি মেঘনি ॥ ৭৪৪৫
যক্ষারূঢ় মহামতি চলিলা ধনের পতি
ভয়ঙ্কর গদা ধরি করে।
মহিষেতে মৃত্যুনাথ লোকঅন্ত দণ্ড হাথ
চলিলা সহিত চরাচরে ॥ ৭৪৪৬
নিজ নিজ যানারোহ চলিলা জতেক গ্রহ
অষ্ট বসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি মৃগে আরোহণ করি
ইন্দ্র সহ কৈল আগুসার ॥ ৭৪৪৭
তবে দেব পুরন্দরে আজ্ঞা দিলা জলধরে
বৃষ্টি করি নিবার আনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে আবর্ত্তাদি চারি মেঘে
মুষলধারায় পেলে জল ॥ ৭৪৪৮
দেখি পার্থ মহাবল না পড়িতে বৃষ্টিজল
শোষক বায়ব্য বাণ এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে ॥ ৭৪৪৯
মেঘ হৈল পরাজয় অতি ক্রোধে হরি হয়
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর নারায়ণে বজ্র না চলিলা রণে
বাহুড়ি আইলা ইন্দ্র স্থানে ॥ ৭৪৫০
দেখি দানবের সৈন্য বাজাইল পাঞ্চজন্য
সুদর্শন এড়ে দনুজারি।
তেজে চণ্ড শত চণ্ড ক্ষণমাত্রে লণ্ড ভণ্ড
ফেলিল দানবগণ মারি ॥ ৭৪৫১

এই মত পুনঃ পুনঃ সুরাসুর নাগগণ
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেন কালে বনমাঝে তক্ষক ফণীর রাজে
তার সুত অশ্বসেন নাম ॥ ৭৪৫২
থাকি তথা বনচয় খাণ্ডবে তক্ষকালয়[২১৯]
সহ পরিবার ফণিগণ।
গৃহে রাখি ভার্য্যা পুত্র সেই কালে কুরুক্ষেত্র
গিআছিলা কদ্রুর নন্দন ॥ ৭৪৫৩
আচম্বিতে বন দহে বেড়িলেক হব্যবাহে
মাএ পোএ গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু কোলেতে করিআ শিশু
ফণিপ্রিয়া করএ বিষাদ ॥ ৭৪৫৪
আনলে নাহিক ত্রাণ নাহি রণে পাই প্রাণ
অগ্নিতে ফেলায় সব হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুখ চাহিয়া পুত্রের মুখ
কান্দি কহে তক্ষকগৃহিণী ॥ ৭৪৫৫
উপায় না দেখি আর খাণ্ডবাগ্নি হৈতে পার
সুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে জদি বা আমারে কাটে
তুমি জাবে লইয়া জীবন ॥ ৭৪৫৬
মায়ের বচনে তবে প্রবেশ করিল গর্ভে
বাউভরে উড়িলা নাগিনী।
অন্তরীক্ষে জায় উড়ি পার্থদৃষ্টি তাহে পড়ি
দুই বাণ এড়িল ফাল্গুনি ॥ ৭৪৫৭
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড পুচ্ছে কাটে তিন খণ্ড
নাগিনী পড়িলা ভুমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি জায় পার্থ না দেখিলা তায়
ইন্দ্র মোহ কৈল শরজালে ॥ ৭৪৫৮
দেখি পার্থ হল্যা ক্রুদ্ধ পুন ইন্দ্র সহ যুদ্ধ
শরজালে ছাইলা মেদনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে হল্যা রণ চমকিত ত্রিভুবন
আচম্বিতে হলা শূন্যবাণী ॥ ৭৪৫৯

না কর না কর দ্বন্দ্ব কেনে হল্যো মন ধন্দ
যুদ্ধ সম্বর দেবরাজ।
এই নর নারায়ণে সংগ্রাম করিয়া জিনে
কেহো নাঞি এ তিন সমাজ ॥ ৭৪৬০
কোন পরিশ্রম হেতু যুদ্ধ কর শতক্রতু
অপমান পরিশ্রম সার।
এই হেতু চিত্তে আছে কুরুক্ষেত্রে আগে পিছে
তব সখা কশ্যপকুমার ॥ [২২০ক] ৭৪৬১
শূন্যবাণী সুনি ইন্দ্র সহ যুত দেববৃন্দ
নিবর্ত্ত হইলা রণ হৈতে।
স্বর্গ গেলা সুরপতি নাগগণ ভোগবতী
যথাস্থানে গেলা জার জতে ॥ ৭৪৬২
নিষ্কণ্টকে হুতাশন দহেন খাণ্ডব বন
নানা বর্ণে পক্ষগণ পুড়ে।
পক্ষে পক্ষে একু ঠাঞি কেহো কারে চিনে নাঞি
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে ॥ ৭৪৬৩
দানবে দেখিআ হরি দানবগণের বৈরী
সুদর্শন নামে চক্র এড়ে।
পাছে ধায় হুতাশন মহাচক্র সুদর্শন
দানবঈশ্বরে গিআ বেড়ে ॥ ৭৪৬৪
কাতরে ডাকিআ কয় রক্ষা কর ধনঞ্জয়
ত্রৈলোক্যবিজই কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র ক্ষুদ্র মীনে জেন নক্র
পিছে অগ্নি জেন কালদূত ॥ ৭৪৬৫
শব্দ সুনি ধনঞ্জয় ডাকি বলে নাঞি ভয়
ভীত হয়্যা ডাকে কোন জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল হুতাশন বাহুড়িল
সুদর্শন লৈলা নারায়ণ ॥ ৭৪৬৬
দানব পাইলা রক্ষা বন দহে সপ্তশিখা
সকল করিল ভস্মময়।
মন ইষ্টা করি ভোগ ঘুচিল অগ্নির রোগ
সঙ্কল্পে তরিলা ধনঞ্জয় ॥ ৭৪৬৭

বিস্তার খাণ্ডববন নানা জাতি বৃক্ষগণ
নানা জাতি আছিলা মৌষধি।
পশু পক্ষগণ জত লিখিতে না পারি কত
রাক্ষস দানব জত আদি ॥ ৭৪৬৮
জতেক খাণ্ডববাসী পুড়ি হল্যা ভস্মরাশি
কেবোল রহিল্যা ছয় জন।
আদিপর্ব্বে ব্যাস জত ভারথের কথা জত
কাশীরাম দাস বিরচন ॥*॥ ৭৪৬৯

[১২৩]

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
অগ্নি হৈত্যে পাইল্যা রক্ষা কোন ছয় জন॥ ৭৪৭০
দানবভুজঙ্গকথা প্রত্যক্ষে সুনিল। [২২০]
আর চারি জন সে কেমনে রক্ষা পাল্য ॥ ৭৪৭১
মুনি বলে সুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিলা তপোধন॥ ৭৪৭২
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাধীর।
তপ করি সদাকাল তেজিল শরীর ॥ ৭৪৭৩
তপঃফলক্লেশে রাজা গেলা স্বর্গবাস।
স্বর্গের সে সব সুখে হইলা নৈরাশ ॥ ৭৪৭৪
আর স্বর্গবাসী জত নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে বসিয়া দ্বিজ হল্যা বড় দুখী ॥ ৭৪৭৫
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মোর দুঃখ হল্য কিসের কারণে ॥ ৭৪৭৬
দেবগণ কর্ম্মভোগ ভুঞ্জি ভূমণ্ডল।
তাহা জাহা করি স্বর্গে ভুঞ্জি সেই ফল ॥ ৭৪৭৭
পৃথিবীতে উৎপতি হয়্যা জে না করে।
অন্তে জায় পুন সেই নরক ভিতরে ॥ ৭৪৭৮
বহু কর্ম্ম পুণ্য কৈলে নাহিক এড়ান।
নরকে প্রবেশে জদি নহে পুত্রবান ॥ ৭৪৭৯
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পায় তে কারণে।
অন্যোপায় নাঞি ইথে সুন তপোধনে ॥ ৭৪৮০
এত সুনি মন্দপাল চিন্তিল অন্তরে
স্বর্গবাসে দুঃখ মোর না সহে শরীরে ॥ ৭৪৮১
পুন জন্ম হও গিয়া পৃথিবী ভিতরে।
পুত্র জন্মাইয়া পুন আসিবে এথারে ॥ ৭৪৮২
অতি শীঘ্র পুত্র হয় হৈলে কোন যোনি।
পক্ষযোনি হব মনে কৈল দ্বিজমণি ॥ ৭৪৮৩
ততক্ষণে দেবদেহ তেজি দ্বিজবর।
পক্ষযোনি জন্ম হল্যা পৃথিবী ভিতর ॥ ৭৪৮৪
জাতিএ সারেঙ্গি স্থিতি খাণ্ডবকাননে।
সারেঙ্গিনী ভার্য্যা করি বঞ্চে কথো দিনে ॥ ৭৪৮৫
কথো দিনে খাণ্ডবেতে লাগিলা আগুনি। [২২১ক]
ধেআনে জানিলা মন্দপাল নৃপমুনি ॥ ৭৪৮৬
চারিটি বালক শিশু পাখা নাঞি উঠে।
হেন কালে অগ্নিমধ্যে পড়িলা সঙ্কটে ॥ ৭৪৮৭
অগ্নিমধ্যে পড়ি শিশু না দেখি উপায়।
পুত্ররক্ষা হেতু দ্বিজ ধেআনে ধেয়ায়॥ ৭৪৮৮
সঙ্কল্প করাল্য অগ্নি অর্জ্জুন পাণ্ডবে।
এক জীব না থাকিব দাহন খাণ্ডবে ॥ ৭৪৮৯
অগ্নি জদি রাখে তবে জীএ পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্তবন ॥ ৭৪৯০
তুমি ধাতা ইন্দ্র চন্দ্র তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মুখ সর্ব্বজীবে স্থিতি ॥ ৭৪৯১
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ তুমি হয় কৃপাবান।
চারি গুটি পুত্র মোরে দিবে তুমি দান ॥ ৭৪৯২
দ্বিজস্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
সুনি মন্দপাল হল্যা আনন্দহৃদয় ॥ ৭৪৯৩
খাণ্ডবে লাগিলা অগ্নি মহাভয়ঙ্কর।
পুত্র সহ সারেঙ্গিনী চিন্তিল অন্তর ॥ ৭৪৯৪
সকরুণে বলে তবে চারি পুত্রগণে।
এই গর্ত্তে প্রবেশ করহ চারি জনে ॥ ৭৪৯৫
মোর শক্তি নহে লয়্যা জাত্যে চারি জনে।
এথা থাকি অন্য বনে করিতে গমনে॥ ৭৪৯৬

অশক্ত অজাতপক্ষ তুমি চারি জনে।
গর্ত্তমধ্যে পশি তোরা রাখহ জীবনে ॥ ৭৪৯৭
শিশুগণ বলে গর্ত্তে পশিব কেমনে।
গর্ত্তমধ্যে মুসা আছে বিকটদশনে ॥ ৭৪৯৮
বাহিরে থাকিলে জদি পুড়িএ আনলে।
সর্ব্বপাপ ভস্ম হব অগ্নি তৃপ্ত কৈলে ॥ ৭৪৯৯
শিশুগণ বলে এত কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ ॥ ৭৫০০
মায়ামোহে পড়ি [২২১] [কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবা নন্দন ॥ ৭৫০১
নিজ শক্তি থাকিতে মরিবা কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাই উড়ি ॥][১] ৭৫০২
[পুত্রের] বচনেতে গেলা সারেঙ্গিনী।
কানন দহিআ তবে আইলা [অগিনি] ॥ ৭৫০৩
......তবে অগ্নিরে স্তবন[২] ॥
তুমি অগ্নি লোকপাল সভাকার গতি।
... ...নয়।
পুর্ব্বে হৈতে তোরে আমি দিআছি অভয় ॥
শিশুগণ ... ...
... ...ইখানে আছএ মার্জ্জার দুষ্টগণ।
আমা সভা ধরিবারে আই ... ...
... ... তারে কৈল বৈশ্বানরে ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় জন্মিল।

... ... নে।
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি লেহ মোর স্থানে ॥
পার্থ্র বলে বর জদি ... ...
... বৈল দিব অস্ত্র কথো দিন গেলে।

ইহাতে অন্যথা নাঞি স্নুন পা...
... ... কৈলা বৈশ্বানরে ॥
বর দিয়া নিজাশ্রমে গেলা হুতাশন।
আন ... ...
... ... ত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডবচরিত্র ॥
ব্যাসবিরচিত চিত্র ... ...
... ... কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে স্নুনে জেন সকল সংসার ॥
... ... বি ভাগীরথী ॥
কাএস্তকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিস্থানে।
শ্রী ... ...
... ... স পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
কাশীরাম ... ...
... রসিক স্নুনে সুধাসিন্ধুবত।
এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল ...
... র তবে তথায় বঞ্চিয়া ॥
পুন দ্বারাবতী বীর করিলা গমন।
... ... য়া সংহতি।
দেখিআ সকল লোক আনন্দিতমতি ॥
মহাভারথে ... ...
... ..দিষ্টং তথ্া লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তি ॥ ভিমস্যাপি রনে ... ...লি সং...ত্র রাসমহনপুর মহল সেঠ পরগনে বিষ্ণুপুর ॥ ... ...কু সত্ত্য গোমাসভক্ষন° ॥ ইতি সন ৯৮৫ সাল তে° ৬ কার্ত্তিক ॥

১। বন্ধনীর অংশ ছাপা পুথি হইতে নেওয়া। ২। পুথির শেষ পাতাখানির অর্দ্ধেক নাই। সেই জন্ম উক্ত অংশে অনেক পয়ার না থাকায় এইখান হইতে আর সংখ্যা দেওয়া গেল না।

নির্ঘণ্ট

[মূল পুঁথিতে শব্দগুলির যেরূপ বানান আছে, সেই বানান অনুযায়ী শব্দগুলি সাজান হইল]

পৃষ্ঠা

নাম পৃষ্ঠা